www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের স্বরূপ উন্মোচন

২. রাসুল (ﷺ) হাযির নাযির, ইলমে গায়েব জানেন এবং আল্লাহর জাতি নূরের জ্যোতি হতে সৃষ্টি ইত্যাদি আক্বীদার দলীল ও প্রমাণ

৩. "ঈদে মিলাদুন্নবী (ﷺ) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ"

৪. বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব "সাইফুল কাহহার আলা আ'নাকি আল্ খাওয়ারিজিল আশরার"।

৫. তাবাররুকাত

৬. আকায়েদে আরবায়াহ্

প্রাপ্তিস্থান ঃ

জহুরা মঞ্জিল, কলেজ রোড, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।
আবেদিয়া খান্কা শরীফ, নিতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
কুতুবিয়া দরবার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
বাইতুশ শরীফ জামে মসজিদ, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।
ফকিরটোলা জামে মসজিদ, নারায়ণগঞ্জ।
বইমেলা ১/২, ডি.আই.টি. মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ।
মসজিদে গাউসুল আ'যম, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।
মোহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায় ঃ

সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ
নারায়ণগঞ্জ

আকায়েদে আরবায়াহ্
মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর

আকায়েদে

আরবায়াহ্

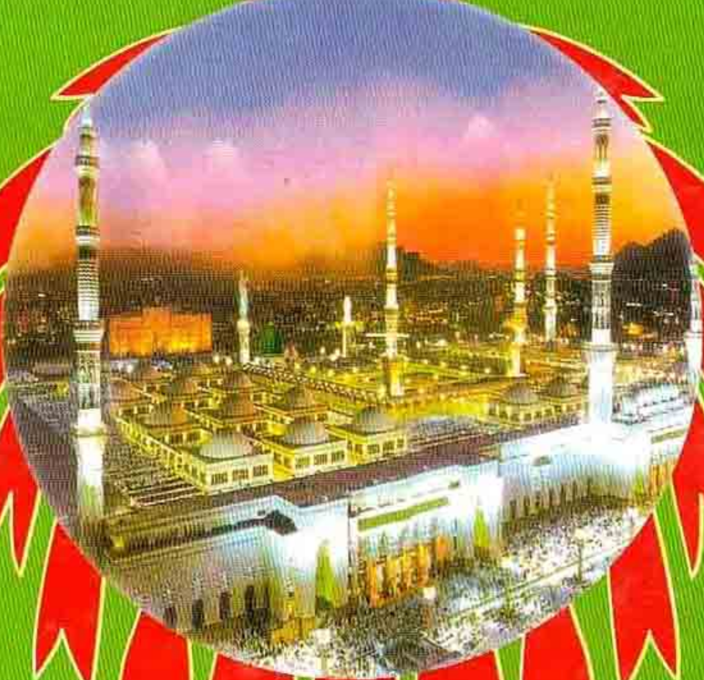

মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আকায়েদে আরবায়াহ্

عقائد اربعة

নারায়ণগঞ্জ উলামা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "কথিত জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলেমুল গায়েব, হাজির নাজির, আল্লাহর জাতি নূরের তৈরি ইত্যাদি প্রসঙ্গে সৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান" শীর্ষক বই- এর মুখোশ উন্মোচন

রচনায় ঃ

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (এম.এফ, এম.এম.)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

রচনায় ঃ

আলহাজ্ব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর (এম.এফ, এম.এম.)
আরবী প্রভাষক, দারুচ্ছুন্নাহ কামিল মাদ্রাসা, কাশীপুর, নারায়ণগঞ্জ।
সাধারণ সম্পাদক, সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ এবং সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ

কৈফিয়ত ঃ কারো বিরুদ্ধে লিখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সাধারণ মুসলমানগণ যেন সঠিক ও সত্য বিষয়টি বুঝতে পারেন, সে জন্যই আমাদের এ প্রচেষ্টা।

অনুরোধ ঃ সম্মানিত পাঠক! নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সম্পূর্ণ বইটি পড়ুন এবং একটু চিন্তা করে দেখুন, কাদের বক্তব্য পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক ও যুক্তি পূর্ণ বলে মনে হয়। ইনশাআল্লাহ সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

প্রকাশ কাল ঃ
১২ই রবিউল আউয়াল ১৪২৮ হিজরী, ১ এপ্রিল ২০০৭ইং,
১৮ই চৈত্র ১৪১৩ বাংলা, রোজ রবিবার
কম্পিউটার ঃ প্রচ্ছদ ঃ বাহার
বর্ণ বিন্যাস ঃ মোঃ শাহ্ আলম
২২৭/১, ফকিরাপুল ২য় তলা, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৩৪০৮০০

সৌজন্য হাদীয়া ঃ
সাদা- ১৫০/- নিউজ- ১০০/-

প্রচারে ঃ সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ।
ও
আঞ্জুমানে সাইফুন্নবী ফী রদ্দে মুনকিরে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

প্রকাশনায় ঃ
সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদ নারায়ণগঞ্জ।

উৎসর্গ

আমাদের আঁক্বা ও মাওলা, নূরে-মোজাসসাম, সায়্যেদুল মুরছালীন, শাফীউল- মুজনেবীন, রাহাতুল আশেক্বীন, মুরাদুল মোশতাক্বীন, শামসুল আরেফীন, সিরাজুস্ সালেকীন ছাহেবে ক্বাবা- ক্বাওছাইন, রাহ্মাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র কদম শরীফে উৎসর্গীত।

ইহজগতে তাঁর নূরানী চেহারা মোবারক দর্শনে অশান্ত হৃদয় শান্ত করার এবং পরজগতে তাঁর শাফায়াতে কোব্রা লাভকরে জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁর কদম শরীফের নিচে আশ্রয় লাভের প্রত্যাশায় উৎসর্গ করলাম। আমীন।

স্মরণ

পেশ ওয়ায়ে আহ্লে সুন্নাত, সায়্যেদুল আজম, গাওছে জামান হুজুর কেবলা হযরতুল আল্লামা হাকিম হাফেজ ক্বারী শাহ মুহাম্মদ বজলুর রহমান (রহঃ)-

ও

রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত্ হযরতুল আল্লামা শাহ্ ছিরাজুদ্দীন আহ্মদ আল-ক্বাদেরী (রহঃ) এর স্মরণে প্রকাশিত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

শিরোনাম

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা নং

০১ ভূমিকা -- ০৭
০২. অভিমত--০৮
০৩. প্রসঙ্গ ঃ পবিত্র জশ্নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)---------- ১১
০৪. বিভ্রান্তির অবসান' বইয়ের কিছু খোড়াঁ যুক্তি ও তা খন্ডন ।-------------- -- ২৬
০৫. প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন ।-- ২৬
০৬. ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর ইন্তেকালের শোকদিবস পালন করা বৈধ নয় ।-- ২৯
০৭. কল্পিত ঐতিহাসিক রহস্যের ধুম্রজাল-- ৩৭
০৮. ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করা নবী করীম ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মহব্বতের পরিচয়-- ৩৮
০৯. ঈদের সংজ্ঞা কি?--- ৩৯
১০. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ব্যতীত অন্য কোন ঈদ আছে কি?----------- ৪২
১১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন ঈদ উদ্‌যাপন করা হক্কানী আলেমদের অনুসরণ ।------------------------- ৪৫
১২. ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কি খ্রিষ্টানদের অনুকরনে আমদানী করা হয়েছে?--- ৪৬
১৩. মুফতী শফী সাহেবের "ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের উৎস" সম্পর্কে লেখা বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় ।--- ৫২
১৪. মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- পালন করলে কি সীরাতুন্নবী স(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- অস্বীকার করা হয়?---৫৩
১৫. আবু লাহাব জাহান্নামে যাওয়া সত্ত্বেও মীলাদুন্নবীতে খুশি হওয়ায় পুরস্কার লাভ করেছে ।-- ৫৪
১৬. বিভিন্ন নেতাদের জন্মদিবস পালনের কারণে কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদুন্নবী (জন্মদিবস) পালন করা হয়?-- ৫৬
১৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলমে গায়েব জানতেন------------ ----------- ৫৭
১৮. প্রাথমিক কথা-- ৫৭
১৯. গায়েবের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ-- ৫৯
২০. কোরআন শরীফের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত--- ৬০
২১. হাদীস শরীফের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত--- ৭১
২২. প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের উক্তির মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব প্রমানিত-- ৮৪

www.AmarIslam.com

২৩. বিশেষ ইলমে গায়েব যাকে علوم خمسة (পঞ্চজ্ঞান) বলা হয় সে বিষয়েও নবী করীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবহিত ছিলেন ।---------------- ----- ৯০
২৪. "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের বিভিন্ন উক্তি দ্বারাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত ।--- ৯৩
২৫. গায়েবের বিষয় জেনে যাওয়ার পর তাকে কি গায়েব বলা যায় না?------ -- ৯৪
২৬. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন আয়াত ও তার জবাব ।--- ৯৬
২৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন হাদীস ও তার জবাব ।-- ১০৩
২৮. হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর পবিত্রতা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি অবগত ছিলেন না?-- ১০৮
২৯. দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পূর্নাঙ্গ জ্ঞান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছিল ।------------------------- ১১১
৩০. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত কিছু যুক্তি ও তা খণ্ডন-- ১১৪
৩১. 'ইলমে গায়েব জানা' নবী ও রাসূলদের অন্যতম বৈশিষ্ট ।--------------- ১১৬
৩২. কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যার জবাব ।----------------------------------- ১১৮
৩৩. কিছু হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব ।----------------------------------- ১২১
৩৪. কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে এমন সকল বিষয় খুৎবায় বলা কি রাসূল (দঃ)-এর জন্য অসম্ভব ছিল?--- ১২১
৩৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত আকায়েদ ও ফেকাহ শাস্ত্রের কিছু উদ্ধৃতির জবাব ।------------- ------ ১২৬
৩৬. গাঙ্গুহী সাহেবের ফতোয়ার জবাব ।------------------- --------- ১২৯
৩৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির ।------------------------ ১৩৬
৩৮. প্রাথমিক কথা--- ১৩৬
৩৯. পবিত্র কোরআনের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির -- ১৩৬
৪০. পবিত্র হাদীসের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির ----- ১৪১
৪১. প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের উক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির -- ১৪৬
৪২. যুক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির--- ---------- ১৬২
৪৩. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর হাজির-নাজির হওয়ার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি খণ্ডন ।--------------------------------------- ১৬৩
৪৪. 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা এবং 'নারায়ে রিসালাত' ও 'নারায়ে গাউসিয়া' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়া জায়েজ--- ১৭৮
৪৫. কতিপয় অপব্যাখ্যার জবাব--- ১৮১
৪৬. কতিপয় প্রশ্নের জবাব--- ১৮৮

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূরের তৈরী।---------------- ১৯০

৪৮. প্রাথমিক কথা-- ১৯০

৪৯. পবিত্র কোরআনের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর------------ ১৯১

৫০. পবিত্র হাদীসের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর--------------- ১৯৬

৫১. সাহাবা (রাঃ) ও যুগ শ্রেষ্ঠ ইমামগণের উক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর-- ২০০

৫২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর হওয়ার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি খন্ডন-- ২০৭

৫৩. আমরা কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর 'মানুষ হওয়া' অস্বীকার করি?-- ২০৭

৫৪. আল্লাহ স্বয়ং নূর এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জাতি নূরের জ্যোতি দ্বারা সৃষ্টি-- ২০৯

৫৫. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাশার, কিন্তু মাটির মানুষ নন।--------- ২১২

৫৬. "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ে কোরআন বিকৃতি।-------------------------- ২১৩

৫৭. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন?---- ----- ২১৪

৫৮. আলা হযরত বেরলভী (রহঃ)-এর "السنية الانيقة।"কিতাবের একটি উক্তির অপব্যাখ্যার জবাব-- ২২০

৫৯. কতিপয় অপব্যাখ্যার জবাব-- ২২২

৬০. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) কি শিয়াপন্থী ছিলেন?-------------------- ২২৫

৬১. 'কলম' কি সর্বপ্রথম সৃষ্টি?------------------------------------ ২২৭

৬২. হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক "অন্ধকারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূরের আলো দ্বারা সূঁচ পাওয়ার ঘটনা সম্বলিত" হাদীস কি ভিত্তিহীন?----------- ২২৯

৬৩. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূরের কি আলো ছিল না?-------------- ২৩১

৬৪. নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কি ছায়া ছিল?----- ---------------- ২৩৪

৬৫. ছায়ার পক্ষে উপস্থাপিত হাদীসদ্বয়ের সঠিক ব্যাখ্যা--------------------- ২৪০

৬৬. "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ছায়া ছিল না" এটা কি শুধু শিয়াদের আক্বীদা?-- ২৪৩

৬৭. পরিশিষ্ট-- ২৪৪

৬৮. সকল বিদআতই নাজায়েজ ও গোমরাহ?------------------------------ ২৪৪

৬৯. ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে মুসাফাহা ও কোলাকুলি করা কি বিদআত (কবিরা গুনাহ)?-- ২৪৮

৭০. "নারায়নগঞ্জ উলামা পরিষদ" সম্পর্কে কিছু কথা----------------------- ২৪৯

৭১. নারায়নগঞ্জ উলামা পরিষদকে দেয়া গত ১১/০৭/০৬ তারিখের উকিল নোটিশের কপি-- ২৫২

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী ও নুসাল্লীমু আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বাদ। সমস্ত প্রশংসা মহান ঐ আল্লাহ্‌ তা'য়ালার যিনি তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) কে নূরের মানব করে হাজির ও নাজির হওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। লাখো কোটি দরুদ ও সালাম মহান সেই রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি যিনি এ দুনিয়ায় আসার কারণে কুল-মাখ্‌লুকাত ঈদ উদ্‌যাপন করেছিল। এবং যিনি অদৃশ্য বিষয়ের অসংখ্য সংবাদ প্রদান করে অগনিত কাফের বে-দ্বীনকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এনেছিলেন।

বাতিলের বিরুদ্ধে হকের, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাতিলের মুখোশ উন্মোচনে মশির জিহাদ হিসাবে লিখনিকে হাতে তুলে নেয়া। বিগত কয়েক মাস পূর্বে আমাদের (সুন্নিদের) প্রতিপক্ষ বন্ধুদের প্রকাশিত **"বিভ্রান্তির অবসান"** নামক বইটি আমার হস্তগত হয়। বইটির আদ্যোপান্ত পাঠ করে দেখলাম যে, উহা কোন বিভ্রান্তির অবসান করেনি বরং সরলমনা মুসলমানদের আরও চরম বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করবে।

উক্ত বইটি মাওঃ নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সহ মোট চার জনে পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইল্‌মে গায়েব,হাজির-নাজির ও নূরের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য লিখেছেন। উক্ত বইয়ের লেখকগণ স্বীয় মুরুব্বীদের যেমন-মুফতী শফী, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, ইদ্রিস কান্ধলভী ও মুফতী মাহমুদ সাহেব প্রমুখদের বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপন করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ সঠিক হিসেবে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। তাদের এ বিভ্রান্তি থেকে সরলমনা মুসলমানদের ঈমান আক্বিদাহ্‌ রক্ষা করার জন্য আমার এ **"আকায়েদে আরবায়াহ্‌"** নামক বইটি রচনা করে প্রকাশ করার ইচ্ছা করি। আমার এ বইটি পড়ে উপরোক্ত চারটি আকিদাহ্‌র ব্যাপারে যদি কেউ সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারেন, তাহলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রতিপক্ষ বন্ধুদের সংগঠন **"নাঃ গঞ্জ উলামা পরিষদ"** যেন গঠনই হয়েছে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করার জন্য। কারণ শুধু **"বিভ্রান্তির অবসান"** বই প্রকাশই নয় তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের অনেক ন্যাক্কার জনক কর্মকান্ড করেছেন। তার সমুচিত জবাবও আমরা দিয়েছিলাম। অবশেষে আমাদের গত ১১/৭/০৬ ইং তারিখের উকিল নোটিশের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়ে তারা উক্ত বই প্রকাশ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছেন। তাদের এরূপ কর্মকান্ডের জবাবে আমাদের **"সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদের"** ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে এটুকু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার। আল্লাহ যেন, আমাদের এ পরিশ্রমটুকু তাঁর হাবীবের সদ্‌কায় কবুল করেন। আমিন।

এ বইটি প্রকাশের কাজে যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্‌ যেন সকলের সহযোগীতা কবুল করেন এবং কিয়ামতের কঠিন অবস্থায় তাঁর শাফিউল মুজনেবীন নবীর শাফায়াত নসীব করেন। আমীন। বেহুরমতে ছায়্যেদিল মুরছালিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বিনীত

মুফতী মুহাম্মদ আলী আকবর

কাশীপুর, নাঃগঞ্জ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

বাংলাদেশ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সম্মানিত

প্রেসিডেন্ট ও পীর সাহেব কেবেলা ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফ হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

হযরতুল আল্লামা সৈয়দ বাহাদুর শাহ্ মোজাদ্দেদী আল আবেদী সাহেব (মাঃ জিঃ আঃ)-এর অভিমত-

আমার প্রিয়ভাজন মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ আলী আকবর সাহেব রচিত "আকায়েদে আরবায়াহ্" কিতাবটি দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি এ মর্মে যে, তাঁদের দয়া ও করুণায় মুফতী আলী আকবর সাহেব **"নারায়ণগঞ্জ উলামা পরিষদ"** কর্তৃক প্রকাশিত "বিভ্রান্তির অবসান" নামক বইয়ের সমুচিত দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে নারায়ণগঞ্জ তথা বিশ্বের সমস্ত সুন্নী জনতার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। সরলমনা মুসলমানদেরকে ওহাবী-খারেজী মৌলভীদের সৃষ্টি করা বিভিন্ন বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইল্‌মে গায়েব, হাজির-নাজির ও নূর হওয়া সম্পর্কে সঠিক ও সত্য বিষয়টির দিকে পথ দেখিয়েছেন। আমি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর হাবীবের সদকায় লেখককে বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে আরো শক্তভাবে কলমী জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করেন। কিতাবটিতে পবিত্র কোরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের মাধ্যমে যা লিখা হয়েছে, তা উপরোক্ত চারটি আকীদাহ্ সঠিক ও সত্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ও যুগোপেযোগী লেখা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি সকল সুন্নী ব্যক্তিবর্গকে উক্ত কিতাবটি সংগ্রহ করে নিজে পড়ে অন্যকে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে অনুরোধ করছি। যাতে করে বাতিলদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদের ঈমান-আক্বীদাহ্ হিফাযত করে, তাদের ধোঁকাবাজী-বিভ্রান্তি জনগণের নিকট তুলে ধরা যায়। নারায়ণগঞ্জে সুন্নীয়তের পূণর্জাগরণ ও ওহাবী-খারেজীদের হিংস্র থাবা থেকে উদ্ধারের জন্য সকল সুন্নী দরবারের পীর-মাশায়েখ ও মুরীদ-ভক্তদের ঐক্যবদ্ধভাবে "সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ" ও "সুন্নী ইমাম ও ওলামা পরিষদকে" সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সুন্নীয়তের কাজকে এগিয়ে নেয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন। পরিশেষে লেখকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং কিতাবটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করে শেষ করছি, আমীন।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রসার সম্মানিত প্রধান মুফতী ও আহ্‌লে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থা (ও.এ.সি) বাংলাদেশ -এর সম্মানিত সভাপতি হযরতুল আল্লামা

মুফতী সৈয়দ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান (মাঃজিঃআঃ)-এর অভিমত

আমার প্রাণাধিক প্রিয় মাওলানা মুফতী আলী আকবর "আকায়েদ আরবায়াহ্" নামক বইটি প্রকাশ করেছেন জেনে আমি খুবই উৎফুল্ল। বইটি আমি পড়েছি, নির্ভরযোগ্য দলীল ও যুক্তি প্রর্দশন পূর্বক বইটির আদোপ্রান্ত সাজানো হয়েছে। বইটি রাসূল প্রেমিকদের অন্তরের খোরাক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাতিলদের খোঁড়া যুক্তি খন্ডনে এ বইটি তলোয়ারের মত কাজ করবে। যারা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েব, হাজির-নাজির ও নূরকে অস্বীকার করেন তাদের বিপরীতে বইটি ঢাল স্বরুপ। আমি সর্বস্তরে সুন্নী পীর-মাশায়াখে, আলেম ও সর্বজনসাধারনকে স্বীয় ঘরে উহা রাখার অনুরোধ করছি। সাথে সাথে লেখকের দীর্ঘ হায়াত ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাকে এর বিনিময় উত্তম جزاء প্রদান করেন। আমীন।

(সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান)
প্রধান ফকিহ (মুফতি)
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার।

নারায়ে রিসালাত,ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)।।

নারায়ে গাউসিয়া,ইয়া গাউসুল আযম দস্তগীর (রা.)

আগামী ১৪ই জানুয়ারী ১২ ই রবিউল আউয়াল,রোজ মঙ্গলবার সকাল ৮-টায় ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে বাংলাদেশ আনজুমানে আশেকানে মোস্তফা (দ.) কর্তৃক আয়োজিত জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হবে এবং ৯,১০ ও ১১ই রবিউল আউয়াল প্রত্যহ বাদ আছর হতে ১১টা পর্যন্ত মসজিদ প্রাঙ্গণে ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামগণ ওয়াজ করবেন ।

সবাই দলে দলে যোগদান করুন ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

জামেয়া আহ্‌মদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রসা, চট্টগ্রাম -এর ফিকাহ্
বিভাগের সম্মানিত

অধ্যাপক হযরতুল আল্লামা রাইছুল মুনাযিরিন মুফ্‌তি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ (মাঃ জিঃ আঃ)

(এম. এম, এম. এফ, এম তফ (প্রথম শ্রেণী) -এর

অভিমত

নারায়ণগঞ্জের দেওবন্দী ওহাবী আলেমদের সংগঠন "নারায়ণগঞ্জ উলামা পরিষদ" কর্তৃক প্রকাশিত "বিভ্রান্তির অবসান" নামক বইয়ের খন্ডনে আমাদের স্নেহপদ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়ার ফারিগ ও দস্তারে ফযিলত অর্জনকারী মুফতী মোঃ আলী আকবর অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে, "আকায়েদে আরবায়াহ্" নামক কিতাব রচনা করেছে, তা আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করে দেখেছি, সেখানে অত্যান্ত সুদৃঢ় দলীলাদির আলোকে পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এবং রাসূলের ইলমে গায়েব, হাজির-নাজির ও নূর হওয়া ইত্যাদি মাসায়ালা সমূহ সঠিক ও সত্য বলে প্রমাণ করেছে। পাশাপাশি ঐ "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছে। এটা বর্তমান যুগে হক পন্থী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের জন্য একটি হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত।

পরিশেষে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ করি, আল্লাহ যেন আমাদের স্নেহের মুফতী আলী আকবরকে বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে আরো শক্তভাবে লেখনির মাধ্যমে জেহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফিক দান করেন। আমীন।

২৫/৩/০৭
মুফতি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ
এম.এম.এম.এফ.এম.তফ (প্রথম শ্রেণী)
ফকীহ্ (অধ্যাপক ফিক্হ বিভাগ)
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

প্রসঙ্গ ঃ পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

সম্মানিত পাঠক বৃন্দের নিকট প্রথমে পবিত্র জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) কি? সে বিষয়টি তুলে ধরতে চাই। যাতে এ সম্পর্কে হারাম-নাজায়েয ফতোয়া দানকারী গোমরাহ ওহাবী-খারেজী আলেমদের বিভ্রান্তি ও ধোকাবাজি তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়।

শাব্দিক অর্থে জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

جَشْنِ (জশ্‌নে) একটি ফার্সী শব্দ যার অর্থ খুশি বা আনন্দ আর جُلُوْسٌ শব্দটি আরবী। তার অর্থ সম্পর্কে فِيْرُوْزُ اللُّغَاتِ এর ৪৬২ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

امیروں اورباد شایوں کی سواری کسی خاص موقع پر بہت سے لوگوں کا اکٹھے هوکر بازاروں و غیرہ میں سے گزرنا-

অর্থাৎ- জুলুস হলো অনেক লোক কোন খাছ বা বিশেষ সময়ে একত্রিত হয়ে আমীর ও বাদশাহদের সাওয়ারী নিয়ে বাজার ও শহরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্থ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করা।

সুতরাং জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- অর্থ হলো রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় আগমন বা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করা।

প্রচলিত অর্থে জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে অনেক রাসূল প্রেমিক মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে পবিত্র ও সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে আতর গোলাপ গায়ে মেখে কালামে পাক, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে শ্লোগন দিয়ে রাস্তায় বা শহরে মিছিল সহকারে আনন্দের সহিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মকাল, জন্মদিন ও তৎসম্বলিত ঘটনাবলীর আলোচনার যে বিরাট মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় তার নাম জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

অতএব, এখন আমি "জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

করাকে হারাম, নাজায়েয ও গোনাহের কাজ ইত্যাদি ফতোয়া দানকারী আলেমদের নিকট জানতে চাই উপরে বর্ণিত আমল সমূহ বা কাজগুলো থেকে কোন্ কোন্ আমল গুনাহ ও নাজায়েয যার কারণে আপনারা পবিত্র জশ্নে জুলুসকে হারাম ফতোয়া দিচ্ছেন। বলতে পারবেন কি? না, কখনো আপনারা উপরে বর্ণিত কোন একটি কাজকেও হারাম বা নাজায়েয প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ কালামে পাক তেলাওয়াত করা, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করা, রাসূলের প্রতি দুরূদ সালাম প্রেরন করা সবই ছাওয়াব বা পুণ্যের কাজ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে শ্লোগান দেয়া, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা, কোন খুশির বিষয় উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করা ইত্যাদি সবই বৈধ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের সুন্নাত।

নিম্নে এ বিষয়ে আমি দলীল উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি ঃ-

প্রথমতঃ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঠ করা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো যে ছাওয়াবের কাজ এটা সর্বজন স্বীকৃত। তাই এগুলোর ব্যাপারে দলীল উপস্থাপন করা নিস্প্রয়োজন।

<u>মীলাদুন্নবী বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা ও তাঁর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ঈদ (আনন্দ উৎসব) পালন করার দলীল নিম্নরূপঃ-</u>

<u>কোরআন শরীফের আলোকে ঃ</u> আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআন শরীফে অগনিত আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদ (জন্ম) তথা দুনিয়ায় শুভাগমনের কথা আলোচনা করেছেন। নমুনা স্বরূপ কিছু আয়াতে কারিমা নিম্নে তুলে ধরলাম।

(١) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ-

১. অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের থেকে এমন একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের বিপাদাপন্ন হওয়াতে দয়ালূ ও করুনাময়। -সুরা তাওবা আয়াত নং -১২৮।

(٢) رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ- إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ-

২. অর্থাৎ- হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান ওহে প্রভু! তাঁদের মধ্যে তাঁদের হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি আপনার বাণী সমূহ তাঁদেরকে পাঠ করে শুনাবেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়ে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।-সুরা বাকারা, আয়াত -১২৯।

(٣) وَاِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىٓ اِسْرَائِيلَ اِنِّى رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّاْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ- فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

৩. অর্থাৎ- যখন হযরত ঈসা (আঃ) বনি ইসরাঈলকে বললেন আমি আল্লাহর রাসুল হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি তৎসঙ্গে আমার পূর্বে যে তাওরাত এসেছে উহার প্রতি আমার সমর্থন রয়েছে এবং আমার পর যে রাসূল আসবেন তাঁর নাম হবে আহমদ। ঐ রাসূলের সুসংবাদ নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। আর যখন সে রাসূল তাদের নিকট দলীল সমূহ সহকারে আসলেন তখন তারা বলতে লাগলেন এটা প্রকাশ্য যাদু। - সুরা ছফ, আয়াত নং-০৬।

(٤) قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُّبِينٌ

৪. অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে মহান "নূর" [মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] এবং স্পষ্ট কিতাব [আল কুরআন] এসেছে। (সূরা মায়েদাহ-আয়াত নং-১৫)

(٥) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِى قَالُوا اَقْرَرْنَا- قَالَ فَاشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِينَ- فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ-

৫. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত নবী তথা হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যত নবী দুনিয়ায় আগমণ করেছিলেন, তাদের সবাইকে নিয়ে একটি মজলিস বা সভা করে ছিলেন। শুধুমাত্র তাঁর হাবীব সাইয়্যেদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদ বা দুনিয়ায় আগমনের বাণী শোনানো এবং রাসূল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সকল নবী (আঃ) গণের পক্ষ থেকে ঈমান গ্রহণের অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই ঘটনাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন-

অর্থাৎ- এবং স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে তাঁদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি তোমাদের কিতাব গুলোর সত্যায়ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চয়ই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করবে, এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে? সবাই আরয করলো 'আমরা স্বীকার করলাম; এরশাদ করলেন- তোমরা একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও আমি নিজেও 'তোমাদের সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম। সুতরাং যে কেউ এরপর ফিরে যাবে, তবে সে সব লোক ফাসিক। -সুরা আল ইমরান, আয়াত নং -৮১-৮২।

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমুহের মাধ্যমে মীলাদুন্নবী বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দুনিয়ায় শুভাগমনের আলোচনা করা হয়েছে। আর মীলাদুন্নবী বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় আগমনের কারণে ঈদ বা আনন্দ উৎসব করার দলীল হলো নিম্ন বর্ণিত আয়াত- আয়াতটি হলোঃ-

* قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলে দিন আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত প্রাপ্তিতে তাদের (মোমিনদের) খুশি উদ্‌যাপন করা উচিৎ এবং তা তাদের সমস্ত জমাকৃত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়। -সূরা ইউনুস, আয়াত নং -৫৮।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ 'আদ্দুররুল মনসূরে' উল্লেখ করেছেন-

اَخْرَجَ اَبُوْ الشَّيْخِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى الْاٰيَةِ قَالَ فَضْلُ اللّٰهِ الْعِلْمُ وَرَحْمَتُهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ-

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

"এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ (فَضْلُ اللّٰهِ) দ্বারা ইলমে দ্বীন এবং রহমত (رَحْمَةٌ) দ্বারা বুঝানো হয়েছে নবী করীম সরকারে দো আলম নুরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান "হে হাবীব! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব-জগতের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি"। সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং -১০৭।

ইমাম আলূসী (রহঃ) তাঁর রূহুল মা'আনীঃ ১০ম খন্ডঃ পৃষ্ঠা-১৪১, এবং ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরই কবীরঃ খন্ড ১৭ঃ পৃষ্ঠা ১৩২-এরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইমাম সুয়ূতী কৃত তাফসীরই আদ্দুররুল মানসূর ঃ ৪র্থ খন্ড ঃ পৃষ্ঠাঃ ৩৬৭)

আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব তার মীলাদুন্নবী গ্রন্থের ১০৪-পৃষ্ঠায় সুরা ইউনুসের উক্ত ৫৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন -"ফজল ও রহমতের এখানে অর্থ হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বলেন ইবারাতুন্নছ দ্বারা যদিও কোরআন ও ইসলামকে বুঝায়, কিন্তু দালালাতুন্নছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, তিনি হচ্ছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন আর কোরআন হচ্ছে রাহমাতুল্লিল মোমেনীন। সুতরাং মোমেনের রহমত স্বরূপ কোরআনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা ইবারতের দ্বারা বুঝা গেলেও দালালাতুন্নছ- এর দ্বারা বিশ্ব জাহানের রহমতের আবির্ভাবেও আনন্দ প্রকাশ করা বুঝা যায় অতি সহজে। কেননা তিনি হচ্ছেন কোরআনের ধারক ও বাহক। (কৃত সুন্নী বার্তা, বুলেটিন নং ৫৯)

সুতরাং আলোচ্য আয়াত ও তার তাফসীরের মাধ্যমে বুঝা গেলো মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের কারনে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আনন্দ উৎসব করার আদেশ দিয়েছেন। আর মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব বা খুশি উদ্‌যাপন করার নামই হলো পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধীগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত বলতে শুধু ইসলাম ও কোরআনকেই বুঝাতে চান, তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর রহমত হিসেবে স্বীকার করতে চান না। তাদেরকে উপরোক্ত তাফসীর গ্রন্থ সমূহ ভালোভাবে অধ্যয়ন করার অনুরোধ করা হলো। তাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে আল্লাহর রহমত ও করুনা স্বরূপ সে বিষয়ে পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে কিছু আয়াত ও তার ব্যাখ্যা তুলে ধরলাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(١) وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ-

১. অর্থাৎ- [হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] এবং আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-১০৭)

(٢) فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

২. অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না থাকতো তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হতে।
(সূরা আল বাকারা, আয়াত, নং-৬৪)

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআনের ৪৪ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে- **"আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ন না হওয়াটা যেহেতু মহানবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **এরই বরকত। কাজেই কোন কোন তাফসীরকার মহানবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**-এর আবির্ভাব কেই [মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **আল্লাহর রহমত ও করুনা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।"**

হাদীস শরীফের আলোকে

অগনিত হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদ বা জন্ম বৃত্তান্তের আলোচনা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে স্বীয় মীলাদ বা জন্ম দিবস পালন করেছেন। নিম্নে কিছু নমুনা উপস্থাপন করলাম।

(১) আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) তদীয় মাওয়াহেব গ্রন্থে বলেন-

١) عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَيْئٍ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَاجَابِرُاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى- وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَاقَلَمٌ وَلَاجَنَّةٌ وَنَارٌ وَلَامَلَكٌ وَلَاسَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ-

অর্থাৎ- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন-আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লক্ষ্য করে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.AmarIslam.com

ওয়া সাল্লাম) আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হোক। আমাকে কি আপনি অবহিত করবেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন বস্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন -হে জাবির! সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তোমার নবীর নুরকে তাঁর আপন নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় ঐ নূর কুদরতে যেথায় সেথায় ভ্রমণ করতেছিল। ঐ সময় লওহ-কলম, বেহেস্ত-দোজখ ফেরেশতা, আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য, জিন-ইনসান কিছুই ছিল না। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৮৯)

(٢) بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مِيْلَادِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَنْ الْمُطَّلِبِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ وُلِدْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ وَسَاَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ اَشْيَمَ اَخَابَنِىْ يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْبَرُ مِنِّىْ وَاَنَا اَقْدَمُ مِنْهُ فِى الْمِيْلَادِ-

২. অর্থাৎ- হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী (রহঃ) তাঁর সংকলিত 'সুনানে তিরমিযী' শরীফে **'মীলাদুন্নবী** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **শিরোনামে একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন এবং এতে হুজুর** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)**-এর জন্ম তারিখ নিয়ে আলোচনা সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।** হাদিসটি হলো-

হযরত মোত্তালিব বিন আব্দুল্লাহ আপন দাদা কয়েছ বিন মোখরামা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন-আমি ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমুল ফীল' অর্থাৎ- বাদশাহ আবরাহার হস্তি বাহিনীর উপর আল্লাহর গযব নাজিল হওয়ার বছর জন্মগ্রহণ করেছি। হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) বনি ইয়ামর ইবনে লাইস-এর ভাই কুবাছ ইবনে আশইয়ামকে বললেন 'আপনি বড় না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)? তখন তিনি বললেন রাসূল আমার চেয়ে অনেক বড় সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে, আর আমি জন্ম সূত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আগে মাত্র। (তিরমিযী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২০৩)

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম কাহিনী নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

(٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ–

৩. অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। (মাদারেজুন নবুওয়াত)

(٤) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنِّىْ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِىْ طِيْنَتِهٖ وَسَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ اَمْرِىْ دَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَشَارَةِ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِىْ رَاَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِىْ وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

৪. অর্থাৎ- হযরত ইরবাদ বিন ছারিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন- নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট খাতামুন নাবীয়্যিন হিসেবে লিখিত ছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) মাটির খামীরে পরিণত ছিলেন। তোমাদেরকে আমি আমার প্রথম অবস্থায় খবর দিচ্ছি। আমি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া হযরত ঈসা (আঃ) এর সুসংবাদ। আমার মাতা যখন আমাকে প্রসব করলেন তখন যে নূর বের হয়েছিল তাতে শাম দেশের কোঠা তিনি দেখতে পেয়েছেন। আমি সেই স্বপ্ন বা দৃশ্য। (মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ৫১৩।)

(٥) عَنِ الْعَبَّاسِ اَنَّهُ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ اَنَا فَقَالُوْا اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ– اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ فِرْقَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوْتًا فَجَعَلَنِىْ فِىْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا فَاَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا–

৫. অর্থাৎ- হুজুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আসলেন। কারণ তিনি যেন হুযুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশ বুনিয়াদ সম্পর্কে বিরূপ কিছু মন্তব্য শুনেছেন। [তা হুযুর কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবহিত করলেন] তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বর শরীফের উপর আরোহন করলেন। (বরকতময় ভাষন দেয়ার উদ্দেশ্যে) অতঃপর তিনি সাহাবা কেরামগণের উদ্দেশ্যে বললেন "আমি কে?" উত্তরে তাঁরা বললেন "আপনি আল্লাহর রাসূল"। তখন হুযুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মানব-দানব সবই সৃষ্টি করেছেন। এতে আমাকে উত্তম পক্ষের (অর্থাৎ মানবজাতি) মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের (মানব জাতি) কে দু 'সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন (অর্থাৎ আরবীয় ও অনারবীয়) এতেও আমাকে উত্তম সম্প্রদায়ে (আরবী) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরব জাতিকে অনেক গোত্রে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে গোত্রের দিক দিয়ে উত্তম গোত্রে (কোরাইশ) সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদেরকে (কোরাইশ) বিভিন্ন উপগোত্রে ভাগ করেছেন। আর আমাকে উপগোত্রের দিক দিয়ে উত্তম উপগোত্রে (বনি হাশেম) সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমি তাদের মধ্যে সত্তাগত, বংশগত ও গোত্রগত দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ। (তিরমিযী, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২০১, মেশকাত পৃঃ নং ৫১৩)
আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করে নিজের বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

(٦) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ كِرَامَتِىْ عَلٰى رَبِّىْ اَنِّىْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرَ اَحَدٌ سَوْاَتِىْ–

৬. অর্থাৎ- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নিশ্চয়ই রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন- মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমার জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা হলো আমি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)

(٧) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَيْتِهٖ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

৭. অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা তিনি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পবিত্র জন্মের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে তাশরীফ আনলেন এবং তা দেখে এরশাদ করলেন- "তোমাদের জন্য কেয়ামত দিবসে আমার শাফা'য়াত ওয়াজিব হয়ে গেল"। (অর্থাৎ- সমবেত হয়ে আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার ফলে তোমাদের জন্য কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ নিশ্চিত হয়ে গেলো। (আত্তানবীর ফিল মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর)।

(٨) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَرَّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِىْ وَكَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبْنَائِهٖ وَعَشِيْرَتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ هٰذَا الْيَوْمُ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ لَكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَائِكَتُهُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكَ وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجَا نَجَاتَكَ-

৮. অর্থাৎ- হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা তিনি হুযুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হযরত আমের আনসারী (রাঃ)-এর ঘরে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আমের আনসারী (রাঃ) তাঁর সন্তান ও স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে নিয়ে হুযুর করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করছিলেন এবং বলছিলেন- "এই দিনটি, এই দিনটি" তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন- ("হে আমের আনসারী!) নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিয়েছেন। আর ফিরিশতাগন তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করছে। তাছাড়া যারা তোমার মতো আমার জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (অর্থাৎ মীলাদ-মাহফিল করবে) তারা তোমার মতোই নাজাত লাভ করবে। (আত্তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্নাযীর)

আলোচ্য হাদীস দুটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদ বা জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করতেন এবং তা নিজ সন্তান ও স্বগোত্রীয়দের শিক্ষা দিতেন।

উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বৃত্তান্ত, দুনিয়ায় শুভাগমনের আলোচনার মাহফিল করা সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সুন্নাতে সাহাবা

(রাঃ)।

শুধু তাই নয় এমনকি হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায় স্বয়ং রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দিষ্টভাবে স্বীয় মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করে উম্মতকে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উৎসব বা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হাদীস শরীফটি হলো নিম্নরূপ ঃ

٩) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ (يَوْمِ) اَلْاِثْنَيْنِ- فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ-(فَاَصُوْمُ شُكْرًا لِهٰذَيْنِ الْنِعْمَتَيْنِ)-

৯. অর্থাৎ- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তরে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন "ইহা এমন একটি দিন যে দিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদিন আমার ওপর কোরআন শরীফ নাযিল করা হয়েছে"। কিতাবের মধ্যে বাইনাছছতরে (দু লাইনের মধ্যখানে) লেখা রয়েছে- "আমি এ দু নেয়ামাতের শোকরিয়া হিসেবে সোমবার রোজা রাখি"। (মেশকাত শরীফ, পৃঃ ১৭৯, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড পৃঃ ৩৬৮)

আলোচ্য হাদীস শরীফের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদ বা দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে শরীয়তের আলোকে বৈধ পন্থায় শোকরিয়া হিসেবে যে কোন উৎসব বা আনন্দ অনুষ্ঠান (ওয়াজ -মাহফিল, মেহমানদারি, নফল ইবাদত বন্দেগী, দান-সদকা করা, জশ্নে জুলুসের আয়োজন করা ইত্যাদি) উদ্‌যাপন করা বৈধ এবং সুন্নাতে রাসূল। আর মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের শোকরিয়া হিসেবে খুশি হয়ে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান পালন করার নামই হলো পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের শোকরিয়া হিসেবে খুশি বা আনন্দ অনুষ্ঠান।

প্রখ্যাত আলেমগণের দৃষ্টিতে ঃ

১. প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন-

قَالَ حَسَنُ الْبَصْرِىُّ (اَلتَّابِعِىُّ) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَدِدْتُ لَوْكَانَ لِىْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا فَاَنْفَقْتُهُ عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থাৎ- "যদি আমার উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে আমি উহা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মীলাদুন্নবী মাহফিলে খরচ করাকে পছন্দ করতাম"। (আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা নং ৮)

২. হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রাঃ) বলেন-

قَالَ جُنَيْدُ الْبَغْدَادِيُّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهٗ مَنْ حَضَرَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَّمَ قَدْرَهٗ فَقَدْ فَازَ بِالْاِيْمَانِ

অর্থাৎ- " যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এ উপস্থিত হয়ে উহাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে- সে ঈমানের সফলতা লাভ করেছে"। (ঐ)

৩. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) (৯২৩ হিঃ ইন্তেকাল) বলেন-

فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا (جَمْعُ عِيْدٍ) لِيَكُوْنَ (اَلْاِتِّخَاذُ) اَشَدُّ عِلَّةٍ (اَىْ مَرَضٌ وَفِىْ بَعْضِهَا بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُوْمَةٍ اَىْ اِحْتِرَاقُ قَلْبٍ فَكِلَا هُمَا صَحِيْحٌ) عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাত সমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষন করেন। আর উক্ত রাত্রকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করবে এ জন্য যে যাদের অন্তরে [নবী বিদ্বেষী] রোগ রয়েছে তাদের ঐ রোগ যেন আরো শক্ত আকার ধারন করে এবং যন্ত্রণায় অন্তর জ্বলে পুড়ে যায়। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব ১ম খণ্ড পৃঃ নং ২৬২)

৪. ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন-

الله تعالی ان پر رحمتیں نازل کرتاھے جو میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کی شب کو عید مناتی ھیں- اورجس کی دل مین عناد اوردشمنی کی بیماری ھے وہ اپنی دشمنی میں اورزیادہ سخت ھو جاتاھے

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রকে ঈদ হিসেবে পালন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রহমত নাযিল করেন।
আর যার মনে হিংসা এবং [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুশমনির] রোগ রয়েছে, তার ঐ (নবী) বিদ্বেষী রোগ আরো শক্ত আকার ধারণ করে। (মা সাবাতা বিছছুন্নাহ (উর্দু) পৃষ্ঠা নং ৮৬।

উপরোক্ত দুই মুহাদ্দেস (রহঃ)-এর বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথা নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে।

এখন যারা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে শিরক, হারাম, বিদআত ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে থাকেন তাদেরকে উপরোক্ত এই দুই মুহাদ্দেস (রহঃ) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নসিহত করা গেল। তাঁদের থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের ঈমানকে পরিশুদ্ধ করুন। তাঁদের ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে অবদান না থাকলে আপনারা হাদীস শাস্ত্র কি তাও চিনতেন না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে শ্লোগান দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত একটি আমল। তাই দলীল দেওয়া নিস্প্রয়োজন মনে করি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (ইয়া রাসুলাল্লাহ) বলে শ্লোগান দেওয়া এবং কোন খুশির বিষয় উপলক্ষ্যে আনন্দ মিছিল বের করার দলীল নিম্নরূপ-

মুসলিম শরীফের ২য় খন্ডের ৪১৯ নং পৃষ্ঠায় بَابٌ فِىْ حَدِيْثِ الْهِجْرَةِ অধ্যায়ে হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কা মুকাররামা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন ঐ সময় মদীনায় মুসলমানগণ কেউ কেউ বাড়ি-ঘরের ছাদের ওপর উঠে আবার কেউ কেউ রাস্তায় মিছিল ও ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্লোগানের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে ছিলেন। হাদীস শরীফের ইবারতটি নিম্নরূপ-

فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوْتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِى الطُّرُقِ يُنَادُوْنَ يَامُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَا مُحَمَّدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

অর্থাৎ- রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২ রবিউল আউয়াল যে দিন মদীনা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনেন, তখন মদীনা শরীফের অসংখ্য নারী পুরুষ ঘরের ছাদের ওপর আরোহন করেন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মদীনার অলি গলিতে (দলবদ্ধ মিছিল সহকারে) ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্লোগান দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। যেমনটি বর্তমানে জশ্‌নে জূলুসে হয়। কেউ কেউ বাড়ীর ছাদে উঠে মিছিল দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন আবার অনেকে রাস্তায় রাস্তায় মিছিলে শরীক হয়ে "ইয়া রাসূলাল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শ্লোগান দিয়ে, নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়ে আনন্দ প্রকাশ করেন।

আরেকটি হাদীস শরীফের মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আনাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের প্রাক্কালে মসজিদে কুবা থেকে (শুক্রবার দিন ১২ রবিউল আউয়াল, ২৪শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দে) মদীনা শরীফে পৌছেন। তখন মদীনার প্রত্যেক মুসলমানগণের আশা ছিল যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেন তাহাদের মেহমান হন। তাহারা এগিয়ে যখন উষ্ট্রীর নিশানা ধরিতে চান, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলিলেন উষ্ট্রিকে ছেড়ে দাও। এ উষ্ট্রী আল্লাহর নির্দেশিত। এটা যেখানে বসবে সেস্থানে আমার অবস্থান সে সময় বনি নজ্জার গোত্রের ছোট ছোট মেয়েগণ খুবই আনন্দের সহিত মধুর স্বরে গান ও হাত দ্বারা দফ বাজাতে বাজাতে ঘর হতে বাহিরে আসতেছিলেন এ শের বা কবিতা পাঠ করতে করতে

نَحْنُ جَوَارٌ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ * يَاحَبَّذَامُحَمَّدٌ مِنْ جَارٍ

অর্থাৎ- "আমরা নজ্জার বংশীয় ভদ্র মেয়ে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতই না ভাল প্রতিবেশী"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইয়াছরীবে তাশরীফ নেন, তখন আনছারদের ছেলে মেয়েগণ এক সাথে মিলে নিম্নের নাতে রাসূল পাঠ করেন।

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوِدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَاعَ لِلّٰهِ دَاعٍ

অর্থাৎ- তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শানে বলেন যে- ছনিয়াতুল বিদা থেকে আমাদের উপর চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র উদিত হয়েছে। তাই আমাদের উপর খোদার শোকর করা ওয়াজিব ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষন দোয়াকারী আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া অন্বেষণ করবে। (বায়হাকী)।

সুতরাং প্রমাণিত হলো হারাম বা নাজায়েয কোন কাজ জশ্‌নে জুলুস মাহফিলে পালন করা হয় না। তাই জশ্‌নে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারাম বা নাজায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। বিরোধীতা কারীদের মতে, জশ্‌নে জুলুস বিদআত, হারাম ও গুনাহ্ কি এই জন্য যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আমাদের ন্যায় ১২ রবিউল আউয়ালে প্রচলিত নিয়মে জশ্‌নে জুলুস করেন নি"? যদি তাই হয় তাহলে আমরা বলব- আপনারা বিদআত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোন কাজ না করার কারণে উহা হারাম হয়- তাহলে আপনারা নামের প্রথমে যে "মুফতী", "শাইখুল হাদীস" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন উহা কি হারাম নয়?

কারণ আপনারা কি দেখাতে পারবেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের মধ্যে কেউ নামের প্রথমে উক্ত শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। নিজেদের ব্যাপারে সব কিছু বৈধ। আর হারাম ও নাজায়েয ফতোয়া হলো শুধু নবী ওলীদের শানে নতুন কোন ভাল কাজ চালু হলে (নাউযুবিল্লাহ)।

জশ্‌নে জুলুস বা আনন্দ মিছিল যদি হারাম হয় তাহলে আপনারা বিভিন্ন সময় যে সমস্ত মিছিল করেন উহা কি বৈধ? উহার দলীল কি কুরআন, হাদীসে দেখাতে পারবেন? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আপনাদের মত কি কখনো মিছিল করেছিলেন?

মা-শাল্লাহ! আপনাদের সকল বিদআত (নতুন কাজ) বৈধ আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেমিক সুন্নীজনতা যা করবে উহা হারাম নাজায়েয, শিরক ইত্যাদি (নাউযুবিল্লাহ)।

আমরা সুন্নী জনতা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহব্বতে জশ্‌নে জুলুস বের করি এই কারণে তারা হারাম ও শিরকের ফতোয়া নিয়ে মাঠে নেমেছে। কিন্তু আমাদের জশ্‌নে জুলুসের মতই জামাআতে ইসলাম, ছাত্র শিবির ও অন্যান্য ইসলামী সংগঠন ১২ রবিউল আউয়াল "শোভা যাত্রা" বা র‍্যালী নামে মিছিল বের করে। উক্ত শোভা যাত্রার ব্যাপারে তো তাদের কোন ফতোয়া নেই। তাহলে কি একই জিনিস "জশ্‌নে জুলুস নাম দিলে হয় হারাম ও শিরক আর শোভা যাত্রা বা র‍্যালী নাম দিলেই হয় বৈধ ও ছাওয়াবের কাজ? এ আবার কেমন বিচার?

আল্লাহ যেন বিরোধীতাকারীদের সঠিক বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করেন। আমীন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

‘বিভ্রান্তির অবসান’ বইয়ের কিছু খোঁড়া যুক্তি ও তা খন্ডন ঃ

উক্ত বইটিতে জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করা হারাম-নাজায়েয ইত্যাদি প্রমান করার জন্য তারা কোরআন-হাদীস বা অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে কিছু খোঁড়া যুক্তির মাধ্যমে সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। আমি নিম্নে তাদের প্রদত্ত খোঁড়া-যুক্তি সমূহ ও তার খন্ডন তুলে ধরলাম।

উক্ত বইয়ের কিছু খোঁড়াযুক্তির সার-সংক্ষেপ হলঃ-

দেওবন্দের হুজুর ইদ্রিস কান্ধলভী সাহেবের “সীরাতুল মুস্তফা” কিতাবের উদ্ধৃতি “(রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ হিসেবে) ৮ই রবিউল আউয়াল সম্পর্কিত বর্ণনা অধিক নির্ভরযোগ্য” -এর আলোকে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধীতাকারীগণ দাবী করেছেন ১২ই রবিউল আউয়াল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ হওয়াটা নিশ্চিত নয়, কিন্তু এটা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের তারিখ হওয়া নিরঙ্কুশভাবে প্রমাণিত। তাই ১২ই রবিউল আউয়ালের সাথে ঈদে মীলাদুন্নবীর সম্পর্ক জুড়ে দেয়াটা বড় ভিত্তিহীন কাজ। নবীর ইন্তেকাল উম্মতের জন্য আনন্দের ব্যাপার নয়, বরং দুঃখজন ব্যাপার, যে ব্যক্তি তার পিতার মৃত্যুর দিবস উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করে, সে তার পিতার বাঞ্চিত সন্তান নয়, অবাঞ্চিত সন্তান। সে মতে যে উম্মত নবীর ইন্তেকালের দিবসে আনন্দ উৎসব বা শোভাযাত্রা করে সে নবীর বাঞ্চিত উম্মত নয়, বরং অবাঞ্চিত উম্মত (-বিভ্রান্তির অবসান, পৃষ্ঠা নং-২২)

<u>তাদের উপরোক্ত দাবী সমূহের জবাবঃ-</u>

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন।

প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়াল-ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম বা দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন। এবং শত শত বছর ধরে পবিত্র মক্কা-মদীনা শরীফসহ প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে এ তারিখেই পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত হত, এবং বর্তমানেও বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস, বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ কুস্তলানী (রহঃ) তদীয় ‘মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ’ গ্রন্থে বলেন-

وَالْمَشْهُوْرُ اَنَّهٗ وُلِدَ (يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ) ثَانِىَ عَشَرَ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ

وَهُوَقَوْلُ اِبْنِ اِسْحَاقَ وَغَيْرِهٖ–

অর্থাৎ- প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দুনিয়ায় জন্ম বা শুভাগমন করেছেন, এবং এ মত হল প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমামুল মাগাযী ইবনে ইসহাক (রহঃ) ও অন্যান্যদের। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী আলাল মাওয়াহেব ১ম খণ্ড পৃঃ নং-১৪৮)

২। তিনি উক্ত গ্রন্থে আরো বলেন-

وَعَلَيْهِ عَمَلُ اَهْلِ مَكَّةَ فِيْ زِيَارَتِهِمْ مَوْضَعِ مَوْلِدِهٖ فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ–

অর্থাৎ- এবং ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখেই পবিত্র মক্কা নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্মস্থান যিয়ারত করার আমল বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

৩। আল্লামা জুরকানী (রহঃ) তদীয় ‘শরহে আল্লামাতুল জুরকানী’ এর ১ম খন্ডের ২৪৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন- قَالَ اِبْنُ كَثِيْرٍ : وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ عِنْدَ الْجَمْهُوْرِ

অর্থাৎ- প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন- ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় জন্ম তারিখ হিসেবে জমহুর ওলামায়ে কিরামদের নিকট প্রসিদ্ধ।

৪। উক্ত পৃষ্ঠায় আরো বর্ণনা করা হয়েছে- هُوَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْعَمَلُ–

অর্থাৎ- উক্ত ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

৫। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তদীয় ‘মা সাবাত বিস্ সুন্নাহ’ (উর্দু) গ্রন্থের ৮১ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

بارهویں ربیع الاول تاریخ ولادت رسالت مآب صلی الله علیه
وسلم مشهور هے- اور اهل مکة کا عمل یهی هے که وه اس تاریخ
کو مقام ولادت رسالت مآب صلی الله علیه وسلم کی اب تك
زیارة کرتے هیں-

অর্থাৎ- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ হিসেবে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখই প্রসিদ্ধ। এবং মক্কাবাসীদের আমল হল উক্ত তারিখে তারা নবী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মস্থান যিয়ারত করতেন যা বর্তমান সময় (মুহাদ্দেস (রহঃ)-এর সময়কাল ১০৫১ হিজরী) পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

৬। তিনি উক্ত কিতাবের ৮২ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন-

طیبی کا بیان ہے تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ ربیع الاول کو اس دنیا میں رونق افروز ہوئے-

অর্থা- আল্লামা তীবী (রহঃ) বলেন- সমস্ত মুসলমানগণ এ বিষয়ের উপর একমত যে, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ১২ই রবিউল আউয়াল এ দুনিয়ায় শুভাগমন করেছেন।

৭। মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব "তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ" গ্রন্থের ১১ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

بارھویں تاریخ ربیع الاول کی اسی سال میں جس میں قصة اصحاب فیل واقع ہواتھا- بروز دوشنبہ بوقت صبح صادق جناب محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے-

অর্থাৎ- যে বছর আবরাহার হস্তী বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল ঐ বছর ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ায় আগমন করেছেন।

৮। তিনি উক্ত কিতাবের ১২ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন-

حرمین شریفین اور اکثر بلاد اسلام مین عادت ہے کہ ماہ ربیع الاول میں محفل میلاد شریف کرتی ہیں اورمسلمانکو جمع کر کےذ کر مو لود شریف کر تی ہیں اورکثرت درود کی کرتی ہیں اور بطور دعوت کر کھانا یا شیرنی تقسیم کرتی ہیں سویہ امر موجب برکات عظیمہ ہے اور سبب ہے ازدیارمحبت کا ساتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی- بار ھویں ربیع الاول کو مد ینة منورة میں یہ محفل متبرک مسجد شریف میں ہوتی ہے اور

مکة معظمة میں مکان ولادت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں

অর্থাৎ- মক্কা ও মদীনা শরীফ এবং অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাহফিল অনুষ্ঠিত করে মুসলমানদেরকে একত্র করে মীলাদ শরীফ পাঠ করা হতো। এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়ে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়ানো এবং নেওয়াজ বিতরণ করা হতো। ইহা একটি বিরাট বরকতময় কাজ, এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ভালবাসা বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ মদীনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে এবং মক্কা শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মস্থানে মীলাদুন্নবীর এ বরকতময় মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। (তাওয়ারিখে হাবিবে ইলাহ পৃষ্ঠা নং-১২)

৯। নারায়ণগঞ্জ ওলামা পরিষদের অন্যতম কর্ণধার, সাবেক সভাপতি ও আমলাপাড়া খারেজী-মাদ্রাসার মহাপরিচালক জনাব আব্দুল কাদির সাহেবের মতেও ১২ রবিউল আউয়ালই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দুনিয়ায় আগমনের তারিখ, তিনি গত ০৭/০৪/২০০৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত নারায়নগঞ্জ ওলামা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহাসম্মেলন ১৪২৭ হিজরী" মাহফিলে বলেন- **"প্রসিদ্ধ কউল হিসেবে ১২ই রবিউল আউয়াল ইংরেজী তারিখ হিসেবে ৫৭০ ইংরেজীর ২৯শে আগষ্ট সোমবার দিনে সকাল বেলায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়াতে শুভাগমন করেন।** (বক্তব্য রেকর্ডকৃত ক্যাসেট)

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের মোকাবিলায় ইদ্রীস কান্ধলভী দেওবন্দী সাহেবের উক্তি "৮ই রবিউল আউয়াল (নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম তারিখ হিসেবে) অধিক নির্ভরযোগ্য" সঠিক নয়। সুতরাং প্রমাণিত হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম বা এ দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ১২ই রবিউল আউয়াল আমরা সুন্নী জনগণ যে সমস্ত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি তা সম্পূর্ণ সঠিক।

১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইন্তেকালের শোক দিবস পালন করা বৈধ নয়।

১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের তারিখ হলেও ঐ দিন কোন শোক দিবস পালন করা বৈধ নয়। কারন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

প্রথমতঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষ্যে শোক পালন করা যায়েজ নাই। যেমন-

১। মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ 'তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ' গ্রন্থের ১২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

اوربھی علماءے لکھاھے کہ اس محفل میں ذکر وفات شریف کا نہ چاھے اس لئے کہ یہ محفل واسطے خوشی میلاد شریف کے منعقد ھوتی ھے ذکر غم جا نکاہ اس میں محض نازیباھے- حرمیں شریف میں ھرگزاجازت ذکر قصة وفات کی نہیں‌ھے

অর্থাৎ- আলেম সমাজ এ কথাও লেখেছেন, এই মাহফিলে রাসূলের ওফাত শরীফ বা ইন্তেকালের আলোচনা করা ঠিক নয় এ জন্য যে এ (রবিউল আউয়াল মাসে অনুষ্ঠিত মাহফিল মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খুশি উদ্‌যাপন করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। এ মাহফিলে শোক দুঃখের আলোচনা শোভা পায় না। বিশেষ করে মক্কা মদিনা শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওফাত শরীফের আলোচনা করার অনুমতি কখনো ছিল না।

২। এমন কি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের মতেও ওফাতুন্নবী বা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকাল দিবস পালন করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু নেই। তাই আল্লাহ একই দিনে তাঁর জন্ম ও মৃত্যু ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ- আল্লাহ চান না রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু দিবস পালন করা হোক। তাছাড়া রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -হলো আল্লাহ তায়ালার রুহানী সত্ত্বা। যে গুনাবলী আল্লাহ আর কাউকে দেননি"। তিনি সরকার তথা ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওফাত দিবস পালনের নিন্দা করেন। (দৈনিক ইনকিলাব পৃষ্ঠা-১১, তারিখ ২.৮.৯৮ ইং রবিবার।)

দ্বিতীয়তঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইন্তেকালও উম্মতের জন্য রহমত।

এ প্রসঙ্গে মীলাদুন্নবী বিরোধীগণের মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেব তদীয় 'নশরুত্তীব' কিতাবের ১৯৬ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

وفات شریف سےاپ پر اور اپکی امت پر نعمت ورحمت

الهي کے تام اور کامل ھو نیمیں ھر چند کہ یہ واقعة طبعا وفطرا یسا جان فرساد ھوش رھا ھے کہ اسکی نظیر دوسرا واقعة ھوا اورنہ ھو مگراپ کی شان رحمة للعالمین ھو نیکی ایسی مطلق ھے کہ اس واقعة میں بھی اوسکا ظھور بدرجة اتم ھوا یعنی یہ وفات بھی امت کیلئے مظھر رحمت الھیة ھوئی اورجب اپ سبب رحمت ھیں تو خود کسد رجة مورد رحمت ھونکے تو یہ وفات خود اپ کیلئے بھی نعمت عظمی ھو ئی

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওফাতের মাধ্যমে তার প্রতি এবং তার উম্মতের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও রহমত পরিপূর্ণতা লাভ করে। যদিও এই ঘটনাটি স্বভাবগত কারণেও অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এবং মর্মান্তিক, এমনকি দুঃখ জনক ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেও পরিলক্ষিত হয়নি আর পরেও হবেনা। তবুও যেহেতু প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। তাই তার ইন্তেকালের মাধ্যমেও আল্লাহ পাকের রহমতের প্রকাশ ঘটেছে। যেহেতু তিনি ছিলেন উম্মতের জন্য রহমত আর আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার কেন্দ্রও তিনিই। ইন্তেকাল তাঁর জন্যও এক বিরাট নিয়ামত"। প্রকাশ থাকে যে, থানবী সাহেব এই প্রসঙ্গে উক্ত কিতাবে ১২টি হাদিস উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয়তঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হায়াতুন্নবী। তাই হায়াতুন্নবীর ওফাত বা মৃত্যু দিবস পালন হতে পারে না।

১। মেশকাত শরীফের "বাবুল জু'মায়াতে" বর্ণিত আছে। রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন-

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللّٰهِ حَيٌّ يُرْزَقُ

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মাটির জন্য আম্বিয়া (আঃ) দের দেহ মোবারক ভক্ষন করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী (আঃ) জীবিত ও রিযিক প্রাপ্ত। (ইবনে মাযাহ্)

২। অত্র হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তদীয়

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

মেরকাত গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ২৪১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

فَلَافَرْقَ لَهُمْ فِى الْحَالَيْنِ وَلِذَا قِيْلَ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ لَايَمُوْتُوْنَ وَلٰكِنْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ

অর্থাৎ- আম্বিয়া (আঃ) দের ইন্তিকালের পূর্বের ও পরের অবস্থায় কোন পার্থক্য নেই। এই জন্য বলা হয় আল্লাহর বন্ধুগন মৃত্যু বরণ করেন না। বরং তাঁরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হন।

৩। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উক্ত কিতাবের ৫ম খন্ডের ২৬৩ নং পৃষ্ঠায় আরো বর্ণনা করেন-

فَدَلَّ عَلٰى اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ اَحْيَاءٌ حَقِيْقَةً وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَتَقَرَّبُوْا اِلَى اللّٰهِ فِىْ عَالَمِ بَرْزَخٍ مِنْ غَيْرِ تَكْلِيْفِهِمْ كَمَا اَنَّهُمْ يَتَقَرَّبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ بِالصَّلٰوةِ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَفِىْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رَاٰى مُوْسٰى قَائِمًا فِىْ قَبْرِهِ يُصَلِّىْ

অর্থাৎ- প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়া (আঃ) গণ প্রকৃত হায়াতের সাথে জীবিত। তাঁরা আলমে বরজখে "মুকাল্লাফ বিশশরা" (শরীয়তের হুকুম প্রাপ্ত) না হয়েও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ইচ্ছা করেন। যেমন ভাবে তাঁরা কবর শরীফে নামাজ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন। ছহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন- নিশ্চয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মুছা (আঃ) কে তার নিজ কবরে দাড়িঁয়ে নামাজ পড়তে দেখেছেন।

(৪) শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তদীয় "আশীয়াতুল লুমআত শরহে মিশকাত" (উর্দু) ২য় খণ্ডের ৬১১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

انبیاء علیہم السلام کا بعد ازموت زندہ رہنا بالکل متفق علیہ مسئلۃ ہے کسی کا بھی انبناء علیہم اسلام کی حیات جسمانی حقیقی میں قطعا کوئي اختلاف نہیں ان حیات معنوی اور روحانی نہیں جیسی کہ شہداء کی زندگی ہے

অর্থাৎ- আম্বিয়া (আঃ) দের ইন্তিকালের পরও জীবিত থাকা সর্বজন স্বীকৃত একটি মাসায়ালা। আম্বিয়া (আঃ) গণ শারীরিক ও প্রকৃত হায়াতের সাথে জিন্দা, এ ব্যাপারে কারো কোন মতবিরোধ নেই। তাদের হায়াত রুহানী ও রুপক নয়, যেমন শহীদ

গনের হায়াত রুহানী ও রুপক হয়ে থাকে।

(৫) শারেহুল বোখারী আল্লামা কুস্তোলানী (রাঃ) তাঁর "মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

قَدْ قَالَ عُلَمَائُنَا لَافَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهٖ وَحَيٰوتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ مُشَاهَدَتِهٖ لِاُمَّتِهٖ وَمَعْرِفَتِهٖ بِاَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذٰلِكَ جَلِىٌّ عِنْدَهٗ لَاخِفَاءَ بِهٖ -

অর্থাৎ- আমাদের সুবিখ্যাত উলামায়ে কিরাম বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হায়াত ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি নিজ উম্মাতকে দেখেন, তাদের অবস্থা, নিয়ত, ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন। এগুলো তাঁর কাছে সম্পূর্ণ রুপে সুস্পষ্ট, কোনরূপ অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৯৫)

ইতিপূর্বেও বিশ্বের কোন মুসলিম দেশে ওফাতুন্নবী বা নবীর মৃত্যু দিবস পালন করা হয়েছে এমন কোন নজীর বা দৃষ্টান্ত নেই। বরং রবিউল আউয়াল মাস আগমন করলেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ বিশ্বে শুভাগমন উপলক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাপী মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল এবং এ উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব করার নজীরই রয়েছে। যেমনঃ-

১। আল্লামা জুরকানী (রহঃ) শরহে আল্লামাতুল জুরকানী আলাল মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বর্ণনা করেন-

اَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَ فِعْلَ ذٰلِكَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ اَبُوْ سَعِيْدٍ صَاحِبُ اَرْبِلَ قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِىْ تَارِيْخِهٖ كَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيْفَ فِىْ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ فِيْهِ اِحْتِفَالًا هَائِلًا وَكَانَ شَهْمًا شُجَاعًا بَطَلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَادِلًا وَطَالَتْ مُدَّتُهٗ فِى الْمُلْكِ اِلٰى اَنْ مَاتَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الْفِرَنْجِ بِمَدِيْنَةِ عَكَّا سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ وَسِتِّمِائَةٍ مَحْمُوْدُ السِّيْرَةِ وَالسَّرِيْرَةِ- وَقَالَ سِبْطُ ابْنُ الْجَوْزِىْ فِىْ مِرْاٰةِ الزَّمَانِ حَكٰى لِىْ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ سِمَاطَ الْمُظَفَّرِ فِىْ بَعْضِ الْمَوَالِيْدِ اَنَّهٗ عَدَّ فِيْهِ خَمْسَةَ اٰلَافِ رَاْسٍ غَنَمٍ شَوِىٍّ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

وَعَشَرَةَ اٰلَافِ دَجَاجَةٍ وَّمِائَةَ فَرَسٍ وَ مِائَةَ اَلْفِ زُبْدِيَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ اَلْفَ صُحْنٍ حَلَوِيٍّ وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهٗ فِىْ الْمَوْلِدِ اَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوْفِيَّةِ فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلَقُ لَهُمُ الْبُخُوْرَ وَكَانَ يَصْرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ ثَلٰثَ مِائَةِ دِيْنَارٍ

অর্থাৎ- সর্বপ্রথম যে ঐ কাজ (বর্তমানের ন্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নবী মাহফিল) শুরু করে ছিলেন তিনি হলেন ইরবিল শহরের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাঈদ। ইবনে কাছির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া) উল্লেখ করেছেন তিনি (বাদশাহ মুজাফফর) প্রতি রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করতেন এবং এ মাসে তিনি বর্ণাঢ্য মাহফিলের আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, দুঃসাহসী, বীর, জ্ঞানী, আলেম ও ন্যায়পরায়ন। তাঁর রাজত্ব কাল ছিল দীর্ঘদিন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। যখন তিনি আক্কা নামক শহরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন তখন ৬৩০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। **তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় চরিত্র ও গুনের অধিকারী।**

ছিবতু ইবনুল জাওজী 'মিরআতুয যামান' কিতাবে বর্ণনা করেন বাদশাহ মুজাফফর (রহঃ) কর্তৃক আয়োজিত কোনো এক মীলাদুন্নবী মাহফিলে যোগদানকারী জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উক্ত মাহফিলে পাঁচ হাজার ভুনা ছাগলের মাথা, দশহাজার মুরগী, একশত ঘোড়া, একলক্ষ পনির, ত্রিশ হাজার হালুয়ার প্লেট গণনা করেছেন। **ঐ মাহফিলে গন্যমান্য ওলামা ও সূফীগণ শরীক হতেন। বাদশাহ তাদের বিভিন্ন উপঢৌকন, উপহার এবং সুগন্ধি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তিনি ঐ মীলাদুন্নবী মাহফিলে তিনশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করতেন।** (জুরকানী ১ম খন্ড ২৬২ নং পৃষ্ঠা)

২। আল্লামা শিহাব উদ্দিন আহমদ কুস্তলানী (রহঃ) বলেন-

(٢) وَلَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلُوْنَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِىْ لَيَالِيْهِ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ وَيَزِيْدُوْنَ فِىْ الْمَبَرَّاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرْأَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهٖ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ- وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِّهٖ اَنَّهٗ اَمَانٌ فِىْ ذٰلِكَ

الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا لِيَكُوْنَ اَشَدُّ عِلَّةٍ عَلٰى مَنْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَاَعْيٰى دَاءٍ

অর্থাৎ- প্রতিটি যুগে মুসলমাগণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেলাদত শরীফের মাসে মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন, উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করেন, এর রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সাদক্বাহ- খায়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন, পুন্যময় কাজ বেশি পরিমানে করেন এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেলাদাত শরীফের আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসেন। ফলে আল্লাহর অসংখ্য বরকত ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। **এর বিশেষত্বের মধ্যে এটাও পরীক্ষিত যে, নিঃসন্দেহে গোটা বছরই তারা নিরাপদে থাকে এবং তাদের উদ্দেশ্য দ্রুত সফল হয়ে থাকে। (ইমাম কুস্তলানী (রহঃ) দো'আ করে বলেন) অতএব, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ দয়া করুন, যে মীলাদুন্নবীর মোবারক মাসের রাত গুলোকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করে -এ লক্ষ্যে যেন মুনাফিক্বদের অন্তরে অসহনীয় জ্বালা সৃষ্টি হয়।** (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী ঃ ১ম খন্ডঃ ২৬২ নং পৃষ্ঠা)

৩। 'ফয়যুল হারামাইন' কিতাবে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) বলেন-

(٣) وَكُنْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ فِىْ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمِ وِلَادَتِهٖ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَذْكُرُوْنَ اَرْهَاصَاتِهِ الَّتِىْ ظَهَرَتْ فِىْ وَقْتِ وِلَادَتِهٖ وَمَشَاهِدِهٖ قَبْلَ بَعْثَتِهٖ فَرَأَيْتُ اَنْوَارًا سَطَعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَااَقُوْلُ اِنِّىْ اَدْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الْجَسَدِ فَتَأَمَّلْتُ تِلْكَ الْاَنْوَارَ فَوَجَدْتُهَا مِنْ قِبَلِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلِيْنَ بِأَمْثَالِ هٰذِهِ الْمَشَاهِدِ وَبِاَمْثَالِ هٰذِهِ الْمَجَالِسِ فَرَأَيْتُ يُخَالِطُهٗ اَنْوَارُ الْمَلَائِكَةِ اَنْوَارَ الرَّحْمَةِ

অর্থাৎ- আমি এর পূর্বে মক্কা মু'আয্‌যমায় বেলাদত শরীফের বরকতময় ঘরে বেলাদত শরীফের তারিখে উপস্থিত ছিলাম। আর সেখানে লোকজন সমবেত হয়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর একত্রে দুরূদ শরীফ পাঠ করে তাঁর শুভাগমনের সময় সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। তারপর আমি সেখানে এক

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

মিশ্র নূরের ঝলক প্রত্যক্ষ করছিলাম। অতঃপর আমি গভীরভাবে চিন্তা করলাম এবং উপলব্ধি করতে পারলাম যে, এ নূর বা জ্যোতি ঐ সব ফিরিশতার, যাঁরা এ ধরনের মজলিস ও উল্লেখযোগ্য (ধর্মীয়) স্থানসমূহে (জ্যোতি বিকিরনের জন্য) নিয়োজিত থাকেন। আমার অভিমত হলো সেখানে ফিরিশতাদের নূর ও রহমতের নূরের সংমিশ্রণ ঘটেছে।

৪। প্রখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে জোজী (রহঃ) বলেন-

(٤) لَازَالَ اَهْلُ الْحَرَ مَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ وَالْمِصْرِوَ الْيَمَنِ وَالشَّام وَسَائِرِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرَقِ وَالْمَغْرِبِ يَحْتَفِلُوْنَ بِمَجْلِسِ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْرَحُوْنَ بِقُدُوْم هِلَال شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّل- وَيَنَالُوْنَ بِذٰلِكَ اَجْرًا جَزِيْلًا وَفَوْزًا عَظِيْمًا- (اَلْمِيْلَادُ النَّبِىِّ لِلْجَوْزِىْ)

অর্থাৎ- সর্বদা মক্কা ও মদিনাবাসী মিসর, ইয়ামেন, সিরিয়াবাসী এবং আরবের পূর্ব-পশ্চিমের সকলেই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুষ্ঠান করে থাকেন। রবিউল আউয়াল মাসের নব চন্দ্রের আগমনে আনন্দ উৎসব করে থাকেন এবং তারা সকলেই এ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা মহান পুরস্কার ও সফলতা লাভ করে থাকেন।

৫। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তদীয় 'মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্' (উর্দু) গ্রন্থের ৮৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

مسلمان همیشه سے محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم منعقد کرتے أئے هیں محفل میلادکی ساته هی دعو تیں دیتے کهانی وغیره یکواتے اورغریبوں کوطرح طرح کے تحفه تحا ئف تقسیم کرتے خوشی کا اظهار کرتی اوردل کهول کر خرچ کرتے هیں- نیزولادت باسعادت پرقرأن خوانی کرا تے اوراپنے مکانوں کومزین کرتے هیں- ان تمام افعال حسنه کی برکت سے ان لو گوں پر الله کی بر کتوں کا نزول هوتا رهتاهے-

অর্থাৎ- মুসলমানগণ সর্বদা (নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমন উপলক্ষ্যে) মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত করে আসছে। মীলাদ মাহফিলে লোকদেরকে দাওয়াত দেয়, বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য পাকানো হয় এবং গরীব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নানারকম হাদিয়া তোহফা বন্টন করা হয়। আনন্দ প্রকাশ করে মন খুলে খরচ করে। এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমন উপলক্ষ্যে কোরআন

খানির আয়োজন এবং নিজ নিজ বাড়ী-ঘর সুসজ্জিত করে। এ সমস্ত উত্তম কাজের বরকতে ঐ সমস্ত লোকদের উপর (যারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে উপরোক্ত আমল সমূহ করে) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে বরকত অবতীর্ন হতে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হল বাদশাহ্ মুজাফফর (রহঃ) -এর রাজত্বকালে ৬০৪ হিজরী থেকে শুরু করে আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে শত শত বছর ধরে মক্কা-মদীনা শরীফসহ প্রায় সকল মুসলিম দেশেই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল এবং বর্তমানে ও বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কোন দেশে বা কোথাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকাল দিবস উপলক্ষ্যে পূর্বেও কোন শোকসভার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়নি, বর্তমানেও হয় না। বরং সর্বদাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসবই প্রকাশ করা হয়ে আসছে।

সুতরাং তারা কি নবীর ইন্তেকালের শোক পালন না করে জন্ম দিনের খুশি উদ্‌যাপন করায় নবীর অবাঞ্চিত উম্মত হিসেবে গন্য হবেন? না। কখনো নয়।

কল্পিত ঐতিহাসিক রহস্যের ধুম্রজাল ঃ

'বিভ্রান্তির অবসান' বইয়ের ১৯নং পৃষ্ঠায় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদের রহস্যজনক কারন বর্ণনা করতে গিয়ে লিখা হয়েছে, এটা আল্লাহর কুদরতী নিয়ন্ত্রন। আল্লাহ আগেই জানতেন যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম তারিখ উপলক্ষ্যে মুসলমান নামধারী কিছু লোক এমন কিছু ধুমধাম করবে যা ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত নয়। সুতরাং আল্লাহর কুদরতী নিয়ন্ত্রনেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম তারিখ সংরক্ষিত হয়নি যাতে বিবেকবানদের কাছে এ সব ধুমাধারে অসারতা সহজেই ধরা পড়ে।

উক্ত খোঁড়া যুক্তির জবাবে আমরা বলতে চাই, কোন বিষয়ের নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেই যে, ঐ বিষয় উপলক্ষ্যে কোন কিছু করা যাবে না এ যুক্তি পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ কোন বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এমনকি আমাদের ধর্মে স্বীকৃত ইবাদতের রাত্র 'লায়লাতুল ক্বদর' যা হাজার মাস থেকেও উত্তম ঐ রাত্রির নির্দিষ্ট তারিখ নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। হাদীস শরীফে ৫টি রাত্র যথা ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ শে রমজানের যে কোন একটি রাত্র লায়লাতুল ক্বদর হতে পারে বলে উল্লেখ করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

হয়েছে। এ মতবিরোধের কারনে আমরা কি লায়লাতুল ক্বদরের ইবাদত বর্জন করি? নাকি এ তারিখ সমূহের মধ্যে যে টি অধিক প্রসিদ্ধ (২৭শে রমজান) তা সহ অন্যান্য তারিখেও ইবাদত করার চেষ্টা করি? অবশ্যই আমরা ঐ সকল তারিখে ইবাদত করার চেষ্টা করি।

তদ্রুপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম বা এ দুনিয়ায় শুভাগমনের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ থাকাটা স্বাভাবিক, ঐতিহাসিকদের নিকট রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ দুনিয়ায় শুভাগমনের তারিখ হিসেবে ৭টি মত রয়েছে। যথা ঃ ২,৮, ১০,১২, ১৭, ১৮, ও ২২ রবিউল আউয়াল। এখন এ মতবিরোধ থাকার কারণে কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্ম বা দুনিয়ায় আগমন উপলক্ষ্যে বৈধ কোন আনন্দ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা নাজায়েয হবে? নাকি এ তারিখ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তারিখ (১২ ই রবিউল আউয়াল) সহ অন্যান্য তারিখেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় আগমনের শুকরিয়া হিসেবে আনন্দ উৎসব করা হবে? অবশ্যই ১২ই রবিউল আউয়াল সহ অন্যান্য তারিখেও মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুকরিয়া হিসেবে আনন্দ উৎসব করা হবে। যা শত শত বছর ধরে যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করা নবী করীম স(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি মহব্বতের পরিচয় ঃ

ঈদে মীলাদ, নবীর প্রতি ভক্তি না আনাস্থা এ শিরোনামে উক্ত বইয়ের ২৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে- নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্য বাৎসরিক ঈদের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দু'টি, এতে তুষ্ট না হয়ে মনগড়া ভাবে তৃতীয় আরেকটি ঈদের সংযোজন করলে, তা কি নবীর প্রতি ভক্তি হল? না তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা প্রদান করা হল। এটা কি ভক্তির ছদ্মাবরণে অনাস্থা নয়? এটা কি ঈশকে রাসূলের অন্তরালে নবীর বিরোধিতা নয়।

-এর জবাবে আমরা বলতে চাই

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঈদ বা খুশি উদ্‌যাপন করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি অনাস্থা বা নবীর বিরোধিতা করা হয় না, বরং ঐ দিন রাসুলের দুনিয়ায় শুভাগমনের শুকরিয়া হিসেবে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি মহব্বতের পরিচয় বহন করে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উপর ঈদ বা খুশি উদ্‌যাপন করা কর্তব্য। আল্লাহ রাব্বুল

আলামীন ইরশাদ করেন-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا وَهُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُوْنَ

অর্থাৎ- হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলে দিন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত প্রাপ্তিতে তাদের (মুমিনদের) খুশি উদ্‌যাপন করা উচিৎ এবং তা তাদের সমস্ত জমাকৃত ধন-সম্পদ অপেক্ষা শ্রেয়। (সুরা ইউনুস, আয়াত নং-৫৮)

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র এ বাণী আমাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম দিবসে শুকরিয়া হিসেবে ঈদ বা খুশি উদ্‌যাপন করা শিক্ষা প্রদান করে।

ঈদের সংজ্ঞা কি?

আসলে যারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ঈদ হিসেবে পালন করতে চান না তারা ঈদের সংজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ।

১. ঈদের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে আরবী অভিধানের অন্যতম কিতাব "আল মু'জামুল ওয়াসীত" এর ৬৩৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে-

اَلْعِيْدُ : مَايَعُوْدُ مِنْ هَمٍّ اَوْمَرَضٍ اَوْشَوْقٍ اَوْنَحْوِهٖ- وَكُلُّ يَوْمٍ يَحْتَفِلُ فِيْهِ بِذِكْرٰى كَرِيْمَةٍ اَوْحَبِيْبَةٍ

অর্থাৎ- ঈদ বলা হয় কোন দুশ্চিন্তা বা কোন রোগ অথবা কোন আকাংখা বা এ ধরনের অন্যান্য বিষয় যা বারবার ফিরে আসে। এবং <u>এমন প্রত্যেক দিনকে ঈদের দিন বলা হয় যে দিন কোন সম্মানিত অথবা প্রিয়তম ব্যক্তির স্মরণে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।</u>

২. বিশ্ববিখ্যাত আরবী অভিধান "আল মুনজিদ" এর ৫৩৬ নং পৃষ্ঠায় ঈদের সংজ্ঞায় লিখা হয়েছে

اَلْعِيْدُ : مَااعْتَادَكَ مِنْ مَرَضٍ اَوْحَزْنٍ اَوْهَمٍّ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَاَصْلُهٗ عَوْدٌ ج اَعْيَادٌ : اَلْمَوْسَمُ كُلُّ يَوْمٍ فِيْهِ جَمْعٌ اَوْتِذْكَارٌ لِذِى فَضْلٍ اَوْحَادِثَةٍ مُهِمَّةٍ قِيْلَ اَنَّهٗ سُمِّىَ عِيْدًا لِاَنَّهٗ يَعُوْدُ كُلَّ سَنَةٍ بِفَرَحٍ مُجَدَّدٍ-

অর্থাৎ- ঈদ অর্থ হলো কোন রোগ, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি ইত্যাদি বিষয় যা তোমার নিকট ফিরে আসে। عيد শব্দের মূল হলো عود বহুবচনে اعياد। <u>ঈদ বলতে এমন</u>

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

প্রত্যেক দিনকে বোঝায় যে দিন কোন সম্মেলন হয় অথবা কোন সম্মানিত মহান ব্যক্তির স্মরণে অথবা কোন গুরত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে কোন অনুষ্ঠান হয়। বলা হয়েছে, ঈদকে এ জন্য ঈদ বলে নামকরণ করা হয়েছে যে, কেননা উহা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে।

৩। اَلتَّعْرِيْفَاتُ الْفِقْهِيَّةُ কিতাবে ৩৯৫ নং পৃষ্ঠায় ঈদের সংজ্ঞায় লেখা হয়েছে -

كُلُّ يَوْمٍ فِيْهِ جَمْعٌ اَوْتَذْكَارٌ لِذِىْ فَضْلٍ وَ مِنْهُ عِيْدُ الْفِطْرِ اَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ وَعِيْدُ الْاَضْحٰى الْعَشْرُ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ- قَالَ اِبْنُ الْاَعْرَابِىِّ لِاَنَّهٗ يَعُوْدُ كُلَّ سَنَةٍ بِفَرْحٍ مُجَدَّدٍ اَصْلُهٗ عَوْدٌ-

অর্থাৎ- ঈদ এমন প্রত্যেক দিনকে বলা হয় যেদিন কোন সম্মেলন অথবা কোন মহান ব্যক্তির স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের অন্তর্ভূক্ত একটি হলো ঈদুল ফিতর যা শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এবং আরেকটি হলো ঈদুল আযহা যা জিলহজ্জ মাসের দশম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন ঈদকে এজন্য ঈদ বলা হয় কেননা উহা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে ফিরে আসে। তার মূল হলো عود অর্থ প্রত্যাবর্তন করা।

৪. ঈদের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে "মেসবাহুল লুগাত" কিতাবের ৫৮৩ নং পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে

عید ہروہ دن جس میں کسی صاحب فضل یاکسی بڑے واقعة کی یادگار مناتے ہوں- کہاگیا ہےکہ اسکو عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر سال لوٹکروہ دن اتاہے اور اصل اس کی عودھے العید باربار انیو الی بیماری یاغم و غیرہ

অর্থাৎ- ঈদ এমন প্রত্যেক দিনকে বলা হয় যে দিন কোন সম্মানিত মহান ব্যক্তির অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বড় ঘটনার স্মরণে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঈদকে এজন্য ঈদ বলা কারণ উহা প্রত্যেক বছর ফিরে ফিরে আসে। عيد এর মূল হলো عود অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। যে রোগ বা দুশ্চিন্তা বারবার ফিরে আসে তাকেও ঈদ বলা হয়।

৫. "ফিরুজুল লুগাত" এর ১২৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

العید : مسلمانوں کی جشن کا روز خوشی کا تہوار
نہایت خوشی

অর্থাৎ,- ঈদ হলো মুসলমানদের আনন্দের দিন, খুশির কোন অনুষ্ঠান, খুবই আনন্দিত হওয়া।

৫। আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (রহঃ) তদীয় 'মুফরাদাত' গ্রন্থের ৩৫২ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

لَمَّا كَانَ ذَالِكَ الْيَوْمُ مَجْعُوْلًا لِلسُّرُوْرِ فِى الشَّرِيْعَةِ- كَمَا نَبَّهَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهٖ" اَيَّامُ اَكْلٍ وُشُرْبٍ وَبِعَالٍ صَارَ يُسْتَعْمَلُ الْعِيْدُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ فِيْهِ مَسَرَّةٌ- وَعَلٰى ذَالِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا-

অর্থাৎ- যখন শরীয়তে ঈদের দিন আনন্দ-উৎসব করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে রূপ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পবিত্র এ বানী দ্বারা জানা যায়। ঈদের দিন সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- ঐ দিন হল খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দ উৎসব করার দিন, সুতরাং ঈদ শব্দটি এমন প্রত্যেক দিনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, যে দিন কোন আনন্দ উৎসব করা হয়। এ দিকে ইশারা করেই আল্লাহ তায়ালার এ বাণী, যা হযরত ঈসা (আঃ) বলেছিলেন -হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাজিল করেন, এদিন (মায়েদা নাযিলের দিন) আমাদের জন্য 'ঈদের দিন' হিসেবে গন্য হবে।

উপরে বর্ণিত অভিধান সমূহের সংজ্ঞার আলোকে সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায় ঈদ হলো কোন সম্মানিত প্রিয়তম ব্যক্তির অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ মহান ঘটনার স্মরণে অনুষ্ঠিত মাহফিল যা প্রতি বছরই নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে আমাদের নিকট ফিরে আসে। অথবা মুসলমানদের কোন আনন্দ বা খুশির দিনকেই ঈদের দিন বলা হয়।

সুতরাং ঈদের আলোচ্য সংজ্ঞা সমূহের আলোকে বলা যায় মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন। কেননা এদিনে রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্মরণ করেই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়, যিনি আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি কুলের নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও প্রিয়তম রাসূল। সেই নবীর মীলাদ বা জন্মের শুভবার্তা নিয়েই ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নতুন নতুন আনন্দ নিয়ে প্রত্যেক বছরই আমাদের নিকট ফিরে আসে। তাই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথা রাসূলের দুনিয়াতে শুভাগমণের দিন বা ঘটনাকে স্মরণ করে যে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় তাকে কেন ঈদ বলা যাবে না? অবশ্যই বলা যাবে এবং শ্রেষ্ঠ ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

হবে।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ব্যতীত অন্য কোন ঈদ আছে কি?

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধী খারেজি, দেওবন্দী ওহাবী আলেমগণ প্রচার করে থাকেন যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এদুটি ঈদ ব্যতীত মুসলমানদের অন্য কোন ঈদ নেই।

এর জবাব হচ্ছে ঃ-

আমাদের (মুসলমানদের) জন্য বছরে দুটি ঈদই সীমাবদ্ধ নয়, বরং কোরআন হাদীসের দিকে লক্ষ্য করলে আরো অনেক ঈদের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১। জুমার দিন ঈদের দিন

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذَا يَوْمَ عِيْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ- فَمَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَاِنْ كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ-

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয়ই এই দিন (জুমার দিন) আল্লাহ পাক মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারিন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জুমা পড়তে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে উহা লাগায়। এবং তোমাদের উপর মেসওয়াক করা আবশ্যক। (ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা নং ৭৮)

عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَايَسْاَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْاَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ-

অর্থাৎ- হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন- নিশ্চয়ই জুমার দিন শ্রেষ্ঠ দিন এবং উহা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদাশীল আর উহা (জুমার দিন) আল্লাহর

www.AmarIslam.com

নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা থেকেও শ্রেষ্ঠ। জুমার দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট রয়েছে।

১. এ দিনে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। ২. এ দিনে আল্লাহ হযরত আদম (আঃ)কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। ৩. এ দিনে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে ওফাত দান করেছেন। ৪. জুমার দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যে সময়ে বান্দাহ হারাম বস্তু ছাড়া আল্লাহর নিকট যা চায় তিনি তা দান করেন। ৫. এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। (ইবনে মাজাহ পৃঃ ৭৭, মেশকাত পৃঃ ১২০)

আলোচ্য হাদীসের আলোকে বুঝা গেল যে, জুমার দিন ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এ দু ঈদের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন। আর জুমার দিন দু ঈদ থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে পাঁচটি। তন্মধ্যে তিনটি কারণই হলো হযরত আদম (আঃ) এর সাথে জড়িত যেমন- হযরত আদম (আঃ) এর জন্ম, তাঁর দুনিয়ায় আগমন এবং তাঁর ইন্তেকাল। জুমার দিন দু ঈদ থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার প্রথম এবং প্রধান কারণটি হলো হযরত আদম (আঃ)-এর জুমার দিনে জন্ম বা সৃষ্টি হওয়া।

সুতরাং হযরত আদম (আঃ) এর জন্ম, দুনিয়ায় প্রেরণ এবং তাঁর ইন্তেকালের দিন হিসেবে জুমার দিন যদি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈদের দিন হয়, তাহলে সায়্যেদুল মুরসালীন রাহমাতুল্লিল আলামীন নবীর [যাকে সৃষ্টি করা না হলে হযরত আদম (আঃ)ও সৃষ্টি হতেন না] জন্ম বা দুনিয়ায় শুভাগমনের দিনকে কেন ঈদের দিন হিসেবে পালন করা যাবে না? পালন করলে কেনই বা শিরক হবে? না কখনো নয় বরং অবশ্যই রাসূলের আগমনের দিন ১২ রবিউল আউয়াল সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের দিন হিসেব পালিত হবে।

২. আরাফার দিন (৯ই জিলহজ্ব) ঈদের দিন

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهُ قَرَاَ، اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، اَلْاٰيَةِ وَعِنْدَهُ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ لَوْنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا (اَىْ يَوْمَ نُزُوْلِهَا) عِيْدًا فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَاِنَّهَا نَزَلَتْ فِىْ يَوْمِ عِيْدَيْنِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ-

অর্থাৎ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- নিশ্চয়ই তিনি "اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ" এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক ইহুদী ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তখন সে বলল- যদি এ আয়াতটি আমাদের [ইহুদীদের] ওপর নাযিল করা হতো তাহলে এ আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন- নিশ্চয়ই উহা [এ আয়াতটি] যে দিন নাযিল হয় ঐ দিন দুটি ঈদের দিন ছিল, একটি ঈদ হলো জুমার দিন এবং আরেকটি ঈদ হলো আরাফাতের দিন। (মেশকাত পৃঃ নং ১২১, তিরমিযী- ২য় খন্ড, পৃঃ নং ১৩৪)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ عَلَيْنَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ –اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا– لَاتَّخَذْنَا ذَالِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اَيَّ يَوْمٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ– (اَشَارَ اَنَّ ذَالِكَ الْيَوْمَ كَانَ عِيْدًا لَّنَا) –

অর্থাৎ- হযরত তারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন, এক ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! যদি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ ----- دِيْنًا এ আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল করা হতো তা হলে অবশ্যই আমরা এ আয়াত নাযিল হবার দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন ওমর (রাঃ) বললেন অবশ্যই আমি জানি কোন দিন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হয়েছে এমন জুমার দিন যে দিন ছিল আরাফাতের দিন [৯ই জিলহজ্জ]। [এ কথা বলে ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন নিশ্চয়ই ঐ দিন (এ আয়াত নাযিল হবার দিন) আমাদের জন্য ঈদের দিন ছিল।] (তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড, পৃঃ নং ১৩৪)

আলোচ্য হাদীস দ্বয়ের আলোকে জানা গেল আরাফার দিনও আমাদের জন্য ঈদের দিন। সুতরাং যে সমস্ত ওহাবী আলেমগণ একথা বলে অপপ্রচার চালান যে, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ছাড়া অন্য কোন ঈদের কথা কোরআন হাদীসে নাই, তারা উপরে বর্ণিত হাদীস সমূহের জবাবে কি বলবেন? তাদের বলার কিছুই নেই বরং তাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীতও আরো ঈদের কথা কোরআন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

www.AmarIslam.com

* কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর একটি দোয়া বর্ণনা করে ইরশাদ করেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ–

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করেন। এ দিন [মায়েদা নাযিলের দিন] আমাদের জন্য ঈদের দিন হিসেবে গন্য হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্যও তা হবে ঈদের দিন। এবং আপনার পক্ষ হতে এটি হবে একটি কুদরতী নিদর্শন।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার দিনকে ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করা যায়। (সূরা মায়েদা)

এমনকি বর্তমান সময়ের ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধী আলেমদের অন্যতম মুরুব্বী হাটহাজারী মাদ্রাসার মহাপরিচালক আহমদ শফী, শায়খুল হাদীস আজিজুল হক ও বায়তুল মোকাররমের খতীব ওবায়দুল হক সাহেবত্রয় সহ ১৭ জন আলেম এ মর্মে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন- **"জুমার দিন দুই ঈদের মতোই সম্মানিত"** [দৈনিক নয়া দিগন্ত, শেষ পৃষ্ঠা, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ দুনিয়ায় শুভাগমনের দিন ঈদ উদ্‌যাপন করা হক্কানী আলেমদের অনুসরন ঃ-

১। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) (৯২৩ হিঃ ইন্তেকাল) বলেন-

فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِيْ شَهْرِ مَوْلِدِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا (جَمْعُ عِيْدٍ) لِيَكُوْنَ (اَلْاِتِّخَاذُ) اَشَدُّ عِلَّةٍ (اَيْ مَرَضٍ وَفِيْ بَعْضِهَا بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ اَيْ اِحْتَرَ اقْ قَلْبِهٖ فَكِلَا هُمَا صَحِيْحٌ) عَلٰى مَنْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাত সমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষন করেন। আর উক্ত রাত্রকে ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করবে এ জন্য যে, যাদের অন্তরে [নবী বিদ্বেষী] রোগ রয়েছে তাদের ঐ রোগ যেন আরো শক্ত আকার ধারণ করে এবং যন্ত্রণায় অন্তর জ্বলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

পুড়ে যায়। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব)

২. ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) বলেন-

اللہ تعالی ان پررحمتیں نازل کرتاہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب کو عید مناتی ہیں- اور جس کی دل میں عناد اور درثمنی کی بیماری ہےوہ اپنی دشمنی میں اورزیادۃ سخت ہو جاتاہے

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রকে ঈদ হিসেবে পালন করে তার ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন।

আর যার মনে হিংসা এবং [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুশমনির] রোগ রয়েছে, তার ঐ [নবী বিদ্বেষী] রোগ আরো শক্ত আকার ধারণ করে। (মা সাবাতা বিছছুন্নাহ (উর্দু) পৃষ্ঠা নং ৮৬।)

উপরোক্ত দুই মুহাদ্দেস (রহঃ)-এর বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল মীলাদুন্নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তথা নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করতে হবে।

এখন যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করাকে নবীর প্রতি ভক্তির ছদ্মাবরণে অনাস্থা এবং ঈশকে রাসুলের অন্তরালে নবীর বিরোধীতা করা বলেন তাদেরকে উপরোক্ত এ দুই মুহাদ্দেস (রহঃ) থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নসিহত করা গেল।

তাঁরা কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মদিনে ঈদ পালন করার কথা বলে নবীর প্রতি অনাস্থা ও তাঁর বিরোধীতা করেছেন? জানতে চাই।

সুতরাং প্রমাণিত হল মীলাদুন্নবী বা রাসূলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ঈদ উদ্‌যাপন করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অনাস্থা বা তাঁর বিরোধীতা নয় বরং তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ভালোবাসা মহব্বতেরই বহির্প্রকাশ।

ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি খ্রিষ্টানদের অনুকরণে আমদানী করা হয়েছে?

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ২৫ নং পৃষ্ঠায় "ঈদে মিলাদের উৎস" শিরোনামে মুফতী শফী সাহেবের মা'রেফুল কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু বক্তব্য লেখা হয়েছে যার সার সংক্ষেপ হল-

১। ইহুদীরা সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এর প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) এর কাছে বলেছিল- যদি এ আয়াতটি আমাদের (ইহুদী সম্প্রদায়ের) ওপর নাযিল করা হতো, তাহলে আমরা ঐ আয়াত নাযিলের দিনে ঈদ উদ্‌যাপন করতাম। এর জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন এ হজ্জ উপলক্ষ্যে তো মুসলমানদের একটা ঈদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক নির্ধারিত আছেই (ঈদুল আজহা) সুতরাং এ আয়াত উপলক্ষ্যে নতুন করে ঈদ করার সুযোগ নেই। মুসলমানদের ঈদ কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে নিজেদের পক্ষ হতে নির্নিত হয় না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়।

২। <u>কালক্রমে খ্রিষ্টানদের অনুকরণে এক শ্রেণীর মুসলমানরাও মহান নবীর জন্ম তারিখ উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের কু-প্রথা আমদানী করে, আর এই হচ্ছে ঈদে মীলাদুন্নবী নামের তৃতীয় ঈদের মূল উৎস।</u>

<u>এর জবাবে আমরা বলতে চাই।</u>

১। হযরত ওমর (রাঃ) -এর জবাব এবং জবাবের সারমর্ম হিসেবে যা লিখা হয়েছে তার সাথে মূল হাদীস শরীফের কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ব্যাপারে লোকদের বিভ্রান্ত করার জন্য মনগড়াভাবে এ গুলো লিখা হয়েছে। প্রিয় পাঠক বৃন্দের জ্ঞাতার্থে বোখারী শরীফের মূল হাদীস শরীফটি নিম্নে উপস্থান করালামঃ-

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ اٰيَةً لَوْنَزَلَتْ فِيْنَا لَا تَّخَذْنٰهَا عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَاَ عْلَمُ حَيْثُ اُنْزِلَتْ وَاَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اُنْزِ لَتْ يَوْمَ عَرَ فَةَ وَ اَنَا وَ اللّٰهِ بِعَرَ فَةَ

অর্থাৎ- হযরত তারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন ইহুদীগণ হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা এমনি একটি আয়াত তেলাওয়াত করেন যদি ঐ আয়াতটি আমাদের (ইহুদী) উপর নাযিল হতো তাহলে ঐ নাযিল হওয়ার দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করতাম। তখন হযরত ওমর (রাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন নিশ্চয়ই আমি ভালভাবে অবগত আছি কোথায় ও কখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল এবং রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত আরাফার ময়দানে নাযিল হওয়ার সময় কোথায় ছিলেন। খোদার কসম আমি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আরাফার ময়দানে উপস্থিত ছিলাম। (বোখারী শরীফ কিতাবুত তাফসীর)

এখন ঈদে মীলাদুন্নবী বিরোধী লেখকদের নিকট জানতে চাই তাদের উক্ত কাল্পনিক ব্যাখ্যাগুলো হাদীস শরীফের কোথায় রয়েছে? তারা কি উহা প্রমান করতে পারবে? না। কখনো পারবে না। বরং বোখারী শরীফের বর্ণিত হযরত ওমর (রাঃ)-এর উক্ত হাদীস দ্বারা সুরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ন হওয়ার দিন যে আমরাও ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছি সে বিষয়টি হযরত ওমর (রাঃ) -এর “নিশ্চয়ই আমি ভালভাবে অবগত আছি কোথায় ও কখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিল এবং রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াত আরাফার ময়দানে নাযিল হওয়ার সময় কোথায় ছিলেন” এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কারণ এ আয়াত অবতীর্ন হয়েছিল ‘৯ই জিলহজ্জ আরাফা’র দিন। আর আরাফার দিন হচ্ছে আমাদের জন্য একটি ঈদের দিন।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা হিসেবে তিরমিযী শরীফের নিম্ন বর্ণিত হাদীস দুটি গ্রহণ করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে আমরাও (মুসলমানগণ) ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। হাদীস দুটি নিম্নরূপ-

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّهٗ قَرَأَ- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الْاٰيَةَ" وَعِنْدَهٗ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ لَوْنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا (اَىَّ يَوْمٍ نُزُوْلِهَا) عِيْدًا فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَاِنَّهَا نَزَلَتْ فِىْ يَوْمِ عِيْدَيْنِ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ-

অর্থাৎঃ- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত- নিশ্চয়ই তিনি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট এক ইহুদী ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। তখন সে বলল- যদি এ আয়াতটি আমাদের [ইহুদীদের] ওপর নাযিল করা হতো তাহলে এ আয়াত নাযিল হওয়ার দিনকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন- নিশ্চয়ই উহা [এ আয়াতটি] যে দিন নাযিল হয় ঐ দিন দুটি ঈদের দিন ছিল, একটি ঈদ হলো জুমার দিন এবং আরেকটি ঈদ হলো আরাফাতের দিন। (মেশকাত- পৃঃ নং ১২১, তিরমিযী ২য় খন্ড পৃঃ নং-১৩৪)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ عَلَيْنَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا- لَاتَّخَذْنَا ذَالِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اَىَّ يَوْمٍ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- (اَشَارَ اَنَّ ذَالِكَ الْيَوْمَ كَانَ عِيْدًا لَّنَا) -

অর্থাৎ- হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বর্ণনা করে, এক ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন -হে আমীরুল মুমিনীন! যদি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ ---- دِيْنًا এ আয়াতটি আমাদের উপর নাযিল করা হতো তা হলে অবশ্যই আমরা এ আয়াত নাযিল হবার দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। তখন ওমর (রাঃ) বললেন অবশ্যই আমি জানি কোন দিন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হয়েছে এমন জুমার দিন যে দিন ছিল আরাফাতের দিন [৯ই জিলহজ্জ]। [এ কথা বলে ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন নিশ্চয়ই ঐ দিন (এ আয়াত নাযিল হবার দিন) আমাদের জন্য ঈদের দিন ছিল।] (তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং -১৩৪)

তিরমিযী শরীফের اَشَارَ اَنَّ ذَالِكَ الْيَوْمَ كَانَ عِيْدًا لَّنَا

অর্থাৎ- “এ কথা বলে হযরত ওমর (রাঃ) ইঙ্গিত করলেন নিশ্চয়ই ঐ দিন (এ আয়াত নাযিল হওয়ার দিন) আমাদের জন্য ঈদের দিন ছিল” এ ইবারতের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণিত হল-

উক্ত আয়াত অবতীর্ন হওয়ার দিনকে আমরাও ঈদ হিসেবে উদ্‌যাপন করি।

২। ঈদে মীলাদুন্নবীর উৎস সম্পর্কে যা লিখা হয়েছে তার জবাবে আমরা বলতে চাই, খ্রিষ্টানদের অনুকরণে নবীর জন্ম তারিখ উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালনের কু-প্রথা আমদানী করা হয়নি, বরং রাসূলের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করার উত্তম প্রথা খোদ রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিজে স্বীয় মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করার প্রথা থেকে লাভ করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় মীলাদ বা জন্মদিবস পালন করার দলীল নিম্নরূপ-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ (يَوْمِ) الْاِثْنَيْنِ- فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ- (فَاَصُوْمُ شُكْرًا لِهٰذَيْنِ النِّعْمَتَيْنِ)-

অর্থাৎ- হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সোমবার রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন "ইহা এমন একটি দিন, যে দিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যে দিন আমার উপর কোরআন শরীফ নাযিল করা হয়েছে"। কিতাবের মধ্যে বাইনাছছতার (দুই লাইনের মধ্যখানে) লেখা রয়েছে- "আমি এ দু নেয়ামতের শোকরিয়া হিসেবে সোমবার রোজা রাখি"। (মেশকাত শরীফ, পৃঃ নং ১৭৯, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড পৃঃ ৩৬৮)

আলোচ্য হাদীস শরীফের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মীলাদ বা দুনিয়ায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে শরীয়তের আলোকে বৈধ পন্থায় শোকরিয়া হিসেবে যে কোন উৎসব বা আনন্দ অনুষ্ঠান (ওয়াজ-মাহফিল, মেহমানদারি, নফল ইবাদত বন্দেগী, দান-সদকা করা, জশ্নে জুলুসের আয়োজন করা ইত্যাদি) উদ্‌যাপন করা বৈধ এবং সুন্নাতে রাসূল। আর মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুনিয়ায় শুভাগমনের শোকরিয়া হিসেবে খুশি হয়ে কোন উৎসব বা অনুষ্ঠান পালন করার নামই হলো পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

আর বর্তমানের ন্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করার প্রথা কোন সাধারণ মুসলমানদের মাধ্যমে পালিত হয়ে আসেনি, বরং যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কিরামদের মাধ্যমে পালিত হয়ে আসছে। তার দলীল নিম্নরূপ -

১। আল্লামা জুরকানী (রহঃ) শরহে আল্লামাতুল জুরকানী আলাল মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে বর্ণনা করেন-

اَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَ فِعْلَ ذٰلِكَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ اَبُوْ سَعِيْدٍ صَاحِبُ اَرْبِلِ قَالَ اِبْنُ كَثِيْرٍ فِىْ تَارِيْخِهٖ.......... وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهٗ فِىْ الْمَوْلِدِ اَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوْفِيَّةِ فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلَقُ لَهُمُ الْبُخُوْرُ وَكَانَ يَصْرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ ثَلٰثَ مِائَةِ دِيْنَارٍ

অর্থাৎ- সর্বপ্রথম যে ঐ কাজ (বর্তমানের ন্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে মীলাদুন্নবী মাহফিল)

শুরু করে ছিলেন তিনি হলেন ইরবিল শহরের বাদশাহ মুজাফফর আবু সাইদ। ইবনে কাছির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া) উল্লেখ করেছেন তিনি (বাদশাহ মুজাফফর) প্রতি রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করতেন এবং এ মাসে তিনি বর্ণাঢ্য মাহফিলের আয়োজন করতেন। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, দুঃসাহসী, বীর, জ্ঞানী, আলেম ও ন্যায়পরায়ন। তাঁর রাজত্ব কাল ছিল দীর্ঘদিন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। যখন তিনি আক্কা নামক শহরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন তখন ৬৩০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় চরিত্র ও গুণের অধিকারী।

ছিবতু ইবনুল জাওজী 'মিরআতুয যামান' কিতাবে বর্ণনা করেন বাদশাহ মুজাফফর (রহঃ) কর্তৃক আয়োজিত কোনো এক মীলাদুন্নবী মাহফিলে যোগদানকারী জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উক্ত মাহফিলে পাঁচ হাজার ভূনা ছাগলের মাথা, দশহাজার মুরগী, একশত ঘোড়া, একলক্ষ পনির, ত্রিশ হাজার হালুয়ার প্লেট গণনা করেছেন। ঐ মাহফিলে গন্যমান্য ওলামা ও সূফীগণ শরীক হতেন। বাদশাহ তাদের বিভিন্ন উপঢৌকন, উপহার এবং সুগন্ধি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তিনি ঐ মীলাদুন্নবী মাহফিলে তিনশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করতেন। (জুরকানী ১ম খন্ড ২৬২ নং পৃষ্ঠা)

২। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) (ইন্তেকাল ৯২৩ হিঃ) বলেন-

فَرَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً اِتَّخَذَ لَيَالِىَ شَهْرِ مَوْلِدِ الْمُبَارَكِ اَعْيَادًا

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভাগমনের মোবারক মাসের রাত সমূহকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষন করেন। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব)

৩। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন-

الله تعالى ان پر رحمتيں نازل كرتاهے جو ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم كى شب كو عيد مناتى هيں-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রকে ঈদ হিসেবে পালন করে তার ওপর আল্লাহ তায়ালা রহমত নাযিল করেন। (মা সাবাতা বিছছুন্নাহ (উর্দূ) পৃষ্ঠা নং ৮৬)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

এছাড়া আরো বিস্তারিত দলীল প্রমাণ জানতে হলে "ঈদ-এ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ" গ্রন্থখানি পাঠ করুন।

সুতরাং ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করার উত্তম ও বরকতময় এ প্রথাকে তারা কু-প্রথা বলে আখ্যায়িত করে নিজেদের অন্তরে লুকায়িত নবী বিদ্বেষী রোগের বহির্প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

মুফতী শফী সাহেবের "ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের উৎস" সম্পর্কে লেখা বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মীলাদুন্নবী বিরোধীগন মীলাদুন্নবীর মূল উৎস সম্পর্কে তাদের উক্ত ভ্রান্ত দাবীর স্বপক্ষে দেওবন্দের মুফতী শফী সাহেবের "তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন" গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন যেখানে উল্লেখ রয়েছে, "কালক্রমে খ্রিষ্টানদের অনুকরনে এক শ্রেনীর মুসলমানরাও মহানবীর জন্ম তারিখ উপলক্ষ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের কুপ্রথা আমদানী করে"

এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই-

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধীগন যে মতাদর্শে (দেওবন্দী মতাদর্শ) বিশ্বাসী সে মতাদর্শের একজন অন্যতম জনক হলেন মুফতী শফী সাহেব। কারণ তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা লাভ করার পর উক্ত মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন পর্যন্ত খেদমত করেছেন যার ফলে উক্ত মাদ্রাসা থেকে ফয়জ ও বরকত লাভ করার কারণে তার দ্বারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উৎস সম্পর্কে এ ধরনের জঘন্য মন্তব্য করা সম্ভব হয়েছে। আর বর্তমানে মীলাদুন্নবী বিরোধীগণ তাদের এ ধরনের মুরুব্বীদের থেকেই বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত কথা শিক্ষা লাভ করে সমাজে তা প্রচার করে ফেতনা ফাসাদের সৃষ্টি করছে। সুতরাং তাদের নিজস্ব মুরুব্বীদের কথা দ্বারা দলিল পেশ করলে কি তা গ্রহণ যোগ্য হবে? না কখনো গ্রহণ যোগ্য হবে না। মীলাদুন্নবী পালন যদি খ্রিষ্টানদের অনুকরনে এক ধরনের কুপ্রথা হয়ে থাকে তা হলে কি যুগশ্রেষ্ঠ বিভিন্ন মুহাদ্দেস ও ইমামগণ যেমন, প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহঃ), হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রহঃ), মক্কা শরীফের প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা ইবনে হাজার আল হায়তামী আশ শাফী (রহঃ), শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), হযরত মারুফ কারখী (রহঃ), প্রখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে জোওজী (রহঃ), বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা কুস্তোলানী (রাহঃ), হাফেজুল হাদিস আল্লামা ইবনে জাজরী (রহঃ) এবং বিশেষ করে ভারতীয়

উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান মুহাদ্দেস শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) প্রমুখ খ্রিষ্টানদের অনুকরনে মীলাদুন্নবী পালনের নামে এক ধরনের কুপ্রথা পালন করে নিজেদের ঈমান আমল নষ্ট করেছিলেন? (নাউযুবিল্লাহি মীন জালেক) আল্লাহ যেন সকলকে এ সঠিক বিষয়টি বুঝার তৌফিক দান করেন। আমীন।

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ে সৌদি সরকারের অনুদানে মুফতী শফী সাহেবের উক্ত তাফসীরের কিতাব বিনা মূল্যে বাংলা ভাষা ভাষী মুসলমানদের মধ্যে বিতরনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাই।

এ কথা দ্বারা উক্ত তাফসীরের গ্রহণ যোগ্যতা বুঝায় না। বরং আমরা বলব সৌদি সরকার বিপুল অর্থ খরচ করে উক্ত তাফসীরটি এ জন্যই বিনা মূল্যে বিতরণ করেছে যেহেতু উক্ত তাফসীরের কথার সাথে সৌদি সরকারের ওহাবী মতবাদের মিল রয়েছে। যার প্রমান বাংলাদেশী খারেজী-ওহাবী মীলাদুন্নবী বিরোধীদের প্রচারিত "এ কোন ঈদ" শীর্ষক পোষ্টার, যেখানে উল্লেখ রয়েছে সৌদি গ্রান্ড মুফতীর ফতোয়াটি "ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপন শিরক তুল্য" সুতরাং এ দ্বারাই বুঝা যায় তাদের সাথে সৌদি ওহাবীদের কি যোগ সূত্র রয়েছে।

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করলে কি সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অস্বীকার করা হয়?

উক্ত বইয়ে 'মীলাদুন্নবী ছদ্মাবরণে সীরাতুন্নবী অস্বীকারের রহস্য' শিরোনামে তারা যা লিখেছেন তা দ্বারা বুঝা যায়, আমরা (সুন্নি জনতা) এ জন্যই নাকি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি যাতে সীরাতুন্নবী বা নবীর আদর্শ তথা কোরআন হাদীসের বিধান, নামায-রোজা, হালাল-হারাম ইত্যাদি পালন করতে না হয়।

এর জবাবে আমরা বলতে চাইঃ

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করলে যে, রাসূলের সীরাত বা আদর্শ বর্জন করতে হয় এ উসূল বা নিয়ম মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধীরা কোথায় পেলেন? আমরা যারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি তারা কি কোরআন হাদীসের বিধান তথা নামায-রোজা, হালাল-হারাম ইত্যাদি পালন করি না? শুধুমাত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধীরাই তা পালন করে? নবী প্রেমিকদের নামে কতবড় মিথ্যা অপবাদ!

শতশত বছর ধরে সারা বিশ্ব ব্যাপী যে সমস্ত যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে (যার বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে) তাঁরা কি নবীর সীরাত বা আদর্শ বর্জন করার জন্যই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করেছিলেন? না। কখনো নয়। বরং আমরা বলতে চাই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিরোধীরা সীরাতুন্নবীর ব্যাপারে কপট মায়া-কান্নার আশ্রয় নিয়ে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাহফিল উদ্‌যাপনের (যা শতশত বছর ধরে সারা বিশ্বে প্রচলিত) বরকত ও ফযিলত লাভ করা থেকে সরলমনা মুসলমানদের বঞ্চিত করার অপচেষ্টা করছেন।

আবু লাহাব জাহান্নামে যাওয়া সত্ত্বেও মীলাদুন্নবীতে খুশি হওয়ায় পুরস্কার লাভ করেছে।

উক্ত বইয়ে 'আবু লাহাবের ঈদে মীলাদুন্নবী' শিরোনামে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিরোধীগণ বুঝতে চেয়েছেন আবু লাহাব রাসূলের জন্মে আনন্দ প্রকাশ তথা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে নি।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই

আবু লাহাব রাসূলের জন্ম বা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে খুশি-আনন্দ প্রকাশ করায় জাহান্নামে যায়নি, বরং সে যেহেতু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি ঈমান আনেনি এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনেক কষ্ট দিয়েছে, সে কারণে জাহান্নামে গিয়েছে। আর জাহান্নামে গিয়েও সে যেহেতু মীলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ করেছিল, তার বিনিময় লাভ করা থেকেও বঞ্চিত হয়নি। তাহলে এখন যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে ভালোবাসে তারা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে খুশি উদ্‌যাপন করলে কি পেতে পারে তা কিতাবের ভাষায়ই শুনুন

আল্লামা ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ ক্বসতালানী (রহঃ) 'মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ' নামক কিতাবে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুগ্ধপান শীর্ষক অধ্যায় আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ-

وَاَرْضَعَتْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوَيْبَةُ عَتِيْقَةُ اَبِىْ لَهَبٍ اَعْتَقَهَا حِيْنَ بَشَّرَتْهُ بِوِلَادَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوِّىَ اَبُوْلَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهٖ فِى النَّوْمِ وَقِيْلَ لَهٗ مَا حَالُكَ؟ وَقَالَ فِى النَّارِ اِلَّا اَنَّهٗ خُفِّفَ عَنِّى كُلَّ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ وَاَمُصُّ مِنْ بَيْنِ

www.AmarIslam.com

اِصْبَعَىَّ هَاتَيْنِ مَاءً وَاَشَارَ بِرَأْسِ اِصْبَعِهٖ وَاَنَّ ذٰلِكَ بِاِعْتَاقِىْ لِثُوَيْبَةَ عِنْدَ بَشَّرَتْنِىْ بِوِلَادَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِاِرْضَاعِهَا لَهٗ-

অর্থাৎ- আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী সুয়াইবাহ তাকে (হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে) দুগ্ধপান করিয়েছেন। যাকে আবু লাহাব তখনই আযাদ করেছিলো যখন তিনি তাকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বেলাদত শরীফের শুভ সংবাদ শুনিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, একদা আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা গিয়েছিলো। (হযরত আব্বাস (রাঃ) এক বছর পর স্বপ্ন দেখেছিলেন) তখন তাকে বলা হলো "তোমার কি অবস্থা?" সে বললো দোজখেই আছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার শাস্তি কিছুটা শিথিল করা হয়; আর আমি আমার এ আঙ্গুল দু'টির মধ্যখানে চুষে পানি পানের সুযোগ পাই। আর তখন সে তার আঙ্গুলের মাথা দিয়ে ইশারা করলো। আর বললো আমার শাস্তির শিথিলতা এ জন্য যে, সুয়াইবা যখন আমাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বেলাদাতের সুসংবাদ দিয়েছিলো, তখন তাকে আমি আযাদ করে দিয়েছিলাম, এবং সে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দুগ্ধপান করিয়েছে।

তিনি উক্ত কিতাবে আরো বলেন-

قَالَ اِبْنُ الْجَزْرِىْ فَاِذَا كَانَ هٰذَا اَبُوْ لَهَبِ الْكَافِرُ الَّذِىْ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ بِذَمِّهٖ جُوْزِىَ فِى النَّارِ بِفَرْحِهٖ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ اُمَّتِهٖ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّذِىْ يُسَرُّ بِمَوْلِدِهٖ وَيَبْذُلُ مَا اِتَّصَلَ اِلَيْهِ قُدْرَتُهٗ فِىْ مُحَبَّتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُمْرِىْ اَنَّمَا يَكُوْنُ جَزَاؤُهٗ مِنَ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ اَنْ يُّدْخِلَهٗ بِفَضْلِهِ الْعَمِيْمِ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ-

অর্থাৎঃ- এতদভিত্তিতে, আল্লামা মুহাদ্দিস ইবনে জাযরী (রহঃ) বলেন, যখন ঐ আবু লাহাব কাফির, যার তিরস্কারে কোরআন নাযিল হয়েছে, মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এ আনন্দ প্রকাশের কারনে জাহান্নামে পুরস্কৃত হয়েছে। এখন উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঐ একত্ববাদী মুসলমানের কি অবস্থা, যারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেলাদাতে খুশি হয় এবং হুযুর ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ভালবাসায় তার সাধ্যানুযায়ী খরচ করে? (তিনি জবাবে বলেন-) আমার জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে আপন ব্যাপক করুনায় নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৬১) সুতরাং আবু লাহাবের উক্ত ঘটনা থেকে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিরোধীতাকারীদেরই শিক্ষা গ্রহণ করে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপলক্ষ্যে খুশি উদ্‌যাপন করে পরকালে ভালো কিছু পাওয়ার আশা করা উচিৎ।

বিভিন্ন নেতাদের জন্মদিবস পালনের কারণে কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মীলাদুন্নবী (জন্ম দিবস) পালন করা হয়?

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিরোধীরা উক্ত বইয়ের মাধ্যমে বলতে চায়, আমরা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপনকারীগণ নাকি সমাজের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর জন্ম-মৃত্যু দিবস পালনের অনুকরনে রাসূলের মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি। তারা আরো আশংকা প্রকাশ করে বলে ১২ই রবিউল আউয়াল যেহেতু রাসূলের মৃত্যু দিবস, এ উপলক্ষ্যে অনেকে শোক মিছিল নিয়ে বের হবে আর আনন্দ মিছিল কারী ও শোক মিছিলকারীদের মধ্যে এক ভয়াবহ মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হবে।

এর জবাবে আমরা বলতে চাই

আমরা পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)পালন করি সমাজের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর জন্ম মৃত্যু দিবস পালন করার কারণে নয়। বরং স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু স্বীয় জন্মদিবস পালন করেছেন, প্রতি সোমবার রোযা রাখার মাধ্যমে এবং আরব-আজম সকল মুসলিম দেশেই শতশত বছর ধরে রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে ও তার মধ্যে অনেক বরকত ও ফযিলত রয়েছে। এ কারণেই আমরা ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি।

আর যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু দিবস পালন করাই জায়েজ নেই সেহেতু -এ উপলক্ষ্যে শোক মিছিল বের হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তাই ১২ই রবিউল আউয়াল আনন্দ মিছিল কারী ও শোক মিছিলকারী দের মধ্যে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধীদের কল্পনা প্রসূত মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভবনা নেই। সুতরাং ঐ দিন জশ্‌নে জুলুস বা আনন্দ মিছিল করতে কোন সমস্যা হবে না।

আল্লাহ এ সমস্ত অবুঝদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলমে গায়েব জানতেন

প্রাথমিক কথা

আল্লাহপাক নবীদের নবুয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য সহায়ক হিসেবে অসংখ্য মোজেযা দান করেছেন। তাঁরা এ সমস্ত মোজেযা প্রদর্শন করে সহজে দ্বীন প্রচার করতেন। আল্লাহ প্রদত্ত মোজেযা সমূহের মধ্যে অন্যতম মোজেযা ছিল, ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান। আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামদের এ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করে ছিলেন। তাঁরা এ জ্ঞানের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় অসংখ্য অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদান করে অনেক কাফের ব্যক্তিদের ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এনে ছিলেন। বর্তমানে কতিপয় আলেম নামধারী ব্যক্তিবর্গ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উক্ত খোদা প্রদত্ব ইলমে গায়েবকে শুধু অস্বীকারই করছে না বরং শিরক পর্যন্ত প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছে। এমনকি তাদের অন্যতম মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে সমস্ত শিশু, পাগল, জীব, জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞানের মত উল্লেখ করেছেন। (হেফজুল ঈমান ১৫ নং পৃঃ)

তাদের অন্য এক মুরুব্বী খলিল আহমেদ আম্বেটুবী সাহেব দেওবন্দ মাদ্রাসার ফযিলত বর্ণনায় এক স্বপ্নের কথা দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উর্দু ভাষা জানতেন না। তিনি দেওবন্দী আলেমদের সংস্পর্শে এসে উর্দু ভাষা শিখেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) (বারাহেনে কাতেয়া পৃঃ নং-৩০)

আম্বেটুবী সাহেব উক্ত কিতাবের ৫৫ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলেমকে কটাক্ষ করে বলেন- **"শয়তান ও মালাকুল মওত (আজ্রাইল আঃ)-এর ব্যাপক জ্ঞানের বিষয় অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞানের প্রশস্ততার কি দলীল আছে? যা সমস্ত দলীলকে খন্ডন করে একটি শিরক সাব্যস্ত করে?"**

অর্থাৎ- আম্বেটী সাহেবের নিকট শয়তান ও আজ্রাইল (আঃ)-এর ইল্‌ম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জ্ঞানের তুলনায় ব্যাপক -যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রশস্ত ইল্‌মের কোন দলীল নেই। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলেমের ব্যাপকতার দলীল থাকলেও উহা তার নিকট শিরক হিসাবে গণ্য হবে। প্রিয় পাঠক! দেখুন তারা কত রাসূল বিদ্বেষী।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ার কারো থেকে কোন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেননি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এজন্য তাঁর এক নাম হলো "উম্মী" আল্লাহ পাক তাকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই বলেছেন- بُعِثْتُ مُعَلِّمًا অর্থাৎ- "আমি শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি" শিক্ষা নেওয়ার জন্য নয়। উর্দু ভাষা শিক্ষা করার জন্য রাসূলের দেওবন্দী আলেমদের সহচর্যের প্রয়োজন নাই। কারণ আল্লাহ পাক সমস্ত নবীদের যে ইলম দান করেছেন তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমের তুলনায় সাত সমুদ্রের এক ফোটার সমতুল্য। (তাফসীরে রুহুল বয়ান দ্রঃ) আর হযরত আদম (আঃ) সাত লক্ষ ভাষা জানতেন (তাফসীরে রুহুল বয়ান দ্রঃ) তাহলে এখন বুঝে নেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কত লক্ষ ভাষা জানতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব স্বীকার করা শিরক নয় বরং ঈমানের পরিচয়। যদি বলা হয় আল্লাহ গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানেন তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও যদি গায়েব জানেন তাহলে আল্লার সিফাতের সাথে রাসূলের সিফাত বা গুন মিলে যায় তাই শিরক।

এর জবাব হল-

আল্লাহ তো গায়েব ছাড়াও প্রকাশ্য ইলম জানেন আল্লাহ বলেছেন- عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থাৎ ঃ- তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং প্রকাশ্য বা দৃশ্যমান বিষয়ের জ্ঞানও আল্লাহর একটি গুণ বা বৈশিষ্ট। আর এ গুণের সাথে নবী-ওলী, গাউস-কুতুব, সাধারণ ব্যক্তি সকলেই সম্পর্কিত। তাহলে এটাও কি শিরক? আল্লাহ পাক কোরআনে নিজেকে রউফ ও রাহীম গুণে ভূষিত করেছেন। আবার তাঁর প্রিয় বন্ধু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেও উক্ত রউফ বা রাহীম গুণে ভূষিত করেছেন। তা হলে এটাও কি শিরক? আল্লাহ তায়ালা কোরআনে অসংখ্য স্থানে নিজেকে سَمِيْعٌ ও بَصِيْرٌ গুণে পরিচয় দিয়েছেন। আবার সমস্ত মানব মন্ডলীকেও উক্ত سَمِيْعٌ ও بَصِيْرٌ বলে আখ্যায়িত করে পরিচয় দিয়েছেন (দেখুন- সূরা দাহার)। তাহলে কি এটাও শিরক? আল্লাহ কি আমাদের শিরক শিক্ষা দিয়েছেন? না তা কখনো হতে পারে না। কারণ এখানে বাহ্যিকভাবে আল্লাহর গুণের সাথে তাঁর বান্দার গুণ মিলে যাওয়া দেখলেও উভয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার সমস্ত গুণ হলো জাতি বা সত্ত্বাগত ও চিরন্তন। আর বান্দার সমস্ত গুণ হলো আতায়ী বা খোদা প্রদত্ত ও অচিরন্তন। সুতরাং উভয়টি এক নয়, তাই শিরক হবে না।

www.AmarIslam.com

গায়েবের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

'গায়েব' হচ্ছে এমন এক অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়, যা মানুষ চোখ, নাক, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারে না এবং যা কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিধিতেও আসে না। সুতরাং, ঢাকাবাসীর জন্য সিলেট গায়েব বা অদৃশ্য নয়। কেননা হয়তো কেউ নিজ চোখে দেখে বা কারো কাছ থেকে শুনে বলছে যে, সিলেট একটি শহর। ইহা হচ্ছে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। অনুরূপ খাদ্যসামগ্রীর স্বাদ, সুঘ্রাণ ইত্যাদি অদৃশ্য নয়, কেননা এগুলো যদিও বা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে জ্বিন, ফিরিশতা, বেহেশ্‌ত-দোযখ এখন আমাদের জন্য গায়েব বা অদৃশ্য। কেননা এ গুলোকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কিংবা বিনা দলীলে বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করা যায় না।

গায়েব দুই প্রকার ঃ (১) এক ধরনের গায়েব আছে, যা যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক অর্থাৎ প্রমাণাদি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় (২) আর এক ধরনের গায়েব আছে, যা, দলীলের সাহায্যেও উপলব্ধি করা যায় না। প্রথম প্রকার গায়েবের উদাহরণঃ বেহেশ্‌ত-দোযখ এবং আল্লাহ পাকের স্বত্ত্বা ও গুণাবলী। এগুলো সম্পর্কে জগতের সৃষ্ট বস্তু ও কোরআনের আয়াতসমূহ দেখে জ্ঞান লাভ করা যায়। দ্বিতীয় প্রকার গায়েবের উদাহরণ ঃ মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হবে, মানুষ কখন মারা যাবে, স্ত্রীর গর্ভে ছেলে না মেয়ে, ভাগ্যবান না হতভাগ্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান। এগুলো সম্পর্কে দলীল প্রমাণের সাহায্যেও জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হবে না। এ দ্বিতীয় প্রকারের গায়েবকে (مفاتيح الغيب) মাফাতিহুল গায়েব বা 'অদৃশ্য জ্ঞান ভান্ডার' বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ ধরনের গায়েব সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেনঃ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ অর্থাৎ- "তিনি (আল্লাহ) তাঁর গায়েবী বিষয়াদি সম্পর্কে কাউকে ও অবগত করান না, তবে তাঁর মনোনীত রাসূলকে (অদৃশ্য জ্ঞান দান করেন) যাকে তিনি রাসূল রূপে গ্রহণ করে নিয়েছেন।"

তাফসীরে বায়যাবীতে يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ আয়াতটির ব্যাখ্যায় লিখা আছে ঃ-

وَالْمُرَادُ بِهِ الْخَفِيُّ الَّذِىْ لَايُدْرِكُهُ الْحِسُّ وَلَاتَقْتَضِيْهِ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ

অর্থাৎ- 'গায়েব' শব্দ দ্বারা অদৃশ্য বিষয়কে বুঝানো হয়েছে, যা' ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপলব্ধি করা যায় না ও সুস্পষ্টভাবে জ্ঞানানুভূতির আওতায়ও আসে না।

তাফসীরে কবীরে 'সূরা বাকারা'র শুরুতে একই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছেঃ

قَوْلُ جَمْهُوْرِ الْمُفَسِّرِيْنَ اَنَّ الْغَيْبَ هُوَ الَّذِىْ يَكُوْنُ غَائِبًا عَنِ الْحَاسَّةِ ثُمَّ هٰذَا يَنْقَسِمُ اِلٰى مَاعَلَيْهِ دَلِيْلٌ وَاِلٰى مَالَادَلِيْلَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ- 'সাধারণতঃ তাফসীরকারকদের মতে গায়েব হলো এমন বিষয় যা' ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে গোপন থেকে যায়। অতঃপর গায়েবকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ এক প্রকারের গায়েব হচ্ছে সে সমস্ত অদৃশ্য বিষয়াদি, যে গুলোর অবগতির জন্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। অন্য প্রকারের গায়েব হচেছ- সে সমস্ত অদৃশ্য বিষয়াদি, যেগুলোর অবগতির জন্য কোনরূপ দলীল প্রমাণ নেই।

'তাফসীরে রুহুল বয়ানে' 'সূরা বাকারার শুরুতে সেই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে ঃ

وَهُوَمَا غَابَ عَنِ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ غَيْبَةً كَامِلَةً بِحَيْثُ لَايُدْرِكُ بِوَاحِدٍ مِّنْهَا اِبْتِدَاءً بِطَرِيْقِ الْبَدَاهَةِ وَهُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَادَلِيْلَ عَلَيْهِ وَهُوَالَّذِىْ اُرِيْدَ بِقَوْلِهٖ عِنْدَهٗ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهٖ وَهُوَ الْمُرَادُ.

(অর্থাৎ- গায়েব হচ্ছে উহাই, যা' ইন্দ্রিয় ও জ্ঞানানুভূতি থেকে সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে গোপন থাকে যে, কোন উপায়ে প্রথমদিকে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না। গায়েব দুই প্রকারঃ এক প্রকারের গায়েব হলো যার সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। কোরআনের আয়াত عِنْدَهٗ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ (আল্লাহর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবি সমূহ) এ ধরনের গায়েবের কথাই বলা হয়েছে। অন্য প্রকারের গায়েব হলো, যার অবগতির জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুনাবলী। يؤمنون بِالْغَيْبِ দ্বারা এগুলোর কথাই বলা হয়েছে। উপরোক্ত গায়েবের প্রকারভেদের বর্ণনার ন্যায় তাফসীরে বায়যাবীতেও বর্ণিত আছে।

কোরআন শরীফের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত

১। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

www.AmarIslam.com

وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ -

অর্থাৎ- আর (হে সাধারণ মানুষ!) এটা আল্লাহর কাজ নয় যে, অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। (তাঁকে অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেন) (সূরা আ'লে ইমরান, আয়াত ১৭৯)

এই আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে বায়যাবীতে রয়েছেঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُؤْتِىَ اَحَدَكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيُطْلِعَ عَلٰى مَا فِى الْقُلُوْبِ مِنْ كُفْرٍ وَاِيْمَانٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ لِرِسَالَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَيُوْحِى اللّٰهُ وَيُخْبِرُهٗ بِبَعْضِ الْمُغَيَّبَاتِ.

অর্থাৎ- (হে সাধারণ মানুষ) এটা আল্লাহর কাজ নয় যে, তোমাদের মধ্যে কাউকে ইলমে গায়েব দান করবেন এবং অন্তরের কুফর ও ঈমান সম্পর্কে অবহিত করবেন। তবে এ মহামর্যাদা ও রিসালাতের জন্য আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। অতঃপর তাঁর প্রতি ওহী (ঐশী বাণী) পাঠান এবং কতেক অদৃশ্যের সংবাদ তাকে প্রদান করেন। এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে খাযিনে রয়েছেঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَصْطَفِىْ وَيَخْتَارُ مِنْ رُّسُلِهٖ فَيُطْلِعُهٗ عَلٰى مَايَشَاءُ مِنْ غَيْبِهٖ

অর্থাৎ- কিন্তু আল্লাহ রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত ও নির্বাচিত করেন। অতঃপর তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান থেকে যতটুকু ইচ্ছা তাকে দান করেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে কবীরে রয়েছেঃ

فَاَمَّا مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِعْلَامِ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَمِنْ خَوَاصِّ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ- অতঃপর আল্লাহর জানানোর মাধ্যমে অদৃশ্যের বিষয়াবলী অবহিত হওয়া, এটা আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে জুমালে রয়েছে ঃ

اَلْمَعْنٰى لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ اَنْ يَّصْطَفِىَ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَيُطْلِعُهٗ عَلَى الْغَيْبِ -

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে মনোনীত ও নির্বাচিত করেন, তাকে 'গায়েব' সম্পর্কে অবহিত করেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে জালালাইনে রয়েছেঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهُ يَجْتَبِىْ وَيَخْتَارُ مَنْ يَّشَاءُ فَيَطَّلِعُ عَلٰى غَيْبِهٖ كَمَا اَطْلَعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَالِ الْمُنَافِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ- তবে আল্লাহ যাকে মনোনীত ও নির্বাচিত করেন তাকে তাঁর 'গায়েব' সম্পর্কে অবহিত করেন। যেমন নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে সা'ভী আলাল জালালাইনে রয়েছেঃ

اِلَّا الرُّسُلَ يَطَّلِعُهُمْ عَلَى الْغَيْبِ

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে তিনি রাসূলগণকে 'গায়েব' সম্পর্কে অবহিত করেন।

এই আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীর মুরুব্বী শাব্বীর আহমদ উসমানী সাহেব বলেনঃ "সার কথা হলো এই- সাধারণ মানুষকে সরাসরি কোন গায়েবের নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করা হয় না, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্ সালামকে প্রদান করা হয়, তবে যে পরিমাণ খোদা ইচ্ছা করেন"।

এ আয়াত শরীফ ও তার তাফসীরসমূহ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাবে প্রমাণিত হল- আল্লাহ তায়া'লা তাঁর মনোনীত রাসূলগণকে তাঁর কতেক 'ইলমে গায়েব' দান করেন।

দুই ঃ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

অর্থাৎ- এবং যা কিছু জানতেন না তা আপনাকে (আল্লাহ) শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা নিসা, আয়াত নং ১১৩)। এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে খাযিনে রয়েছে ঃ

يَعْنِىْ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ وَاُمُوْرِ الدِّيْنِ وَقِيْلَ عَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَقِيْلَ مَعْنَاهُ عَلَّمَكَ مِنْ خَفِيَّاتِ الْاُمُوْرِ وَاطَّلَعَكَ عَلٰى ضَمَائِرِ الْقُلُوْبِ وَعَلَّمَكَ مِنْ اَحْوَالِ الْمُنَافِقِيْنَ وَكَيْدِهِمْ

অর্থাৎ- শরীয়তের বিধান ও ধর্মীয় বিষয়াবলী। আর বলা হয়েছে-আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন ঐ ইলমে গায়েব থেকে যা আপনি জানতেন না। আর বলা হয়েছে এর অর্থ হলো এই যে, আপনাকে গোপন বিষয়াবলী, অন্তরসমূহের গোপন কথা, মুনাফিকদের

www.AmarIslam.com

অবস্থাদি ও তাদের ষড়যন্ত্রগুলোর জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীর জালালাইনে রয়েছে ঃ

اَىْ مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ অর্থাৎ- শরীয়তের বিধান ও ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন। এই আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে সা'ভী আলাল জালালাইনে রয়েছে ঃ

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اَىْ عِلْمَ الْغَيْبِ

অর্থাৎ- যা কিছু আপনি জানতেন না অর্থাৎ ইল্‌মে গায়েব, তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এ আয়াত শরীফ ও এ তাফসীরসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো- আল্লাহ তা'য়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 'ইল্‌মে গায়েব' দান করেছেন।

তাফসীরে হুসাইনীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাহরুল হাকায়েক এর উদ্ধৃতি দিয়ে বল হয়েছে- ان علم ماكان وما يكون هست كه حق سبحانه درشب اسرار بدال حضرت عطا فرمود چنانچه درحديث معراج هست كه من درزيرعرش بودم قطره درحلق من ريختند فعلمت ماكان وما يكون

অর্থাৎ- এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান যা আল্লাহ তায়ালা হুজুর আলাইহি্স সালামকে পবিত্র মেরাজ রজনীতে দান করেছিলেন। এ মর্মে মেরাজের হাদীসে উল্লেখিত আছে- আমি আরশের নিচে ছিলাম, তখন একটি ফোটা আমার কণ্ঠনালীতে ঢেলে দেওয়া হল, এরপর আমি অতীতি ও ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনাবলীর জ্ঞান লাভ করলাম।

তিন ঃ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

অর্থাৎ- দয়াময় আল্লাহ (তাঁর মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (সূরা আর-রাহমান, আয়াত-১-৪)

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাআলিমুত্ তানযীলে রয়েছেঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ اَىْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِىْ بَيَانَ مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ ـ

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়া'লা মানুষ অর্থাৎ মুহাম্মদ আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেছেন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

এবং তাঁকে বর্ণনা অর্থাৎ পূর্বাপর সমস্ত কিছুর বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে খাযিনে রয়েছেঃ

قِيْلَ الْمُرَادُ بِالْاِنْسَانِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيَانُ يَعْنِىْ بَيَانُ مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ لِاَنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ خَبْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّيْنِ.

অর্থাৎ- বলা হয়েছে- 'মানুষ' দ্বারা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। আর 'বর্ণনা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে- যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে; পূর্বাপর সমস্ত কিছু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এবং কিয়ামত দিবসের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে হোসাইনীতে রয়েছেঃ

ان علم ماكان وما يكون هست كه حق سبحانه در شب اسرى به انحضرت عطا فرمود

অর্থাৎ- তা হলো পূর্বাপর জ্ঞান অর্থাৎ- যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে; আল্লাহ তায়ালা মি'রাজের রাত্রিতে তাঁকে দান করেছেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে সা'ভী আলাল জালালাইনে রয়েছেঃ

وَقِيْلَ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهُ الْاِنْسَانُ الْكَامِلُ وَالْمُرَادُ بِالْبَيَانِ عِلْمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ وَمَاهُوَ كَائِنٌ ـ

অর্থাৎ- বলা হয়েছে- (আয়াতে যে ইনসানের উল্লেখ রয়েছে) তিনি হলেন ইনসানে কামিল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং বর্ণনা দ্বারা যা হয়েছে, যা হচ্ছে এবং যা হবে; তার জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে, যা তাঁকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ আয়াত শরীফ ও তার তাফসীরসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো-যা কিছু হয়েছে, যা কিছু হচ্ছে এবং যা কিছু হবে, তার সমস্ত বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা হুজুর আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শিক্ষা দিয়েছেন।

চার ঃ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَايُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّامَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থাৎ- তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান মনোনীত রাসূল ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশ করেন না। (সূরা জিন, আয়াত-২৬ ও ২৭)

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে খাযিন ও তাফসীরে বাগাভীতে রয়েছে ঃ

يَعْنِىْ اِلَّا مَنْ يَّصْطَفِيْهِ لِرِسَالَتِهٖ وَنُبُوَّتِهٖ فَيُظْهِرُهٗ عَلٰى مَا يَشَاءُ مِنَ الْغَيْبِ حَتّٰى يَسْتَدِلَّ عَلٰى نُبُوَّتِهٖ مِمَّا يُخْبِرُ بِهٖ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ مُعْجِزَةً لَّهٗ.

অর্থাৎ- যাকে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালতের জন্য মনোনীত করেন, তার নিকট যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্যের জ্ঞান প্রকাশ করেন, যেন তাঁর অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান তাঁর নবুওয়াতের দলীল হয়ে যায়, সুতরাং এই ইলমে গায়েব নবীর মো'জেযা হয়ে থাকে।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে রূহুল বয়ানে রয়েছেঃ

اَنَّهٗ تَعَالٰى لَايُطْلِعُ عَلَى الْغَيْبِ الَّذِىْ يُخْتَصُّ بِهٖ تَعَالٰى عِلْمُهٗ اِلَّا لِمُرْتَضَى الَّذِىْ يَكُوْنُ رَسُوْلًا وَمَا لَايُخْتَصُّ بِهٖ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الرَّسُوْلِ ـ

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়া'লা তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত কাউকে ঐ ইলমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন না যা তাঁর জন্যে বিশেষ। আর যে গায়েব তাঁর জন্যে বিশেষ নয়, সে সম্পর্কে রাসূল নন এমন ব্যক্তি (অলিগন) কেও অবহিত করেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে সা'ভী আলাল জালালাইনে রয়েছে ঃ

اَىْ اِلَّا رَسُوْلًا اِرْتَضَاهُ لِاِظْهَارِهٖ عَلٰى بَعْضِ غُيُوْبِهٖ فَاِنَّهٗ يُظْهِرُهٗ عَلٰى مَايَشَاءُ مِنْ غَيْبِهٖ.

অর্থাৎ- যে রাসূলকে তিনি মনোনীত করেন, তার নিকট তাঁর অদৃশ্য জ্ঞান থেকে যে পরিমান ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে আযীযীতে রয়েছে ঃ

"যে বস্তু কুল মাখলূকাত থেকে অদৃশ্য, তা হলো 'গায়েবে মুতলাক' (সম্পূর্ণ অদৃশ্য) যেমন কিয়ামত আসার সময়, আল্লাহ তায়া'লার সৃজন কর্ম ও শরীয়তের বিধানসমূহ যা প্রত্যেক দিন ও প্রত্যেক শরীয়তে অব্যাহত রয়েছে। আর যেমন আল্লাহর জা'ত ও সিফাতের বিস্তারিত হাকীকতসমূহ। এই প্রকারকে আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ 'গায়েব' বলে। অনন্তর তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে এই বিশেষ গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন না। আর তিনি (মনোনীত ব্যক্তি) কোন রাসূল হন, ফেরেশতা জাতি থেকে হোক কিংবা মানবজাতি থেকে। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাঁর নিকট আল্লাহর বিশেষ গায়েবসমূহ থেকে কতেক গায়েব প্রকাশ করেন”।

এ আয়াত শরীফ ও তার তাফসীরসমূহ থেকে প্রমাণিত হল- আল্লাহ্ তায়া'লা তাঁর মনোনীত রাসূলগণকে তাঁর বিশেষ ইলমে গায়েব দান করেন।

পাঁচ ঃ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

অর্থাৎ- আর এ নবী অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দানে কৃপন নন। (সুরা তাকভীর, আয়াত-২৪) এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাআলিমুত্ তান্‌যীলে রয়েছে ঃ

يَقُوْلُ اِنَّهٗ يَاْتِيْهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهٖ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ وَلَا يَكْتُمُهٗ ـ

অর্থাৎ- আল্লাহ বলেন- আমার নবীর নিকট 'ইলমে গায়েব' আসে। অতঃপর তিনি তার সংবাদ দানে কার্পণ্য করেন না। বরং তোমাদেরকে শিখান ও সংবাদ প্রদান করেন এবং তা গোপন করেন না।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে খাযিনে রয়েছে ঃ

يَقُوْلُ اِنَّهٗ يَاْتِيْهِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَلَا يَبْخَلُ بِهٖ عَلَيْكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ بِهٖ

অর্থাৎ- আল্লাহ বলেন- এ নবীর কাছে ইলমে গায়েব আসে। অতঃপর তিনি তার সংবাদ দানে কার্পন্য করেন না এবং তোমাদেরকে তার সংবাদ প্রদান করেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে তাফসীরে বাগাভীতে রয়েছে ঃ

يَقُوْلُ اِنَّهٗ يَاْتِيْهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهٖ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ بِهٖ ـ

অর্থাৎ- আল্লাহ বলেন এই নবীর নিকট ইলমে গায়েব আসে তিনি তার সংবাদ দানে কার্পণ্য করেন না। বরং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন ও সংবাদ প্রদান করেন।

এ আয়াত শরীফ প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের মুরুব্বী শাব্বীর আহমদ উসমানী সাহেব বলেন ঃ

“এ পয়গাম্বর প্রত্যেক প্রকারের অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেন, তা অতীত সম্পর্কে হোক কিংবা ভবিষ্যত সম্পর্কে কিংবা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বা শরীয়তের বিধানাবলী বা ধর্মাদর্শের সত্যতা ও ভ্রান্তি বা বেহেশত ও দোযখের অবস্থাদি বা মরণোত্তর ঘটনাবলী সম্পর্কে। এ বিষয়াবলীর সংবাদ দানে সামান্যতম কার্পণ্য করেন না, পারিশ্রমিক চান না। অতঃপর জ্যোতিষীর উপাধি তাঁর জন্যে কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে?”

www.AmarIslam.com

এ আয়াত শরীফ ও তার তাফসীরসমূহ থেকে প্রমাণিত হল যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন এবং তার সংবাদ দানে কার্পণ্য করেন না বরং নিজের গোলামদেরকে শিখান ও সংবাদ প্রদান করেন।

ছয় ঃ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَاشَاءَ

অর্থাৎ- তারা তাঁর জ্ঞান ভান্ডার থেকে কিছুই পায় না, তবে তিনি যতটুকু ইচ্ছে করেন। (সূরা বাকারা আয়াত-২৫৫)

তাফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে উল্লেখ আছে ঃ-

يَحْتَمِلُ اَنْ تَكُوْنَ الْهَاءُ كِنَايَةً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِىْ هُوَ شَاهِدٌ عَلٰى اَحْوَالِهِمْ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنْ سِيَرِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ وَقَصَصِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ اُمُوْرِ الْاٰخِرَةِ وَاَحْوَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ اِلَّا بِمَاشَاءَ مِنْ مَعْلُوْمَاتِهٖ عِلْمُ الْاَوْلِيَاءِ مِنْ عِلْمِ الْاَنْبِيَاءِ بِمَنْزِلَةِ قَطْرَةٍ مِنْ سَبْعَةِ اَبْحُرٍ وَعِلْمُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ عِلْمِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ وَعِلْمُ نَبِيِّنَا مِنْ عِلْمِ الْحَقِّ سُبْحَانَهٗ بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَكُلُّ رَسُوْلٍ وَنَبِيٍّ وَوَلِيٍّ اٰخِذُوْنَ بِقَدْرِ الْقَابِلِيَّةِ وَالْاِسْتِعْدَادِ مِمَّا لَدَيْهِ وَلَيْسَ لِاَحَدٍ اَنْ يَتَعَدَّاهُ اَوْيَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ ـ

অর্থাৎ- এও হতে পারে যে, উক্ত আয়াতের علمه শব্দের ه ('হি') সর্বনাম দ্বারা হুযুর আলাইহিস সালামের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালাম মানুষের অবস্থা অবলোকন করেন, তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের চরিত্র, তাদের আচরণ, তাদের ঘটনা প্রবাহ ও তাদের বিগত অবস্থাও জানেন। পরকালের হাল-হাকিকত ও বেহেশ্তী জাহান্নামী লোকদের অবস্থা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। ওই সমস্ত লোক হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান ভাণ্ডারের কিছুই জানতে পারেন না, তবে ততটুকু জানতে পারেন, যতটুকু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চান। আম্বিয়া কিরামের (আলাইহিস সালাম) জ্ঞানের সামনে আল্লাহর ওলীগণের জ্ঞান হলো সাত সমুদ্রের এক ফোটার সমতুল্য, আর হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের সামনে অন্যান্য আম্বিয়া কিরামের (আঃ) জ্ঞানও তদ্রূপ, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জ্ঞানও তদ্রূপ। অতএব প্রত্যেক নবী, রাসূল ও ওলী নিজ নিজ ধারণ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট থেকে আহরণ করেন। হুযুর আলাইহিস সালামকে ডিঙিয়ে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

'তাফসীরে খাযেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে ঃ-

يَعْنِىْ اَنْ يُّطْلِعُهُمْ عَلَيْهِ وَهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَلِيَكُوْنَ مَا يُطْلِعُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ غَيْبِهٖ دَلِيْلًا عَلٰى نُبُوَّتِهِمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ.

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা যাদেরকে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী ও রাসূল, যাতে তাঁদের অদৃশ্য জ্ঞান নবুয়তের দলীলরূপে পরিগণিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন- "তাঁর বিশেষ অদৃশ্য বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করেন না, একমাত্র তাঁর সে রাসূলের নিকট প্রকাশ করেন, যাঁর উপর তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কবীরে বলা হয়েছে

لَايَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ اِلَّا عِنْدَ اِطِّلَاعِ اللّٰهِ بَعْضَ اَنْبِيَائِهٖ عَلٰى بَعْضِ الْغَيْبِ كَمَا قَالَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ ـ

অর্থাৎ- আল্লাহর অবহিতকরণ ব্যতীত কেউ গায়েব জানেন না। আল্লাহ তাঁর কোন কোন নবীকে কতেক ইলমে গায়েব দান করেছেন। যেমন বলেছেন, তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান মনোনীত রাসূল ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশ করেন না।

সাত ঃ مَاكَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ-

অর্থাৎ- এ কোন বানোয়াট কথা নয়, এতে রয়েছে আল্লাহর আগের উক্তি সমূহের সত্যায়ন ও প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা।

তাফসীরে 'খাযিনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ-

يَعْنِىْ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ تَحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْحُدُوْدِ وَالْاَحْكَامِ وَالْقَصَصِ وَالْمَوَاعِظِ وَالْاَمْثَالِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ

www.AmarIslam.com

اَلْعِبَادُ فِىْ اَمْرِ دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ-

অর্থাৎ- (হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)!) আপনার নিকট অবতীর্ণ এ কোরআনে রয়েছে সবকিছুর বিশদ বিবরণ, হালাল-হারাম, শাস্তির বিধান, আহকাম, কাহিনী সমূহ, উপাদেশাবলী ও উদাহরণসমূহ। মোট কথা, যা' কিছু আপনার প্রয়োজন হয়। আর এগুলো ছাড়াও ধর্মীয় ও পার্থিব কর্মকাণ্ডে বান্দাদের যে সমস্ত বিষয়াদি প্রয়োজন হয় সবকিছুর বিবরণ এ কোরআনেই পাওয়া যাবে।

তাফসীরে 'হুসাইনী'তে আছেঃ

وتفصيل كل شيئ وبيان همه چيزهاكه محتاج باشد دردين ودنيا،

অর্থাৎ- দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সবকিছুর বর্ণনা এ কোরআনের মধ্যে আছে। ইবনে সুরাকা প্রণীত 'কিতাবুল ই'জাযে আছে ঃ

مَامِنْ شَيْءٍ فِى الْعَالَمِ اِلَّاهُوَفِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى .

অর্থাৎ- জগতে এমন কোন কিছু নেই, যা' কোরআনের মধ্যে নেই।

উল্লেখিত আয়াত ও তার তাফসীর সমূহ থেকে বুঝা গেল যে, পবিত্র কোরআনের মধ্যে সবকিছুর বর্ণনা আছে এবং এর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রদান করা হয়েছে।

আট ঃ وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

অর্থাৎ- আমি (আল্লাহ) তাঁকে (হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে) আমার ইল্‌মে লাদুন্নী দান করেছি।

'তাফসীরে বয়যাবী'তে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে ঃ

اَىْ مِمَّا يَخْتَصُّ بِنَا وَلَايَعْلَمُ اِلَّا بِتَوْفِيْقِنَا وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ-

অর্থাৎ- হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে এমন বিষয়াদির জ্ঞান দান করেছি, যেগুলো সম্পর্কে শুধু আমিই অবগত, যা আমি না বললে কেউ জানতে পারে না। এটাইতো ইল্‌মে গায়েব।

'তাফসীরে ইবনে জারীরে সায়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا كَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قَدْ عَلِمَ ذٰلِكَ-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) কে বলে ছিলেন "আপনি আমার সঙ্গে অবস্থান করলে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।" হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) ইলমে গায়েবের অধিকারী ছিলেন বলেই এ কথাটি পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

هُوَ عِلْمُ الْغُيُوْبِ وَالْاِخْبَارُ عَنْهَا بِاِذْنِهٖ تَعَالٰى كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اِبْنُ عَبَّاسٍ.

অর্থাৎ- হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) কে যে ইলমে লাদুনী শিখানো হয়েছিল, উহাই ইলমে গায়েব। এবং গায়েবের খবর পরিবেশন খোদার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) এ মতই পোষণ করেছেন।

'তাফসীরে মাদারেকে' এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে ঃ

يَعْنِى الْاِخْبَارَ بِالْغُيُوْبِ وَقِيْلَ الْعِلْمُ اللَّدُنِّى مَاحَصَلَ لِلْعَبْدِ بِطَرِيْقِ الْاِلْهَامِ-

অর্থাৎ- হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) কে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, ইলমে লদুনী হলো এমন এক বিশেষ জ্ঞান, যা' বান্দা ইলহামের মাধ্যমে অর্জন করেন।

'তাফসীরে খাযিনে' আছে ঃ اَىْ عِلْمَ الْبَاطِنِ اِلْهَامًا

অর্থাৎ- হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে আমি ইলহামের মাধ্যমে বাতেনী ইল্‌ম দান করেছি।

এ আয়াত ও তাফসীরের ইবারত সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত খিযির আলাইহিস সালামকে ইলমে গায়েব দান করেছিলেন এ থেকে হুযুর আলাইহিস সালামকে ইলমে গায়েব দান করার বিষয়টি অপরিহার্যরূপে স্বীকৃত হয়। কেননা, খোদার সৃষ্টিকূলের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞানী; আর হযরত খিযির (আলাইহিস সালাম) ও সৃষ্টিকূলের অন্তর্ভূক্ত।

নয় ঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন ঃ-

لَايَأْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهٖ اِلَّانَبَّأْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ -

অর্থাৎ- তোমাদের কাছে খাবার আসার আগে এর বিবরণ বলে দিতে পারবো। তাফসীরে 'রূহুল বয়ান' 'কবীর' ও 'খাযিনে' এর তাফসীরে বর্ণিত আছে- 'আমি

তোমাদেরকে বিগত ও অনাগত দিনের খাওয়া-দাওয়ার যাবতীয় অবস্থা বলে দিতে পারি। বলতে পারি খাদ্যশস্য কোথা হতে আসল এবং এখন কোথায় যাবে। 'তাফসীরে কবীরে' আরও উল্লেখ করেছে- 'আমি বলতে পারি, এ খাবার গ্রহণের ফলে উপকার হবে না ক্ষতি হবে। এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তিনিই বলতে পারেন, যিনি প্রতিটি অনু-পরমানুর খবর রাখেন।

তিনি (হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম) আরও বলেন ঃ- ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ (এটা আমার জ্ঞানের কিয়দাংশ মাত্র)। তাহলে এখন বলুন, হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু বিস্তৃত। হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর জ্ঞান হচ্ছে হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সমুদ্রের এক বিন্দু মাত্র।

হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন-

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَاتَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ-

অর্থাৎ- তোমরা নিজ নিজ ঘরে যা কিছু খাও এবং যা কিছু সঞ্চিত রাখ, আমি তোমাদের বলে দিতে পারি।

দেখুন, ঘরের মধ্যে আহার করা হল, ঘরের মধ্যে জমা করা হল; সেখানে হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু বাহির থেকে তিনি এর সংবাদ দিচ্ছেন। একেই বলে ইলমে গায়েব।

হাদীস শরীফের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত

এক ঃ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন ঃ-

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهٗ وَنَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ.

অর্থাৎ- একদা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়ে সৃষ্টির সূচনা থেকে জান্নাত বাসীদের জান্নাতে প্রবেশ এবং দোযখ বাসীদের ৭দোযখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সকল (বিষয়ের) সংবাদ প্রদান করেছেন। স্মরণ রেখেছেন যারা স্মরণ রাখতে পেরেছেন, ভুলে গেছেন যারা স্মরণ রাখতে পারেননি। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড পৃঃ-৪৫৩)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আইনী শরহে বুখারীর ১০ম খন্ড ৫৪৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছে

فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّهٗ اَخْبَرَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيْعِ اَحْوَالِ الْمَخْلُوْقَاتِ مِنْ اِبْتِدَائِهَا اِلٰى اِنْتِهَائِهَا وَفِىْ اِيْرَادِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ فِىْ مَجْلِسٍ وَّاحِدٍ اَمْرٌ عَظِيْمٌ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ كَيْفَ وَقَدْ اُعْطِىْ مَعَ ذٰلِكَ جَوَامِعُ الْكَلِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ- এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল একই মজলিশ বা অবস্থানে রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টি কূলের আদ্যোপান্ত যাবতীয় অবস্থার খবর দিয়েছিলেন আর এক মজলিশে সমস্ত কিছু বর্ণনা করা তাঁর একটি বড় মুজিজা ছিল। আর কেনইবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বলতে পারবেন না। যেহেতু আল্লাহ পাক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জাওয়ামেউল কালিম দান করেছেন।

অনুরূপ ব্যাখ্যা ফতহুলবারী ও মীরকাত শরহে মেশকাতেও রয়েছে।

দুই ঃ হযরত আমর ইবনে আখতাব আনসারী (রাঃ) বলেন-

فَاَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে যা হয়েছে এবং (কিয়ামত পর্যন্ত) যা হবার রয়েছে, সেই সমুদয় বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছেন। আমাদের মধ্যে তার বেশী জানা রয়েছে যে অধিক স্মৃতিধর। (মুসলিম শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা নং -৩৯০)

তিন ঃ হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ-

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّاحَدَّثَ بِهٖ حَفِظَهٗ مَنْ حَفِظَهٗ وَنَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ ـ

অর্থাৎ- একদা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়ে কিছুই বাদ রাখেননি। (বরং) কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবার রয়েছে তা সব বর্ণনা করে দিলেন। যারা স্মরণ রাখতে পেরেছেন তাদের স্মরণ রয়েছে এবং ভুলে গেছেন যারা স্মরণ রাখতে পারেননি। (মুসলিম শরীফ, খন্ড-২ পৃষ্ঠা নং ৩৯০)

চার ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়িশ (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ঃ

رَاَيْتُ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَاءُ

www.AmarIslam.com

الْاَعْلٰى؟ قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهٗ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَىَّ فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَتَلَا وَكَذَالِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ـ

অর্থাৎ- আমি আমার মহীয়ান গরীয়ান প্রতিপালককে উত্তম আকৃতিতে দেখেছি। আমার প্রতিপালক বললেন, (হে মুহাম্মদ!) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুকার্‌রাব (আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত) ফেরেশতাগণ কোন্ বিষয়ে ঝগড়া করে? আমি আরজ করলাম, মাওলা!" তুমিই ভাল জান। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অতঃপর আমার প্রতিপালক তাঁর রহমতের হাত আমার দু'স্কন্ধের মধ্যখানে রাখলেন। আমি তার ফয়েজের উপস্থিতি শীতল আকারে আমার বক্ষস্থলে অনুভব করলাম। অতঃপর সেই সমুদয় বস্তুর জ্ঞান আমার হয়ে গেল যা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে ছিল। আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এ আয়াত খানা পাঠ করলেন, ওয়া কাযালিকা নুরী ইব্‌রাহীমা মালাকূতাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দি ওয়া লিয়াকূনা মিনাল মু'কিনীন অর্থাৎ- এই ভাবে আমি ইব্‌রাহীম (আঃ) কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই; যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন -

فَعَلِمْتُ بِسَبَبِ وُصُوْلِ ذٰلِكَ الْفَيْضِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَعْنِىْ مَا اَعْلَمَهُ اللّٰهُ مِمَّا فِيْهِمَا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ وَالْاَشْجَارِ وَغَيْرِهَا وَهُوَعِبَارَةٌ عَنْ سَعَةِ عِلْمِهِ الَّذِىْ فَتَحَ اللّٰهُ قَالَ اِبْنُ حَجَرٍ اَىْ جَمِيْعَ الْكَائِنَاتِ الَّتِىْ فِى السَّمٰوَاتِ بَلْ وَمَا فَوْقَهَا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ الْمِعْرَاجِ وَالْاَرْضِ هِىَ بِمَعْنَى الْجِنْسِ اَىْ وَجَمِيْعُ مَا فِى الْاَرَضِيْنَ السَّبْعِ بَلْ وَمَاتَحْتَهَا كَمَا اَفَادَهٗ اَخْبَارُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الثَّوْرِ وَالْحُوْتِ الَّذِيْنَ عَلَيْهِمَا الْاَرْضُوْنَ كُلُّهَا يَعْنِىْ اِنَّ اللّٰهَ اَرٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَكَشَفَتْ لَهٗ ذٰلِكَ وَفَتَحَ عَلَىَّ اَبْوَابُ الْغُيُوْبِ.

অর্থাৎ- এ ফয়েয প্রাপ্তির দরুন আমি আসমান যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে' সবকিছুই জেনে নিয়েছি। অর্থাৎ- আসমান যমীনের ফিরিশতাকুল, গাছপালা ও অন্যান্য যা কিছু মহান আল্লাহ জ্ঞাত করিয়েছেন, সবই জেনে নিয়েছি। এটা হচ্ছে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যাপক জ্ঞানের বর্ণনা যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

ব্যক্ত করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজর বলেছেন- 'মা ফিস্ সামাওয়াত' দ্বারা আসমানসমূহ বরং তারও উপরের সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। যেমন মি'রাজের ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় এবং 'আল্-আরদ' জিন্স (জাতি) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ- ঐ সমুদয় বস্তু যা সপ্ত যমীনের মধ্যে বরং তারও নীচে রয়েছে। তা সব হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জানা হয়ে যায়। যেমন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের 'সাওর' (ষাঁড়) ও 'হু'তে'র (মৎস) সংবাদ দেয়া, যেগুলো উপর সমস্ত যমীন রয়েছে; সেটাই প্রমাণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়েছেন এবং সেগুলো তাঁর জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন, আমার জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা গায়েবের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছেন। (মিরকাত শরহে মিশকাত)

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

فعلمت مافی السموات والارض پس دانستم هرچه در زمین بود عبارت است ازحصول تمامه علوم جزوی وکلی واحاطه ان.

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "অতঃপর আমি জ্ঞাত হলাম যা কিছু রয়েছে আসমান সমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীন সমূহে"এ দ্বারা ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর সকল জ্ঞান লাভ করা এবং তা অধিগত করার কথা বলা হয়েছে। (আশি'আতুল লোমআত শরহে মিশকাত)

পাঁচ ঃ হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ-

مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلٰى اَنْ تَنْقَضِىَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَعَهٗ ثَلٰثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا اِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهٖ وَاسْمِ اَبِيْهِ وَاسْمِ قَبِيْلَتِهٖ.

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত কোন ফ্যাসাদের নেতৃত্বদানকারীকে বাদ রাখেননি; যার নাম, পিতার নাম ও বংশের নাম আমাদেরকে বলেননি, যাদের সংখ্যা তিন শতাধিক পর্যন্ত হবে। (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৪৬৩)

ছয় ঃ হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, একদা একটি নেকড়ে বাঘ এক রাখালের ছাগলের দিকে এল এবং ছাগলগুলো থেকে একটা ধরে নিয়ে যায়। রাখাল তার পশ্চাদ্ধাবন করল এমনকি তার নিকট থেকে ঐ ছাগল ছিনিয়ে নেয়। হযরত আবু

হোরাইরা (রাঃ) বলেন, নেকড়ে বাঘটি তার বিশেষ ভঙ্গিতে এক টিলার উপর গিয়ে বসল এবং তার লেজ উভয় পায়ের মাঝখানে রেখে বলতে লাগল- (হে রাখাল!) তুমি আমার নিকট থেকে এমন রিযিক ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করেছ যা আল্লাহ তায়া'লা আমাকে দান করেছিলেন।

فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللّٰهِ اِنْ رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ الذِّئْبُ اَعْجَبُ مِنْ هٰذَا رَجُلٌ فِى النَّخْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضٰى وَمَاهُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُوْدِيًّا فَجَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهٗ وَاَسْلَمَ فَصَدَّقَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ- রাখাল বলল, খোদার কসম! আজকের মত বিস্ময়কর অবস্থা আমি কোন সময় দেখিনি যে, নেকড়ে বাঘ কথা বলছে। নেকড়ে বাঘ বলল, এর চেয়ে বিস্ময়কর অবস্থা সেই পবিত্র মানবের যিনি খেজুর বৃক্ষ সম্বলিত এলাকায় দু'পর্বতের মধ্যখানে অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায় তোমাদেরকে সেই সমুদয় বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছেন যা হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, লোকটি ছিল ইহুদী, সে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করল এবং মুসলমান হয়ে গেল। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ খবরের সত্যায়ন করেছেন। (মিশকাত, পৃষ্ঠা নং ৫৪১)

সোবহানাল্লাহ! ইহুদী তো নেকড়ে বাঘের মুখে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইলমে গায়েবের বর্ণনা শুনে ঈমান আনলো আর এ যুগের মুসলমান আলেম নামধারীরা কোরআন ও হাদীসের দলীলাদি শুনেও ইলমে গায়েবকে স্বীকার করছে না, কত আফসোসের বিষয়!

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ-

يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضٰى اَىْ سَبَقَ مِنْ خَبَرِ الْاَوَّلِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَاهُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ اَىْ مِنْ نَبَاِ الْاٰخِرِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَمِنْ اَحْوَالِ الْاَجْمَعِيْنَ فِى الْعُقْبٰى.

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের অতীত সংবাদসমূহ এবং তোমাদের পর দুনিয়া ও আখিরাতে ঘটবে এমন সব সংবাদ প্রদান করছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(মিরকাত শরহে মিশকাত)

সাত ঃ 'শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থের ১০ম খণ্ডের ১২৩ নং পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে- রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلٰى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلٰى كَفِّيْ هٰذِهٖ.

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা আমার সামনে সারা দুনিয়াকে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, আমি এ দুনিয়াকে এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা' কিছু হবে সব এমনভাবে দেখতেছি এবং দেখব, যেভাবে আমি আমার নিজ হাতের তালুকে দেখতে পাচ্ছি।

আটঃ মিশকাত শরীফের 'মাসাজিদ' অধ্যায়ে "তিরমিযী শরীফের" উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত আছে ঃ فَتَجَلّٰى لِيْ كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ অর্থাৎ- তখন প্রত্যেক কিছু আমার কাছে উন্মুক্ত হয়েছে এবং আমি এগুলো চিনতে পেরেছি।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা জুরকানী (রহঃ) শরহে মাওয়াহেব গ্রন্থে বলেছেন-

أَيْ أُظْهِرَ وَكُشِفَ لِيَ الدُّنْيَا بِحَيْثُ أَحَطْتُ بِجَمِيْعِ مَا فِيْهَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلٰى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلٰى كَفِّيْ هٰذِهٖ إِشَارَةٌ إِلٰى أَنَّهُ نَظَرَ حَقِيْقَةً دُفِعَ بِهٖ أَنَّهُ أُرِيْدَ بِالنَّظَرِ الْعِلْمُ.

অর্থাৎ- আমার সামনে দুনিয়াকে প্রতিভাত করা হয়েছে, উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যার ফলে আমার দৃষ্টি উহার সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করেছে। সুতরাং আমি পৃথিবীকে এবং যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে হবে তা এমনভাবে দেখতে পেয়েছি, যেমনিভাবে আমার হাতের তালুকে দেখতে পাচ্ছি। এখানে এ কথার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, হুজুর আলাইহিস সালাম বাস্তবরূপেই দেখেছেন। অতএব একথা আর বলা চলবে না যে نظر(নযর) শব্দ বলতে জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে।

নয় ঃ 'মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলে' হযরত আবুযর গিফারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ-

لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালাম আমাদেরকে এমনভাবে অবহিত করেছেন যে, একটা পাখীর পালক নাড়ার কথা পর্যন্ত তাঁর বর্ণনা থেকে বাদ পড়েনি।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দেস হযরত আহাম্মদ কুস্তোলানী (রহঃ) তদীয় মাওয়াহেব গ্রন্থে বলেন

وَلَاشَكَّ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَطْلَعَهُ عَلٰى أَزْيَدَ مِنْ ذٰلِكَ وَأَلْقٰى عَلَيْهِ عِلْمَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

অর্থাৎ- এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাদীসে বর্ণিত বিষয় সমূহ থেকে আরো অধিক বিষয় অবহিত করেছেন। এবং তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জ্ঞান দান করেছেন।

দশ ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন- أُوْتِيْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ- আমাকে পূর্বেকার ও পরবর্তীদের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত হাদীস শরীফটি "আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ" নামক কিতাবে ১৫ নং পৃষ্ঠায় এমনকি "বিভ্রান্তির অবসান" বই এর ৪৪ নং পৃষ্ঠায় সহীহ্ হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এগারঃ মিশকাত শরীফের مَنَاقِبِ أَهْلِ الْبَيْتِ শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ غُلَامًا يَكُوْنُ فِيْ حِجْرِكِ

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালাম হযরত উম্মুল ফযল (রাঃ) এর নিকট ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, হযরত ফাতিমা তুয যুহরা (রাঃ) এর ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, সে তোমারই (হযরত উম্মুল ফযল (রাঃ)) কোলে লালিত পালিত হবে।

বার ঃ বুখারী শরীফের- كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ও তাফসীরে খাযিনে لَاتَسْئَلُوْا عَنِ الْأَشْيَاءِ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ. আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছে ঃ-

قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُوْرًا عَظِيْمًا ثُمَّ قَالَ مَنْ رَجُلٍ أَحَبَّ أَنْ يَسْئَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْئَلْ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لَاتَسْئَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَادُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِيْ قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبْدُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اللّٰهِ اِبْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ كَثَّرَ اَنْ يَّقُوْلَ سَلُوْنِىْ سَلُوْنِىْ.

অর্থাৎ- একদিন হুযুর আলাইহিস সালাম মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। অতপর কিয়ামতের উল্লেখপূর্বক এর আগে যে সমস্ত ভয়ানক ঘটনাবলী ঘটবে, সে সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'যার যা খুশী জিজ্ঞাসা করতে পার।' খোদার শপথ, এ জায়গা অর্থাৎ- এ মিম্বরে আমি যতক্ষণ দণ্ডায়মান আছি, ততক্ষণ তোমরা যা কিছু জিজ্ঞাসা কর না কেন, আমি অবশ্যই উত্তর দেব।' জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন, 'পরকালে আমার ঠিকানা কোথায়?' ইরশাদ ফরমালেন জাহান্নামের মধ্যে।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রাঃ) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'আমার বাপ কে? ইরশাদ করেন, হুযাফা।' এর পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বার বার ইরশাদ করেন, জিজ্ঞাসা করো, জিজ্ঞাসা করো।

মনে রাখা দরকার যে, কারো 'জাহান্নামী' বা 'জান্নাতী' হওয়া সম্পর্কে জানা পঞ্চ জ্ঞানের (عُلُوْم خَمْسَة) অন্তর্ভুক্ত। সৌভাগ্যবান কিংবা হতভাগা হওয়ার বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানও পঞ্চ জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপ কে কার ছেলে এ সম্পর্কিত জ্ঞানও উক্ত পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞানের আওতাভুক্ত। অধিকন্তু এটা এমন একটি বিষয়, যা শুধু ব্যক্তি বিশেষের মা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এহেন দৃষ্টির জন্য সবকিছুই উৎসর্গকৃত, যে দৃষ্টিতে আলো অন্ধকার, দুনিয়া, আখিরাত সবকিছুই দৃষ্টিগোচর হয়।

তের ঃ মিশকাত শরীফের مَنَاقِبِ عَلِىٍّ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ঃ

قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَّفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

হুজুর আলাইহিস সালাম খায়বরের যুদ্ধের দিন ইরশাদ করেন ঃ 'আমি আগামী দিন এ পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে অর্পণ করবো, যার হাতে আল্লাহ তা'য়ালা 'খায়বরের বিজয় নির্ধারণ করেছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন।

চৌদ্দ ঃ 'মুসলিম শরীফের ২য় খণ্ডে' كِتَابُ الْجِهَادِ 'বদরের যুদ্ধ' শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ-

www.AmarIslam.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ يَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الْاَرْضِ هٰهُنَا هٰهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন ঃ "এটা হলো অমুক ব্যক্তির নিহত হয়ে পতিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট স্থান" এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পবিত্র হস্ত মুবারক যমীনের উপর এদিক সেদিক সঞ্চালন করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ হুযুর আলাইহিস সালামের হাতের নির্দেশিত স্থানের কিঞ্চিত বাহিরেও পতিত হয়নি। লক্ষ্যণীয় যে, কে কোন্ জায়গায় মারা যাবে, এ বিষয়ের জ্ঞান পঞ্চ জ্ঞানের(عُلُوْم خَمْسَة) অন্তর্ভুক্ত, যার সংবাদ বদরযুদ্ধের একদিন আগেই হুযুর আলাইহিস সালাম দিচ্ছিলেন।

পনের ঃ তাফসীরে খাযিরেন ৪র্থ পারায় مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُمَّتِىْ فِىْ صُوَرِهَا فِى الطِّيْنِ كَمَا عُرِضَتْ عَلٰى اٰدَمَ وَاُعْلِمْتُ مَنْ يُّؤْمِنُ بِىْ وَمَنْ يَّكْفُرُ بِىْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْمُنَافِقِيْنَ قَالُوْا اِسْتِهْزَاءً زَعَمَ مُحَمَّدٌ اَنَّهٗ يَعْلَمُ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمَنْ يَّكْفُرُ مِمَّنْ لَّمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَهٗ وَمَا يَعْرِفُنَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ طَعَنُوْا فِىْ عِلْمِىْ لَاتَسْئَلُوْنِىْ عَنْ شَيْئٍ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ اِلَّا اَنْبَأْتُكُمْ بِهٖ.

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন ঃ আমার কাছে আমার উম্মতকে তাদের নিজ নিজ মাটির আকৃতিতে পেশ করা হয়েছে, যেমনভাবে আদম (আলাইহিস সালাম) এর কাছে পেশ করা হয়েছিল। আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, কে আমার উপর ঈমান আনবে আর কে আমাকে অস্বীকার করবে। যখন এ খবর মুনাফিকদের কাছে পৌছলো, তখন তারা হেসে বলতে লাগলো, 'হুযুর আলাইহিস সালাম' ওসব লোকদের জন্মের আগেই তাদের মুমিন ও কাফির হওয়া সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছেন,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথচ আমরা তাঁর সাথেই আছি কিন্তু আমাদেরকে চিনতে পারেননি।' এ খবর যখন হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট পৌছলো, তখন তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে ইরশাদ করেন ঃ এসব লোকদের কি যে হলো, আমার জ্ঞান নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করছে। এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো, আমি অবশ্যই বলে দিব।

এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় সম্পর্কে জানা গেল। এক, হুযুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট। দুই, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালাম অবগত।

ষোলঃ মিশকাত শরীফের 'কিতাবুল ফিতান' যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اَسْمَاءَهُمْ وَاَسْمَاءَ اٰبَاءِهِمْ وَاَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ خَيْرُ فَوَارِسَ اَوْمِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ.

অর্থাৎ- তাদের নাম, (দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণকারীগণের) তাঁদের বাপ-দাদাদের নাম ও তাদের ঘোড়াসমূহের বর্ণ পর্যন্ত আমার জানা আছে, তাঁরাই হবেন ভূ-পৃষ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ার।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিরকাত শরহে মিশকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে- فِيْهِ مَعَ كَوْنِهٖ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ عِلْمَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيْطٌ بِالْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَغَيْرِهَا.

অর্থাৎ ঃ- এ হাদীসের মধ্যে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুজিযার উপলব্ধির সাথে সাথে এ কথাও বুঝা যায় যে, হুজুর আলাইহিস সালামের জ্ঞান সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়কে একক ভাবে সামগ্রিকরূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

সতের ঃ মিশকাত শরীফের مَنَاقِبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে ঃ- হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট জানতে চাইলেন, এমন কেউ আছেন কিনা, যা'র নেকী সমূহ তারকারাজির সমসংখ্যক হবে?" হুযুর আলাইহিস সালাম উত্তরে ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, এবং তিনি হলেন হযরত উমর (রাঃ)।

এ থেকে বোঝা গেল যে, কিয়ামত পর্যন্ত লোকের দৃশ্যমান ও গোপনীয় যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালাম পূর্ণরূপে অবগত আছেন। আসমানের সমস্ত দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নক্ষত্র সমূহের বিস্তারিত জ্ঞানও তাঁর রয়েছে; অথচ নক্ষত্র সম্পর্কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বৈজ্ঞানিকগণ তাদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেননি।

হুযুর আলাইহিস সালাম এ দু'বিষয় (আমল ও নক্ষত্র সম্বন্ধে) সম্যকরূপে অবগত বিধায় বলে ছিলেন যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর নেকীসমূহ নক্ষত্র রাজির সংখ্যার সমান। দুটো বস্তুর পরিমাণগত, সংখ্যাগত দিক থেকে সমান বা কম বেশী হওয়া সম্পর্কে তিনিই বলতে পারেন, যিনি উভয়টির জ্ঞান রাখেন, উভয় বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ সম্বন্ধেও সম্যকরূপে অবগত হন।

আঠার ঃ মেশকাত শরীফের ৬৭ নং পৃষ্ঠায় কিতাবুস সালাতের অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কার পথে রাত্রে আরাম করার জন্য অবস্থান নিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) কে নামাজের সময় সকলকে নিদ্রা থেকে উঠানোর দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন কিন্তু হযরত বেলাল (রাঃ) ঘুমিয়ে পড়েন এবং সূর্য উঠার পর সবাই জাগ্রত হলেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে সবাইকে নিয়ে নামাজ আদায় করে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বেলাল (রাঃ)-এর রাত্রে ঘুমিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বললেন-

فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ اَتٰى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَاَضْجَعَهٗ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُهْدِئُهٗ كَمَا يُهْدَأُ الصَّبِىُّ حَتّٰى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَاَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِىْ اَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَابَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

অর্থাৎ ঃ- রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- নিশ্চয়ই "শয়তান বেলাল (রাঃ) এর নিকট এমতাবস্থায় আগমন করল যে, সে নামাজ আদায় করতে ছিল শয়তান তাকে ঘুমানোর জন্য জমিনে শুয়াইয়া দিল অতঃপর বাচ্চাদের ঘুম পারানোর জন্য পিঠ থাবরানোর ন্যায় তার পিঠ থাবরাতে লাগল এবং তিনি ঘুমিয়ে পরলেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেলাল (রাঃ) কে ডেকে আনলেন। বেলাল (রাঃ) এসেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ঐ সংবাদ দিলেন যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) কে (ইতি পূর্বে তার ঘুমিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে) দিয়েছিলেন। অতঃপর (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়া সাল্লাম)-এর এ ইলমে গায়েবের মোজেযা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেখে) আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বললেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।

এ হাদীসে আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দেস শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তদীয় আশিয়াতুল লোমআত (উর্দু) গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৯৮ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

یعنی جب حضرت ابوبکر رضی الله عنه نے حضور کی غیب کی خبرد نیے کا معجزة دیکھا۔

অর্থাৎ- যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর গায়েবের খবর দেয়ার মোজেযা দেখলেন তখন তিনি উক্ত সাক্ষ্য পাঠ করেছিলেন।

উনিশ ঃ মেশকাত শরীফের ১৬৫ নং পৃষ্ঠায় (بَابُ الاَ نْفَاقِ وَكَرَاهِيَّةِ الْإِمْسَاك) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে - عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا وَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلُهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اِنَّمَا كَانَ طُوْلُ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ اَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهٖ زَيْنَبُ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ (رواه البخاری)

অর্থাৎ ঃ- উম্মুল মোমিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন, কিছু সংখ্যক উম্মুল মোমিনিন রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম আপনার সাথে মিলিত হবে (আপনার ইন্তেকালের পর সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করবে) তদুত্তরে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা সে সর্ব প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তাঁরা একটি কাঠি নিয়ে নিজেদের হাত মাপতে লাগলেন। হযরত সাওদা (রাঃ) -এর হাত ছিল তাঁদের মধ্যে লম্বা। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারলাম হাত বড় হওয়ার অর্থ হল দান করার দিক দিয়ে যে বড়। আমাদের মধ্যে হযরত জয়নাব (রাঃ) সর্বপ্রথম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে মিলিত হয়েছেন। কারণ তিনি দানের দিক দিয়ে বড় ছিলেন। তিনি দান করাকে পছন্দ করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশ ঃ আবু দাউদ শরীফ ১ম খণ্ডের ৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ الخ

অর্থাৎ ঃ- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত রুয়াইফা বিনতে ছাবেত (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন; হে রুয়াইফা আমার ইন্তেকালের পরও তোমার হায়াত দীর্ঘ কাল থাকবে, কাজেই তুমি লোকদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কথা গুলো প্রচার করে দিবে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বয়ের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মহাতুল মোমিনীন ও হযরত রুয়াইফা (রাঃ) এর জীবন সীমা ও মৃত্যুর নিধারিত সময় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

একুশ- মেশকাত শরীফের ৫৪৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে স্বীয় ও তাঁর ইন্তেকালের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন।

এ গুলো ছাড়াও অনেক হাদীস উপস্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু এ পরিচ্ছেদকে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এতটুকু যথাযথ মনে করা হয়েছে। এ হাদীস সমূহ থেকে এতটুকু বোঝা গেল যে, সমস্ত জগত হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে নিজ হাতের তালুর মত। লক্ষণীয় যে, عالم (আলম) বলতে আল্লাহ ব্যতীত বাকী সবকিছুকে বোঝায়। সুতরাং, আলমে মালায়িকা' (স্থুল জগত, সূক্ষ্ম জগত ও সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম জগৎ সমূহ) আরশ ও ফরশ, মোট কথা প্রত্যেক কিছুর উপর হুযুর আলাইহিস সালামের দৃষ্টি রয়েছে। 'আলমের' অন্তর্ভূক্ত লওহে মাহফুজও যেখানে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। দ্বিতীয়তঃ এও বোঝা গেল যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বকার সমস্ত ঘটনাবলী সম্পর্কেও জ্ঞাত। তৃতীয়ত ঃ ইহাও বোঝা গেল যে রাতের অন্ধকারে নির্জনে নিভৃতে যেসব কাজ সম্পন্ন করা হয়, উহাও হুযুর আলাইহিস সালামের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত নয়। যেমন আবদুল্লাহর বাপ যে হুযাইফা, সে সম্পর্কেও তিনি বলে দিয়েছেন। চতুর্থতঃ এও বোঝা গেল যে, কে কখন কোথায় মারা যাবে, কোন্ অবস্থায় মারা যাবে, কাফির, কি মুমিন হবে, নারীর গর্ভে কি আছে- এ সমস্ত কোন বিষয়ই হুযুর আলাইহিস সালাম থেকে লুকায়িত নয়। মোট কথা, বিশ্বের অনুপরমাণু,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিন্দু-বিসর্গ সম্পর্কেও হুযুর আলাইহিস সালামের সম্যক জ্ঞান রয়েছে।

প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের উক্তির মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত

১. ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রথম মুহাদ্দেস শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তদীয় মাদারেজুন নবুয়াত কিতাবের ভূমিকায় বলেন-

هُوَالْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ- তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই দৃশ্যমান, তিনিই গোপন এবং তিনি প্রত্যেক কিছু জানেন।

এ কথাগুলো আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসায় যেমন বলা যায়, আবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর গুণকীর্তনেও বলা যায়। যেমন তিনি (দেহলবী (রহঃ)) বলেন ঃ-

اوروہ ہرشے کاجاننے والاہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شیونات الہی احکام صفات حق تمام اسماء وافعال اوراثار اورجملہ ع لوم ظاہروباطن اول واخر جانتے ہیں اوران پرمحیط ہیں جواس کے مصداق ہے فوق کل ذی علم علیم- (ہرعلم ولے کے اوپر علم والاہے)

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালাম সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। এমনকি আল্লাহ তা'য়ালার সত্ত্বাগত বিষয়াদি, গুণাবলী, বিধিবিধান, বিভিন্ন নাম, যাবতীয় কার্যাবলী, বিবিধ নিদর্শন, সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়াদি, আদি অন্ত প্রভৃতির যাবতীয় জ্ঞান তাঁরই করায়ত্ত্ব। 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর অপেক্ষাকৃত বেশী জ্ঞানী বিদ্যমান' প্রবচনটি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. উক্ত 'মাদারেজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে 'হুযুর আলাইহিস সালামের ফযীলতের বর্ণনা' প্রসঙ্গে ১৪৪ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ-

اززمان ادم تا نفخہ بروے علیہ السلام منکشف ساختند تاھمہ احوال اور ازاول واخر معلوم گردد ویاران خود رانیز بعضے احوال خبرداد،

অর্থাৎ- হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত সব কিছুই

হুযুর আলাইহিস সালামের কাছে প্রতিভাত করা হয়েছে, যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর অবস্থাদি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হন। তিনি এ ধরনের কিছু কিছু বিষয়ের সংবাদ সাহাবায়ে কিরামকেও দিয়েছেন।

৩. আল্লামা যুরকানী (রহঃ) শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়ায়' বলেছেনঃ-

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ وَاتَّفَقَتْ مَعَانِيْهَا عَلٰى اِطِّلَاعِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَايُنَافِيْ الْاٰيٰتِ الدَّالَّةَ عَلٰى اَنَّهٗ لَايَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّااللّٰهُ لِاَنَّ الْمَنْفِى عِلْمُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ اَمَّا اِطِّلَاعُهٗ عَلَيْهِ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ فَمُحَقَّقٌ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِلَّامَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ.

অর্থাৎ- অগণিত বর্ণনাকারীর সমর্থনপুষ্ট হাদীস সমূহের সর্বসম্মত ভাবার্থে এ কথা বলা হয়েছে যে, গায়েব সম্পর্কে হুযুর আলাইহিস সালাম অবগত এবং এ মাসআলাটি সে সব আয়াতের পরিপন্থী নয়, যেগুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। কেননা উক্ত আয়াত সমূহে যে বিষয়টির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে, তা'হলো মাধ্যম ছাড়া অর্জিত জ্ঞান (স্বত্ত্বাগত জ্ঞান) আর হুযুর আলাইহিস সালামের খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের বলে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর কালামের সে আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে ঃ- اِلَّامَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ (কেবল তাঁর পছন্দনীয় রাসূলকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করা হয়।)

৪. ইমাম শরফুদ্দিন বুসীরী (রহঃ) কাসীদায়ে বোরদা শরীফে বলেন ঃ-

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! দুনিয়া ও আখিরাতের অস্তিত্ব আপনারাই দান, লাওহে মাহফুয ও কালামের জ্ঞান আপনার জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ।

এ শে'র প্রসঙ্গে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) শরহে কাসীদায়ে বোরদায়ে বলেন ঃ-

وَعِلْمُهُمَا يَكُوْنُ نَهْرًا مِنْ بُحُوْرِ عِلْمِهٖ وَحَرْفًا مِنْ سُطُوْرِ عِلْمِهٖ.

অর্থাৎ- লাওহ ও কালামের জ্ঞান তাঁর জ্ঞানের সমুদ্র সমূহের একটি নদী এবং তাঁর জ্ঞানের পংক্তি সমূহের একটি বর্ণ মাত্র।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. আল্লামা সোলায়মান জুমাল (রহঃ) ফুতুহাতে আহমাদিয়ায় বলেন ঃ-

وَسِعَ عِلْمُهُ عُلُوْمَ الْعٰلَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلٰئِكَةِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَطْلَعَهٗ عَلَى الْعَالَمِ كُلِّهٖ فَعَلِمَ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ

অর্থাৎ- তাঁর জ্ঞান সমগ্র জগতের মানব, দানব ও ফেরেশ্‌তাদের জ্ঞানকে পরিব্যাপ্ত করেছে। কারণ আল্লাহ ত'ায়ালা তাঁকে সমগ্র জগত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জ্ঞান এবং যা কিছু হয়েছে আর যা কিছু হবে সমস্ত কিছুই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।

৬। ইমাম কুস্তোলানী (রহঃ) বলেন ঃ-

قَدِ اشْتَهَرَ وَانْتَشَرَ اَمْرُهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ اَصْحَابِهٖ بِالْاِطِّلَاعِ عَلَى الْغُيُوْبِ

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ ও বিখ্যার্ত ছিল যে, অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর তাঁর অবগতি রয়েছে। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা -২৫৫)

৭। আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ সাভী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে সাভীতে বলেন ঃ

وَالَّذِيْ يَجِبُ الْاِيْمَانُ بِهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِجَمِيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ الَّتِيْ تَحْصُلُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ عَيْنُ يَقِيْنٍ

অর্থাৎ- যে বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক তা হল এই- নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন সমস্ত অদৃশ্য বিষয় যা দুনিয়া ও আখিরাতে অস্তিত্ব লাভ করবে। তিনি ওগুলো এরূপ জানতেন যেন চাক্ষুষ প্রত্যয়। (সাভী, খণ্ড-২ পৃঃ-১০৪)।

৮. ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী(রহঃ) বলেন ঃ-

هر علم غیب که مخصوص با وست سبحانه خاص رسل را اطلاع می بخشد

অর্থাৎ- যে ইলমে গায়েব আল্লাহ সোবহানাহুর জন্যে বিশেষ, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর বিশেষ রাসূলগণকে অবহিত করেন। (মাকতূবাত শরীফ, খণ্ড-১ পৃঃ-৩১০)

www.AmarIslam.com

৯. ইমামে ইবনে হাজর মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ-

لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَطْلَعَهٗ عَلَى الْعَالَمِ فَعَلِمَ عِلْمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ

অর্থাৎ- এজন্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে{(রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)} সমগ্র জগত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সুতরাং তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এবং যা কিছু হয়েছে আর যা কিছু হবে; সব কিছুই অবগত হয়েছেন।(শরহে উম্মিল ক্বোরা, খালিসুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা-৩)

১০. আল্লামা শানোয়ানী (রহঃ) বলেন ঃ-

قَدْ وَرَدَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يُخْرِجِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَطْلَعَهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

অর্থাৎ- বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাননি যতক্ষণ না তাঁকে সমস্ত কিছুর জ্ঞান দান করেছেন। (জাম্‌উন নিহায়া, খালিসুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা-৫০)

১১. আল্লামা সাবী (রাহঃ) يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন فَلَمْ يَخْرُجْ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اَطْلَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا السَّاعَةُ অর্থাৎ- অর্থাৎ- আমাদের নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাতে কিয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞানও শামিল বা অর্ন্তরভূক্ত ছিল।

১২. আল্লামা সাবী (রাঃ) তদীয় তাফসীরে সাভীর ৪র্থ খণ্ডের ২৭৫ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন ঃ-

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِجَمِيْعِ مُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত গায়েব না জানানো পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেন নি।

১৩. সুপ্রসিদ্ধ দুররুল মুখতার গ্রন্থের কিতাবুল হজ্বের প্রারম্ভে আছে

فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ تِسْعٍ وَاِنَّمَا اَخَّرَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَشْرٍ لِعُذْرٍ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

مَعَ عِلْمِهٖ بِبَقَاءِ حَيَاتِهٖ لِيَكْمُلَ التَّبْلِيْغُ ـ

অর্থাৎ ঃ- হজ্ব নবম হিজরীতে ফরজ হয়, কিন্তু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ কোন কারণে একে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। হুজুর আলাইহিস সালাম তাঁর পবিত্র ইহকালীন জীবনের বাকী সময় সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় হজ্ব স্থগিত করেছিলেন যাতে ইসলাম প্রচারের কাজ পূর্ণতা লাভ করে।

এ ভাষ্য থেকে বোঝা গেল যে, মৃত্যু কখন হবে সে বিষয়ের জ্ঞান পঞ্চ জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হুজুর আলাইহিস সালাম তাঁর ওফাত সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তিনি জানতেন যে, নবম হিজরীতে তাঁর ওফাত হবে না এজন্য সে বছর হজ্ব আদায় করেননি। অথচ হজ্ব ফরজ হওয়ার সাথে সাথে উহা আদাই করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমরা মৃত্যুর খবর রাখি না।

১৪. আল্লামা জুরকানী (রহঃ) তদীয় শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন

اَلنُّبُوَّةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يُخْتَصُّ بِهِ النَّبِيُّ وَيُفَارِقُ بِهٖ غَيْرَهٗ وَهُوَ يُخْتَصُّ بِاَنْوَاعٍ مِّنَ الْخَوَاصِّ اَحَدُهَا اَنَّهٗ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْاُمُوْرِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهٖ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَالدَّارِ الْاٰخِرَةِ عِلْمًا مُخَالِفًا لِعِلْمِ غَيْرِهٖ بِكَثْرَتِ الْمَعْلُوْمَاتِ وَزِيَادَةِ الْكَشْفِ وَالتَّحْقِيْقِ وَثَانِيْهَا اَنَّ لَهٗ فِىْ نَفْسِهٖ صِفَةً بِهَا تَتِمُّ الْاَفْعَالُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ كَمَا اَنَّ لَنَا صِفَةً تَتِمُّ بِهَا الْحَرَكَاتُ الْمَقْرُوْنَةُ بِاِرَادَتِنَا وَهِىَ الْقُدْرَةُ ثَالِثُهَا اِنَّ لَهٗ صِفَةً بِهَا يَبْصُرُ الْمَلٰئِكَةَ وَيُشَاهِدُهُمْ كَمَا اَنَّ لِلْبَصِيْرِ صِفَةً بِهَا يُفَارِقُ الْاَعْمٰى رَابِعُهَا اَنَّ لَهٗ صِفَةً بِهَا يُدْرِكُ مَا سَيَكُوْنُ فِى الْغَيْبِ

অর্থাৎ ঃ- নবুয়াত এমন একটি বিষয় যা একমাত্র নবী (আঃ) এর জন্য খাস এবং এ দ্বারা তিনি অন্যদের থেকে পৃথক মর্যাদার অধিকারী হন। নবী (আঃ) এর অনেক গুলো বৈশিষ্ট রয়েছে।

এক ঃ- যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর গুণাবলী এবং তাঁর ফেরেস্তাকুল ও পরকালের সাথে সংশ্লিষ্ট সে সকল বিষয়ের হাকিকত সম্পর্কে তিনি অবগতি লাভ করেন। এবং নবী ব্যতীত অন্যান্যদের অধিক জ্ঞাত বিষয়, কাশ্‌ফ ও তাহাকীক তাঁর জ্ঞানের সাথে কোন তুলনা হয় না।

দুই ঃ-নবী (আঃ) -এর জাতে পাক এমন এক গুণের অধিকারী যা দ্বারা স্বভাবিক বিরোধী অলৌকিক ঘটনাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করে। যেমনভাবে আমরা এমন এক শক্তির গুণের অধিকারী যা দ্বারা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী হরকত বা নড়াচড়া পরিপূর্ণতা লাভ করে।

তিন ঃ- নবী (আঃ) -এর জন্য আরেকটি এমন গুন রয়েছে যা দ্বারা তিনি ফেরেস্তাদের দেখতে ও মুশাহেদা করতে পারেন। যেমন ভাবে দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এমন একগুনের অধিকারী যা দ্বারা তিনি দৃষ্টিহীন ব্যক্তি হতে পৃথক মর্যাদা লাভ করেন।

চার ঃ- নবী (আঃ) -এর এমন আরো গুন বা বৈশিষ্ট রয়েছে যা দ্বারা তিনি ভবিষ্যতে হবে এমন গায়েবের বিষয় উপলব্ধি করতে পারেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আম্বিয়া (আঃ) দের বিভিন্ন বিষয়ের হাকিকত সম্পর্কে এমন জ্ঞান দান করেছেন যার নিকটবর্তী অন্য কেউ হতে পারে না। মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যখন তাঁরা ইচ্ছা করেন তা প্রদর্শন করতে পারেন। যেমন ভাবে আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী হরকত বা নড়া চড়া করতে পারি। এবং তাঁদের এমন এক গুন রয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁরা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন গায়েবের বিষয় অবগত হতে পারেন।

১৫। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তদীয় "মেরকাত শরহে মিশকাত" গ্রন্থে শাইখ আবু আবদুল্লাহ সিরাজী কর্তৃক সংকলিত "কিতাবে আকাইদ" এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন-

نَعْتَقِدُ اَنَّ الْعَبْدَ يَنْتَقِلُ فِى الْاَحْوَالِ حَتّٰى يَصِيْرُ اِلٰى نَعْتِ الرُّوْحَانِيَّةِ فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ ـ

অর্থাৎঃ- আমাদের আকিদা হল বান্দা মাকাম সমূহে উন্নত হয়ে যখন রূহানী গুন সম্পন্ন হয়ে যায় তখন তিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত হন।

১৬। মেরকাতের আর এক জায়গায় উক্ত "কিতাবে আকায়িদ" গ্রন্থের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে-

يَطَّلِعُ الْعَبْدُ عَلٰى حَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ وَيَتَجَلّٰى لَهُ الْغَيْبُ وَغَيْبُ الْغَيْبِ ـ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- কামিল বান্দা যাবতীয় বস্তুর নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাঁর কাছে অদৃশ্যের বিষয়ও প্রকাশিত হয়ে যায়।

১৭। শায়েখ আবদুল হক দেহলভী (রহঃ) তদীয় মাদারেজুন নবুয়াত কিতাবের ১ম খণ্ডের ৩৬৯ নং পৃষ্ঠায় "اطلاع بر علوم غيبيه" শিরোনাম অধ্যায়ে বলেন- حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کےروشن ترین معجزات میں اپ کاغیب پر مطلع ہونا اورجوکچه ائندة ہونے والاہے ان علوم غیبیة کی خبردیناہے

অর্থাৎ- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উজ্জ্বলতম মোজেযা সমূহের একটি অন্যতম মোজেযা হল ইলমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এবং যে সমস্ত বিষয় ভবিষ্যতে হবে সে বিষয়ে ইলমে গায়েবের সংবাদ দেওয়া।

বিশেষ ইলমে গায়েব যাকে علوم خمسه বা (পঞ্চজ্ঞান) বলা হয় সে বিষয়েও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবহিত ছিলেন।

কিয়ামত কখন হবে? কবে কোথায় ও কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে? জরায়ূতে কি আছে ছেলে না মেয়ে? আগামী কাল কি হবে এবং কার মৃত্যু কোথায় ঘটবে? এ পঞ্চজ্ঞান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খাস ইলেমের অন্তর্ভূক্ত। এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানও আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিবে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দান করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ وَمَاتَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَاتَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং গর্ভধারিনী স্ত্রীলোকদের গর্ভের অবস্থান জানেন এবং কেউ জানে না আগামীকাল কে কি উপার্জন করবে এবং কোন মানুষ জানে না যে, সে কখন এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সব বিষয়ে জ্ঞানী ও অবহিতকারী। (সুরা লোকমান, আয়াত নং-৩৪)

www.AmarIslam.com

১। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে আহমদীয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে-

وَلَكَ اَنْ تَقُوْلَ اَنَّ عِلْمَ هٰذِهِ الْخَمْسَةِ وَاِنْ كَانَ لَايَعْلَمُهَا اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ لٰكِنْ يَجُوْزُ اَنْ يُّعَلِمَهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ مُحِبِّهٖ وَاَوْلِيَائِهٖ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى- اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَبِيْرٌ بِمَعْنٰى الْمُخْبِرِ

অর্থাৎ- আপনি একথাও বলতে পারেন যে, এ পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে খোদা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কিন্তু এও সংগত যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওলী ও প্রিয়জনদের মধ্যে থেকে যাদেরকে ইচ্ছা -এ সমস্ত বিষয়ে অবহিত করেন। আয়াতের মধ্যেই একথার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। অর্থাৎ- এ আয়াতে اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ আল্লাহ জ্ঞানী ও অবহিতকারী এখানে خَبِيْرٌ শব্দটি مُخْبِرٌ অবহিতকারী অর্থেই প্রয়োগ হয়েছে।

২। তাফসীরে সাবীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

اَىْ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهَا وَاَمَا بِاِ عْلَامِ اللّٰهِ لِلْعَبْدِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَالْاَنْبِيَاءِ وَبَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ قَالَ تَعَالٰى وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّابِمَا شَاءَ وَقَالَ تَعَالٰى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا- اِلَّامَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَكَذَا وَلِىٌّ فَلَامَانِعَ مِنْ كَوْنِ اللّٰهِ يَطَّلِعُ بَعْضَ عِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ عَلٰى بَعْضِ هٰذِهِ الْمُغَيَّبَاتِ فَتَكُوْنُ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِىِّ وَكَرَامَةٌ لِلْوَلِىِّ وَلِذَالِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ اَنَّهٗ لَمْ يَخْرُجْ نَبِيُّنَا مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَطْلَعَهٗ عَلٰى تِلْكَ الْخَمْسِ

অর্থাৎ- ঐসব বিষয়ে কেউ সত্ত্বাগতভাবে জ্ঞাত নয়, কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক অবহিত করার ফলশ্রুতিতে জানার ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নেই। যেমন নবীগণ ও মুষ্টিমেয় অলীগণ সে সমস্ত বিষয়ে অবগত হন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- তারা আল্লাহর জ্ঞানকে আয়ত্ব করতে পারেন না। তবে যতটুকু আল্লাহ চান ততটুকু পারেন। আরো এরশাদ করেছেন যে- আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কারো নিকট তার রহস্যাবলী ও অদৃশ্য বিষয়াবলী উন্মোচন করেন না। সুতরাং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর কোন কোন প্রিয় বান্দাকে কিছু কিছু অদৃশ্য জ্ঞানের প্রকাশ নবীর মোজেজা ও অলীর কারামত হিসেবে গণ্য হবে। এজন্য ওলামাগণ বলেছেন যে, "সঠিক কথা হচ্ছে- আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহজগত থেকে তাশরীফ নিয়ে যাননি যতক্ষণ না পঞ্চ বিষয়ে (উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়) তাঁকে অবহিত করা হয়েছে।

৩। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তদীয় "আশিয়াতুল লুমআত শারহে মেশকাত" (উর্দু) ১ম খণ্ডের ২১০ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন-

نفی علم سے مراد یہ ھے کہ بے تعلیم الھی محض عقل کے ذریعے ان مذکورہ چیزوں کو کوئی نہیں جان سکتا اوریہ ان امور غیبۃ میں سے ھیں جن کا صرف خداتعالی کو ھی علم ھے- ھاں اگر اللہ تعالی کسی کو وحی والھام کے ذریعے بتادے تویہ امر دیگر ھے

অর্থাৎ- (উল্লেখিত আয়াতে) "না জানার অর্থ হলো আল্লাহ কর্তৃক জানানো ব্যতীত শুধু স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা ঐ বিষয় গুলো কেউ জানে না। আর এ গায়েবের বিষয়গুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। হ্যাঁ যদি আল্লাহ তায়ালা ওহী ও এলহামের মাধ্যমে কাউকে জানিয়ে দেন তাহলে উহা অন্য কথা।

৪. সায়্যিদী ইমাম আবদুল ওয়াহাব আশ-শা'রানী (রহঃ) বলেন-

وَاُوْتِیَ عِلْمُ کُلِّ شَیْءٍ حَتّٰی الرُّوْحَ وَالْخَمْسَ الَّتِی فِیْ اٰیَۃٍ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

অর্থাৎ- এবং তাঁকে প্রত্যেক কিছুর জ্ঞান দান করা হয়েছে, এমনকি রূহ এবং ঐ পঞ্চ গায়েবেরও যে গুলোর বর্ণনা 'ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সা'আহ' আয়াতে রয়েছে। (কাশফুল গোম্মা)

৫. হাফেজুল হাদীস সায়্যিদী আহমদ মালেকী ও গাউসে জামান সৈয়দ শরীফ আবদুল আজীজ হাসানী (রহঃ) বর্ণনা করেন-

هُوَصَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَایَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنَ الْخَمْسِ الْمَذْکُوْرَةِ فِی الْاٰیَةِ الشَّرِیْفَةِ وَکَیْفَ یَخْفٰی عَلَیْهِ ذٰلِكَ وَالْاَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْاَقْطَابُ السَّبْعَةُ الشَّرِیْفَةُ یَعْلَمُوْنَهَا وَهُمْ دُوْنَ الْغَوْثِ فَکَیْفَ بِالْغَوْثِ فَکَیْفَ بِسَیِّدِ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ الَّذِیْ هُوَ سَبَبُ کُلِّ شَیْءٍ وَمِنْهُ کُلُّ شَیْءٍ -

অর্থাৎ- এ পঞ্চগায়েব যা আয়াত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে কোন কিছুই হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে লুকায়িত নয়। আর এটা কিভাবে লুকায়িত থাকবে যখন তাঁর উম্মতের সপ্ত কুতুব তা জানেন অথচ তাঁদের পদ মর্যাদা গাউসের নীচে। অতঃপর গাউস সম্পর্কে কি বলার আছে? অতঃপর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে কি বলার আছে? যিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সরদার। প্রত্যেক কিছুর কারণ এবং প্রত্যেক কিছু তাঁর নূর থেকে সৃজিত।

৬. আল্লামা ইবরাহীম বায়জুরী শরহে কাসীদায়ে বোরদা শরীফে বলেন-

لَمْ یَخْرُجْ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْیَا اِلَّابَعْدَ اَنْ اَعْلَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی بِهٰذِهِ الْاُمُوْرِ اَیْ الْخَمْسَةِ

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ পঞ্চ গায়েবের জ্ঞান দান করার পরই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে তশরীফ নিয়ে যান।

"বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের বিভিন্ন উক্তি দ্বারাও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েব প্রমাণিত।

উক্ত বইয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

১। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সত্ত্বা সিফাত সম্পর্কে অতীত ও ভবিষ্যতের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে বারজাখ কবরের অবস্থা, হাশরের ময়দানের চিত্র, জান্নাত-জাহান্নামের পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এমন জ্ঞান প্রদান করেছেন, যা কোন নবী কিংবা কোন নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতাকেও প্রদান করেননি। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ইল্‌ম বা জ্ঞান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জ্ঞান দরিয়ার এক ফোঁটা সমপরিমাণ হবে।" (পৃষ্ঠা নং-৩২)

২। তিনি স্বীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য নবীগণকে ওহী ইত্যাদির মাধ্যমে গায়েবের বহু বিষয়ে খবর দিয়েছেন। আর অলীগণও কাশফ্ ইলহাম এর মাধ্যমে অনেক বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। (পৃষ্ঠা নং-৩৬)

৩। আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রচুর ইল্‌ম দান করেছেন। তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অন্য সব নবী রাসূলগণকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছিল, সে সমুদয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশি দান করা হয়েছিল। আর এ দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারন অসাধারণ সকলেই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে লক্ষ লক্ষ গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। (পৃষ্ঠা নং-৪৪)

সুতরাং তাদের উপরোক্ত উক্তি সমূহ দ্বারা স্পষ্ট ভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব প্রমাণিত হয়। কারণ আমাদের তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা তো ইহাই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য ইলমে গায়েব দান করেছেন। যার আলোচনা ইতিপূর্বে বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক অবহিত করনের মাধ্যমে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন। আমরা যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়েতের অনুসারী তারা কেউই এ কথা বলি না যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্ত্বাগত ভাবে ইলমে গায়েব জানতেন। এটাতো একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য।

গায়েবের বিষয় জেনে যাওয়ার পর তাকে কি গায়েব বলা যায় না?

এ ব্যাপারে তাদের তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলম গায়েব অস্বীকারকারীদের খোঁড়া যুক্তি হলো- জেনে যাওয়ার পর এ গুলোকে আর গায়েব বলা যায় না।

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব হলো

গায়েবের বিষয় জেনে যাওয়ার পর যদি উহাকে আর ইলমে গায়েব বা গায়েবের জ্ঞান বলা না যায় তাহলে পবিত্র কোরআনের يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ এ আয়াতাংশে এখন غَيْبٌ (গায়েব) শব্দের পরিবর্তে কি শব্দ ব্যবহার করে তারা কোরআন তেলাওয়াত করেন জানতে চাই? কেননা উক্ত غَيْبٌ শব্দ দ্বারা জান্নাত, জাহান্নাম ও মৃত্যুর পর পূণর্জীবিত হওয়া ইত্যাদি বিষয় গুলো বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে জালালাইন দ্রঃ)

আর উক্ত গায়েবের বিষয় গুলো নবী রাসূলগণ এমনকি তাঁদের মাধ্যমে কোটি কোটি

ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ সকলেই অবগত। সুতরাং প্রমাণিত হলো গায়েবের বিষয় আল্লাহ কারো নিকট প্রকাশ করলেও উহাকে গায়েব হিসেবেই আখ্যায়িত করা হবে।

"বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৩৩ নং পৃষ্ঠায় তারাও গায়েবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাফসীরে ইবনে কাসীরের উদ্ধৃতি দিয়ে, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা সমূহ এবং কোরআনে কারিমে বর্ণিত বিষয়াবলীকে গায়েব হিসেবে উল্লেখ করেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা সমূহ ছাড়াও কোরআনে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সমূহ শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

অর্থাৎ- দয়াময় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহাবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ রয়েছে

وَعَلَّمَ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْاٰنَ وَاَسْرَارَ الْاُلُوْهِيَّةِ كَمَا قَالَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ -

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের নবী আলাইহিস সালামকে কোরআন ও স্বীয় প্রভুত্ত্বের রহস্যাবলীর জ্ঞান দান করেছেন, যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন, সে সব বিষয় আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।

"মেরকাত" শরহে মেশকাত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের সূচিপত্রে 'ز' পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে

اَلْقُرْاٰنُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ لِنَبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ- পবিত্র কোরআনুল কারিম হলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা।

সুতরাং প্রমাণিত হলো কোরআনে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবহিত ছিলেন। আর উক্ত বইয়ে যেহেতু গায়েব হিসেবে কোরআনে বর্ণিত বিষয়াবলীকেও উল্লেখ করা হয়েছে তাই তাদের কিতাবে বর্ণিত গায়েবের সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো গায়েবের বিষয় আল্লাহ কারো নিকট প্রকাশ করলেও উহা ইলমে গায়েবেরই অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

যদি উহাকে ইলমে গায়েব বলাই না যায় তা হলে পূর্বে যে সমস্ত প্রখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দেসগণের উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলমে গায়েব জানতেন। তারা কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে গায়েব বলে স্বীকার করে ভুল করেছেন? জানতে চাই।

যুক্তিও বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানেন বলা যাবে। কারণ কেউ আরবী ভাষা জানলে বলা যায় আরবী জানে ও কেউ ফার্সী ভাষা জানলে বলা যায় ফার্সী জানে, কেউ ইংরেজী ভাষা জানলে বলা যায় ইংরেজী জানে, তাহলে কেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানলে বলা যাবে না গায়েব জানেন? অবশ্যই বলা যাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন আয়াত ও তার জবাব।

"বিভ্রান্তির অবসান" নামক বইয়ে পবিত্র কোরআনুল কারিমের কিছু আয়াত উপস্থাপন করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়বকে অস্বীকার করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব হল-

প্রথমত ঃ- উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআন শরীফে কিছু সংখ্যক আয়াত রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েব জানার প্রমাণ বহন করে। আর কিছু সংখক আয়াত রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকৃতি প্রমাণ করে। যে গুলো ইলমে গায়েব জানার প্রমাণ বহন করে সে গুলো সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর যে গুলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েবের অস্বীকৃতির প্রমাণ বহন করে। সে ধরনের কিছু আয়াত উক্ত বইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সুতরাং অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত কোরআনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক আয়াত সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতঃ তাফসীর কারকগণ বলেন ইলমে গায়েব দুই প্রকার ঃ-

(১) জাতি ذَاتِى বা সত্ত্বাগত যা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্দিষ্ট।

(২) عَطَائِى (আত্বায়ী) বা প্রদত্ত যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক জ্ঞাত করানোর মাধ্যমে নবী রাসূলগণ অবগত অতএব যে সকল আয়াতও হাদীস সমূহে বা ফকীহ্গণের উক্তি সমূহে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে, সে সবের দ্বারা ذَاتِى বা সত্ত্বাগত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করা হয়েছে। عَطَائِى বা খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়বকে অস্বীকার করা হয়নি। তা যদি না হয় তা হলে এসব (না বাচক) আয়াত ও হাদীস সমূহ এবং ইতিপূর্বে রাসূল (সাল্লাল্লাহু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অদৃশ্য জ্ঞানের সমর্থনের উপস্থাপিত আয়াত ও হাদীস সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিরূপে সম্ভবপর হবে?

প্রখ্যাত মুহাদ্দেস শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তদীয় "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" (যে কিতাব কামেল ফিকাহ্ ক্লাসে পাঠ্য) গ্রন্থের "বাবু ফি হাকিকাতিশ শিরক" অধ্যায়ে উপরোল্লিখিত ইলমে গায়েবের দুই প্রকার সম্পর্কে বলেন فَالْعِلْمُ بِالْمُغِيْبَاتِ يَجْعَلُهُ عَلٰى دَرَجَتَيْنِ عِلْمٌ بِرُؤْيَةٍ وَتَرْتِيْبِ مُقَدَّمَاتٍ اَوْحَدَسٍ اَوْمَنَامٍ اَوْتَلَقِّىْ اِلْهَامٍ مِمَّا يَجِدُ نَفْسُهُ لَايُبَايِنُ ذٰلِكَ بِالْكُلِّيَةِ وَعِلْمٌ ذَاتِىٌ هُوَمُقْتَضٰي ذَاتِ الْعَالِمِ لَايَلْقَاهُ مِنْ غَيْرِهٖ وَلَايَتَجَشَّمُ كَسْبَهُ،

অর্থাৎ ঃ- ইলমে গায়েব দু'ধরনের হয়ে থাকে (১) এমন ইলমে গায়েব যা পর্যবেক্ষন, ইহলাম, বিশেষ ঘটনাবলীর অবগতি, অনুমানের উপর নির্ভর, স্বপ্ন ও বিশেষ ব্যবহার মাধ্যমে অর্জিত হয়। (এ ইলমে গায়েবকে আতায়ী বলা হয়)

(২) ইলমে গায়েবে জাতি বা সত্ত্বাগত ইলম যা বিশ্ব ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য খাস। অন্যের থেকে অর্জিত নয়। এবং উহা লাভ করতে কোন কষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয়ত ঃ- ১। <u>উক্ত বইয়ে ১নং দলিল হিসেবে প্রদত্ত আয়াত ও তার জবাব-</u>

قُلْ لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ ঃ- আপনি বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছেন, তারা গায়েব জানেনা। (সূরা নমল- ৬৫ আয়াত) তাফসীর কারকগণ এ আয়াতের দুটি ভাবার্থ লিখেছেন- সত্ত্বাগত ভাবে গায়েব কেউ জানেনা বা সমস্ত গায়েব ও কেউ জানেনা।

তাফসীরে 'আলমুযাজে জলীলে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে مَعْنَا لَايَعْلَمُ الْغَيْبَ بِلَادَلِيْلٍ اِلَّااللّٰهُ اَوْبِلَاتَعْلِيْمٍ اَوْجَمِيْعَ الْغَيْبِ

অর্থাৎ- এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিনা দলীলে বা জ্ঞাত করানো ছাড়া, কিংবা সম্পূর্ণ গায়েব খোদা ভিন্ন অন্য কেউ জানে না। সুতরাং অত্র আয়াত দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব (আতায়ী) অস্বীকার করা হয়নি।

২। <u>উক্ত বইয়ে ২নং দলিল হিসেবে প্রদত্ত আয়াত ও তার জবাব</u>

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

قُلْ لَّا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ

অর্থাৎ- আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের নিকট বলছিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার আছে এবং এ ও বলছিনা যে, আমি গায়েব জানি। (সূরা আনআম-৫০)

তাফসীরকারকগণ এ আয়াতের চার ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথমতঃ এ আয়াতটি সত্ত্বাগত ইলমে গায়েবের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। দ্বিতীয়ত ঃ পূর্ণ ইলমে গায়বকে অস্বীকার করা হয়েছে। তৃতীয়ত ঃ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের জন্য এ রকম বলা হয়েছে। চতুর্থত ঃ এ আয়াতের মর্মার্থ হলো আমি দাবী করছিনা যে, আমি গায়েব জানি। অর্থাৎ- ইলমে গায়েবের দাবীদার হওয়ার ব্যাপারটিই অস্বীকার করা হয়েছে' স্বয়ং ইলমে গায়বের অস্বীকৃতি নয়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে নিশাপুরীতে আছে-

اَىْ قُلْ لَااَعْلَمُ الْغَيْبَ فَيَكُوْنُ فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّ الْغَيْبَ بِاِسْتِقْلَالٍ لَايَعْلَمُ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ- বলুন আমি গায়েব জানিনা, এখানে গায়েব বলতে সত্ত্বাগত ও স্বয়ং সপূর্ণরূপে 'গায়েব' জানার কথাই বোঝানো হয়েছে, যে ভাবে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

عَطْفٌ عَلٰى عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَامَذْ كُرَّةٌ لِلنَّفِىِّ اَىْ وَلَا اَدَّعِىْ اِنِّىْ اَعْلَمُ الْغَيْبَ مِنْ اَفْعَالِهٖ تَعَالٰى عَلٰى اَنَّهَا عِنْدِىْ وَلٰكِنْ لَااَقُوْلُ لَكُمْ فَمَنْ قَالَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ اَخْطَاءَ فِيْمَا اَصَابَ

অর্থাৎ- عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ বাক্যটির সাথেই وَلَااَعْلَمُ الْغَيْبَ বাক্যটির সম্বন্ধ রয়েছে। এবং لا অক্ষরটি এখানে অতিরিক্ত অস্বীকৃতির স্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ- আমি আল্লাহর কার্যকলাপ সমূহের অদৃশ্য বিষয়াদি জানার এ বলে দাবি করি না যে, আল্লাহর ধনভাণ্ডার সমূহ তো আমার কাছে আছে, কিন্তু আমি তা বলিনা, সুতরাং যে ব্যক্তি বলে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানতেন না, সে এ আয়াতের গুঢ় মর্মার্থ অনুধাবনে ভুল করেছে, যদিও সে বাহ্যিক দিক থেকে আয়াতের শাব্দিক অর্থ ঠিকই করেছে।

৩। উক্ত বইয়ে ৩ নং দলীল হিসেবে প্রদত্ত আয়াত ও তার জবাব ঃ-

وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ.

অর্থাৎ- যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণ পুঞ্জীভূত করতাম। তাফসীরকরাকগণ এ আয়াতের তিনটি ভাবার্থ ব্যক্ত করেছেন ঃ- (এক) হুজুর আলাইহিস সালামের এ উক্তিটা হচ্ছে বিনয় জ্ঞাপক। (দুই) এখানে আল্লাহর জানা যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনই মূল উদ্দেশ্য; (তিন) সত্ত্বাগত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ জ্ঞানের অস্বীকারই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

'নাসীমুর রিয়ায' নামক গ্রন্থে এ আয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখ আছেঃ-

قَوْلُهٗ وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ فَاِنَّ الْمَنْفِىْ عِلْمُهٗ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ وَاَمَّا اِطِّلَاعُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاَمْرٌ مُتَحَقِّقٌ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ.

অর্থাৎ- অদৃশ্য বিষয়াদির সমর্থন وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ الخ এ আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, এখানে মাধ্যম বিহীন অর্জিত অদৃশ্য জ্ঞানকেই অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক জানানোর ফলশ্রুতিতে হুজুর আলাইহিস সালামের গায়েব জানার বিষয়টি যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত সত্য। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন ঃ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ (আল্লাহ নিজের অদৃশ্য বিষয়াদি কারো নিকট প্রকাশ করেন না। কিন্তু রাসূলদের মধ্যে যাকে মনোনীত করেন তাকে ব্যতীত) 'তাফসীরে খাযিনে' এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতেই 'জুমাল-হাশিয়ায়ে জালালাইন' থেকে উদ্ধৃতি করা হয়েছে ঃ-

فَاِنْ قُلْتَ قَدْ اَخْبَرَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ قَدْ جَاءَتْ اَحَادِيْثُ فِى الصَّحِيْحِ بِذٰلِكَ وَهُوَ مِنْ اَعْظَمِ مُعْجِزَاتِهٖ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ قَوْلِهٖ لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْتُ يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ قَالَهٗ تَوَاضُعًا وَاَدَبًا وَالْمَعْنٰى لَااَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اَنْ يُطْلِعَنِىْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيُقَدِّرَهٗ لِىْ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ قَالَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُطْلِعَهُ اللّٰهُ عَلَى الْغَيْبِ فَلَمَّا اَطْلَعَهُ اللّٰهُ اَخْبَرَ بِهٖ.

অর্থাৎ- আপনারা হয়তো প্রশ্ন করবেন, হুযুর আলাইহিস সালাম অনেক অদৃশ্য বিষয়ের খবর দিয়েছেন। এ সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীসও বর্ণিত আছে এবং ইলমে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গায়েব হলো হুযুর আলাইহিস সালামের এক বড় মুজিযা। তাহলে এ সমস্ত কথা এবং উক্ত আয়াত لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ এর মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে? এর উত্তরে আমি বলবোঃ হতে পারে, এখানে বিনয় ও নম্রতার খাতিরে তিনি এরূপ বলেছেন এবং এর অর্থ হচ্ছে খোদার পক্ষ থেকে অবহিত হওয়া ছাড়া আমি গায়েব জানি না। এও হতে পারে, এ উক্তিটা ইলমে গায়েবের অধিকারী হওয়ার আগেই করা হয়েছিল। যখন আল্লাহ তাআলা হুজুর আলাইহিস সালামকে ইলমে গায়েব দান করেন, তখনই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েবের খবর দিয়েছেন।

৪। উক্ত বইয়ে ৪ নং দলীল হিসেবে প্রদত্ত আয়াত ও তার জবাব-

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ

অর্থাৎ ঃ- তাঁরই কাছে রয়েছে গায়েবের চাবি সমূহ। একমাত্র তিনিই ঐগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত। (সূরা আনআম-৫৯)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে "আরায়েসুল বয়ানে" আছে-

قَالَ الْحَرِيْرِىُّ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَمَنْ يُّطْلِعُهٗ عَلَيْهَا مِنْ خَلِيْلٍ وَحَبِيْبٍ اَىْ لَا يَعْلَمُهَا الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ قَبْلَ اِظْهَارِهٖ تَعَالٰى ذٰلِكَ لَهُمْ

অর্থাৎ ঃ- আল্লামা হারীরী (রহঃ) বলেন, ঐ সমস্ত চাবি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর প্রিয় বান্দাগণ (যাদেরকে তিনি অবহিত করেছেন) ছাড়া আর কেউ জানে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহ কর্তৃক জ্ঞাত করার আগে সে গুলো সম্পর্কে জানতেন না।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মানাবী (রহঃ) "রওজাতুন নজির শরহে জামে সগীর" গ্রন্থে বলেন-

فَاَمَّا قَوْلُهٗ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ فَمُفَسَّرٌ بِاَنَّهٗ لَا يَعْلَمُهَا اَحَدٌ بِذَاتِهٖ وَمِنْ ذَاتِهٖ اِلَّا هُوَ لٰكِنْ قَدْ يَعْلَمُ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنَّ ثَمَّةَ مَنْ يَّعْلَمُهَا وَقَدْ وَجَدْنَا ذٰلِكَ بِغَيْرِ وَاحِدٍ كَمَا رَاَيْنَا جَمَاعَةً عَلِمُوْا مَتٰى يَمُوْتُوْنَ وَعَلِمُوْا مَا فِى الْاَرْحَامِ حَالَ حَمْلِ الْمَرْاَةِ وَقَبْلَهٗ

অর্থাৎ- উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'মাফাতিহুল গায়েব' আল্লাহ ছাড়া আর কেউ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সত্ত্বাগতভাবে অবগত নয়। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানোর মাধ্যমে অবশ্যই অবগত হতে পারে। কেননা এখানে এমন বুজুর্গ লোক আছেন যারা এগুলো সম্পর্কেও জানেন। এ ধরনের অনেক ব্যক্তি আমরা দেখেছি। আমরা এমন এক সম্প্রদায়কে দেখেছি যারা জানতেন কখন তাঁরা মৃত্যু বরণ করবেন। এবং গর্ভাস্থায় বা তারপূর্বে মহিলার পেটে কি ছিল- ছেলে না মেয়ে তাও তারা জানতেন।

৫। উক্ত বইয়ে ৫নং দলীল হিসেবে প্রদত্ত আয়াত ও তার জবাব-

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا- قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ ..... يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ ঃ- তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটবে? আপনি বলে দিন এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনি যথা সময়ে তার প্রকাশ ঘটাবেন। .... তারা আপনাকে এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান যেন আপনার নিজস্ব গবেষনা লব্ধ। আপনি তাদের বলে দিন, এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে অবহিত নয়। (সূরা আরাফ-১৮৭)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে সাবী ২য় খন্ডের ১০৪ নং পৃষ্ঠায় আল্লামা শায়েখ আহম্মদ বিন মুহাম্মদ আস্ সাবী (রহঃ) বলেন-

لِبَيَانِ اَنَّهَا مِنَ الْاَمْرِ الْمَكْتُوْمِ الَّذِىْ اِسْتَاْثَرَ اللّٰهُ بِعِلْمِهٖ فَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَاهُ مِنَ الرُّسُلِ وَالَّذِىْ يَجِبُ الْاِيْمَانُ بِهٖ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِجَمِيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ الَّتِىْ تَحْصُلُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُهَا كَمَا هِىَ عَيْنُ يَقِيْنٍ لِمَا وَرَدَ رُفِعَتْ اِلَىَّ الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ فِيْهَا كَمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّىْ هٰذِهٖ وَوَرَدَ اَنَّهٗ اَطَّلَعَ عَلَى الْجَنَّةِ وَمَا فِيْهَا وَالنَّارِ وَمَا فِيْهَا وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِمَّا تَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ وَلٰكِنْ اُمِرَ بِكِتْمَانِ بَعْضِهَا-

অর্থাৎ ঃ- এ বিষয় বর্ণনা করার জন্য যে, নিশ্চয়ই উহা (কিয়ামত দিবসের জ্ঞান) গোপন ইলমের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের জন্য খাস করে রেখেছেন। তিনি এ বিষয়ে তার মনোনীত রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রকাশ করেন না। এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশ্বাস করা একান্ত দরকার সেটা হচ্ছে- নবী আলাইহিস সালাম পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেনি, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে সমস্ত অদৃশ্য ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

যা দুনিয়া ও আখিরাতে সংঘটিত হবে। এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান একজন প্রত্যক্ষদর্শীর জ্ঞাত তথ্যের মত। কেননা, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে আমার সামনে দুনিয়াকে উপস্থাপন করা হয়েছিল আমি নিজের হস্তস্থিত বস্তু দেখার মত সব কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলাম। আরও বর্ণিত আছে যে, তাঁকে বেহেশত ও সেখানকার যাবতীয় নিয়ামত, দোযখ ও সেখানকার যাবতীয় শাস্তি ও যন্ত্রনা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত করা হয়েছে। তবে এ সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য তাঁকে গোপন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫নং দলীলে প্রদত্ত আয়াতের মতো আরেকটি আয়াত, যেখানে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا

অর্থাৎ- তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে, কেয়ামত কখন ঘটবে? এ তথ্যের সাথে আপনার কি বা সম্পর্ক আছে? এ আয়াতটিও বিরোধীগণ অনেক সময় দলীল হিসেবে পেশ করেন, তার জবাব-

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে সাবীতে বলা হয়েছে-

وَهٰذَا قَبْلَ اِعْلَامِهٖ بِوَقْتِهَا فَلَا يُنَافِىْ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِجَمِيْعِ مُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ ঃ- এ আয়াতটি হুজুর আলাইহিস সালামকে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে অবহিত করার পূর্বেই নাযিলকৃত। সুতরাং এ বক্তব্যটি সে উক্তির বিপরীত নয়, যেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবী থেকে হুজুর আলাইহিস সালাম বিদায় গ্রহণ করেন নি, যতক্ষন না আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন।

তাফসীরে "রূহুল বয়ানে" অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে -

قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ اِلٰى اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتَ السَّاعَةِ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ وَهُوَ لَا يُنَافِىْ الْحَصْرَفِى الْاٰيَةِ

অর্থাৎ ঃ- কোন কোন মাশায়িখ এ মত পোষন করেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক উক্ত সময় সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার ফলশ্রুতিতে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের সময় সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং এ উক্তিটি এ আয়াতের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কিয়ামতের সময় সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহর জন্য খাস, মাশায়িখের উপরোক্ত উক্তিটি কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা জ্ঞাপক, এ আয়াতটির বিপরীত নয়।

يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে সাবীতে উল্লেখ করা হয়েছে-

اِنَّمَا هُوَوَقْتُ السُّؤَالِ وَاِلَّا فَلَمْ يَخْرُجْ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اَطْلَعَهُ اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا السَّاعَةُ

অর্থাৎ- কিয়ামত সম্পর্কে কেউ সম্যকরূপে অবগত নয়। এ কথাটি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার সময় প্রযোজ্য ছিল। কেননা নবী (আঃ) দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যাননি, যে পর্যন্ত না তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'য়ালা যাবতীয় অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যার মধ্যে কিয়ামতও অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত আয়াত গুলোর ব্যাখ্যা সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হলো উক্ত আয়াতগুলো দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং এক মাত্র ইলমে জাতি বা সত্ত্বাগত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করা হয়েছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন হাদীস ও তার জবাব

"বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এলমে গায়েবের অস্বীকৃতি মূলক ১ নং হাদীসে বলা হয়েছে।

(১) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন- যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করে যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগামীকাল কি হবে তা জানেন- সে আল্লাহ তায়ালার উপর জঘন্য মিথ্যা আরোপ করল। যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন, হে নবী আপনি বলে দিন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান জমিনের কেউ গায়েব জানে না।

উক্ত হাদীসের জবাব

হাদীস শরীফে যে আয়াতে কারিমা উল্লেখ করা হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা ১ নং আয়াতের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর হযরত মা আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)-এর কথার ব্যাখ্যা হলো- হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) যে বলেছেন, 'আগামীকালের কথা হুযুর আলাইহিস সালাম জানতেন না' এ কথার দ্বারা সত্ত্বাগত ভাবে না জানার কথাই বলা হয়েছে। অন্যথায়, তাঁর বক্তব্য অনেক হাদীস ও কোরআনের আয়াতের বিপরীত প্রতিপন্ন হবে। হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামত, দাজ্জাল' ইমাম মাহ্দী (আলাইহিস সালাম) 'হাউজে কাউছার', শাফায়াত, এমন কি হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত বরণ, বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে কাফিরদের নিহত হওয়া ও তাদের নিহত হওয়ার স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়েছেন। আরও মজার ব্যাপার যে, যদি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর উক্তির বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা ভিন্নমতাবলম্বীদের ধ্যান ধারনারও বিপরীত হয়ে যাবে। কেননা তারাও তো অনেক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অদৃশ্য বিষয়ক জ্ঞানের কথা স্বীকার করে থাকেন, অথচ এখানে সে বিষয়ের সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করা হচ্ছে। আজ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার হবে, সূর্য উদিত হবে, রাত আসবে এগুলোও তো আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীর জ্ঞানের সাথেই সম্পৃক্ত।

উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ২নং হাদীসে বলা হয়েছে - এ ধরাধামে আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কি করা হবে আমি তা জানি না।

উক্ত হাদীসের জবাব।

এ হাদীস শরীফের ভাষ্য হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহ কর্তৃক অবহিত করনের পূর্বে। পরবর্তীতে আল্লাহপাক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সমস্ত বিষয় অবহিত করেছেন। যেমন- আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَمَا اَدْرِىْ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلَابِكُمْ

অর্থাৎঃ- আমি জানিনা যে, আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে সাবীতে উল্লেখ করা হয়েছে-

مَاخَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى عَلَّمَهُ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ مَايُعْمَلُ بِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا

অর্থাৎ- হুজুর আলাইহিস সালাম এ ধরাধাম থেকে বিদায় গ্রহণ করেন নি। যতক্ষন পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা কোরআনের মাধ্যমে তাঁর সাথে ও মুমিনগণের সাথে দুনিয়া ও আখিরাতে কি ধরনের ব্যবহার করা হবে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ও বিস্তারিত ভাবে অবহিত করিছেন।

উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ৩নং হাদীসে বলা হয়েছে- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- যদি আমি গায়েব জানতাম তবে অধিক মাল সঞ্চয় করতে পারতাম।

উক্ত হাদীসের জবাব

হাদীসে উল্লেখিত অংশটি উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ৩নং আয়াতের সাথে সম্পর্কিত সুতরাং ঐ আয়াতের যে জবাব দেওয়া হয়েছে আলোচ্য হাদীসের একই জবাব হবে। অর্থাৎ এখানে গায়েব বলতে জাতিগত গায়েবকে বুঝানো হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে বুঝানো হয় নাই।

উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ৪নং হাদীসে বলা হয়েছে- খেজুর গাছের তালকিহ্ করায় ফসল কম হওয়ায় এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের কথার জবাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে ছিলেন "তোমাদের পার্থিব ব্যাপারে তোমরা ভালো জানো আর দ্বীনের কোন ব্যাপার হলে আমার নিকট জিজ্ঞেস করে নিবে"।

উক্ত হাদীসের জবাব

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক "তোমাদের পার্থিব ব্যাপারে তোমরা ভালো জান" এ কথা বলার মধ্যে তাঁর বিরক্তি ও অসন্তুষ্টিই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন, যখন তোমরা ধৈর্য ধারন করছ না, তোমরাই তোমাদের ব্যাপারে ভালো জানো। যেমন আমরা কাউকে কোন কথা বললে সে যখন এতে সাত পাঁচ চিন্তা করতে থাকে তখন আমরা বলি, ভাই তোমার ব্যাপার তুমিই জান। এরূপ উক্তির লক্ষ্যার্থ জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক নয়।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) শরহে শেফায় উল্লেখ করেছেন-

وَلَوْ ثَبَتُوْا عَلٰى كَلَامِهٖ لَفَاقُوْا فِى الْفَنِّ وَلَارْتَفَعَ عَنْهُمْ كُلْفَةُ الْمُعَالِجَةِ

অর্থাৎ ঃ- যদি তাঁরা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কথায় অবিচল থাকতেন, তা হলে সে বিষয়ে (ক্ষেতে উৎপাদনে) অনেক দূর এগিয়ে যেতেন এবং তাঁদের এ 'তলকীহ এবং কষ্টও দূরীভূত হয়ে যেতো। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে জ্ঞান সমস্ত মাখলুকাতের চেয়ে কোটিগুণ বেশী ছিল। এমনকি "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৩২ পৃষ্ঠাও উল্লেখ করা হয়েছে "পূর্ববতী ও পরবর্তী সকলের ইলম বা জ্ঞান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জ্ঞান দরিয়ার এক ফোঁটা সমপরিমান হবে"।

উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ৫নং হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মধুপান করার হাদীস বর্ণনা করে অবশেষে লেখা হয়েছে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি গায়েব জানতেন, তাহলে তিনি বিবিদের পরামর্শের ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অবগত হতেন। অপর দিকে তিনি যদি গায়েব জানতেন তাহলে তার বিবিদের কাছেও বিষয়টি জানা থাকত। তখন তারা এই ধরনের পরামর্শ কখনো করতেন না।

উপরোক্ত কথার জবাব

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মধু পান করার হাদীস দ্বারা তিনি গায়েব জানতেন না এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। আর তাঁর বিবিগণ ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, তিনি গায়েব জানেন। এ কারণেই তারা রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার ইন্তেকালের পর আমাদের মধ্যে কে সর্ব প্রথম আপনার সাথে মিলিত হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও বলে দিয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে (দানের দিক দিয়ে) যার হাত লম্বা সে সর্ব প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। (মেশকাত শরীফ)

এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলমে গায়েব জানতেন?

উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ৬নং হাদীসে বলা হয়েছে- কিয়ামতের তারিখ, ঘোড়ার পেটের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বস্তু ও কবে বৃষ্টি হবে ইত্যাদি বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- এগুলো গায়েব। আর আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না।

উক্ত হাদীসের জবাব

উপরোক্ত হাদীসের বিষয় গুলো উলুমে খামসা বা পঞ্চ ইলমের অন্তর্ভুক্ত। এ পঞ্চ ইলম সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবহিত ছিলেন, এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীসে গায়েব না জানার বিষয়টি জাতি বা সত্ত্বাগত গায়েবের সাথে সম্পর্কিত। আতায়ী বা খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করা হয় নি।

উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ৭নং হাদীসে বলা হয়েছে-

হযরত জিব্রাইল (আঃ) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে প্রশ্ন করলেন- কেয়ামত কবে হবে? তদুত্তরে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে বেশী জানি না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ উক্তি দ্বারা বিরোধীগণ বুঝাতে চায় যে, কিয়ামতের তারিখ না জানার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান।

তাদের উক্ত কথার জবাব

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কেয়ামতের ব্যাপারে না জানার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। কারণ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেয়ামতের ব্যাপারে স্বীয় জ্ঞানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নি। কেবল অপেক্ষাকৃত বেশী জ্ঞানের অস্বীকৃতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন তা নাহলে তিনি বলতেন لَا اَعْلَمُ (আমি জানিনা) এরূপ না বলে এত লম্বা চওড়া কথাই বা কেন বললেন? এর মূল বক্তব্য এও হতে পারে যে, হে জিব্রাইল! এ প্রসঙ্গে আমার ও আপনার জ্ঞান একই ধরণের। অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে আমি যেরূপ অবগত আপনিও সে রূপ অবগত আছেন। কিন্তু এ জনসমক্ষ্যে এ রহস্যের উদঘাটন সমীচীন নয়।

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের বিষয়ে অবহিত ছিলেন, কারণ এ বিষয়টি পঞ্চ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আর পঞ্চ জ্ঞান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধুকে অবহিত করেছেন। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ রয়েছে-

قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَا ئِخِ اِلٰى اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتَ السَّاعَةِ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ ঃ- কোন কোন মাশায়েখ এমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কেয়ামতের সময় সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অবহিত করার ফলে তিনি উক্ত সময় সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

www.AmarIslam.com

উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ৮নং হাদীসে বলা হয়েছে-

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন-আমি তোমাদের পূর্বে হাউজে কাউসারে উপস্থিত হব, তখন কিছু সংখ্যক লোক আমার দৃষ্টিপটে আসবে। অতঃপর তাদেরকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব, হে পরোয়ারদিগার! তারাতো আমার লোক, তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বলা হবে, হে নবী! আপনি জানেন না যে, তারা আপনার ওফাতের পর কি কি পাপ কাজ করেছে? আলোচ্য হাদীসের আলোকে তাদের দাবী হলো-

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে গায়েব জানতেন না এবং হাজির-নাজির নন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে? স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, তারা কি পাপ কাজ করেছে তা আপনার জানা নেই। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব জানলে আল্লাহ তায়ালা কেন বললেন, "তারা কি পাপ কাজ করেছে তা আপনি জানেন না"

তাদের উক্ত দাবীর জবাব

তাদের উক্ত দাবী ও যুক্তি সম্পূর্ন ভাবে ভ্রান্ত ও ভুল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে, গায়েব জানতেন তার অসংখ্য প্রমাণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হাজির নাজির হওয়ার দলিল প্রমাণ সামনে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী "তারা কি পাপ করেছে তা আপনি জানেন না" এ উক্তি দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের পাপ কাজ সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগত না থাকা প্রমাণ করে না বরং পাপিদের প্রতি তিরস্কার ও ধিক্কার হিসেবে এ কথা বলা হবে। কারণ সমস্ত উম্মতের ভাল মন্দ সকল কাজই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হয়। তিনি তাদের চিনবেন এবং সে অনুযায়ী কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবেন। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

(১) প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) তদীয় মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেন- قَدْ رُوِىَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ اِلاَّ وَيُعْرَضُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْمَالُ اُمَّتِهِ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَاَعْمَالَهُمْ فَلِذَالِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ـ

অর্থাৎ- হযরত সায়িদ ইবনে মুসায়্যেব (রাঃ) বলেন: এমন কোন দিন নেই, যে দিন সকাল ও সন্ধ্যায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তাঁর উম্মতের আমল সমূহ উপস্থাপন করা না হয়। তাই তিনি তাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনেন ও তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত হন। এজন্যইতো তিনি তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। (শরহে জুরকানী ১২ তম খন্ড, পৃঃ নং-১৯৬)-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

(২) তাফসীরে রূহুল বয়ানে। وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছে-

وَاعْلَمْ اَنَّهُ يُعْرَضُ عَلٰى النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْمَالُ اُمَّتِهِ غُدْوَةً وَّعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَاَعْمَالَهُمْ فَلِذٰلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ـ

অর্থাৎ- জেনে রাখ নিশ্চয়ই হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে তাঁর উম্মতের আমল সমূহ সকাল-বিকাল পেশ করা হয়। তাই তিনি উম্মতকে তাদের চিহ্ন দৃষ্টে চিনেন ও তাদের কার্যাবলী সম্পর্কেও অবগত হন। এ জন্যই তো তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন।

(৩) প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মেশকাতুল মাসাবীহর ৬৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا

অর্থাৎ- হযরত আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের ভাল মন্দ সমস্ত আমল আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়। (মুসলিম শরীফ)

(৪) মেশকাত শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায় আরো বর্ণিত আছে-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ ..... وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِىْ

অর্থাৎ- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন আমার উম্মতের নেক বা সাওয়াব সমূহ আমার নিকট পেশ করা হয়।... এবং আমার উম্মতের গুনাহ সমূহ আমার নিকট পেশ করা হয়। (তিরমিজী ও আবু দাউদ) সুতরাং উপরোক্ত হাদীস সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সমস্ত উম্মতের ভাল মন্দ সকল আমল সম্পর্কেই অবগত আছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি অবগত ছিলেন না?

উক্ত বইয়ে উল্লেখিত ৯নং হাদীসে হযরত মা আয়েশা (রাঃ) এর ইফকের ঘটনা বর্ণনা করে দাবী করা হয়েছে "রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে, বাস্তবিকই গায়েব জানতেন না তার একটা বড় প্রমাণ হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কিত ইফকের ঘটনা। মদীনার চতুর্দিকে হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে মিথ্যা রটনার প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুই করতে বা বলতে পারছিলেন না। কেননা হযরত আয়েশা (রাঃ) বাস্তবিকই কোন গুনাহ করেছেন কিনা সে বিষয়ে

তাঁর নিজের কিছুই জানা ছিল না। বস্তুতই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি গায়েব জানতেন, তা হলে এই চিন্তা ক্লেশ, দুঃখ এ জিজ্ঞাসাবাদ ও তওবা করার উপদেশ দান করা কোন কিছুই করা হত না, তার প্রয়োজন দেখা দিত না।

তিনি গায়েব জানার ভিত্তিতেই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষনা করতে পারতেন যে, আয়েশা (রাঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ-নিষ্পাপ। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর (আয়েশার) নির্দোষিতা প্রকাশের আশায় ওহীর অপেক্ষায় বসে থাকতে বাধ্য হতেন না।"

উপরোক্ত দাবী সমূহের জবাব

এখানেও না বলাটাই প্রতীয়মান হচ্ছে, না জানা নয়। না বলার দ্বারা না জানা প্রমাণিত হয় না। স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাও অনেকদিন পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিষ্কলুষতা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেননি। তাহলে কি আল্লাহরও খবর ছিল না? (নাউযুবিল্লাহ) অধিকন্তু, বুখারী শরীফের উক্ত হাদীসেই আছে ঃ مَاعَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا। (আমি আমার সহধর্মিনীকে নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিনী হিসেবে জানি)।

এতে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটি তাঁর জ্ঞাত ছিল, তবে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা প্রকাশ করেননি। আর এতো হতেই পারে না যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সম্পর্কে নবী আলাইহিস সালাম খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলেন। কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে বলেছেন ঃ

لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ-

অর্থাৎ- মুসলমান নর-নারীগণ এ ঘটনা শোনার পর অন্তরে কেন ভাল ধারণা পোষণ করলো না, এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন বলে দিল না যে, এটা সুস্পষ্ট দুরভিসন্ধিমূলক অপবাদ।

জানা গেল যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কলুষতামুক্তি বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে থেকেই মুসলমানদের জন্য তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা ওয়াজিব ও খারাপ ধারণা করা হারাম ছিল। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষ্পাপ বিধায় হারামের ছোয়া থেকে পবিত্র ছিলেন। তাই তিনি। খারাপ ধারণা আদৌ পোষণ করতে পারেন না তবে হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ- (এটা স্পষ্ট রটানো অপবাদ) কথাটি বলে দেওয়া তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর ওয়াজিব ছিল না। যেহেতু এটা ছিল তাঁর নিজস্ব পরিবারের ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হলো, বিষন্নতা ও দীর্ঘকাল নীরবতা অবলম্বনের হেতু কি? চিন্তিত হওয়ার কারণ মা'আযাল্লাহ', অজ্ঞানতা নয়। যদি কোন সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

আনয়ন করা হয়, আর অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই জানেন যে, সে অভিযোগ ভিত্তিহীন, তথাপি তিনি নিজের মানহানির আশংকায় চিন্তিত, উদ্বিগ্ন থাকেন। জনগণের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়াই ছিল তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষণ্ণতার মূল কারণ। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংশ্লিষ্ট আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষা না করে সাথে সাথে তাঁর [হযরত আয়েশা (রাঃ)] নিষ্কলংক হওয়ার কথা ঘোষণা করতেন, তখন মুনাফিকগণ স্বজনপ্রীতী ও পক্ষপাতিত্বের আর এক অপবাদ রটাতো; অপবাদের মাসআলা সমূহ মুসলমানদের অজানা থেকেই যেতো', অজানা থাকতো মামলা মুকাদ্দমা তদন্ত করার প্রক্রিয়া ও রীতিনীতি। অধিকন্তু, ধৈর্যধারণের জন্য হযরত আয়েশা সিদ্দীকাতুল কুবরা (রাঃ) যে ছওয়াব লাভ করেছেন, তা থেকে বঞ্চিত হতেন। সুতরাং, এ দীর্ঘ নীরবতার পেছনে অনেক রহস্য রয়েছে, অধিকন্তু খোদার মর্জি ছিল যে, মাহবুব আলাইহিস সালামের প্রিয়তমার পবিত্রতার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি দিবেন এবং কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করে কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মুসলমানের মুখেই তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করাতে থাকবেন। যেমন প্রত্যেক নামাজীই নামাজসমূহে তাঁর পবিত্রতার জয়গান গেয়ে থাকে। হুযুর আলাইহিস সালাম নিজেই যদি তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করতেন তাহলে এতগুলো তাৎপর্যমন্ডিত বিষয়াবলী প্রকাশ পেতো না। আসল কথা হলো, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেননি।

এখানে মজার ব্যাপার যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারেও যুলেখা অপবাদ রটিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেন নি, বরং একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাধ্যমে নিষ্কলুষ হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। হযরত মরিয়ম (আঃ) কেও অপবাদ দেয়া হয়েছিল। তখন দুগ্ধপোষ্য 'রূহুল্লাহর' মাধ্যমে তাঁর সতীত্বের বিষয়টিও উদঘাটন করেছেন। কিন্তু মাহবুব আলাইহিস সালামের প্রিয়তমা স্ত্রীর যখন বদনাম রটলো, তখন কোন শিশু বা ফিরিশতার মাধ্যমে তার কলুষমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করাননি, বরং এর সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং এ সাক্ষ্যকে কোরআনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে দিলেন, যাতে তা ঈমানের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং হুযুর আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট কতটুকু প্রিয়, সে বিষয়টি সৃষ্টিকুলের নিকট প্রকাশ পায়।

আর সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রত্যেক উম্মতের আমল চাই ভাল বা মন্দ যাই হোক, যত ক্ষুদ্র বা বৃহত্তম যে রকমই হোক উহা উপস্থাপন করা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের এ আমল অনুপাতে কিয়ামতের দিন তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। (দেখুন মেশকাত শরীফ,

মাওয়াহেবে লা দুন্নিয়া, তাফসীরে রূহুল বয়ান) তাহলে কি ঐ দিনের মা আয়েশা (রাঃ)-এর আমল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থাপন করা হয়নি? যে দিনের ব্যাপারে তাঁর উপর জেনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্যই ঐ দিনে তাঁর দ্বারা সংঘটিত সকল আমল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হয়েছিল। সুতরাং প্রমাণিত হলো রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই জানতেন যে, হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ)-এর ব্যাপারে মোনাফেকগণ যে অবৈধ কাজের তোহমত দিয়েছে তা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভাবে তাদের ষড়যন্ত্র মূলক মিথ্যা একটি অপবাদ। আর এজন্যই রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)মা আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে বলেছেন-

فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَّعْذُرُ نِىْ مِنْ رَّجُلٍ قَدْ بَلَغَنِىْ عَنْهُ
اَذَاهُ فِىْ اَهْلِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوْا
رَجُلًا مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلَّا خَيْرًا

অর্থাৎ ঃ- রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন সমস্ত সাহাবায়ে কেরামদের লক্ষ্য করে বললেন, হে মুসলিম সমাজ! কে আমাকে সহযোগিতা করতে পার ঐ ব্যক্তির (আব্দুল্লাহ ইবনে উবাহ) ব্যাপারে । যার থেকে আমার নিকট পৌছেছে যে, সে আমার পরিবারের ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি আমার পরিবারের [হযরত আয়েশা (রাঃ)] ব্যাপারে আমি ভাল ছাড়া মন্দ কিছু জানিনা।

(অর্থাৎ- তাঁর দ্বারা এ কাজ হতে পারেনা) এবং তারা এক ব্যক্তির নাম বলেছে (সাফ ওয়ান ইবনে মুয়াত্তল) আমি তার ব্যাপারেও ভাল ছাড়া মন্দ কিছু জানিনা। (অর্থাৎ তার দ্বারা ও এ ধরনের জঘন্য কাজ হতে পারে না) (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৫৯৫ নং পৃঃ হাদীসে ইফক।)

সুতরাং বুখারী শরীফের তাদের প্রদত্ত হাদীসে ইফকের দ্বারাই প্রমানিত হলো রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মা আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। অতএব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত ইল্‌মে গায়েব অস্বীকার কারীদের এখন অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলমে গায়েব জানতেন।

দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছিল।

"বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৪১ নং পৃষ্ঠায় তারা দাবী করেছেন দুনিয়া সৃষ্টির শুরু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থেকে জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছিল এ ধারনা ঠিক নয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য কিয়ামত অবধি সবকিছুর সামগ্রিক জ্ঞান প্রমাণিত করা এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে গায়েব জান্তা মনে করা পূর্বোল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস সমূহের সম্পূর্ন পরিপন্থী।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তাদের উপরোক্ত দাবী সম্পূর্ণ মনগড়া ও দলীল প্রমাণহীন। তারা যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস তাদের দাবীর স্বপক্ষে পেশ করেছেন তা দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দুনিয়া সৃষ্টি থেকে শুরু করে জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান এবং কিয়ামত অবধি সব কিছুর সামগ্রিক জ্ঞানও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের ব্যাপারে সরাসরি স্পষ্ট ভাবে অস্বীকৃতি প্রকাশ পায় না। বরং আমরা বলতে চাই তাদের উপরোক্ত দাবী সরাসরি স্পষ্টভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী ও প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের উক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন -

(১) বুখারী শরীফের بدء الخلق ও মেশকাত শরীফের بَدْءُ الْخَلْقِ وَذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ নামক অধ্যায়ে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত- قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهٗ وَنَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ

অর্থাৎ- হযরত ওমর (রাঃ) বলেন "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জায়গায় আমাদের সাথে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকে সংবাদ দিচ্ছিলেন। এমনকি বেহস্তবাসী দোযখবাসীগণ নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছে যাওয়া অবধি পরিব্যাপ্ত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদান করেন। যিনি ওসব বিষয় স্মরণ রাখতে পেরেছেন তিনি তা স্মরণ রেখেছেন আর যিনি স্মরণ রাখতে পারেনি তিনি ভুলে গেছেন"। (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৪৫৩ নং পৃঃ, মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং-৫০৬)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) তদীয় উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারীর ১০ম খন্ডের ৫৪৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّهٗ اَخْبَرَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيْعِ اَحْوَالِ الْمَخْلُوْقَاتِ مِنْ اِبْتِدَائِهَا اِلٰى اِنْتِهَائِهَا

অর্থাৎ :- এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, একই অবস্থানে হুজুর আলাইহিস সালাম সৃষ্টি কুলের আদ্যোপান্ত যাবতীয় অবস্থার খবর দিয়েছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২) মিশকাত শরীফের اَلْمُعْجِزَاتُ অধ্যায়ে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে আমর ইবনে আখতাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-

فَاَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا

অর্থাৎ :- "আমাদেরকে সেই সমস্ত ঘটনাবলীর খবর দিয়েছেন যে গুলো কিয়ামত পর্যন্ত ঘটতে থাকবে। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হলেন তিনি যিনি এসব বিষয়াদী সর্বাধিক স্মরণ রাখতে পেরেছেন" (মেশকাত শরীফ পৃ: নং-৫৪৩)

(৩) মিশকাত শরীফের اَلْفِتَنُ অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

مَاتَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّاحَدَّثَ بِهٖ حَفِظَهٗ مَنْ حَفِظَهٗ وَنَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ

অর্থাৎ :- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে স্থানে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছুর খবর দিয়েছেন। কোন কিছুই বাদ দেননি। যারা মনে রাখার তারা মনে রেখেছেন, যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গেছেন। (মেশকাত শরীফ পৃ: নং -৪৬১)

(৪) প্রখ্যাত মুহাদ্দেস শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তাঁর 'মাদারেজুন নবুয়াত' কিতাবের ১ম খন্ডে বলেন "হযরত আদম (আঃ) থেকে সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত সব কিছুই হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে প্রতিভাত করা হয়েছে। যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর অবস্থাদি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হন। তিনি এ ধরনের কিছু কিছু বিষয়ের সংবাদ সাহাবায়ে কেরামদের ও দিয়েছেন"।

(৫) প্রখ্যাত তাফসীর কারক আল্লামা সাভী (রহঃ) তদীয় তাফসীরে সাভীতে বলেন-

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اَعْلَمَهُ اللّٰهُ بِجَمِيْعِ مُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ :- আল্লাহ দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত গায়েব না জানানো পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেননি।

(৬) প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা জুরকানী (রহঃ) তদীয় শরহে আল্লামাতুল জুরকানী গ্রন্থে বলেন- "অগণিত বর্ণনাকারীর সমর্থন পুষ্ট হাদীস সমূহের সর্বসম্মত ভাবার্থে এ কথা বলা হয়েছে যে গায়েব সম্পর্কে হুজুর আলাইহিস সালাম অবগত এবং এ মাসাআলাটি সে সব আয়াতের পরিপন্থী নয় যে গুলো দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেনা। কেননা উক্ত আয়াত সমূহে যে বিষয়টির অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে তা হলো মাধ্যম ছাড়া অর্জিত জ্ঞান (সত্ত্বাগত জ্ঞান) আর হুজুর আলাইহিস সালামের খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের বলে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর কালামের সে আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যেখানে বলা হয়েছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ অর্থাৎ- কেবল তাঁর পছন্দনীয় রাসূলকে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান দান করা হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো রাসূলের ইলমে গায়েবের অস্বীকারকারীদের উপরোল্লিখিত দাবী সমূহ সম্পূর্ণ ভাবে নবী বিদ্বেষী ও মনগড়া ভ্রান্ত দাবী।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত কিছু যুক্তি ও তা খন্ডন।

"বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ে "হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি গায়েব জানতেন" শিরোনামে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে কিছু খোড়া যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, (১) তিনি তায়েফবাসীদের লেলিয়ে দেয়া কিশোরদের প্রস্তরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হতেন না।

(২) ঐতিহাসিক উহুদ প্রান্তরে তাঁর দান্দান মোবারক শহীদ হতো না।

(৩) জনৈক ইহুদী মহিলা তাঁকে বিষ খাওয়াতে পারত না।

(৪) তাবুক যুদ্ধে কিছু সংখ্যক মুনাফিক মিথ্যা ওজর দেখিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট থেকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি পেত না।

(৫) বিশ্বাসঘাতক ধোঁকাবাজ কাফেরদের কথায় বহু সংখ্যক সাহাবাকে শিক্ষক ও প্রতিনিধি করে তাদের দেশে পাঠিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেন না।

(৬) বিরে মাউনার যুদ্ধে ৭০/৮০ জন হাফেজ সাহাবী নির্মম ভাবে শহীদ হতেন না।

(৭) হিজরতের আগ মুহুর্তে মক্কার কাফেররা দীর্ঘসময় পর্যন্ত দারুননাদওয়াতে সমাবেশ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং তাঁর বাড়ী ঘেরাও করে। কিন্তু হযরত জিব্রাইল (আঃ) -এর মাধ্যমে সংবাদ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কিছুই বলতে পারেন নি।

তাদের উপরোক্ত খোড়াযুক্তি সমূহের জবাব।

উপরোক্ত খোড়া যুক্তি সমূহ দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব যা কোরআন, হাদীস ও হক্কানী ওলামায়ে কেরামদের উক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত (যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে) তা অস্বীকার করা যায় না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়েফে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন, উহুদে দান্দান মোবারক শহীদ করেছেন, বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়েছেন --------- বি'রে মাউনার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যুদ্ধে ৭০/৮০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন ইত্যাদি বিষয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব না জানার কারণে সংঘটিত হয়নি বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সমস্ত বিষয় গুলো জানতেন তার পরও বিশেষ কারণে বা হিকমতের জন্য ঘটেছে। যদি মনে করা হয় তিনি এ সমস্ত বিষয় গুলো না জানার কারণে এ ধরনের বিপদাপদের মধ্যে পরেছিলেন কিন্তু আল্লাহতো এ বিষয় গুলো নিশ্চয়ই জানতেন তা হলে আল্লাহ কেন ওহী নাযিল করে তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে এ ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করলেন না? তা হলে কি আল্লাহ পাকেরও এ বিষয় সমূহের গায়েব জানা ছিল না। (নাউজুবিল্লাহ) তাদের কথায় ধরে নেই রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়েব না জানার কারণে তায়েফে প্রস্তরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন এবং উহুদে দান্দান মোবারক শহীদ করেছেন। যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে কি কাফেরদের আক্রমনের ভয়ে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তায়েফে যাওয়া থেকে এবং উহুদের ময়দানে কাফেরদের মোকাবেলা করা থেকে বিরত থাকতেন? (নাউযুবিল্লাহ) নবী সম্পর্কে উম্মতের কি বিচিত্র ধারনা!

আমরা বলতে চাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীন প্রচারে যুদ্ধে আহত হয়েছেন একমাত্র উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। যাতে উম্মত নবীর এ আদর্শ অনুসরন করে চলে। শত্রুর আক্রমনের ভয়ে ভীত না হয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জেনে শুনেই বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষন করেছিলেন। কারণ তাঁর জানা ছিল যে, খোদার হুকুমে তাঁর উপর সে বিষ কার্যকরী হবে না। এবং এ কথাও জানা ছিল যে, আল্লাহ পাকের ইচ্ছাও ছিল এটাই যাতে তাঁর ওফাতের সময় বিষের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, ফল স্বরূপ তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারেন।

বি'রে মাউনা ও অন্যান্য স্থানে মুনাফিকরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অনেক সাহাবাদের শহীদ করেছেন। তাও রাসূলের না জানার কারণে নয় বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতেন যে, এটাই খোদার ইচ্ছা এবং তাদের শাহাদাতের সুনির্দিষ্ট সময়ও এসেছে। তাই খোদার ইচ্ছাতেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাজি ছিলেন।

দারুন নাদওয়ার সমাবেশ সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জানা ছিল। কারণ উম্মতের ভালো মন্দ সমস্ত আমলই রাসূলের দরবারে পেশ করা হয়। (যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে) আর কাফেররাও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তারা হলো উম্মতে দাওয়াত। সুতরাং তাদের ঐ সমাবেশের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিষয়াবলীও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হয়েছিল। ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -ঐ বিষয়ে অবগত ছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ বিষয়ে জিব্রাইল (আঃ) আসার পূর্ব পর্যন্ত না বলাটা না জানার পরিচয় বহন করেনা। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতেন যে, এ বিষয়ে জিব্রাইল (আঃ) আসার পূর্ব পর্যন্ত কোন কিছুই বলা যাবে না। এ কারণেই তিনি জিব্রাঈল (আঃ) আসার পূর্ব পর্যন্ত কিছুই বলেন নি।

ইলমে গায়েব জানা নবী রাসূলদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ে "ইল্‌মে গায়েব না জানা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অমর্যাদা নয়, মর্যাদা" শিরোনামে তারা দাবী করেছেন ইলমে গায়েব নবীদের মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয় বা ইলমে গায়েব তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। নবীদের মান মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকার জন্য তাদের ইলমে গায়েব জরুরী নয়। যে শব্দ দ্বারা আল্লাহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণ প্রকাশ হয় সে শব্দ ছাড়া রাসূলের গুন প্রকাশ করার কি আর কোন শব্দ নেই? মেয়েদের স্বামীদের খুব সম্মান করতে হয়। তাই বলে কি যে 'আব্বা' শব্দ দ্বারা পিতাকে ডাকে সেই শব্দ দ্বারা স্বামীকে ডাকলে সত্যিই স্বামীর সম্মান হবে? সুতরাং রাসূলের সম্মানের নামে এহেন বেয়াদবীর মহড়া আর কত দিন চলবে?

<u>তাদের উপরোক্ত দাবী ও ভ্রান্ত যুক্তির জবাব</u>

ইলমে গায়েব জানা নবী (আঃ)দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাদের নবুয়াতের দলীল ও মোজেযা স্বরূপ- তাফসীরে খাযিনে উল্লেখ রয়েছে-

يَعْنِىْ اَنْ يُّطْلِعَهُمْ عَلَيْهِ وَهُمُ الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلُ وَلِيَكُوْنَ مَا يُطْلِعُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ غَيْبِهِ دَلِيْلًا عَلٰى نَبُوَّتِهِمْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা যাদেরকে তার জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করেন তাঁরা হচ্ছেন নবী ও রাসূল যাতে তাদের অদৃশ্য জ্ঞান নবুয়তের দলীলরূপে পরিগনিত হয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন তাঁর বিশেষ অদৃশ্য বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করেন না একমাত্র তাঁর সে রাসূলের নিকট প্রকাশ করেন, যাঁর উপর তিনি (আল্লাহ) সন্তুষ্ট।"

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তদীয় "মেরকাত শরহে মেশকাত" গ্রন্থে বলেছেন- اِخْبَارُ النَّبِيِّ بِالْغَيْبِ مُعْجِزَةٌ لَّهٗ

অর্থাৎ ঃ- গায়েব সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া নবী (আঃ)-এর মোজেযা স্বরূপ।

ঐমনকি নবী শব্দের অর্থই হল গায়েব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা। যেমন- "নবী" শব্দের অর্থ সম্পর্কে আরবী অভিধানের কিতাব مِصْبَاحُ اللُّغَاتِ এর ৮৪৭ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে اَلنَّبِيُّ: اَللّٰهُ تَعَالٰى كے الهام سے غيب كى باتيں بتا نيوالا অর্থাৎ ঃ- "নবী" শব্দের অর্থ হল আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক ইলহামের মাধ্যমে গায়েবের সংবাদ প্রদান কারী।

আরবী অভিধানের অন্যতম কিতাব اَلْمُنْجِدُ (আল মুনজিদ) এর ৭৮৪ নং পৃষ্ঠায় নবুয়ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اَلنُّبُوَّةُ : اَلْاِخْبَارُ عَنِ الْغَيْبِ اَوِ الْمُسْتَقْبِلِ بِالْهَامٍ مِنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ- নবুয়ত হলো আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে গায়েব বা ভবিষ্যতের সংবাদ প্রদান করা।

স্বামীকে আব্বা ডাকার যুক্তি নবীর ব্যাপারে প্রয়োগ করে তাদের নবী বিদ্বেষী চরিত্রেরই বহির্প্রকাশ করেছেন। কারণ আব্বা শব্দটি এমন যা পিতার জন্যেই খাস যেমন ভাবে স্বামী শব্দটি পতির জন্যই নির্দিষ্ট। স্বামীকে যেমন ভাবে আব্বা বলা যায়না। ঠিক তদ্রুপই আব্বাকেও স্বামী বলা যায় না। কিন্তু আব্বা এবং স্বামী উভয়ে যদি জ্ঞানী হয় তা হলে উভয় ক্ষেত্রেই আলেম শব্দ প্রয়োগ করা যায়। এতে কারো কোন অসম্মানি করা হয় না। বরং উভয়কেই সম্মান দেয়া হয়। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ শব্দ নবীর ক্ষেত্রে এবং নবী শব্দ আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু এমন কিছু গুন বাচক শব্দ আছে যে গুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে নিজের ক্ষেত্রে এবং নবীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। এমন কি নবী নয় বরং সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন। যেমন সূরা বাকারার ২৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ নিজেকে رَءُوْفٌ ও رَحِيْمٌ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। আবার সুরা তওবার ১২৮ নং আয়াতে তার প্রিয়তম বন্ধু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিচয়ও দিয়েছেন। رَءُوْفٌ এবং رَحِيْمٌ শব্দ দ্বারা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অসংখ্য স্থানে নিজের পরিচয় দিয়েছেন سَمِيْعٌ ও بصير শব্দ দ্বারা আবার আল্লাহ সূরা দাহারের মধ্যে মানুষের পরিচয় দিতে গিয়ে উক্ত سَمِيْعٌ ও بَصِيْرٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কি উপরোক্ত বিষয় দ্বারা আমাদেরকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অসম্মানি ও বেআদবী শিক্ষা দিয়াছেন? না কখনো নয়।

অতএব বুঝা গেল সকল যুক্তি সর্বক্ষেত্রে ও সকলের ব্যাপারে ব্যবহার করা যায় না। বুঝে শুনে ব্যবহার করতে হয়। এ বিষয়টি না বুঝার কারনে অনেকেই শয়তানের ধোঁকায় পরে পথভ্রষ্ট হয়েছেন।

কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যার জবাব

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৪৫ নং পৃষ্ঠায় "কতিপয় আয়াতের উপর আপত্তি ও জবাব" শিরোনামে সুরা জিনের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থাৎ- তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত কারো কাছে প্রকাশ করেন না। এবং সুরা আল ইমরানের ১৭৯ নং আয়াত- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা বলেন- আল্লাহ তোমাদের কাউকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূল গনের মধ্য থেকে যাকে নির্বাচিত করেন তাঁকে (গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন)।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ উল্লেখ করে রাসূলের ইল্‌মে গায়েব অস্বীকার কারীগন দাবী করেছেন "এ সকল আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে অনেকে বলেন- এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহর খাস ইলমে গায়েব আম্বিয়ায়ে কেরামের সামনে উদ্ভাসিত হয়, এর দ্বারা কোন নবীকে কিয়ামত পর্যন্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করা প্রমাণিত হয় না"।

তাদের উপরোক্ত অপব্যাখ্যার জবাব

এ সকল আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে "আল্লাহর খাস ইলমে গায়েব আম্বিয়া কেরামদের সম্মুখে উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত হয়" এ কথা কেউ বলে না বরং উপরোক্ত আয়াত সমূহের সর্বজন স্বীকৃত বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের আলোকেই এ কথা বলে থাকেন। যেমন-

(১) সূরা জ্বিনের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরে রূহুল বয়ানে" উল্লেখ রয়েছে-

www.AmarIslam.com

قَالَ ابْنُ الشَّيْخِ اِنَّهٗ تَعَالٰى لَا يُطْلِعُ عَلَى الْغَيْبِ الَّذِىْ يَخْتَصُّ بِهٖ تَعَالٰى عِلْمُهٗ اِلَّا الْمُرْتَضٰى الَّذِىْ يَكُوْنُ رَسُوْلَهٗ وَمَا لَا يَخْتَصُّ بِهٖ يُطْلِعُ عَلَيْهِ غَيْرَ الرَّسُوْلِ

অর্থাৎ- ইবনে শাইখ বলেছেন- আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পছন্দনীয় রাসূল ছাড়া কাউকে তাঁর খাস গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন না। তবে তাঁর বিশেষ অদৃশ্য বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়াদি রাসূল নন এমন ব্যক্তিদেরকেও অবহিত করেন।

(২) সূরা আল ইমরানের উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে বায়যাবীতে উল্লেখ রয়েছে-

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُؤْتِىَ اَحَدَكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيَطَّلِعَ عَلٰى مَا فِى الْقُلُوْبِ مِنْ كُفْرٍ وَّ اِيْمَانٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ لِرِسَالَتِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ فَيُوْحِىْ اللّٰهُ وَيُخْبِرُهٗ بِبَعْضِ الْمُغَيَّبَاتِ اَوْ يَنْصِبُ لَهٗ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ-

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে কাউকে এমন ইলমে গায়েব প্রদান করেন না যাতে তোমরা ঈমান ও কুফর যা মনে মনে পোষন করা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে অবগত হতে পার। কিন্তু তিনি তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাঁদেরকে ইচ্ছে করেন তাঁদেরকে মনোনীত করেন, তাদের উপর প্রত্যাদেশ করেন, তাঁদেরকেই আংশিক গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন, অথবা তাদের জন্য এমন কিছু প্রমানাদি উপস্থাপন করেন যা গায়েবের পথ নির্দেশ করে থাকে।

(৩) প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে খাযিনে উল্লেখ আছে-

لٰكِنَّ اللّٰهَ يَصْطَفِىْ وَيَخْتَارُ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ فَيُطْلِعُهٗ عَلٰى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ

অর্থাৎ- কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলগণের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছে করেন, মনোনীত করেন, আংশিক ইলমে গায়েব সম্পর্কে তাঁদেরকেই অবহিত করেন।

(৪) প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ জুমাল এ বলা হয়েছে-

اَلْمَعْنٰى لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ اَنْ يَّصْطَفِىَ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ فَيُطْلِعُهٗ عَلَى الْغَيْبِ

অর্থাৎঃ- আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা রাসূলগনের মধ্যে যাকে ইচ্ছে করেন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

মনোনীত করেন। অতঃপর তাঁকে গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন।

উপরোল্লিখিত তাফসীর গ্রন্থ সমূহের মাধ্যম স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর খাস ইলমে গায়েবসহ অন্যান্য বিষয়ে অসংখ্য ইলমে গায়েব নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দান করেছেন।

সুতরাং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল রাসূলের ইলমে গায়েব অস্বীকারকারীগনের উপরোক্ত দাবীটিই হল সম্পূর্ণ মনগড়া ও বানোয়াট। তারা উক্ত দাবীর স্বপক্ষে কোন কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করতে পারে নি। কিয়ামত পর্যন্তও তাদের উক্ত ভ্রান্ত দাবীর স্বপক্ষে কোন গ্রহনযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ

তারা আরো দাবী করেছেন "এর দ্বারা কোন নবীকে কিয়ামত পর্যন্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করা প্রমাণিত হয় না"।

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব

তারা কি উক্ত দাবীর দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিয়ামত পর্যন্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান অস্বীকার করতে চান? আমরা উপরোক্ত আয়াত সমূহের মাধ্যমে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান প্রমাণ করি না। আমরা উক্ত আয়াত সমূহের মাধ্যমে শুধু এ বিষয়টি প্রমাণ করতে চাই, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী (আঃ) দের স্বীয় গায়েব সম্বন্ধে অবহিত করেছেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান আমরা কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে প্রমান করি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। শুধু সংক্ষেপে এতটুকু বলতে চাই, লওহে মাহফুজ ও কলমে সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান রয়েছে। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। আর লওহে মাহফুজ ও কলমের ইলম নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জ্ঞানের তুলনায় খুবই সামান্য। যেমন-

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর রচিত কাসিদায়ে বুরদার ব্যাখ্যা গ্রন্থ- حَلُّ الْعُقَدِ شَرْحِ قَصِيْدَةِ بُرْدَةْ নামক কিতাবে বলেছেন-

عُلُوْ مُهُمَا مِنْ عُلُوْمِهِ يَكُوْنُ مَا يَكُوْنُ نَهْرًا مِنْ بُحُوْرِ عِلْمِهِ
وَحَرْفًا مِنْ سُطُوْرِ عِلْمِهِ

অর্থাৎ- লওহে মাহফুজ ও কলমের এলেম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জ্ঞান সমুদ্রের একটি নদী তুল্য কিংবা তাঁর জ্ঞানের দপ্তরের একটি অক্ষরের ন্যায়"

সৃষ্টি জগতের সমস্ত মাখলুকাত বা সৃষ্টির জ্ঞান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জ্ঞানের তুলনায় যৎ সামান্য এ কথাও সর্বজন স্বীকৃত। এমনকি বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৩২ নং পৃষ্ঠায়ও তারা স্বীকার করেছেন **"পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জ্ঞান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞান দরিয়ার এক ফোটা সমপরিমান হবে"**।

উক্ত বইয়ের ৪৪ নং পৃষ্ঠায় আরো স্বীকার করেছেন- **"নবী করীম ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমান জ্ঞান দান করা হয়েছে"**।

আর লওহে মাহফুজ ও কলম আল্লাহর মাখলুকাত বা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রমাণিত হল- লওহে মাহফুজ ও কলমের জ্ঞান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জ্ঞানের তুলনায় খুবই সামান্য। অতএব এখনো কি. মূর্খের ন্যায় বলবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিয়ামত পর্যন্ত বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান ছিলনা? আল্লাহ এ সমস্ত মূর্খদের হেদায়েত দান করুন। আমীন।

কিছু হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব

কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে এমন সকল বিষয় খুৎবায় বলা কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য অসম্ভব ছিল?

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৪৫ নং পৃষ্ঠায় "কয়েকটি হাদীসের উপর আপত্তি ও জবাব" শিরোনামে হযরত হুযাইফা (রাঃ) -এর নিম্ন বর্ণিত হাদীস-

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْئًا .... نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

অর্থাৎ- একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি তাঁর খুতবার মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন কোন বিষয় বলতে ছাড়েন নি। যে স্মরণ রেখেছে সে স্মরন রেখেছে, আর যে ভুলে গেছে সে ভুলে গেছে। (মেশকাত ৪৬১ নং পৃষ্ঠা)

উল্লেখ করে তারা দাবী করেছে,ন "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে এমন সকল বিষয় খুতবায় বলেন নি বলা সম্ভবও নয়। বরং.... বিভিন্ন ফিতনা ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়েছেন।"

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তাদের উক্ত দাবীটি সম্পূর্ন মনগড়া ও নবী বিদ্বেষী ভাব প্রকাশ করে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মেশকাত শরীফের কিতাবুল ফেতানের তাদের পেশকৃত উক্ত হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন সকল ফেতনা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামদের শুনিয়েছেন। এ কথাটি সঠিকই কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে এমন সকল বিষয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবায় বলেন নি বা বলা সম্ভবও নয় তাদের এ দাবীটি সম্পূর্ন মিথ্যা ও বানোয়াট কারণ বুখারী ও মেশকাত শরীফের بَدْءُ الْخَلْقِ শীর্ষক অধ্যায়ে উপরোক্ত হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর হাদীসের ন্যায় হযরত ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَا مًّا فَاَخْبَرَ نَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ .... نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

অর্থাৎ- হযরত ওমর (রাঃ) বলেন "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জায়গায় আমাদের সাথে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সূচনা থেকে সংবাদ দিচ্ছিলেন এমন কি বেহস্তবাসী দোযখ বাসীগন নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছে যাওয়া অবধি পরিব্যাপ্ত, যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদান করেন। যিনি ওসব বিষয় স্মরণ রাখতে পেরেছেন, তিনি তো স্মরণ রেখেছেন আর যিনি স্মরণ রাখতে পারেননি তিনি ভুলে গেছেন" (বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৪৫৩ নং পৃষ্ঠা ও মেশকাত শরীফের ৫০৬ নং পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) তদীয় উমদাদুল ক্বারী শরহে বুখারীর ১০ম খন্ডের ৫৪৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّهٗ اَخْبَرَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيْعِ اَحْوَالِ الْمَخْلُوْقَاتِ مِنْ اِبْتِدَ ائِهَا اِلٰى اِنْتِهَا ئِهَا وَفِى اِيْرَادِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَمْرٌ عَظِيْمٌ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ

অর্থাৎ- এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, একই অবস্থানে হুজুর আলাইহিস সালাম সৃষ্টি কুলের আদ্যোপান্ত যাবতীয় অবস্থার খবর দিয়েছেন এবং একই অবস্থানে থেকে এমন ব্যাপক বিষয়ে সংবাদ প্রদান করা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একটি বিরাট মোজেযা ছিল।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) তদীয় ফতহুলবারী শরহে বুখারী গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খন্ডের ৩৬৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

اَىْ اَخْبَرَنَا عَنْ مُبْتَدَاَ الْخَلْقِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ إِلٰى اَنْ اِنْتَهٰى

www.AmarIslam.com

الْاِخْبَارُ عَنْ حَالِ الْاِسْتِقْرَا رِفِى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .... اِيْرَادُ ذٰلِكَ كُلِّهٖ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ اَمْرٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টির শুরু থেকে একটি একটি করে সর্বশেষ জান্নাত ও জাহান্নামে অবস্থান করা পর্যন্ত বিস্তারিত বিষয় আমাদেরকে অবহিত করেছেন। এবং এ বিষয়টি তাঁর একটি বড় মোজেযা ছিল।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তদীয় "মেরকাত শরহে মেশকাত" গ্রন্থের ১১ তম খন্ডের ৪নং পৃষ্ঠায় বলেন-

دَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّهٗ اَخْبَرَفِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيْعِ اَحْوَالِ الْمَخْلُوْقَاتِ مِنَ الْمَبْدَاِ وَ الْمَعَادِ وَالْمَعَاشِ وَتَيْسِيْرُ اِيْرَادِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ أَمْرٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎঃ- এ হাদীস দ্বারা জানা যায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই অবস্থানে থেকে সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টির শুরু, জীবন যাপন এবং মৃত্যুর পর পূণর্জীবিত হওয়া বা পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছিলেন। এবং এ বিষয়টি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর একটি বড় মোজেযার অন্তর্ভুক্ত।

উপরোল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা সমূহের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই মজলিশ বা একটি অবস্থানে থেকে সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত এমনকি কিয়ামতের পর জান্নাত জাহান্নামে যাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের সংবাদ প্রদান করেছিলেন। এবং এটি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বড় মোজেযা ছিল। সুতরাং যারা এ বিষয়টি স্বীকার করতে চান না তারা কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অক্ষম নবী মনে করেন? (নাউযুবিল্লাহ)

শুধু তাই নয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় অল্প সময়ে বিশাল কোন কাজ সমাপন করা অন্য নবীদের জন্যও মোজেযা এবং রাসূলের সাহাবী ও ওলীদের জন্য কারামত ছিল যেমন-

(১) মেশকাত শরীফের "যিকরুল আম্বিয়া" শীর্ষক অধ্যায়ে ৫০৮ নং পৃষ্ঠায় বুখারী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-

خُفِّفَ عَلٰى دَاوٗدَ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَأْمُرُدَوَابَّهٗ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَءُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ اَنْ تُسْرَجَ ـ

অর্থাৎঃ- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হযরত দাউদ (আঃ)-এর জন্য

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোরআনকে (যবুর গ্রন্থ) এমনভাবে সহজ করে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি নিজ ঘোড়াকে জিন দ্বারা সজ্জিত করার হুকুম দিতেন আর ইত্যবসরে তিনি জিন পরানোর আগেই 'যবুর শরীফ' পড়ে ফেলতেন।

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় হাদীসের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মেরকাত শরহে মেশকাত" এর ১১ তম খন্ডের ২৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

قَالَ التُّورُ پُشْتِى يُرِيدُ بِالْقُرْاٰنِ الزَّبُورَ لِاَنَّهُ قَصَدَ اِعْجَازَهُ مِنْ طَرِيقِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَطْوِلُ الزَّمَانَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا يُطْوِى الْمَكَانَ لَهُمْ وَلِهٰذَا بَابٌ لَا سَبِيْلَ اِلَى اِدْرَاكِهِ اِلَّا بِالْفَيْضِ الرَّبَّانِى

অর্থাৎ- আল্লামা তুর পুশতী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসে "কোরআন" শব্দ বলে যুবর গ্রন্থকে বুঝানো হয়েছে। এবং এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য ইচ্ছা করেন (ক্ষুদ্র সময়কে) দীর্ঘ করে দেন। যেমন ভাবে তাদের জন্য স্থানকেও সংকুচিত করে দেন। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ফয়েজ ব্যতীত বুঝা সম্ভব নয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি মেশকাত শরীফের ৫০৮ নং পৃষ্ঠায় ১১ নং হাশীয়া বা পার্শ্ব টিকায়ও উল্লেখ আছে।

উক্ত মেরকাত গ্রন্থের ১১তম খন্ডের ২৭ নং পৃষ্ঠায় আরো বর্ণিত রয়েছে-

مَاحُكِىَ اَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ كَانَ يَبْتَدِئُ الْقُرْاٰنَ مِنْ اِبْتِدَاءِ قَصَدَ رُكُوبِهِ مَعَ تَحَقُّقِ الْمَبَانِى وَتَفَهُّمِ الْمَعَانِى وَيَخْتِمُهُ حِيْنَ وَضَعَ قَدَمَهُ فِى رِكَابِهِ الثَّانِى

অর্থাৎ- বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রাঃ) ঘোড়ায় আরোহন করার সময় পবিত্র কোরআন প্রথম থেকে পড়া শুরু করতেন দ্বিতীয় রেকাবে (পা দানিতে) পা রাখতে রাখতে কোরআনুল কারিম খতম করে ফেলতেন।

উক্ত পৃষ্ঠায় আরো বর্ণিত আছে-

وَقَدْ نَقَلَ مَوْلَانَا نُورُ الدِّينِ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ الْجَامِىُّ قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ الشَّامِىُّ فِى كِتَابِهِ نَفَحَاتُ الْاُنْسِ فِى حَضَرَاتِ الْقُدْسِ عَنْ بَعْضِ الْمَشَائِخِ اَنَّهُ قَرَاَ بِقُرْاٰنٍ حِيْنَ اِسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْاَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْاَسْعَدَ اِلَى حِيْنَ وُصُولِ مُحَاذَاتِ بَابِ الْكَعْبَةِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الشَّرِيْفَةِ وَالْقِبْلَةِ الْمُنِيْفَةِ وَقَدْ سَمِعَهُ اِبْنُ الشَّيْخِ شِهَابِ الدِّيْنِ السُّهْرَوَرْدِى مِنْهُ كَلِمَةً كَلِمَةً وَحَرْفًا حَرْفًا مِنْ اَوَّلِهِ اِلَى اٰخِرِهِ قَدَّسَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَسْرَارَهُمْ وَنَفَعَنَا بِبَرَكَةِ اَنْوَارِهِمْ

অর্থাৎ- আল্লামা নূরুদ্দীন আবদুর রহমান জামী (রহঃ) তদীয় "নাফহাতুল ইনস ফি হদরাতিল কদ্স" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, কোন কোন মাশায়েখ কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা হজরে আসওয়াদ এর ইস্তেলাম বা চুম্বন করার সময় থেকে কাবা ঘরের দরজা বরাবর পৌছতে এই অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ কোরআন শরীফ খতম করে ফেলতেন। হযরত ইবনে শেখ শিহাবুদ্দীন সরোয়ারদী (রহঃ) অক্ষরে অক্ষরে শব্দে শব্দে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কোরআন শরীফ পড়া শুনেছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহ দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য ঐ একই অবস্থানে থেকে সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনা করা অসম্ভব ছিল না। সুতরাং এখনো কি নবীর ইলমে গায়েব অস্বীকার কারী নবী বিদ্বেষীগন বলবে উহা নবীর জন্য অসম্ভব ছিল? আল্লাহ তাদের হেদায়াত দান করুন।

"বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৪৬ নং পৃষ্ঠায় 'খ' দিয়ে একটি হাদীসের বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ রয়েছে জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার পিতা কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন তোমার পিতা হুযাইফা অন্য একজন দাঁড়িয়ে অনুরূপ প্রশ্ন করলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন তোমার পিতা সালেম এ হাদীস প্রসঙ্গে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েব অস্বীকার কারীগন বলেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের পিতার নাম ইলমে গায়েবের মাধ্যমে বলেন নি। বরং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে সে সম্পর্কে অবগত করিয়ে ছিলেন।

তাদের উক্ত কথার জবাব

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের মাধ্যমেই উক্ত সাহাবীদের পিতার নাম বলেছিলেন। যা আল্লাহ পাক নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জানিয়ে ছিলেন। আর উক্ত জানানো বিষয়টি ছিল গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী অন্যএক সময় এক সাহাবীর অনুরূপ প্রশ্নে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন উত্তর দেননি বলে উক্ত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>এ ব্যাপারে আমাদের জবাব হল-</u> উক্ত সাহাবীর প্রশ্নের উত্তর না দেয়ায় নবী করীম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর না জানা প্রমাণিত হয় না। কারণ জানা থাকা এক বিষয় আর উত্তর দেয়া না দেয়া অন্য বিষয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ বিষয়ে জানা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন বিশেষ কারণে উত্তর দেননি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত আকায়েদ ও ফেকাহ শাস্ত্রের কিছু উদ্ধৃতির জবাব

১। বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৫১ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েবের বিপক্ষে শরহে আকায়েদে নসফীর নিম্নোক্ত এবারতটি উল্লেখ করা হয়েছে-

وَبِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ اَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَاسَبِيْلَ اِلَيْهِ لِلْعِبَادِ اِلَّابِاِعْلَامٍ مِنْهُ اَوْاِلْهَامٍ

অর্থাৎ- ইলমে গায়েব এমন বিষয় যা শুধু আল্লাহ তায়ালার মাঝে সীমাবদ্ধ। বান্দার ঐ পর্যন্ত পৌছার সুযোগ নেই, হ্যাঁ আল্লাহ তা'য়ালা ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে বান্দাদেরকে অবগত করলে তারা অবগত হয়।

এ প্রসঙ্গে আমাদের জবাব

শরহে আকায়েদে নসফীর উক্ত ইবারতের মাধ্যমে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের অস্বীকৃতি প্রকাশ পায় না বরং স্বীকৃতিরই প্রমাণ বহন করে। কারণ উক্ত এবারতে ইলমে গায়েবে জাতি বা সত্ত্বাগত ইলমে গায়েবকে আল্লাহর জন্য খাস করা হয়েছে। আতায়ী বা খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবকে অস্বীকার নয় বরং স্বীকার করে বলা হয়েছে, "আল্লাহ তায়ালা ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে গায়েব সম্পর্কে অবগত করলে তাঁরা জানতে পারেন"। আমাদের আকিদা বা বিশ্বাস তো ইহাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আতায়ী বা খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন। তিনি জাতি বা সত্ত্বাগত গায়েবের অধিকারী নন।

২। উক্ত বইয়ের ৫২ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইলমে গায়েবের বিপক্ষে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) শরহে ফেকাহ আকবরের নিম্নোক্ত ইবারতটি উল্লেখ করা হয়েছে-

ثُمَّ اِعْلَمْ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْلَمُوْا الْمُغَيْبَاتِ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّامَا عَلَّمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى....... قُلْ لَايَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ- জানা উচিত যে, নবীগন শুধু অদৃশ্যের ঐ সকল কথাকে জানেন, যেটা আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে সময় সময় অবহিত করেছেন। যারা এ কথা বলবে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর অদৃশ্যের জ্ঞান ছিল, তা হলে সে কাফির হবে। কেননা এটা স্পষ্টভাবে কোরআনের বিরোধী। কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, বলুন! আসমান ও জমিনে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না।

উপরোক্ত ইবারত প্রসঙ্গে আমাদের জবাব

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তার উক্ত ইবারতের মাধ্যমে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সত্ত্বাগত ভাবে ইলমে গায়েবের অধিকারীরূপে মেনে নেয়াটাকেই কুফর বলেছেন, যা ইলমে গায়েবে আতায়ী বা খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কেননা খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের কথা তো তিনিও ইবারতের শুরুতে স্বীকার করেছেন। এবং তাঁর যে সমস্ত ইবারত আমরা ইলমে গায়েবের সমর্থনে ইতিপূর্বে পেশ করেছি, সেখানে তিনি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পূর্বাপর যাবতীয় জ্ঞানের অধিকারীরূপে স্বীকার করেছেন। এমনকি তিনি তার মেরকাত গ্রন্থে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মোজেযা হিসেবে স্বীকার করেছেন। যেমন- তিনি বলেছেন-

اِخْبَارُ النَّبِيِّ بِالْغَيْبِ مُعْجِزَةٌ لَهٗ

অর্থাৎ- গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেয়া নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য মোজেযা স্বরূপ।

উক্ত ইবারতের শেষে ইলমে গায়েবের ব্যাপারে যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে ঐ আয়াতও প্রমাণ করে এখানে গায়েব বলতে জাতি বা সত্ত্বাগত গায়েবই নবীর জন্য সাব্যস্ত করাকে কুফরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে 'আল মুজাজে' জলীল এ উল্লেখ করা হয়েছে-

مَعْنَاهُ لَايَعْلَمُ الْغَيْبَ بِلَا دَلِيْلٍ اِلَّا اللّٰهُ اَوْبِلَا تَعْلِيْمٍ اَوْجَمِيْعَ الْغَيْبِ

অর্থাৎ- এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে বিনা দলীলে বা জ্ঞাত করানো ছাড়া কিংবা সম্পূর্ণ গায়েব খোদা ভিন্ন অন্য কেউ জানেনা।

৩। বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৫২নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইলমে গায়েবের বিপক্ষে "আল বাহরুর রায়েক" গ্রন্থের নিম্নোক্ত ইবরাতটি উল্লেখ করা হয়েছে-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَلَوْتَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَايَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَيَكْفُرُ لِاِعْتِقَادِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ

অর্থাৎ- যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সাক্ষী রেখে বিবাহ করে বিবাহ দুরস্ত হবে না এবং ঐ ব্যক্তি কাফির হবে, যেহেতু সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী মনে করেছে।

উক্ত ইবারত প্রসঙ্গে আমাদের জবাব

উক্ত ইবারতে যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলমে গায়েব জানেন, এটা বিশ্বাস করাকে কুফরী বলা হয়েছে। তা ইলমে গায়েবে জাতি বা সত্ত্বাগত ইলমে গায়েবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আতায়ী বা খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি তা না হয় তাহলে পূর্বে যে সমস্ত ইমামদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব জানেন বলে স্বীকার করেছেন। তারা কি সকলে কাফের ছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ)

উপরোক্ত 'বাহরুর রায়েকে' বর্ণিত মাসয়ালার ন্যায় দুররুল মোখতারের কিতাবুন নিকাহতে উল্লেখ আছে- (উক্ত বিষয়ে বিভ্রান্তির অবসান বইয়ে ও ইঙ্গিত করা হয়েছে)

تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِشَهَادَةِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لَمْ يَجُزْ بَلْ قِيْلَ يَكْفُرُ

অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলকে সাক্ষী করে বিবাহ করলো, এটা না জায়েয, বরং বলা হয়েছে যে, সে কাফির হয়ে যাবে।

এ ইবারতের প্রেক্ষাপটে আল্লামা শামী "তা'তারখানিয়া" গ্রন্থ থেকে নিম্ন বর্ণিত অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন-

وَفِى الْحُجَّةِ ذُكِرَفِى الْمُلْتَقَطِ لَايَكْفُرُلِاَنَّ الْاَشْيَاءَ تُعْرَضُ عَلٰى رُوْحِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَاَنَّ الرُّسُوْلَ يَعْرِفُوْنَ بَعْضَ الْغَيْبِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّامَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ قُلْتُ بَلْ ذَكَرُوْا فِىْ كُتُبِ الْعَقَائِدِ اَنَّ مِنْ جُمْلَةِ كَرَامَاتِ الْاَوْلِيَاءِ اَلْاِطِّلَاعُ عَلٰى بَعْضِ الْمُغَيَّبَاتِ

অর্থাৎ ঃ- 'মুলতাকাত' গ্রন্থে আছে যে, সে ব্যক্তি কাফির হবে না। কেননা সমস্ত বস্তু বা বিষয় হুজুর আলাইহিস সালামের রূহ পাকের কাছে পেশ করা হয়। আর রাসূলগন আংশিকভাবে অদৃশ্য বিষয়াদি জ্ঞাত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন "পছন্দনীয়

www.AmarIslam.com

রাসূল ছাড়া কারো নিকট তাঁর নিজের অদৃশ্য বিষয়াদি প্রকাশ করেন না" আমি বলছি, আকাইদের কিতাব সমূহে উল্লেখ আছে যে, কোন কোন অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়াও আল্লাহর ওলীগনের অন্যতম কারামত হিসেবে গন্য।

আল্লামা শামী (রহঃ) المرتدين শীর্ষক অধ্যায়ে মাসয়ালায়ে বাযযাযিয়া (যে মাসয়ালার ব্যাপারে বিভ্রান্তির অবসান বইয়েও ইঙ্গিত রয়েছে) -এর উল্লেখ করার পর বলেছেন-

حَاصِلُهُ اَنَّ دَعْوَى الْغَيْبِ مُعَارِضَةٌ لِنَصِّ الْقُرْاٰنِ يَكْفُرُبِهَا اِلَّا اِذَا اَسْنَدَ ذٰلِكَ صَرِيْحًا اَوْدَلَالَةً اِلٰى سَبَبٍ كَوَحْىٍ اَوْاِلْهَامٍ

অর্থাৎ ঃ- সারকথা হলো ইলমে গায়েবের দাবী করাটা কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী এবং এর ফলে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এটাকে সুস্পষ্টভাবে বা রুপক ভাবে ইলমে গায়েব অর্জনের উৎস যেমন ওহী কিংবা ইলহাম প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত করা হয়, তাহলে কোরআনের আয়াতের পরিপন্থী হবে না।

"মাআদেনুল হাকায়েক" শরহে কনযুদ দাকায়েক ও "খাযানাতুর রিওয়ায়াত" কিতাবে উল্লেখিত আছে-

وَفِى الْمُضْمَرَاتِ وَالصَّحِيْحُ اَنَّهٗ لَايَكْفُرُ لِاَنَّ الْاَنْبِيَاءَ يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِمُ الْاَشْيَاءُ فَلَايَكُوْنُ كُفْرًا

অর্থাৎ ঃ- মুযমারাত' গ্রন্থে আছে সঠিক মত হলো সে ব্যক্তি কাফির হবে না। কেননা নবীগন অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত। তাদের কাছে বস্তু বা বিষয় সমূহ পেশ করা হয়। সুতরাং তা কুফর হিসেবে গন্য হবে না।

উল্লেখিত এ সমস্ত ইবারত থেকে বোঝা গেল যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের আকীদা পোষন করার উপর কুফরী ফতোয়া দেয়াটা ভুল। বরং ফকীহগনও এ আকীদা পোষন করেন যে, হুজুর আলাইহিস সালামকে ইলমে গায়েব দেয়া হয়েছে।

গাঙ্গুহী সাহেবের ফতোয়ার জবাব

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৫৩ নং পৃষ্ঠায় ইলমে গায়েব এবং ইয়া রাসূলাল্লাহ বলে ডাকার ব্যাপারে গাঙ্গুহী সাহেবের একটি ফতোয়া উল্লেখ করা হয়েছে- তার সারসংক্ষেপ হলো ইল্‌মে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারো নেই। আর যখন আম্বিয়াদের ইল্‌মে গায়েব নেই, সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ বলাও জায়েজ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

হবে না।

উক্ত ফতোয়ার ব্যাপারে আমাদের জবাব

প্রথমতঃ গাঙ্গুহী সাহেবের উক্ত ফতোয়া গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ ঈদে মীলাদুন্নবী ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব অস্বীকারকারী বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের লেখক গন যে, দেওবন্দী মতাদর্শের অনুসারী সে মতাদর্শের অন্যতম জনক হলো উক্ত ফতোয়া প্রদানকারী গাঙ্গুহী সাহেব।

সুতরাং নিজস্ব মতাদর্শ বা আক্বীদার অনুকুলে নিজস্ব মুরুব্বিদের দ্বারা দলীল প্রদান করলে তা গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। পিতার পক্ষে পুত্র বা পুত্রের পক্ষে পিতা সাক্ষী দিলে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে এটা সকলেরই জানা আছে। সুতরাং তাদের উক্ত দাবীর স্বপক্ষে সর্বজন স্বীকৃত কোন আলেমের ফতোয়া বর্ণনা করলে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যেত।

দেওবন্দী মতাদর্শের জনক উক্ত গাঙ্গুহী সাহেব শুধু রাসূলের ইলমে গায়েব ও ইয়া রাসূলাল্লাহ বলার ব্যাপারেই ফতোয়া বাজী করেন নি বরং তিনি আরো বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বিভ্রান্তিকর ফতোয়া প্রদান করেছেন। নমুনা স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা হল-

১। পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একমাত্র "রাহমাতুল্লীল আলামীন" বলে ঘোষনা দিয়েছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেন-

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ "হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি একমাত্র আপনাকেই সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি"।

অথচ উক্ত গাঙ্গুহী সাহেব বলেন। "রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন" শুধু মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একা নন। আরো অনেক নবী, অলি এবং আলেমগণ "রাহমাতুল্লিল আ'লামীন" হতে পারেন। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া-১০৪ নং পৃঃ)।

২। গাঙ্গুহী সাহেবের মতে, যদি কোন ব্যক্তি কোন সাহাবী (রাঃ) কে কাফের বলে- তাহলে সে ব্যক্তি সুন্নী জামাত তথা ইসলামের সঠিক দলের বহির্ভূত হয়না। (অর্থাৎ সে সঠিক মুসলমানই থাকবে।) ((ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং-১৩৮)।

অথচ শরিয়তের বিধান হচ্ছে কোন মুসলমানকে যদি কেহ বিনা কুফুরীতে কাফের বলে, তা হলে সে নিজেই কাফের হয়ে যায়। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) দেরকে কেহ কাফের বললে সে কি হবে? প্রিয় পাঠক মহল! আপনারাই বিচার করুন।

৩। মিথ্যা বলা আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। (ইচ্ছা করলে আল্লাহ্‌ মিথ্যা কথা বলতে পারেন) কেননা তিনি সর্বশক্তিমান (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা নং ৯৭)।

গাঙ্গুহী সাহেবের এ উক্তিকে সমর্থন করে সাবেক ধর্মমন্ত্রী ও বর্তমান ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা, দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়ুয়া, মুফতী ওয়াক্কাস আলী সাহেব ১৯৮৮ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত "সাপ্তাহিক মেঘনা" পত্রিকায় ঃ- (পত্রিকার পক্ষ হতে গাঙ্গুহী সাহেবের "আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারেন" এ উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে- তার উওরে) বলেন- "আল্লাহ ইচ্ছা করলে পারেন।" (নাউযুবিল্লাহ) তিনি আরও বলেন- "আল্লাহ্‌ তায়ালা মিথ্যা বলতে পারেন। তবে বলেন না।" (নাউযুবিল্লাহ)

৪। ওরশ ও মীলাদ মাহফিলে শরিয়তের পরিপন্থী কোন কাজ না হলেও উহা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ উহা হারাম। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, -১১৫ নং পৃষ্ঠা)।

৫। প্রচলিত ফাতেহা (সুরা ফাতেহা শরীফ, চার কুল ও কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়ে মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি সওয়াব পৌছানো)- পাঠ করা বিদ'আত (নিকৃষ্ট কাজ) এবং হিন্দুদের পুঁজার মতো। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, -১১৫ নং পৃষ্ঠা)।

৬। ওরশের দিন আওলিয়া কেরামদের মাজার যেয়ারত করতে যাওয়া হারাম। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, -৫৫৫ নং পৃষ্ঠা)।

৭। মহরম মাসে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের আলোচনা করা যদিও বিশুদ্ধ বর্ণনার দ্বারা হয়, এবং এ উপলক্ষ্যে বিনামুল্যে শরবত, দুধ ইত্যাদি পান করানো সব না জায়েজ। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃষ্ঠা নং ১৩৯)।

শুধু তাই নয় বর্তমান সময়ের বাতিল ফেরকার মধ্যে অন্যতম হল মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর প্রতিষ্ঠিত ওহাবী ফেরকা। যে ফেরকা সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফতোয়ার কিতাব "ফতোয়ায়ে শামীর" বাবুল বোগাতে বলা হয়েছে)

كَمَا وَقَعَ فِىْ زَمَنِنَا فِىْ اَتْبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ
نَجْدٍ وَتَغَلَّبُوْا عَلَى الْحَرَمَيْنِ- وَكَانُوْا يَنْتَحِلُوْنَ اِلَى الْحَنَابِلَةِ
لٰكِنَّهُمْ اِعْتَقَدُوْا اَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَنَّ مَنْ خَالَفَ اِعْتِقَادَهُمْ
مُشْرِكُوْنَ وَاِسْتَبَاحُوْا بِذٰلِكَ قَتْلَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَا
ئِهِمْ-

অর্থাৎ- "যেমন বর্তমান যুগে আবদুল ওহাবের অনুসারীদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

এরা নজদ হতে আত্ম প্রকাশ করে মক্কা ও মদিনা শরীফের উপর বিজয়ী হয়েছিল। এরা নিজেদেরকে হাম্বলী বলে দাবী করত। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতো যে, তারাই একমাত্র মুসলমান এবং তাদের আক্বীদার বিরুদ্ধাচরন কারীগণ মুশরিক। এ জন্য তারা আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মুসলমানদিগকে এবং ওলামাদিগকে হত্যা করা হালাল মনে করতো।"

২। বাংলাদেশের সমস্ত মাদ্রাসায় উসূলে ফিকাহর পাঠ্য কিতাব হিসেবে "নূরুল আনোয়ার" নামক কিতাব পড়ানো হয়। উক্ত কিতাবের ২৫১ নং পৃষ্ঠায় ১৩ নং হাশিয়ায় ওহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

نَحْوِ هِمْ كَالْوَهَابِى اَلْمُنْكِرُ الشَّفَاعَةَ–

অর্থাৎ- তাদের মতো (রাফেজী, খারেজী ও মোতাজেলা ইত্যাদি বাতিল ফেরকার মতো) ওহাবী সম্প্রদায়ও একটি পথভ্রষ্ট দল -যারা রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাফায়াতকে অস্বীকার করে।

৩। তাফসীরে সাবীর তৃতীয় খন্ডের ২৮৮ নং পৃষ্ঠায়ও ওহাবী সম্প্রদায়কে খারেজীদের অন্তর্ভূক্ত একটি পথভ্রষ্ট দল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

এমনকি দেওবন্দের অনেক আলেমও ওহাবী সম্প্রদায়কে ফেরকায়ে বাতেলা বা পথ ভ্রষ্ট দল হিসেবে জানেন যেমন-

১। দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত "আকায়েদে ওলামায়ে দেওবন্দ" নামক কিতাবের ১১ নং পৃষ্ঠায় ওহাবী ফেরকা সম্পর্কে বলা হয়েছে- "আমাদের নিকট ওহাবী ফেরকার হুকুম উহাই- যাহা আল্লামা শামী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তারা একটি অত্যাচারী খারেজী দল। এরা অন্যায়ভাবে মক্কা শরীফের ইমামদের উপর হামলা করেছিল। তারা ইসলামের এমন এক ব্যাখ্যা বাহির করেছিল- যার দরুন তারা ইমামকে কতল করা ওয়াজিব মনে করতো। উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে তারা আমাদের (আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআত) লোকদের জান মাল হালাল মনে করতো এবং আমাদের স্ত্রী লোকদিগকে বাদী বানাইতো।"

২। দেওবন্দ মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস হুসাইন আহমদ মাদানী ছাহেব তার "আস সিহাবুস সাকিব" নামক কিতাবে ওহাবীদের সম্পর্কে লিখেছেন- "মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর ওহাবী মতবাদ আরবের নজদ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শুরু হয়। তারা এমন বাতিল আক্বীদা পোষণ করতো যার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের হত্যা করতো এবং তাদের ধন সম্পদকে গণীমত ও হালাল মনে করতো এমনকি তাদেরকে হত্যা করা সওয়াব ও রহমতের কাজ মনে করতো।"

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পরে গেল, আজ থেকে প্রায় ৫/৬ বছর পূর্বে কুমিল্লা জেলার মুরাদ নগর থানার অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি খারেজী মাদ্রাসার মোহতামীম মাওঃ আলতাফ সাহেব যিনি দেওবন্দের ফারেগ ও হাফিজ্জী

হুজুরের খলিফা ছিলেন। তার নেতৃত্বে প্রায় ২০/২৫ জন খারেজী আলেমের সাথে ঐ এলাকার একটি মসজিদে আমার মুনাজারা হয়েছিল। সেখানেও তারা সকলে স্বীকার করেছিলেন ওহাবী ফেরকা একটি গোমরা বা পথ ভ্রষ্ট দল।

এ ওহাবী সম্প্রদায় সম্পর্কে গাঙ্গুহী সাহেবের ফতোয়া হল নিম্নরূপ-

محمد بن عبد الوهاب كو لوگ وهابى كهتے هيں وه اچها
ادمى تها سنا هے كه مذهب حنبلى ركهتا تها اور عامل
بالحديث تها بدعت وشرك سے روكتا تها–

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবকে লোকেরা ওহাবী বলে। তিনি ভাল ছিলেন। হাদীস অনুযায়ী আমল করতেন এবং বিভিন্ন বিদআতী ও শিরকী কাজ বন্ধ করতেন। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া পৃঃ নং-২৮০) তিনি আরো বলেন-

محمد بن عبد الوهاب كے مقتديوں كو وهابى كهتے هيں
ان كے عقائد عمده تهے–

মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাবের অনুসারীদেরকে ওহাবী বলা হয়। তাদের আক্বীদা খুব ভাল ছিল। (ফতোয়ায়ে রশীদিয়া, পৃষ্ঠা নং-২৮০)

সুতরাং গাঙ্গুহী সাহেবের উপরোক্ত ফতোয়া দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি ওহাবী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অতএব একজন ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী আলেমের ফতোয়া কি গ্রহনযোগ্য হতে পারে? সম্মানিত পাঠক বৃন্দ আপনারাই এ বিষয়ে চিন্তা করে বলুন।

দ্বিতীয়ত ঃ গাঙ্গুহী সাহেব তার উক্ত ফতোয়ায় যে তিনটি আয়াত রাসূলের ইলমে গায়েবের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন তা হল যথা-

১। وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

২। قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

৩। لَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা বিস্তারিত ভাবে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ হল উক্ত আয়াত সমূহে জাতি বা সত্ত্বাগত গায়েবকে আল্লাহর জন্য খাস করা হয়েছে। যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেনা। আতায়ী বা খোদা প্রদত্ত গায়েবকে অন্যদের জন্য অস্বীকার করা হয়নি। সুতরাং রাসূলের জন্য খোদাপ্রদত্ত ইলমে গায়েব সাব্যস্ত করলে শিরক হবে না। গাঙ্গুহী সাহেব নিজেও তার উক্ত ফতোয়ায় স্বীকার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

করে বলেছেন (গায়েবের) যে বিষয় আল্লাহ তায়ালা তার কোন মাকবুল বান্দাকে ওহী কিংবা কাশফের মাধ্যমে জানিয়ে দেন, তখন এটা তাদের জ্ঞাত হয়ে যায়।" (বিভ্রান্তির অবসান, ৫৩ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

রাসূলের ইলমে গায়েব অস্বীকারকারী গাঙ্গুহী সাহেবের ভক্তরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব অস্বীকার করলেও তারা নিজ মুরুব্বী গাঙ্গুহী সাহেবের ইলমে গায়েব সংক্রান্ত কারামত বর্ণনায় পিছ পা হয় নি। শুনুন তার সে কারামতের কথা- যা মাওঃ আবুল খায়ের মুহাম্মদ সিদ্দিকী সাহেবের সংকলন ও সম্পাদনায় এবং সোলামানিয়া বুক হাউজ ও নোমানীয়া কোরআন মহল কর্তৃক পরিবেশিত "আদি ও আসল নেয়ামুল কোরআন" নামে প্রকাশিত কিতাবের ৩৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে, তা হুবহু বর্ণনা করলাম-

"হযরত মওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী ছিলেন পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও শীর্ষস্থানীয় ওলী-আল্লাহ্। তাঁহার বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় একটি প্রকান্ড কুঁয়া ছিল। উহার পানি ছিল সুমিষ্ট। সকলে উহার পানি পান এবং ওজু-গোসলের কাজে ব্যবহার করিত। একবার বিশ্ববিখ্যাত দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মওলানা কাসেম (রঃ) হযরত মওলানা রশীদ আহ্মদ গংগুহীর বাড়ীতে আগমন করিলেন। এক পর্যায়ে হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব পিপাসা অনুভব করিলেন। এমতাবস্থায় বহির্বাটিস্থ ঘরের বারান্দায় একটি মাটির লোটার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। উহা ছিল সম্পূর্ণ নতুন, ইতিপূর্বে উহা কখনও ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। যাহা হউক, নিকটে অন্য কোন পাত্র না পাইয়ায় তিনি ঐ লোটার সাহায্যে উক্ত কুয়া হইতে পানি উঠাইয়া পিপাসা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে সমান্য পরিমাণ মুখে দিয়াই উহাতে অত্যন্ত তিক্ততা অনুভব করিলেন। অথচ ঐ কুঁয়ার পানি সুমিষ্ট ও সুপেয় বলিয়া বিখ্যাত। মওলানা কাসেম সাহেবের মুখে পানি তিক্ত অনুভূত হওয়ার কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল যে, ঐ পানিত তিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু হযরত মওলানা কাসেমের মত বুজুর্গ ব্যক্তি ত অবাস্তব কথা বলিতে পারেন না। মোটকথা, সকলেই বিস্মিত হইয়া ইহার রহস্য অবগত হওয়ার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত মওলানা রশীদ আহ্মদ সাহেব অন্দর বাড়ী হইতে বাহিরে আসিলে মাওলানা কাসেম সাহেব কুঁয়ার পানি তিক্ত লাগার বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন। তিনি তখন বলিলেন, আমার এই কুঁয়ার পানিত তিক্ত নয়, বরং সুমিষ্ট। আচ্ছা, কোন্ পাত্রে করিয়া আপনি পানি পান করিয়াছিলেন? মাওলানা কাসেম সাহেব তখন লোটাটি তাঁহার সামনে হাজির করিলেন। তাহার পান করার পর লোটায় কিছু পানি অবশিষ্ট ছিল। হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ সাহেব নিজে উহা হইতে সামন্য

পানি মুখে দিয়া অনুভব করিলেন যে, সত্যই পানি তিক্ত। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি বলিলেন, যে পানি লোটায় আছে, উহাসহ লোটাটিকে এক স্থানে রাখিয়া দেওয়া হউক। অতঃপর জোহ্রের নামাজান্তে তিনি সকল মুছল্লীকে কিছুক্ষণ কালেমা-তাইয়েবা পাঠ করার হুকুম দিলেন। তিনি নিজে ও সকলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ যাবত কালেমা পাঠে প্রবৃত্ত রহিলেন। অতঃপর তিনি মোনাজাত আরম্ভ করিয়া দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাকুতি-মিনতির সহিত দোয়া করিলেন।

মোনাজাত শেষ করিয়া তিনি ঐ লোটাটি আনাইয়া নিজে কিছু পানি পান করিলেন এবং উপস্থিত সকলকে ও কিছু কিছু পান করাইলেন আল্লাহ্র অপরিসীম কুদ্রত। এবার সকলের মুখেই পানি সুমিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইল। ইহাতে সকলের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল এবং সকলেই রহস্য জানার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহ্মদ সাহেব তখন বলিলেন-এই লোটা যে জায়গার মাটি দ্বারা তৈরি করা হইয়াছে, সেইখানে একটি কবর আছে এবং ঐ কবরের মুরদার উপর আজাব হইতেছিল, সেই কারণেই এই লোটার সাহায্যে তোলা পানি তিক্ত অনুভূত হইয়াছে। তবে, আমরা যে এতক্ষণ কালেমা-তাইয়েবা পাঠ করিলাম ও উহার সাওয়াব সেই মুরদারের রূহের উদ্দেশ্যে বখশাইয়া দেওয়া হইল, ইহার বরকতে আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করিয়া তাহার কবর-আজাব মাফ করিয়া দিয়াছেন। ফলে লোটার সেই তাছির দূর হইয়া গিয়াছে এবং উহার পানির তিক্ততা মিষ্টতায় পরিণত হইয়া গিয়াছে"।

উক্ত কারামত থেকে নিম্নোক্ত গায়েব (অদৃশ্য জ্ঞান) বের হয়-

১। লোটা একটি কবরের মাটি দ্বারা বানানো হয়েছে।

২। উক্ত কবরোস্থ ব্যক্তির আযাব হচ্ছে।

৩। ঐ আযাবের কারণে লোটার পানি তিক্ত হয়েছে।

৪। কালেমা তৈয়্যবার বরকতে উক্ত ব্যক্তির আযাব মাফ হয়েছে। ফলে লোটার ঐ তাছির দূর হয়েছে ইত্যাদি।

সুতরাং এখন বুঝে দেখুন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব স্বীকার করলে শিরক হয়। আর তাদের মুরুব্বীদের জন্য গায়েবের ইল্‌ম স্বীকার প্রচার করা ঈমানের টুকরা। এ আবার কেমন বিচার? আল্লাহ বিরোধীদের সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমীন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\))
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির -নাজির

প্রাথমিক কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অসংখ্য মুজিযা দান করেছেন। এর মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যতম একটি মুজিযা হলো হাজির নাজির হওয়া। হাজির শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো উপস্থিত নাজির শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দর্শক, চোখের মনি ও দৃষ্টি ইত্যাদি।

যতদূর আমাদের দৃষ্টি কার্যকরী হয়, ততদূর পর্যন্ত আমরা হলাম 'নাজির"। আর যে স্থান পর্যন্ত আমরা সক্রিয়রূপে তৎপর হতে পারি সে পর্যন্ত আমরা হাজির'। আসমান পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি কার্যকরী হয়ে থাকে, তাই সে পর্যন্ত আমরা 'নাজির' অর্থাৎ দর্শনকারী; কিন্তু সে স্থান পর্যন্ত আমরা 'হাজির' নই, কেননা ততদূর আমরা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারি না। যে কক্ষে বা ঘরের মধ্যে আমরা বিদ্যমান আছি, সেখানে আমরা 'হাজির'। কেননা সে স্থানে সক্রিয় হতে পারি। যদি কারো সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি 'হাজির-নাজির' এ কথাটির শরয়ী পারিভাষিক অর্থ হলো-তিনি পুতপবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন পুণ্যাত্মা, যিনি এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র পৃ-থিবীকে স্বীয় হাতের তালু দেখার মত স্পষ্টই দেখতে পান, নিকট ও দূরের আওয়াজ শুনতে পান; কিংবা এক মুহূর্তে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন, এবং হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থানকারী সাহায্য প্রার্থীদের সাহায্য করেন। এ পরিভ্রমণ কেবল রূহানীও হতে পারে, বা 'জিসমে-মিছালী' সহকারেও হতে পারে; অথবা কবরস্থ বা অন্য কোন জায়গায় বিদ্যমান শরীরের সাহায্যেও সংঘটিত হতে পারে।

উপরোক্ত বিষয় গুলোকেই বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

নিম্নে আমি পবিত্র কুরআন-হাদীস ও ওলামায়ে কেরামের উক্তি সমূহের মাধ্যমে প্রমাণ করব যে, উপরোক্ত বিষয় তথা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির নাজির হতে পারেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। ইনশা আল্লাহ তা'য়ালা।

পবিত্র কুরআনের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির -নাজির।

১। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন:

* يَآ اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

(সুরা আহযাব, আয়াত নং-৪৫)

অর্থাৎ- আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করে বলেন - হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী হিসেবে (আপনার উম্মতের আমলের ব্যাপারে) সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে।

এ আয়াতের شَاهِدً (সাক্ষী) শব্দ থেকে বুঝা যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজের ও নাজের অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাবলে প্রত্যেক উম্মতের কাছে উপস্থিত এবং তাদের ভাল মন্দ সকল কাজ দেখেন- অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা মুনাওয়ারা বা তাঁর নিজ স্থান থেকেই সকল উম্মতের ভাল মন্দ সমস্ত কাজ দেখতে পারেন। কারণ সারা পৃথিবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য এত সংকোচিত করে দেয়া হয়েছে, যেমন হাতের তালুর মত দেখেন।

যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সমস্ত উম্মতের আমল না দেখতে পান তাহ-লে তিনি কিভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সাক্ষী দিবেন? কারণ কোন বিষয়ের সাক্ষী দেয়ার জন্য ঐ বিষয়ে সাক্ষীদাতার উপস্থিত থাকা ও উহা দেখা শর্ত। অন্যথায় তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে আবু সউদ, তাফসীরে রুহুল মায়ানী ও তাফসীরে জুমালে উল্লেখ করা হয়েছে -

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى مَنْ بُعِثْتَ اِلَيْهِمْ تُرَاقِبُ اَحْوَا لَهُمْ وَتُشَاهِدُ اَعْمَا لَهُمْ وَتَتَحَمَّلُ مِنْهُمُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ وَسَائِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدٰى وَالضَّلَالِ وَتُؤَدِّيْهَا يَوْمَ الْقِيَا مَةِ اَدَاءً مَقْبُوْلاً فِيْمَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ :-যাদের প্রতি আপনাকে রাসূল করে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের সকলের জন্য আমি আপনাকে শাহিদ (হাজির ও নাজির) করে পাঠিয়েছি। আপনি তাদের অবস্থাদি পর্যবেক্ষন করেন, তাদের আমল সমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদের অবস্থাদি বিষয়ে আপনি তাদের সাক্ষী যা তাদের দ্বারা প্রকাশ পায়। (আল্লাহ ও রাসূলের) সত্যায়ন ও মিথ্যা প্রতিপাদন এবং হিদায়াত ও গোমরাহীর অপরাপর সে সকল বিষয়ে যার উপর তারা রয়েছে। আপনি এ সাক্ষ্য কিয়ামতের দিন ঐ সকল বিষয়ে আদায় করবেন যা তাদের জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর হবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে বায়যাবী, তাফসীরে মাদারিক ও তাফসীরে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জালালাইনে উল্লেখ করা হয়েছে -

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى مَنْ بُعِثْتَ إِلَيْهِمْ

অর্থাৎ- যাদের প্রতি আপনাকে রাসূল করে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের সকলের জন্য আমি আপনাকে শাহিদ (হাজির ও নাজির) করে পাঠিয়েছি।

এ সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সকলের জন্যে হাজির ও নাজির যাদের প্রতি তাঁকে রাসূল করে প্রেরণ করা হয়েছে। এখন এটা দেখতে হবে যে, তিনি কাদের প্রতি রাসূল হিসেবে তাশরীফ এনেছেন এ প্রসঙ্গে স্বয়ং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন- أُرْسِلْتُ إِلَى الخلق كافة আমি কুল মাখলুকাতের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (মুসলিম শরীফ) সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁর দৃষ্টি কিংবা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন। شَاهِدٌ (শাহেদ) শব্দের অর্থ যে উপস্থিত তা কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারাও বুঝা যায়। যেমন- وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ

অর্থাৎ- শপথ উপস্থিত ও উপস্থাপিতের (সূরা বুরুজ আয়াত নং ৩)

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ

অর্থাৎ :- তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর নিকট মৃত্যু এসেছিল। (সূরা বাকারা আয়াত নং-১৩৩) আমরা জানাজার নামাযে দোয়া পড়ি সেখানেও "শাহেদ" শব্দের অর্থ উপস্থিত। যেমন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا الخ

অর্থাৎ ঃ- হে আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের মধ্যে যারা জীবিত ও মৃত এবং যারা উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করে দিন।

شَاهِدٌ (শাহেদ) শব্দের মাসদার হলো اَلشَّهَادَةُ (শাহাদাতু) বা اَلشُّهُوْدُ (শুহুদ) এবং উভয়টির অর্থ হাজির ও নাজির হওয়া। যেমন ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রাহঃ) তদীয় "মুফরাদাত" গ্রন্থের ২৬৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

اَلشُّهُوْدُ وَالشَّهَادَةُ الْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ إِمَّا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيْرَةِ

অর্থাৎ ঃ- 'শুহুদ ' ও 'শাহাদাতের অর্থ হলো দৃষ্টি কিংবা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে নাজির (প্রত্যক্ষকারী) হওয়ার সাথে সাথে হাজির (উপস্থিত) হওয়া।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২) وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ- আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

অন্যত্র বলা হয়েছে- وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

অর্থাৎ- আমার রহমত প্রত্যেক কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। বোঝা গেল যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ্ব চরাচরের জন্য রহমত স্বরূপ এবং 'রহমত' সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সুতরাং, সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন হুযুর আলাইহিস সালাম। স্মরণ রাখা দরকার যে, মহা প্রভূ আল্লাহর শান হচ্ছে- তিনি 'রাব্বুল আলামীন' (বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রতিপালক), আর প্রিয় হাবীবের শান হচ্ছে -তিনি 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' (বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রতি রহমত স্বরূপ)। স্পষ্টই প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহ যা'র প্রতিপালক, হুযুর আলাইহিস সালাম হচ্ছেন তার প্রতি রহমত স্বরূপ।

(৩) مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ

অর্থাৎ- হে মাহবুব! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা আল্লাহর অভিপ্রেত নয় যে, আপনি তাদের মধ্যে থাকাকালে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

অর্থাৎ- খোদার মর্মন্তুদ শাস্তি তারা পাচ্ছে না এজন্য যে, আপনি তাদের মধ্যে রয়েছেন। আর, সাধারণ ও সর্বব্যাপী আযাব তো কিয়ামত পর্যন্ত কোন জায়গায় হবে না। এ থেকে জানা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সালাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গায় বিদ্যমান থাকবেন। এ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' বলা হয়েছে, হুযুর আলাইহিস সালাম প্রত্যেক পুণ্যাত্মা ও প্রত্যেক পাপীর সাথে বিদ্যমান আছেন। এর বিশদ বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَاعْلَمُوْا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ

তোমরা জেনে রেখো, তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরাজমান। এখানে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করা হয়েছে, অথচ তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করতেন। সুতরাং, স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হুযুর আলাইহিস সাল-াম সে সব জায়গায়ও তাঁদের কাছে আছেন।

(৪) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ

অর্থাৎ- হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রভূ হস্তী বাহিনীদের কি অবস্থা করেছেন?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(৫) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

অর্থাৎ- হে মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক 'আদ' নামক জাতির সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছেন?

'আদ' জাতি ও হস্তীবাহিনীর ঘটনাবলী হুযুর আলাইহিস সালামের আবির্ভাবের আগেই সংঘটিত হয়েছিল, অথচ বলা হচ্ছে- اَلَمْ تَرَ (আপনি কি দেখেননি?) অর্থাৎ- আপনি দেখেছেন। এতে কেউ আপত্তি উথাপন করে বলতে পারে যে, কুরআন করীমে কাফিরদের প্রসঙ্গেও তো বলা হয়েছে اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ তারা কি দেখেনি, আমি তাদের আগে কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কাফিরগণ তাদের আগেকার কাফিরদের ধ্বংস হতে দেখেনি; তবুও আয়াতে বলা হয়েছে-'তারা কি দেখেনি'? সুতরাং, আপনি কি দেখেন নি?" এ উক্তি থেকে সচক্ষে দেখান ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় না। এর উত্তর হচ্ছে- এ আয়াতে আগেকার কাফিরদের ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ, বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ী ও ধ্বংসাবশেষ দেখার কথাই বলা হয়েছে। মক্কার কাফিরগণ যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার সময় সে সব স্থান সমূহের পার্শ্ব দিয়ে যাতায়াত করতো, সেজন্য বলা হয়েছে, 'এসব লোক ওসব ধ্বংসাবশেষ দেখে কেন শিক্ষা গ্রহণ করে না?' হুযুর আলাইহিস সালাম তো দৃ-শ্যতঃ না পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন, না 'আদ' জাতি ও অন্যান্যদের বিধ্বস্ত দেশ সমূহ বাহ্যিকভাবে দেখেছেন। তাই, তাঁর ক্ষেত্রে স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে তাঁর নূরে নবুয়াতের মাধ্যমে দেখার কথাই বলা হয়েছে।

(৬) কুরআন শরীফের অনেক জায়গায় اِذْ উক্ত হয়েছে, যেমন

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ

(যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন)

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ (যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্বজাতির উদ্দেশ্যে বললেন .... ইত্যাদি। তাফসীরকারকগণ এসব জায়গায় اُذْكُرْ (ঐ ঘটনাটি স্মরণ করুন।) শব্দটি উহ্য আছে বলে মত পোষণ করেন। লক্ষ্যণীয় যে "স্মরণ করুন" -এ কথা দ্বারা সে সব বিষয় বা ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যা' সংঘটিত হতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু কালক্রমে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ নেই। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিগত ঐ সমস্ত ঘটনাবলী হুযুর আলাইহিস সালাম

অবলোকন করেছেন। 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' উল্লেখ আছে যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের সমস্ত ঘটনাবলী হুযুর আলাইহিস সালাম প্রত্যক্ষ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। কেউ আরও একটি আপত্তি উথাপন পূর্বক বলতে পারে যে, কুরআন শরীফে বনী ইসরাইলকেও তো وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে ফিরাউনের বংশধরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছিলাম)। আয়াতের মধ্যে সম্বোধন করা হয়েছে। হুযুর আলাইহিস সালামের যুগের ইহুদীগণ কি উক্ত আয়াতে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় বিদ্যমান ছিল? কিন্তু তাফসীরকারকগণ এখানেও اُذْكُرْ (স্মরণ কর) শব্দ উহ্য আছে বলে স্বীকার করেন। এর উত্তর হবে যে, সমস্ত বনী ইসরাইলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানা ছিল, তারা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছিল। সেজন্য তাদের জানা ঘটনাবলীর দিকেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হুযুর আলাইহিস সালাম না কারো কাছ থেকে লেখাপড়া শিখেছেন, না ইতিহাসের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছেন, না কোন ইতিহাসবেত্তার সান্নিধ্যে ছিলেন, না শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত কোন গোত্রের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে একমাত্র নূরে নবুওয়াতের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনভাবে জ্ঞানার্জনের উপায় ছিল কী?

৭। اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (সুরা আহযাব, আয়াত নং৬)

অর্থাৎ- "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী নিকটতর"। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী সাহেবও তার রচিত তাহযীরুন নাস কিতাবে এই আয়াতের "اَوْلٰى" শব্দের অর্থ লিখেছেন "নিকটতর"। তাহলে এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের প্রাণের চেয়েও নিকটে থাকেন। যিনি এত নিকটে তিনিই হাজির ও নাজির।

পবিত্র হাদীসের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির নাজির।

১। হাদীস শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন-

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ
زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَاَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

অর্থাৎ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য পৃথিবীকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এমন ভাবে সংকোচিত করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্ত সমূহ (সমস্ত পৃথিবী) সচক্ষে অবলোকন করছি"।(মেশকাত শরীফ ৫১২নং পৃষ্ঠা) এ দ্বারা প্রমাণিত হলো নবীজীর দৃষ্টি সীমার মধ্যে সমগ্র পৃথিবী।

২। হাদীস শরীফে রাসূল (দঃ) আরও ইরশাদ করেন -

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّىْ هٰذِهٖ

অর্থাৎ- "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য দুনিয়াকে এমনভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যে, উহাতে যা কিছু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব আমি দেখছি এবং দেখব, যেমনভাবে আমি আমার নিজ হাতের তালুকে দেখতে পাচ্ছি। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া ১০ম খন্ড, ১২৩ নং পৃষ্ঠা)

(৩) সুবিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ 'মিশকাত' শরীফের 'ইছবাতু আযাবিল কবর' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ

فَيَقُوْلَانِ مَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ

অর্থাৎ- মুনকার-নকীর ফিরিশতাদ্বয় কবরে শায়িত ব্যাক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, ওনার [মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পোষণ করতে?

হাদীছের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আশিআতুল লুমআত'-এ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ یعنی هذا الرجل سے وہ محمد صلی الله علیه وسلم کی ذات مراد لیتے ہیں

অর্থাৎ- هٰذَا الرَّجُلُ দ্বারা হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র সত্তার প্রতিই নির্দেশ করা হয়ে থাকে। উক্ত গ্রন্থে এ হাদীছের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে ঃ-

"কবরের মধ্যে হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র সত্তাকে দৃশ্যতঃ উদ্ভাসিত করা হয়। এটা এভাবেই হয় যে, কবরে তাঁর জিসমে মিছালীকে উপস্থাপন করা হয়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর দীদারের প্রত্যাশী চিন্তিত ব্যক্তিবর্গের জন্য এটাই শুভ সংবাদ যে, তাঁরা যদি এ প্রত্যাশিত সাক্ষাতের আশায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কবরে চলে যান, তাহলে তাঁদেরও এ সুযোগ রয়েছে।"

'মিশকাত শরীফের' হাশিয়ায় সে একই হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছেঃ-

www.AmarIslam.com

قِيْلَ يَكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتّٰى يَرٰى النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِىَ بُشْرٰى عَظِيْمَةٌ

অর্থাৎ- বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি থেকে আবরণ উঠিয়ে নেয়া হয়, যার ফলে সে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পায়। এটা তার জন্য বড়ই শুভ সংবাদ।

সুপ্রসিদ্ধ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'কুস্তোলানী'র ৩য় খন্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় 'কিতাবুল জানায়েযে' বর্ণিত আছেঃ-

فَقِيْلَ يَكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتّٰى يَرٰى النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِىَ بُشْرٰى عَظِيْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ صَحَّ

অর্থাৎ- এও বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির দৃষ্টির আবরণ অপসারণ করা হয়, যার দরুণ সে নবী আলাইহিস সালামকে দেখতে পায়। এটি মুসলসমানদের জন্য বড় সুখের বিষয়, যদি সে সঠিক পথে থাকে।

এ হাদীছ ও সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিসমূহ থেকে জানা যায় যে, কবরের মধ্যে হুযুর আলাইহিস সালামের দীদার লাভের সুবন্দোবস্ত করেই আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয়, 'এ শামসুদ্দোহা বদরুদ্দুজা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি তোমার সামনেই দৃশ্যমান আছেন, তাঁর সম্পর্কে তোমার কি মত?' هٰذَا (এই) সর্বনাম দ্বারা নিকটবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে। এতে বোঝা যায়, হুযুর আলাইহিস সালামকে দেখিয়ে ও নিকটে উপস্থাপন করেই উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

লক্ষ্যণীয় যে, একই সময় হাজার হাজার মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করা হয়ে থাকে। হুযুর আলাইহিস সালাম যদি 'হাজির-নাজির' না হন, তাহলে প্রতিটি কবরে তিনি উপস্থিত থাকেন কী রূপে? অতএব, প্রমাণিত হলো যে, আমাদের দৃষ্টির উপরই আবরণ বা পর্দা রয়েছে, ফিরিশতাগণ এ পর্দা অপসারণ করে দেন। যেমন, কেউ দিনে তাবুর মধ্যে অবস্থান করছে বিধায় সূর্য তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, এমন সময় কেউ এসে উপর থেকে তাবু হটিয়ে তাকে সূর্য দেখিয়ে দিল।

(৪) মিশকাত শরীফের اَلْمُعْجِزَاتِ শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ-

نَعَى النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَيْدًا وَ جَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَبْلَ اَنْ يَأْ تِيَهُمْ خَبَرُ هُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّ ايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ (اِلَى) حَتّٰى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ يَعْنِىْ خَالِدَابْنِ الْوَلِيْدِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ- হযরত যায়েদ, জা'ফর ও ইবন রওয়াহা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণের শাহাদত বরণের সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আসার আগেই হুযুর আলাইহিস সালাম মদীনার লোকদেরকে উক্ত সাহাবীগণের শহীদ হওয়ার কথা জানিয়ে দেন। তিনি বলেনঃ পতাকা এখন হযরত যায়েদের (রাঃ) হাতে, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহর তলোয়ার' উপাধিতে ভূষিত সাহাবী হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে জয়যুক্ত করলেন।

এতে বোঝা গেল, মদীনা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত যুদ্ধ ক্ষেত্র 'বে'রে মাউনা'য় যা কিছু হচ্ছিল, হুযুর আলাইহিস সালাম তা'সুদূর মদীনা থেকে অবলোকন করছিলেন।

(৫) মিশকাত শরীফের ২য় খণ্ডের وَفَاةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ আছে ঃ-

وَاِنَّ مَوْعِدَ كُمُ الْحَوْضُ وَاِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَنَا فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا

অর্থাৎ- তোমাদের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাতকারের জায়গা হল 'হাউজে কাউছার', যা আমি এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।

(৬) পবিত্র বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের ৫৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا- فَوَاللّٰهِ مَا يُخْفٰى عَلَىَّ خُشُوْ عُكُمْ وَلَارُكُوْ عُكُمْ اِنِّىْ لَاَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ عَنْ اَنَسٍ فَقَالَ فِى الصَّلٰوةِ وَالرُّكُوْعِ اِنِّىْ لَاَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ كَمَا اَرَاكُمْ

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, তোমাদের কি ধারণা আমি কিবলামুখী হওয়ায় তোমরা রুকু ও খুশুতে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি কর তা আমি জানিনা? আল্লাহর কসম তোমাদের খুশু (নামাজের মধ্যে বিনয় নম্রতা ও একাগ্রতা) এবং তোমাদের রুকু আমার নিকট গোপন নয়। কারণ নিশ্চয়ই আমি পিছন থেকে তোমাদিগকে দেখি। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস শরীফে রয়েছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমাদের নামাজ ও রুকু সংক্রান্ত সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আমি অবগত। কারণ আমি পিছন থেকে তোমাদিগকে দেখি।

অতএব হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর চোখের সামনে কোন কিছু আড়াল বা পর্দা হয় না এবং তিনি আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব কিছু দেখেন ও শুনেন।

(৭) মিশকাত শরীফের 'বাবুল ফিতান' এর প্রান্তে প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে ঃ হুযুর আলাইহিস সালাম একদা মদীনা মুনাওয়ারার এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, তা তোমরাও কি দেখছ?' আরয করলেন ঃ 'জি, না। তখন তিনি ইরশাদ করেন;

فَاِنِّىْ اَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْ تِكُمْ كَوُ قَعْ الْمَطَرِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের বাড়ীতে ফিতনাসমূহ একটির পর একটি বৃষ্টির মত পতিত হতে দেখতে পাচ্ছি।

বোঝা গেল যে, কুখ্যাত ইয়াযীদ ও হাজ্জাজের শাসনামলে তথা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইনতিকালের পরে যে সব ফিতনা-ফ্যাসাদ সংঘটিত হবার ছিল, সেগুলো তিনি অবলোকন করছিলেন। এগুলিই একটির পর একটি আত্মপ্রকাশ করতে দেখতে পাচ্ছিলেন।

উল্লেখিত হাদীস সমূহের আলোকে একথাই জানা গেল যে, হুযুর আলাইহিস সালাম তাঁর সত্যদর্শী দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, দূরের ও নিকটের যাবতীয় অবস্থা, হাউজে কাউছার, বেহেশত-দোযখ ইত্যাদি অবলোকন করেন। তাঁরই বদৌলতে তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত খাদিমগণকেও আল্লাহ তা'য়ালা এ শক্তি ও জ্ঞান দান করে থাকেন।

(৮) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর রচিত 'ফিকহে আকবর' গ্রন্থে ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) 'জামেউল কবীর' গ্রন্থে হযরত হারিছ ইবনে নুমান ও হারিছা ইবনে নুমান (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার আমি (হারিছ) হুযুর আলাইহিস সালামের খিদমতে উপস্থিত হই। সরকারে দু'জাহান আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে হারিছ, তুমি কোন অবস্থায় আজকের এ দিনটিকে পেয়েছ?" আরয করলাম ঃ খাঁটি মুমিন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ঈমানের স্বরূপ কি? আরয করলাম ঃ-

وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى عَرْشِ رَبِّىْ بَارِزًا وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْهَا وَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيْهَا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- আমি যেন খোদার আরশকে প্রকাশ্যে দেখছিলাম। জান্নাতবাসীদেরকে পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং দোযখবাসীদেরকে অসহনীয় যন্ত্রণায় হট্টগোল করতে দেখতে পাচ্ছিলাম।

এ কাহিনীটি প্রসিদ্ধ 'মছনবী শরীফে'ও সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে ঃ-

هشت جنت هفت دوزخ پیش من،
هست پیدا همچو ں بت ایں پیش هھن
یك بیك دامی شنا سم خلق را،
همچو گندم من زجودر اسیا.
که بهشتی که دزیگا نه کی است
پیش من پیدا چو مورد ماهی است
من بگو یم یا فر د بندم نفس،
لب گز یدش مصطفے یعنی که بس،

ভাবার্থ ঃ হযরত হারিছ (রাঃ) বলছিলেন- আমার দৃষ্টির সামনে আটটি বেহেশত ও সাতটি দোযখ এমনভাবে উদ্ভাসিত, যেমন হিন্দুদের সামনে তাদের প্রতিমা বিদ্যমান রয়েছে। সৃষ্টির প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেকটি বস্তুকে এমনভাবে চিনতে পারছিলাম, যেমন গম চূর্ণ করার সনাতন চাক্কীর মধ্যে গম ও যবকে স্পষ্টরূপে চিনা যায়। জান্নাতবাসী দোযখবাসী মাছ ও পিঁপড়ার মত স্পষ্টরূপে আমার সামনে উদ্ভাসিত ছিল। ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখানেই ক্ষান্ত হব, না আরো কিছু বলব? হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন, আর কিছু বলার দরকার নেই।

এখন লক্ষ্যণীয় যে, সূর্যের পরমাণু সদৃশ সাহাবীগণের দৃষ্টিশক্তির এ অবস্থা যে, বেহেশত-দোযখ, আরশ-পাতালাপুরী, জান্নাতবাসী ও দোযখবাসীকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, তাহলে দু'জাহানের সূর্য সদৃশ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলার অবকাশ আছে কি?

প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের উক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির।

(১) সুবিখ্যাত 'দুররুল মুখতার' -৩য় খণ্ডের- المرتد অধ্যায়ের 'কারামাতে আও-লিয়া' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ আছে ঃ-

www.AmarIslam.com

يا حاضر يا ناظر ليس بكفر অর্থাৎ- হে হাজির, হে নাজির', বলে সম্বোধন করা 'কুফর' হিসেবে গণ্য নয়। উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যায় 'ফতোয়ায়ে শামী'তে উল্লখত আছে ঃ-

فان الحضور بمعنى العلم شائع ما يكون من نجوى ثلثة الاهورابعهم والنظر بمعنى الروية الم يعلم بان الله يرى فالمعنى يا عالم من يرى

অর্থাৎ- এর কারণ হলো "হুযুর" (حضور) শব্দটি জ্ঞান অর্থে বহুল প্রচলিত। কুরআন শরীফে আছে- "তিন জনের মধ্যে গোপনীয়ভাবে যা' কিছু পরামর্শ হয়ে থাকে, আল্লাহ তা'য়ালা ওদেরই 'চতুর্থজন' হিসেবে বিদ্যমান থাকেন।" আর, نظر 'নজর' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দেখা'। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন, কেন, সে জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?" সুতরাং, 'ইয়া হাজিরু' 'ইয়া নাজিরু'! শব্দ দুটির অর্থ হলো হে জ্ঞানী! হে দ্রষ্টা! অতএব, এ উক্তি 'কুফর' হতে পারে না।

'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে, প্রথম খন্ডের كيفية الصلوة শীর্ষক অধ্যায়ে আছে ঃ-

ويقصد بالفاظ التشهد الانشاء كانه يحى على الله ويسلم على نبيه نفسه

অর্থাৎ- নামাযে 'তাশাহুদ' এর শব্দগুলি উচ্চারণ করার সময় নামাযীর এ নিয়ত থাকা চাই যে, কথাগুলো যেন তিনি নিজেই বলছেন, তিনি নিজেই যেন আপন প্রতিপালকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করছেন ও স্বয়ং নবী আলাইহিস সালামের প্রতি সালাম আরয করছেন।

এ ইবারতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'ফত্ওয়ায়ে শামী'তে বলা হয়েছে ঃ-

اى لايقصد الاخبار والحكاية عما وقع فى المعراج منه عليه السلام ومن ربه ومن الملئكة

অর্থাৎ- তাশাহুদ পাঠের সময় নামাযীর যেন এ নিয়ত না হয় যে, তিনি শুধু মাত্র মি-রাজের অলৌকিক ঘটনাটি স্মরণ করে, সে সময় মহাপ্রভু আল্লাহ, হুযুর আলাইহিস সালাম ও ফিরিশতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন এর বাক্যগুলোই আওড়িয়ে যাচ্ছেন। বরং তার নিয়ত হবে কথাগুলো যেন তিনি নিজেই বলছেন।

স্বনামখ্যাত ফকীহগণের উপরোল্লিখিত ইবারতসমূহ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ছাড়া অন্য কাউকে 'হাজির-নাজির' জ্ঞান করা বা বলা 'কুফর' নয়, আর তাশাহুদ' পাঠের সময় হুযুর আলাইহিস সালামকে 'হাজির-নাজির জেনেই সালাম আরয করা চাই।

(২) ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ইহ্ ইয়া উলুম" এর ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন ঃ-

وَاحضر فِى قَلبِكَ النَّبِىَّ عَلَيهِ السَّلَام وَشَخصَه الكَرِيم وقل السَّلَامُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحمَةُ اللهِ وبر كاته،

অর্থাৎ- "নামাযে তাশাহুদ পড়ার সময় যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সালাম দিয়ে বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ ورحمة الله وبر كاته তখন তুমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র সত্ত্বাকে তোমার অন্তরে উপস্থিত জানবে"

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর উপরোক্ত উদ্ধৃতি মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৩২ নং পৃষ্ঠায় ও বর্ণনা করেছেন।

(৩) সুপ্রসিদ্ধ 'মজমাউন বরকাত' গ্রন্থে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) বলেছেন ঃ-

وی علیه السلام براحوال واعمال امت مطلع است بر مقر بان وخاصان درگاه خود مفیض وحاضر وناظر است

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতের যাবতীয় অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত এবং তাঁর মহান দরবারে উপস্থিত সকলকেই ফয়েয প্রদানকারী ও 'হাজির-নাজির'।

(৪) উক্ত মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ)

"سلوك اقرب السبل بالتوجه الى سيد الرسل" নামক গ্রন্থে বলেন-

باچندیں اختلاف وکثرت مذاهب که درعلماء امت هست یك کس رادریں مسئله خلافی نیست که اں حضرت علیه السلام بحقیقت حیات بے شائبه مجاز وتو هم تاویل دائم وباقي است وبر اعمال امت حاضر وناظر است ومر طالبان بحقیقت راومتو جهان انحضرت رامفیض ومربی (ادخال السنان)

অর্থাৎ- উলামায়ে উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, হুযুর আলাইহিস সালাম প্রকৃত জীবনেই (কোনরূপ রূপক ও ব্যবহারিক অর্থে যে জীবন, তা নয়) স্থায়ীভাবে বিরাজমান ও বহাল তবীয়তে আছেন। তিনি উম্মতের বিশিষ্ট কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত ও সেগুলোর প্রত্যক্ষদর্শীরূপে বিদ্যমান তথা 'হাজির-নাজির'। তিনি হাকীকত অন্বেষণকারী ও মহান দরবারে নবুয়াতের শরণাপন্নদের ফয়েযদাতা ও মুরুব্বীরূপে বিদ্যমান আছেন।

(৫) উক্ত মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) 'শরহে ফুতুহুল গায়ব' গন্থের ৩৩৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ-

اما انبیاء علیهم السلام بحیات حقیقی دنیا وی حی وباقی ومتصرف اندریں جاسخن نیست–

অর্থাৎ- নবীগণ (আলাইহিস সালাম) পার্থিব প্রকৃত জীবনেই জীবিত, শাশ্বত জীবন সহকারে বিদ্যমান ও কর্মতৎপর আছেন। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই।

(৬) তিনি তাঁর মেশকাত শরীফের শরাহ "আশিয়াতুল লুমুআত" (উর্দূ) গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৫৭ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন ঃ-

"কোন কোন আরিফ ব্যক্তি বলেছেন তাশাহুদে "اَلسَّلَامُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ" বলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করার রীতি এ জন্যই প্রচলন করা হয়েছে যে, হাকীকতে মোহাম্মদীয়া (হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মৌল সত্ত্বা) সৃষ্টিকূলের অনু-পরমানুতে -এমনকি সম্ভবপর প্রত্যেক কিছুতেই ব্যাপৃত। সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযীগণের সত্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান "হাজির" আছেন। নামাযীর এ বিষয়ে সচেতন হওয়া বা এ বিষয়ের প্রতি অমনোযোগী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাতে নামাযী নৈকট্যের নূর লাভে ও মা'রাফাতের গুপ্ত রহস্যাবলী উম্মোচনে সফলকাম হতে পারে।"

(৭) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রসিদ্ধ মোহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর মিরকাত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৪১ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন ঃ-

قَالَ الْبَيْهقِى وَحلو لَهُمْ فِى اَوْقَات مُخْتَلِفَةٍ فِى اَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ جَائِزٌ عَقْلَا كَمَا وَرَد بِه خَبَرُ الصَّادِقِ

অর্থাৎ-"নবীগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হতে পারেন। এটা আকল দ্বারাও বৈধ। যেমনিভাবে হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত"।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(৮) তিনি তাঁর উক্ত গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৩১ নং পৃষ্ঠায় আরও বলেন ঃ-

ولاتباعد عن الاو لياء حيث طويت لهم الارض وحصل لهم ابدان مكتسبة متعددة وجدو ها فى اماكن مختلفة فى ان واحد

অর্থাৎঃ "অলীগণ একই মুহূর্তে কয়েক জায়গায় একাধিক শরীরের অধিকারী হয়ে বিচরণ করতে পারেন। তাদের জন্য জমিন সংকোচিত করা হয়েছে এবং এটা অসম্ভব ব্যাপার নয়"।

(৯) শিফা শরীফে বর্ণিত আছে ঃ-

ان لم يكن فى البيت احد فقل السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبر كاته

অর্থাৎ- "যে ঘরে কেহ থাকেনা সে ঘরে (প্রবেশ করার সময়) বলবে, হে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক"।

এ উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) শরহে শিফা গ্রন্থে বলেনঃ-

لان روحه عليه السلام حاضرة فى بيوت اهل الا سلام،

অর্থাৎ- "কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র রূহ মোবারক মুসলমানদের ঘরে ঘরে উপস্থিত আছেন"। (শরহে শেফা, নাসীমুর রিয়ায -এর সাথে সংযোজিত কিতাব ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৬৪)

(১০) "মিরকাত শরহে মিশকাত" কিতাবে তিনি আরও বলেনঃ-

وقال الغزالى سلم عليه اذا دخلت فى المسجد فانه عليه السلام يحضر فى المسا جد،

অর্থাৎ- "সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন- তুমি যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সালাম দিবে। নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদ সমূহে উপস্থিত থাকেন"।

(১১) ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ব প্রথম মুহাদ্দিস শেখ আব্দুল হক দেহলভী (রহঃ) তাঁর রচিত "মাদারেজুন্নবুয়াত" (উর্দু) গ্রন্থের ২য় খন্ডের ৭২২ নং পৃষ্ঠায় বলেন;-

"যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা হুযুর আলাইহিস সালাম-এর পবিত্র শরীরে এমন

এক অবস্থার সৃষ্টি করেছেন ও এমন এক শক্তি দান করেছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানে স্বশরীরে বা অনুরূপ কোন শরীর ধারন করে আনায়াসে গমন করতে পারেন। চাই আসমানের উপর হোক, যমীনের উপর হোক, কবরের মধ্যে হোক বা অন্য কোথাও হোক -এ ধরনের কথা সঠিক ও বাস্তব সম্মত। তবে, সর্বাবস্থায় রওযা মোবারকের সাথেও বিশেষ সম্পর্ক বজায় থাকে"।

১২। তিনি উক্ত কিতাবে ২য় খন্ডের (উর্দু) ১০১৬ নং পৃষ্ঠায় আরও বলেন:- "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্মরণ কর ও তাঁর উপর দরুদ পড় এবং তাঁকে স্মরণ করার সময় এ অবস্থায় থাক যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত অবস্থায় তোমার সামনে আছেন এবং তুমি তাঁকে দেখছ। তুমি আদব, সম্মান, ভয় ও লজ্জা অবস্থায় থাক। তুমি আরো জানো যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে দেখছেন এবং তোমার কথা শুনছেন। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর গুণে গুণান্বিত। আল্লাহর এক গুণ এই যে, আল্লাহ তাঁর স্মরণকারীর সাথে থাকেন"। সুতরাং বুঝা গেলো- আল্লাহ যেমন তাঁর স্মরণকারীর সাথে থাকেন তদ্রুপ নবীজীও তাঁর স্মরণকারীর সাথে থাকেন।

১৩। ইমাম কুস্তোলানী (রহঃ) তাঁর مواهب গ্রন্থে লিখেছেন ঃ-

قد قال عُلَمَائنا لافرق بين موته وحيوته عليه السلام فى مشا هدته لامته ومعر فته باحوَ الهمْ ونيّا تهم وعزا ئمهم وخوَ اطر هم وذلك جلىٌ عندهُ لاخفاءبه،

অর্থাৎ- "আমাদের সুবিখ্যাত উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হায়াত ও ওফাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি নিজ উম্মতকে দেখেন, তাদের অবস্থা, নিয়ত, ইচ্ছা ও মনের কথা ইত্যাদি জানেন। এগুলো তাঁর কাছে সম্পূর্ণ রূপে সুস্পষ্ট, কোনরূপ অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ নেই"। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী ১২তম খন্ড পৃষ্ঠা নং-১৯৫)।

এ কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারবেন।

(১৪) ইমাম ইবনুল হাজ্জ তাঁর مدخل গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

(১৫) কাযী আয়ায (রহঃ) প্রণীত শিফা শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নাসীমুর রিয়ায' এর ৩য় খণ্ডের শেষে উল্লেখ আছে ঃ-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ جِهَةِ الْاَجْسَامِ وَالظَّوَاهِرِ مَعَ الْبَشَرِ وَبِوَاطِنِهِمْ وَقُوَاهُمُ الرُّوْحَانِيَّةِ مَلَكِيَّةٌ وَلِذَا تَرَى مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا تَسْمَعُ اَطِيْطَ السَّمَاءِ وَتَشُمُّ رَائِحَةَ جِبْرَائِيْلَ اِذَا اَرَادَ النُّزُوْلَ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ- আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিস সালাম) শারীরিক ও বাহ্যিক দিক থেকে মানবীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, তবে আভ্যন্তরীণ ও রূহানী শক্তির দিক থেকে ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ কারণেই তাঁরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত সমূহ দেখতে পান, আসমানের চিড়চিড় আওয়াজ শোনেন এবং হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) তাঁদের নিকট অবতরণের ইচ্ছা পোষণ করতেই তাঁর সুঘ্রাণ পেয়ে যান।

(১৬) সুপ্রসিদ্ধ 'দালায়েলুল খায়রাত' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে ঃ-

وَقِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ اَرَءَيْتَ صَلٰوةَ الْمُصَلِّيْنَ عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَاتِىْ بَعْدَكَ مَاحَالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ اَسْمَعُ صَلٰوةَ اَهْلِ مَحَبَّتِىْ وَاَعْرِفُهُمْ وَتُعْرَضُ عَلَىَّ صَلٰوةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا-

অর্থাৎ- হুযুর আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ আপনার থেকে দূরে অবস্থানকারী ও পরবর্তীকালে ধরাধামে আগমনকারীদের দরূদ পাঠ আপনার দৃষ্টিতে কি রকম হবে? ইরশাদ করেনঃ আন্তরিক, অকৃত্রিম ভালবাসা সহকারে দরূদ পাঠকারীদের দরূদ আমি নিজেই শুনি এবং তাদেরকেও চিনি। আর যাদের অন্তরে আমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা নেই, তাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

(১৭) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তদীয় "মেরকাত" গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৩৪২ নং পৃষ্ঠায় বলেনঃ-

قَالَ الْقَاضِىْ وَذٰلِكَ اِنَّ النُّفُوْسَ الزَّكِيَّةَ الْقُدْسِيَّةَ اِذَاتَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ عَرَجَتْ وَاتَّصَلَتْ بِالْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَلَمْ يَبْقَ لَهَا حِجَابٌ فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ بِنَفْسِهَا اَوْبِاَخْبَارِ الْمَلَكِ لَهَا- وَفِيْهِ سِرٌّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَنْ تَيَسَّرَ لَهُ فَيَكُوْنُ نَهْيَةٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ عَنْ اُمَّتٍ رَحْمَةً عَلَيْهِمْ - وَفِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى حَيَاتِهِ الدَّائِمَةِ وَفَرْحِهِ بِبُلُوْغِ سَلَامِ اُمَّتِهِ الْكَامِلَةِ وَاِيْمَاءٍ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِلٰى قُبُوْلِ السَّلَامِ حَيْثُ قَبِلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَحَمَلَتْهُ اِلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ تَحْتَ الْحَدِيْثِ الثَّانِى قَوْلُهُ سَمِعْتُهُ سَمْعًا حَقِيْقِيًّا بِلَا وَاسِطَةٍ

অর্থাৎ- কাযী আয়াজ (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীস শরীফের নিগূঢ় তত্ত্ব হলো যে পাক ও সুভ্র আত্মা গুলি মৃত্যুর পর যখনই দৈহিক বন্ধকতা হতে মুক্ত হয়ে যায়। তখনই উড়তে থাকেন এবং আল্লাহর নিকট অতি মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতা কুলের সংস্রবে গিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাদের ও তামাম সৃষ্টির মধ্যে কোন আবরন বা হেজাব থাকে না। তারা তামাম মাখলুকের প্রতিটি মাখলুককে সরাসরি প্রত্যক্ষ নজরে নিকটে দেখতে পান। এমনিভাবে তারা সকলের যাবতীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞাত থাকেন অথবা ফেরেশতাদের সংবাদে সবকিছু জানতে পারছেন। (কাযী আয়াজ (রহঃ) বলেছেন যা কিছু লিখলাম।) ইহা অতি সূক্ষ্ম গুরুত্বপূর্ণ রহস্য। আল্লাহ তায়ালা যাকে এ ভেদাভেদ জানার তাওফীক দিবেন তিনি নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পারবেন। নূর নবী হলেন উম্মতের জন্য অসীম রহমত। তজ্জন্য উম্মতের প্রতি সদয় হয়ে সালাত ও সালামের ব্যবস্থা করে দিয়ে রওজা শরীফ যিয়ারতের কষ্ট রহিত করলেন। এ দ্বারা তিনি যে, হায়াতুন্নবী তা সাব্যস্ত হল এবং উম্মতের সালাম পেয়ে সন্তুষ্ট হন। ফেরেশতা কর্তৃক তার পবিত্র খেদমতে সালাম পেশ করা কবুলিয়াতের নিদর্শন। কেননা নূর নবী বলেছেন- আমার প্রতি সালাম পেশ করলে আমি কারো মধ্যস্থতা ব্যতীত শুনতে পাই।

(উক্ত ইবারতের শেষ অংশ "وَفِيْهِ اِشَارَةٌ ..... بِلَا وَاسِطَةٍ"

মুফতী আযম আল্লামা মুহাম্মদ মোস্তাফা হামীদী ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গাজীমুড়া আলিয়া মাদ্রাসা ও উপাধ্যক্ষ ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক সংকলিত "মিলাদ ও কিয়াম বিতর্কের সমাধান" শীর্ষক বইয়ের ১৪১নং পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহিত)

(১৮) 'হাজির-নাজির' এর এ মাসয়ালার সহিত ফিকাহ শাস্ত্রের কয়েকটি মাসায়েলের সমাধানও সম্পৃক্ত। যেমন ফকীহগণ বলেন, স্বামী যদি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে থাকে, আর স্ত্রী রয়েছে পশ্চিম প্রান্তে। এমতাবস্থায় স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করল এবং স্বামী সেই শিশুটি তার বলে দাবী করল। তা'হলে শিশুটি তারই সাব্যস্ত হবে। কারণ স্বামী আল্লাহর ওলী হতে পারেন এবং কারামতের বদৌলতে স্ত্রীর কাছে পৌছতে পারেন। 'ফত্ওয়ায়ে শামী' ২য় খণ্ডের ثُبُوْتُ النَّسَبِ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ফতওয়ায়ে শামী, ৩য় খণ্ডের المرتد অধ্যায়ে 'কারামাতে আওলিয়া' বিষয়ক বর্ণনায় উল্লেখ আছে ঃ-

وطى المسافة منه لقوله عليه السلام زويت لى الارض ويدل عليه ما قالوا فيمن كان فى المشرق وتزوج امرأة با لمغرب فاتت بولد يلحقه وفى التتارخانية ان هذه المسئلة تؤيد الجواز

অর্থাৎ- এ দূরত্ব অতিক্রম করাটা সে একই কারামতের অন্তর্ভূক্ত। এটা এজন্য সম্ভবপর যে, হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, "আমার জন্য পৃথিবীকে সংকোচিত করে দেয়া হয়েছিল।" এতে ফকীহগণের নিন্মোক্ত মাসআলাটিও সমাধান হয়ে যায়। মাসআলাটি হল ঃ পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যদি পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থানকারী কোন মহিলাকে বিবাহ করেন এবং সে স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহলে শিশুটি উক্ত স্বামীর বলে গণ্য হবে। 'তাতারখানিয়া' নামক গ্রন্থে আছে যে, এ মাসায়ালাটি 'কারামত' এর বৈধতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

(১৯) তাফসীরে 'রূহুল বয়ানে' সূরা মূলক এর শেষে উল্লেখ আছে ঃ-

قَال الامام الغزالى والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العالم مع ارواح الصحابة لقد راه كثير من الاولياء

অর্থাৎ- ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামের রূহসমেত হুযুর আলাইহিস সালামের জগতে পরিভ্রমণের ইখতিয়ার আছে বিধায় অনেক আওলিয়া কিরাম তাঁকে দেখেছেন।

(২০) انتباه الاذكياء فى حياة الاولياء নামক গ্রন্থের ৭ নং পৃষ্ঠায় আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ-

النظر فى اعمال امته والاستغفار لهم من السيئات والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد فى اقطار الارض والبركة فيها وحضور جنازة من صالحى امته فان هذه الامور من اشغاله كما وردت بذلك الحديث والاثار

অর্থাৎ- উম্মতের বিবিধ কর্ম-কাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের পাপরাশির ক্ষমা প্রার্থনা

করা, তাদেরকে বালা মসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য দু'আ করা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আনাগোনা করা ও বরকত দান করা এবং নিজ উম্মতের কোন নেক বান্দার ওফাত হলে তাঁর জানাযাতে অংশ গ্রহণ করা -এগুলোই হচ্ছে হুযুর আলাইহিস সালাম এর শখের কাজ। কোন কোন হাদীস থেকেও এসব কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

(২১) জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর "শরহে ছুদুর" নামক কিতাবে আরো বর্ণনা করেন ঃ- ان اعتقد الناس ان روحه ومثاله فى وقت قراءة المولد وختم رمضان وقراءة القصائد يحضر جاز

অর্থাৎ- যদি কোন লোক এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর রূহ মোবারক বা জিছমে-মেছালী শরীফ মিলাদ পাঠের সময় ও রমযানে খতমে কোরআনের সময় এবং না'ত পাঠ করার সময় উপস্থিত হন -তবে এ বিশ্বাস পোষণ করা জায়েয ।

(২২) হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তদীয় উক্ত গ্রন্থে আরো বলেছেনঃ-

اما مشاهدة صورته صلى الله عليه وسلم فقد اخبرنى الثقات من اهل العلم انهم شاهدوه صلى الله عليه وسلم مرارا عند قراة المولد الشريف وعند ختم القران

অর্থাৎ- অনেক বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণ আমার নিকট বলেছেন যে, তারা মীলাদ মাহফিলে মওলুদ শরীফ পাঠ কালে এবং কুরআন শরীফ খতম কালীন বহুবার নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দর্শন লাভ করেছেন।

(২৩) আল্লামা জুরকানী (রহঃ) তদীয় "শরহে আল্লামাতুল জুরকানীতে" বলেছেন-

انه لايمنع رؤية ذاته صلى الله عليه وسلم بجسد صلى الله عليه وسلم وروحه وذلك لانه وسائر الانبياء ردت اليهم ارواحهم بعد ماقبضوا واذن لهم فى الخروج من قبورهم للتصرف فى ملكوت العلوى والسفلي

অর্থাৎ ঃ- হযরত রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বশরীরে দৃষ্টি গোচর হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ তাঁর এবং নবী রাসূলগণের জান কবজ করার পর তাদের দেহে রুহ ফেরত দেয়া হয়েছে এবং আসমান যমীনের যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্য কবর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হতে বের হয়ে বর্হির্দেশে যাতায়াত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

(২৪) "আশিয়্যাতুল লুময়াত শরহে মিশকাত" গ্রন্থে বর্ণিত আছে হযরত বড় পীর সাইয়্যেদ আঃ কাদের জিলানী (রহঃ) জাগ্রত অবস্থায় ওয়াজ মাহফিলে হযরত নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পেতেন।

(২৫) তাফসীরে "রূহুল বয়ান" এর ৯ম খন্ডের ১৮ নং পৃষ্ঠায় 'সূরা ফাত্‌হ' এর إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছেঃ-

فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ أَوَّلَ مَخْلُوقٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ كَانَ شَاهِدًا بِوَحْدَانِيَّةِ الْحَقِّ وَشَاهِدًا بِمَا أُخْرِجَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ مِنَ الْأَرْوَاحِ وَالنُّفُوسِ وَالْأَجْرَامِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَجْسَادِ وَالْمَعَادِنِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيْوَانِ وَالْمَلَكِ وَالْجِنِّ وَالشَّيْطٰنِ وَالْإِنْسَانِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ لِئَلَّا يَشُذَّ عَنْهُ مَا يُمْكِنُ لِلْمَخْلُوقِ مِنْ أَسْرَارِ أَفْعَالِهِ وَعَجَائِبِ صُنْعِهِ وَغَرَائِبِ قُدْرَتِهِ بِحَيْثُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ

অর্থাৎ- "যেহেতু হুযুর আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি, সেহেতু তিনিই আল্লাহর একত্বের সাক্ষী। সে সব বস্তুরও অবলোকনকারী- যেগুলি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বের সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে এসেছে, যেমন মানবাত্মা, জীবাত্মা, শারীরিক কাঠামো, খনিজ পদার্থ, বৃক্ষরাজি, পশু-পক্ষী, ফিরিশতা, মানুষ ইত্যাদি। সুতরাং, খোদা-তা'য়ালার সেসব গুপ্ত ভেদ ও বিস্ময়কর ব্যাপারগুলোও, যেগুলির রহস্য উন্মোচন অন্য কোন মাখলুকের জন্য সম্ভবপর নয়, তা তাঁর কাছে রহস্যাবৃত ও অনুদ্‌ঘাটিত থাকার কোন অবকাশ থাকে না"। উক্ত কিতাবে আরো বর্ণনা করা হয়েছে-

فَشَاهَدَ خَلْقَهُ وَمَا جَرٰى عَلَيْهِ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالْإِخْرَاجِ مِنَ الْجَنَّةِ بِسَبَبِ الْمُخَالَفَةِ وَمَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ إِلٰى اٰخِرِ مَا جَرَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَشَاهَدَ خَلْقَ إِبْلِيسَ وَمَا جَرٰى عَلَيْهِ

অর্থাৎ- "তিনি দেখেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর সৃষ্টি, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভুলের কারণে বেহেশত থেকে তাঁর অপসারণ এবং পরে তাঁর তওবা গৃহিত হওয়ার যাবতীয় ঘটনাবলী ও শেষ পর্যন্ত সেই আদম আলাইহিস সালামকে কেন্দ্র করে যা কিছু আবর্তিত হয়েছে, সবই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেছেন। তিনি আরো দেখেছেন শয়তানের সৃষ্টি ও যা' কিছু তাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে" এ থেকে বোঝা গেল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যে, দৃশ্যমান জগতে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিব্যক্তির পূর্বেই প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুর যাবতীয় অবস্থা তিনি অবলোকন করেছেন।"

উক্ত কিতাবে আরো বর্ণনা করা হয়েছে-

قَالَ بَعْضُ الْكِبَارِ أَنَّ مَعَ كُلِّ سَعِيدٍ رَفِيقَةٌ مِنْ رُوحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ الرَّقِيبُ الْعَتِيدُ عَلَيْهِ وَلَمَّا قَبَضَ الرُّوحَ الْمُحَمَّدِيَّ مِنْ اٰدَمَ الَّذِي كَانَ بِهِ دَائِمًا لَا يَضِلُّ وَلَا يَنْسٰى جَرٰى عَلَيْهِ مَا جَرٰى مِنَ النِّسْيَانِ وَمَا يَتَّبِعُهُ

অর্থাৎ- "কোন কোন বুযুর্গানে দ্বীন বলেন-প্রত্যেক পুণ্যাত্মার সাথে হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র রূহ অবস্থান করে। الرَّقِيبُ الْعَتِيدُ শব্দদ্বয় দ্বারা ইহাই বোঝানো হয়েছে। যে সময় রূহে মুহাম্মদীর স্থায়ী তাওজ্জুহ হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে অন্যত্র সরে গেল তখনই তিনি ভুল করে বসলেন এবং তার ফলশ্রুতিতে যা হবার তা'ই হয়েছে।"

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ব্যভিচারকারী অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার নিকট থেকে ঈমান বের হয়ে যায়।

উক্ত তাফসীরে এ জায়গায় বলা হয়েছে, এখানে ঈমান বলতে হুযুর পাকের দৃষ্টিকেই বোঝানো হয়েছে'। অর্থাৎ যে মুমিনবান্দা কোন ভাল কাজ করেন, তা হুযুর আলাইহিস সালাম এর কৃপা দৃষ্টির বরকতেই সম্পন্ন করেন। যে পাপ কাজ করে, হুযুরের দৃষ্টি অপসারণের ফলশ্রুতিতে সেই পাপ কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ থেকে হুযুর আলাইহিস সালামের 'হাজির-নাজির' হওয়ার বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রমাণিত হল।

(২৬) আল্লামা কাজী মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (রহঃ) "তাফসীরে মাযহারীর" ১ম খণ্ডে লিখেছেন ঃ-

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُعْطِي لِأَرْوَاحِهِمْ قُوَّةَ الْأَجْسَادِ فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاؤُنَ وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى-

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাঁদের রুহগুলোতে (নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও ওলীগণ) দেহের শক্তি-সামর্থ্য দান করেন। ফলে তাঁরা পৃথিবী, আকাশ ও জান্নাতের যত্রতত্র

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইচ্ছা যেতে পারেন এবং তাঁদের বন্ধুদের সাহায্য করতে ও শত্রুদের পর্যুদস্ত করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ তা'য়ালা।

(২৭) দেওবন্দী আলেমদের অন্যতম মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী ও রশীদ আহাম্মদ গাঙ্গুহী সাহেবদ্বয়ের শ্রদ্ধেয় পীর হাজী এমদাদুল্লা মোহাজেরে মক্কী তার "ফয়সালা হাফত মাসআলা" নামক গ্রন্থে বলেনঃ-

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন, এ আক্বীদা বা বিশ্বাসকে কুফরী ও শিরক বলা বাড়াবাড়ি। কেননা মীলাদ মাহফিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হওয়া সম্ভব- এটা যুক্তিগত ও কিতাবগত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। বরং অনেক জায়গায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেছেন- তার প্রমাণও আছে"।

(২৮) 'ইমদাদুস সুলুক' নামক গ্রন্থের ১০ম পৃষ্ঠায় রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব লিখেছেন ঃ- "মুরীদের এও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, পীরের রূহ এক জায়গায় আবদ্ধ নয়। মুরীদ দূরে বা নিকটে যেখানে হোক না কেন, এমনকি পীরের পবিত্র শরীর থেকে দূরে হলেও পীরের রূহানিয়াত কিন্তু দূরে নয়। যখন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল, তখন পীরকে সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে হবে, যাতে তার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক প্রকট হয়ে উঠে এবং মুরীদ এর উপকারিতা লাভে ধন্য হতে থাকে। মুরীদ যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, সে অবস্থায় পীরের মুখাপেক্ষী থাকে। পীরকে আপন অন্তরে হাজির করে স্বীয় অবস্থার মাধ্যমে পীরের নিকট লক্ষ্যবস্তুর প্রার্থী হতে হবে, আল্লাহর হুকুমে পীরের রূহ পার্থিব বিষয়টি মুরীদের অন্তরে অবশ্যই ইলকা করবেন। কিন্তু এর জন্য শর্ত হচ্ছে- পীরের সাথে পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। পীরের সহিত সম্পর্কের কারণেই অন্তর বাক্যময় হয়ে উঠে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পথ উদ্‌ঘাটিত হয়, আল্লাহ তাঁকে ইলহাম' প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন করে দেন।"

এখন খারেজী হুজুরগণ বলুন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির কিনা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীলাদ মাহফিলে উপস্থিত হতে পারেন কিনা? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির মনে করা যদি শিরক হয়, তাহলে উল্লিখিত ইমামগণের ব্যাপারে কি বলবেন? তারা কি মুশরিক ছিলেন? আল্লাহ তায়ালা হাজির ও নাজির -তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি হাজির ও নাজির হন। তাহলে তাদের মতে শিরক হয়। এব্যাপারে আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই। আল্লাহ রাউফ এবং রাহীম কিনা? অবশ্যই আল্লাহ রউফ এবং রাহীম। কোরআনে আল্লাহ নিজেকে রাউফ এবং রাহীম বলে পরিচয় দিয়েছেন। দেখুন সূরা বাকারা আয়াত নং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৪৩। ان الله با لناس لرءوف رحيم আবার আল্লাহ তাঁর হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেও রাউফ এবং রাহীম বলে অভিহিত করেছেন। দেখুন সূরা তওবা আয়াত নং ১২৮- لقد جاء كم رسول من انفسكم .... با

لمو منين رءوف رحيم

এখন আপনারা জবাব দিন- আল্লাহর কোন গুণ বা সিফাত যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে থাকলে শিরক হয় তাহলে আল্লাহ কি আমাদের শিরক শিক্ষা দিয়েছেন? কখনোই না। আসলে আপনারা শিরক কাকে বলে -তাই জানেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাজির ও নাজির, রউফ ও রাহীম হলেন নিজ ক্ষমতাবলে। কারো হতে প্রাপ্ত ক্ষমতায় নয়। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির ও নাজির, রউফ ও রাহীম হলেন আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাবলে। সুতরাং উভয়ের সিফাত এক নয়। আল্লাহর গুণ হলো জাতিগত আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুণ হলো আত্মায়ী বা আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব এখানে শিরক হবেনা। যারা কোরআন -হাদীসের মধ্যে এবং কোরআনের দুই আয়াতের মধ্যে সমন্বয় (تطبيق)করতে জানে না- তারাই এ ধরনের উক্তি করতে পারে। বাতিল পন্থীদের মতানুযায়ী -রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীলাদ মাহফিলে বা অন্য কোথাও উপস্থিত হতে বা আসতে পারেন -এ আক্বীদা বা বিশ্বাস পোষণ করা যদি শিরক হয়, তাহলে তাদের মুরুব্বীদের নিম্নবর্ণিত ঘটনার ব্যাপারে তারা কি বলবেন? যেমন-

<u>১। মৃত্যুর পর কাসেম নানুতুবী দেওবন্দী সাহেবের স্বশরীরে দেওবন্দ মাদ্রাসায় আগমন ঃ-</u> দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহতামীম কারী তৈয়ব সাহেব বর্ণনা করেন, যে সময় মাওঃ রফিউদ্দীন সাহেব মাদ্রাসার মুহতাতীম ছিলেন, তখন দারুল উলুম দেওবন্দের কয়েকজন শিক্ষকের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওঃ মাহমুদুল হাসান সাহেবও সেই কোন্দলে জড়িত হয়ে পড়েন এবং কোন্দল বিস্তার লাভ করে। এর পরবর্তী ঘটনা ক্বারী তৈয়ব সাহেবের নিজের ভাষায় শুনুন। তিনি লিখেন- "সে সময় একদিন ভোরে ফজরের নামাযের পর মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব (রঃ) মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবকে স্বীয় কামরায় ডাকলেন (যেটা দারুল উলুম দেওবন্দে ছিল)। মাওলানা উপস্থিত হলেন এবং বন্ধ কামরার দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তখন তীব্র শীতের মৌসুম ছিল। মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব (রঃ) ফরমালেন- প্রথমে আমার এ তুলার তোষকটা দেখুন। মাওলানা তোষকটা দেখলেন, যেটা আর্দ্র এবং খুব ভিজা ছিল। ফরমালেন, ব্যাপার হচ্ছে- কিছুক্ষণ আগে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

মাওলানা কাসেম নানুতুবী (রঃ) স্বশরীরে (বাহ্যিক শরীরে) আমার কাছে তাশরীফ এনে ছিলেন, যার ফলে আমি একেবারে ঘেমে গেছি এবং আমার তোষক ভিজে গেছে। তিনি এটা বলে গেছেন যে, মাহমুদুল হাসানকে বলে দিও সে যেন ঝগড়ায় জড়িত হয়ে না পড়ে, অতএব আমি এটা বলার জন্য ডেকেছি। মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব আরয করলেন, হুযুর আমি আপনার হাতে তওবা করছি যে, এরপর আমি এ ব্যাপারে আর কিছু বলবো না।" (আরওয়াহে ছালাছা, ২৬১নং পৃষ্ঠা)

২। একই সময়ে আশরাফ আলী থানবী সাহেবের কয়েক জায়গায় অবস্থানের এক আশ্চর্যকর ঘটনা ঃ- বেহেশতী জেওরের বঙ্গানুবাদ যেটা মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব করেছেন উহার প্রথম খন্ডের ৯ নং পৃষ্ঠায় থানবী সাহেবের কারামত শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে- থানবী সাহেবের জনৈক খলীফা বলেন, "একদা আলীগড়ের শিল্প প্রদর্শনীতে দোকান খুলিয়াছিলাম, মাগরিবের পর প্রদর্শনীর কোন এক ষ্টলে আগুন লাগে, আমি একাকী আমার মালপত্র সরাইতে সক্ষম হইতেছিলাম না, অকস্মাৎ দেখিলাম হযরত হাকীমুল উম্মত (মাওলানা থানবী সাহেব) আমার কাজে সাহায্য করিতেছেন, তাই আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। পরে জানিলাম, হযরত তখন থানা ভবনেই অবস্থান করিতেছিলেন। এ ঘটনাকে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে আশরাফুস সাওয়ানেহের ২য় খন্ডে।

৩। আশরাফ আলী থানবী সাহেবের জীবনী রচয়িতা আশরাফুস সাওয়ানেহ গ্রন্থে থানবী সাহেবের প্রপিতামহ মুহাম্মদ ফরিদ সাহেবের কথা আলোচনা পূর্বক লিখেন ঃ- "কোন বরযাত্রীদের সাথে যাচ্ছিলেন, ডাকাতদল এসে আক্রমন করলো। ওনার কাছে তীর ধনুক ছিল। তিনি সাহস করে ডাকাতদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। কিন্তু ডাকাতেরা সংখ্যাধিক্য আর এ দিকে নিরস্ত্র হওয়ায় তিনি সেই মুকাবেলায় শাহাদত বরণ করেন। শাহাদাতের পর এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। রাত্রে নিজের ঘরে জীবিত ব্যক্তির মত তাশরীফ আনলেন এবং স্ত্রীর হাতে মিষ্টি দিলেন এবং বললেন, যদি তুমি কারো কাছে প্রকাশ না কর, তাহলে আমি এভাবে প্রতিদিন আসবো। কিন্তু তার স্ত্রী এটা ভয় করলো যে, পরিবারের লোকেরা যখন ছেলেমেয়েদের হাতে মিষ্টি দেখবে, তখন আল্লাহ জানে কি সন্দেহ করে। এ জন্য প্রকাশ করে দিল। এরপর আর তাশরীফ আনেন নি। এ ঘটনাটি তাদের বংশের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে"। (আশরাফুস সাওয়ানেহ ১ম খন্ড)।

৪। আরও একটি ঘটনা শুনুনঃ- এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন স্বয়ং আশরাফ আলী থানবী সাহেব তিনি বলেন- "মাওলানা ইসমাঈল দেহলভীর কাফেলায় বেদার বখত নামে এক ব্যক্তি শহীদ হয়েছিলেন। এ মুজাহিদ দেওবন্দের অধিবাসী ছিলেন। যথা সময়ে ওনার শাহাদাতের খবর পৌছে ছিল। ওনার পিতা হাশমত আলী খাঁন দেওবন্দের স্বীয় ঘরে এক রাত যথা সময়ে যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য উঠলেন, তখন ঘরের বাইরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনলেন। তিনি ঘরের দরজা খুলে তার ছেলে বেদার বখতকে দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কারণ এতো বালাকোটে শহীদ (মারা) হয়েছিল। এখানে কিভাবে আসলো?

বেদার বখত বললেন- তাড়াতাড়ি কার্পেট ইত্যাদি বিছায়ে দিন, হযরত মাওলানা ইসমাঈল সাহেব ও সাইয়্যেদ (আহমদ) সাহেব এখানে তাশরীফ আনতেছেন। হাশমত আলী খান তাড়াতাড়ি একটি বড় মাদুর বিছায়ে দিলেন। একটু পরে সাইয়্যেদ সাহেব ও মাওলানা শহীদ এবং আরো কয়েকজন জন সঙ্গী-সাথী সহ এসে গেলেন। হাশমত আলী খান সাহেব পিতৃস্নেহের কারণে জিজ্ঞাসা করলেন- বাবা তোমার কোথায় তলোয়ার লেগেছিলো? বেদার বখত মাথা থেকে পট্টি খোললেন এবং নিজের অর্ধেক চেহারা স্বীয় হাতদ্বয় দ্বারা ধরে বাপকে দেখালেন যে, এখানেই তলোয়ার লেগেছিল। হাশমত আলী খান বললেন, বেটা, এ পট্টি তাড়াতাড়ি পুনরায় বেধে ফেল। এদৃশ্য আমার সহ্য হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর এরা সবাই ফিরে চলে গেলেন।

সকালে হাশমত আলী খানের সন্দেহ হলো যে, এটা কি কোন স্বপ্ন ছিল? কিন্তু মাদুরকে ভাল করে দেখলেন যে ওখানে রক্তের ফোটা বিদ্যমান ছিল। এটা সেই ফোটা যেটা বেদার বখতের কপাল থেকে পড়তে পিতা দেখেছিলেন। এ ফোটাসমূহ দেখে হাশমত আলী খান বুঝতে পারলেন যে, এটা জাগ্রতাবস্থারই ঘটনা, স্বপ্নের নয়। শেষে কয়েকজন বর্ণনাকরীদের নাম উল্লেখ পূর্বক বলেন যে, এ ঘটনার আরও অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী রয়েছে। (মালফুজাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী।)

এ ধরনের তাদের মুরুব্বিদের আরো বিস্ময়কর ঘটনা জানতে হলে পড়ুন আল্লামা আরশাদুল কাদেরীর "যালযালা"।

প্রিয় পাঠক ভাই ও বোনেরা আপনারাই বলুন- যদি কাসেম নানুতুবী সাহেব কবর থেকে উঠে স্ব-শরীরে দেওবন্দ মাদ্রাসায় এসে প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারেন, আশরাফ আলী থানবী সাহেব একই সময়ে থানাভবন নামক স্থানে অবস্থান করে আ-লীগড়ে গিয়ে তার মুরীদকে সাহায্য করতে পারেন, থানবী সাহেবের প্রপিতামহ মুহাম্মদ ফরিদ সাহেব শহীদ (?) হওয়ার পর বাড়িতে এসে তার স্ত্রীকে মিষ্টি দিয়ে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

যেতে পারেন, এবং প্রতিদিন আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন এবং বেদার বখত শহীদ (?) হওয়ার পর বাস্তবে এসে তার পিতার সাথে কথা বলতে পারেন, তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মীলাদ শরীফে আসতে পারেন ও বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন- এটা কি তাঁর পক্ষে অসম্ভব? এবং এ বিশ্বাস পোষণ করা কি শিরক? যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করা শিরক হয় তাহলে তাদের মুরুব্বীদের এ সমস্ত ঘটনায় কি শিরক হয় না? উহা কি ঈমানের টুকরো?

যুক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির

(১) হাজির-নাজির হওয়ার তিনটি অর্থ আছে- (১) এক জায়গায় থেকে সমস্ত জগতকে হাতের তালুর মত দেখতে পাওয়া, (২) নিমেষেই সমগ্র জগত পরিভ্রমণ করা ও শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থানকারী কাউকে সাহায্য করা এবং (৩) পার্থিব শরীর কিংবা অনুরূপ শরীর নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যমান হওয়া। এসব গুণাবলী অনেক সৃষ্টজীবের মধ্যেও নিহিত আছে।

(১) 'রূহুল বয়ান,' 'খাযিন', 'তাফসীরে কবীর' ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থ সমূহে ৭ম পারার সূরা 'আন্‌আম এর আয়াত

حَتّٰى اِذَاجَاءَ اَحَدَ كُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে ঃ-

جُعِلَتِ الْاَرْضُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ مِثْلَ الطَّشْتِ يَتَنَاوَلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ

অর্থাৎ- মালাকুল মওত- এর জন্য সমগ্র ভূ-খণ্ডকে এমন একটি থালার মত করে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেই থালা থেকে তিনি নিতে পারেন। 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' এ জায়গায় আরও বলা হয়েছে-

لَيْسَ عَلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ صُعُوبَةٌ فِىْ قَبْضِ الْاَرْوَاحِ وَاِنْ كَثُرَتْ وَكَانَتْ فِىْ اَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّدَةٍ

অর্থাৎ- মালাকুল মওতের রূহসমূহ কব্‌জ করতে কোন বেগ পেতে হয় না, যদিও রূহ সংখ্যায় বেশী হয় ও বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। 'তাফসীরে খাযিনে' সে একই আয়াতের নিচে লিখা হয়েছে-

مَا مِنْ اَهْلِ بَيْتِ شَعْرٍ وَلَا مَدَرٍ اِلَّا مَلَكُ الْمَوْتِ يُطِيْفُ بِهِمْ يَوْمًا مَرَّتَيْنِ

অর্থাৎ-"প্রতিটি তাঁবু বা ঘরে বসবাসকারী এমন কোন জীব নেই, যার কাছে মালাকুল

মওত দিনে দু'বার না যান।"

(২) জ্বিন জাত নূরী নহে, নারী (আগুন) বটে, কিন্তু তারা এক মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে সক্ষম। নূর নবী খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এদের অপেক্ষা বেশী ভ্রমণ করতে সক্ষম নয় কি?

(৩) সারা বিশ্বে বিভিন্ন স্থানে একই মুহূর্তে লক্ষাধিক জীব মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। বলুন তো- আজরাঈল (আঃ) একাকী কেমন করে এদের প্রাণ হরণ করেন? তদ্রুপ একই সময় পৃথিবীতে লক্ষাধিক মীলাদ মাহফিল হলে নূর নবী কেমন করে সেখানে হাজির-নাজির হবেন? আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় তিনি তথায় হাজির হন। এখন শয়তানের ক্ষমতা দেখুন। শামীতে উল্লেখ আছে-

وَفِى الْبُرْهَانِ اِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ غَيْرُ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ وَاِنَّ اِبْلِيْسَ مَعَ اِبْنِ اٰدَمَ بِالنَّهَارِ وَوَلَدِه بِاللَّيْلِ- اَىْ مَعَ جَمِيْعِهِمْ اِلَّامَنْ حَفِظَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُ وَاَقْدَرَهُ عَلٰى ذٰلِكَ كَمَا اَقْدَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلٰى نَظِيْرٍ

অর্থাৎ- "বুরহান কিতাবে বর্ণিত আছে : রাত্রির ফেরেশতা ভিন্ন, দিনের ফেরেশতাও ভিন্ন। আর ইবলিশ শয়তান দিনে বনী আদমের সাথে, রাত্রে তাদের সন্তানদের সাথে অবস্থান করে। অর্থাৎ শয়তান প্রত্যেকের সাথে অবস্থান করে ধোঁকা দেয়। কিন্তু আল্লাহ্ যাদেরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে হেফাজত করেন তারা ব্যতীত। শয়তানকে ঐরূপ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যেরূপ ভাবে মালাকুল মউত বা আজরাঈল (আঃ) কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে"। একা ইবলিশ শয়তান বনী আদমকে ধোঁকা দিয়ে অন্যায় আচরণ করায়। এখন ভেবে দেখুন, কোটি কোটি মানুষকে শয়তান আল্লাহর থেকে কি করে বিমুখ করতে পারে সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে? খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে। তদ্রুপ নবী (আঃ), আওলিয়া কেরামদের আল্লাহ ক্ষমতা প্রদান করেছেন ঐ ক্ষমতা বলে একই সময় বিভিন্ন মাহফিলে হাজির হন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাজির-নাজির হওয়ার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি খন্ডন

(১) "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মেরাজের কথা আলোচনা করে দাবী করা হয়েছে- "নবীজি সর্বত্র হাজির নাজির হলে এই ভ্রমনের কোন প্রয়োজন হত না। আর এই ভ্রমনকে অস্বীকার করলে ইমানই

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকবে না। প্রক্ষান্তরে নবীজিকে হাজির-নাজির বলে কৌশলে উক্ত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক মেরাজের ভ্রমনকে অস্বীকার করা হবে।"

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব ঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মেরাজের ঘটনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বত্র হাজির-নাজির হতে পারেন না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে আরশে আযীমে দাওয়াত দিয়ে এনে তাঁর দীদার ও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। জগতবাসীকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শান বা মর্যাদা কতটুকু তা দেখানোর জন্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কদম মোবারকের নীচে আল্লাহ পাক তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জগতকে রেখেছেন, তা প্রমাণ করার জন্যই আল্লাহ এ মেরাজের ব্যবস্থা করেছেন। মেরাজের ঘটনা দ্বারা যদি দাবী করা হয়- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বত্র হাজির-নাজির নন। তাই তিনি ভ্রমন করে মেরাজে গিয়েছিলেন, তা হলে আমরা বলব- আল্লাহ তা'য়ালা কি সর্বত্র হাজির-নাজির নন। অবশ্যই আল্লাহ সর্বত্র হাজির- নাজির। তা হলে কেন আল্লাহ পাক তাঁর বন্ধুকে কোটি কোটি মাইল রাস্তা ভ্রমন করিয়ে এত উর্ধজগতে নিয়ে স্বীয় দীদার দান করলেন? আল্লাহ ইচ্ছে করলে তো জমিনেই মেরাজের সমস্ত ঘটনা সংঘটিত করতে পারতেন। এখন যদি কেউ দাবী করে- আল্লাহ সর্বত্র হাজির-নাজির নন। তিনি আরশ আযীমে অবস্থান করেন এ কারনেই আল্লাহ পাক তাঁর বন্ধুকে স্বীয় দীদার দেয়ার জন্য এখানে ডেকে এনেছেন। তাহলে কি উপরোক্ত দাবী গ্রহণ যোগ্য হবে? না কখনো নয়। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সর্বত্র হাজির-নাজির হতে পারেন, তা মেরাজের ঘটনা দ্বারা অস্বীকার করা যায় না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির মনে করলে যদি মেরাজকে অস্বীকার করা হয়, তা হলে ইতি পূর্বে যে সমস্ত ইমামগণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির মনে করতেন, তারা কি রাসূলের মেরাজকে অস্বীকার করতেন? জবাব দিন।

(২) উক্ত বইয়ের ৫৭ ও ৫৮ নং পৃষ্ঠায় পবিত্র কোরআন শরীফের ৩টি আয়াত যথা-

وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا جَمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ

অর্থাৎঃ- আপনি তাদের সাথে ছিলেন না যখন তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) ষড়যন্ত্র মূলক কাজে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছিল এবং তারা চক্রান্ত করেছিল। (সূরা ইউসুফ আয়াত নং ১০২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى الْاَمْرَ

অর্থাৎ- হযরত মুসা (আঃ) কে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন আপনি (তুর পাহাড়ের) পশ্চিম প্রান্তে হাজির ছিলেন না। (সুরা কাসাস-আয়াত-৪৪)

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

অর্থাৎ ঃ- হযরত মরিয়মের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এ নিয়ে বিরোধ নিয়ন্ত্রনের জন্য যখন তাদের কলমগুলো নিক্ষেপ করেছিল, তখন আপনি সেখানে হাজির ছিলেন না। (সূরা ইমরান, আয়াত-৪৪)

এ সমস্ত আয়াত দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, বিগত যুগে উল্লেখিত ঘটনাবলী ঘটার সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘটনাস্থলে বিদ্যমান ছিলেন না। তাই তিনি প্রত্যেক স্থানে হাজির-নাজির নন।

উপরোক্ত বিষয়ে আমাদের জবাব ঃ

হাজির-নাজির এর মানে কি, সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এ আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা পূবেই বর্ণনা করেছি যে, 'হাজির-নাজির' এর তিন ধরনের অর্থ আছে। (১) এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র জগত দেখা; (২) এক মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করা; (৩) একই সময়ে কয়েক জায়গায় দৃশ্যমান হওয়া। উল্লেখিত আয়াত সমূহে বলা হয়েছে- তিনি এ পার্থিব শরীর নিয়ে ঘটনাস্থলে বিদ্যমান ছিলেন না। একথা কোথায় বলা হয়েছে যে, তিনি ঐ সমস্ত ঘটনাবলী অবলোকন করেননি? স্বশরীরে তথায় উপস্থিত না থাকা এক কথা এবং তাঁর সে সব ঘটনা অবলোকন করা ভিন্ন কথা। উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, হে মাহবুব আলাইহিস সালাম, আপনি তথায় স্বশরীরে বিদ্যমান ছিলেন না। তবে সে সব ঘটনা সম্পর্কে আপনি অবহিত ও তা অবলোকন করেছেন। উক্ত আয়াতগুলো বরং হুযুর আলাইহিস সালামের 'হাজির-নাজির' হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করছে।

সুপ্রসিদ্ধ 'তাফসীরে সাবী' -এর ৩য় খন্ডের ২০৬ নং পৃষ্ঠায়

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اَلْاٰيَةَ এর তাফসীরে উল্লেখ আছে ঃ-

وَهٰذَا بِالنَّظَرِ لِلْعَالَمِ الْجِسْمَانِىِّ لِاِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَصْمِ وَاَمَّا بِالنَّظَرِ لِلْعَالَمِ الرُّوْحَانِىْ فَهُوَ حَاضِرٌ رِسَالَةَ كُلِّ رَسُوْلٍ وَمَا وَقَعَ لَهٗ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ اِلٰى اَنْ ظَهَرَ بِجِسْمِهِ الشَّرِيْفِ

অর্থাৎ- "এখানে যে বলা হয়েছে, আপনি হযরত মুসা (আঃ)-এর সে ঘটনাস্থলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছিলেননা, তা শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। রূহানীভাবে তো হুযুর (আলাইহিস সালাম) প্রত্যেক রাসূলের রিসালাত ও হযরত আদম (আঃ) এর আদি সৃষ্টি থেকে শুরু করে তাঁর স্বশরীরে আবির্ভূত হওয়ার সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত ব্যাপারে মওজুদ ছিলেন।"

হিজরতের দিন হুযুর (আলাইহিস সালাম) সত্যের প্রতীক হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) কে নিয়ে ছওর নামক গুহায় অবস্থান করছিলেন। এদিকে মক্কার কাফিরগণ উক্ত গুহার মুখে এসে উপস্থিত। হযরত সিদ্দীক (রাঃ) অবস্থা দৃষ্টে বিচলিত হয়ে পড়লেন। এসময় হুযুর (আলাইহিস সালাম) ইরশাদ করেন- لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (চিন্তা কর না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন)। এখানে কি এ আয়াতের লক্ষ্যার্থ এ যে, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন, কিন্তু কাফিরদের সাথে নেই? যদি তাই হয়, তাহলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ প্রত্যেক জায়গায় মওজুদ নেই। কাফিরগণও তো এ জগতেই ছিল।

অনুরূপ উহুদ যুদ্ধের পর কাফিরদের উদ্দেশ্যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন اَللّٰهُ مَوْلٰنَا وَلَامَوْلٰى لَكُمْ (আল্লাহ আমাদের মাওলা, তোমাদের মাওলা কেউ নেই)। একথা থেকে বোঝা গেল যে, খোদার রাজত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কেবল মাত্র মুসলমানদের উপরই আছে, কাফিরদের উপর নেই। 'মাওলা' শব্দের অর্থ হচ্ছে কার্যনির্বাহক। উপরোক্ত বাক্য দু'টির অর্থের সমন্বয় সাধন করলে প্রথমোক্ত বাক্যের ভাবার্থ দাঁড়ায়ঃ আল্লাহ তা'য়ালা দয়া ও রহমত সহকারে আমাদের সাথে আছেন, আর কহর ও গযব সহকারে আছেন কাফিরদের সাথে। দ্বিতীয় বাক্যটির সারমর্ম হলো, আমাদের মাওলা আছেন সাহায্যকারীরূপে, হে কাফিরগণ, তোমাদেরও মাওলা আছেন বটে, তবে তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে নন। অনুরূপভাবে ওসব আয়াতের ক্ষেত্রেও বলা হবে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহ্যিকভাবে স্বশরীরে সে সময় তাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না।

(৩) উক্ত বইয়ের ৫৮নং পৃষ্ঠায় সূরা মুজাদেলার ৭নং আয়াত -----------

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ مَايَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى الخ

অর্থাৎ ঃ- আপনি কি অনুধাবন করেন না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাতে তিনি চতুর্থ জন হিসেবে উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা সংখ্যায় কম হোক আর বেশী যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। উক্ত আয়াত উল্লেখ করে তারা দাবী করেছেন "নবীজী যদি হাজির হতেন তবে উক্ত আয়াতে তিন ব্যক্তির সাথে গোপন পরামর্শে নবীজীকেও হিসাবে ধরা হতো। এ আয়াতটি উল্লেখ করে ফুরফুরা শরীফের ইশায়াতুল ইসলামের পক্ষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে"।

তাদের উক্ত দাবীর জবাব ঃ

তাদের উপরোক্ত দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও নবী বিদ্বেষী। কারণ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত স্থানে সকলের সাথে আছেন, সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির হতে পারেন না, তা প্রমাণিত হয় না। উক্ত আয়াতে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যদি সংখ্যাই নির্দিষ্ট করা হয় যে, উক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যার বাহিরে আর কেউ উপস্থিত নয়। তা হলে আমাদের জিজ্ঞাসা ঐ গোপন পরামর্শে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দুজন করে ফেরেশতা থাকে (কেরামান, কাতিবিন) তারা কি উপস্থিত ছিলেন না? না তারা সে সময় অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন? জবাব দিন। ইবলিশ শয়তান সর্বত্র বিচরণ করতে পারে এবং সমস্ত স্থানে উপস্থিত থাকতে পারে- এ কথা তারাও স্বীকার করেন, তা হলে কি শয়তান সেই গোপন পরামর্শে উপস্থিত থাকতে পারে না? জবাব দিন। মেশকাত শরীফের ১৮ নং পৃঃ মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন- مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا قَدْ وُكِّلَ بِهٖ قَرِيْنُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الخ

অর্থাৎ- প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'জন করে সঙ্গি রয়েছে। একজন হলো জিন (শয়তান) থেকে আর অন্যজন হলো ফেরেশতাদের মধ্য থেকে।

হাদীসের উপরোক্ত অংশের ব্যাখ্যায় মেশকাত শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায় ১০ নং হাশিয়া বা পার্শ্ব টিকায় মেরকাত ও লুময়াত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে-

اَىْ لِكُلِّ اَحَدٍ مِّنْ بَنِىْ اٰدَمَ صَاحِبٌ مِنَ الْمَلَكِ وَصَاحِبٌ مِنَ الشَّيْطَانِ- وَهُوَ قَرِيْنٌ فَقَرِيْنُهٗ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ يَاْمُرُهٗ بِالْخَيْرِ وَاِسْمُهٗ اَلْمُلْهِمُ- وَقَرِيْنُهٗ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ يَاْمُرُهٗ بِالشَّرِّ وَاِسْمُهٗ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هَرْمَنُ وَالْوَسْوَاسُ-

অর্থাৎ- আদম সন্তান প্রত্যেকের সাথে একজন ফেরেশতা ও একজন শয়তান সঙ্গি হিসেবে থাকে। ফেরেশতা সঙ্গির নাম হল "মুলহিম," সে ভাল কাজ করতে আদেশ করে। আর শয়তান সঙ্গির নাম হলো "হরমন" ও আল ওয়াসওয়াস সে তাকে মন্দ কাজের আদেশ করে।

সুতরাং প্রমাণিত হলো প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে ভাল ও মন্দ দু'জন সঙ্গি সর্বদা অবস্থান করে। অতএব আরো প্রমাণিত হলো উপরোক্ত আয়াতে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহ ছাড়াও আরো অনেকে গোপন পরামর্শে উপস্থিত থাকেন।

ফুরফুরা শরীফের চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে আমাদের কথা হল, তারা কোথায় কিসের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছেন তার কোন উল্লেখ নেই। এটি একটি ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। (মৃত) আবদুল কাহহার ছিদ্দিকী সাহেবের পরিচালিত "ফুরফুরা শরীফের ইশয়াতুল ইসলাম দারুস সালাম মীর পুর ঢাকা" তাদের হাজির-নাজির সহ জঘন্য ২২টি আকিদার ব্যাপারে ১৯৯৫ ইং সালের ১লা এপ্রিল প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার মাধ্যমে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষে অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল সাহেব (মা: জি: আ:) বহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। যা বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ জানেন এ চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে অদ্য ২৫-৩-২০০৭ ইং পর্যন্ত কোন টু শব্দ নেই। সুতরাং তারা আবার কিসের চ্যালেঞ্জ দিবে। যতসব ধোঁকাবাজি।

(৩) উক্ত বইয়ের ৫৯ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী- নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের একদল ফিরিশতা রয়েছে, যারা যমীনে ভ্রমনরত থাকেন। তারা আমার নিকট আমার উম্মতের সালাম পৌঁছে দেন (মিশকাত পৃঃ-৮৬)

উক্ত হাদীস বর্ণনা করে তারা দাবী করেছেন, "দরুদ সালাম গ্রহণ করার জন্য স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয় না। হাজির-নাজির থাকতে হয় না।"

তাদের দাবীর জবাব ঃ

আমরা তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী কেউই এ কথা বলি না যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরুদ সালাম গ্রহণ করার জন্য সর্বত্র ঘুরে বেড়ান এবং হাজির নাজির থাকেন। বরং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতের আমল সমূহ পর্যবেক্ষন ও তাঁর আশেকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য সর্বত্র বিচরণ করেন ও

www.AmarIslam.com

হাজির-নাজির থাকেন।

(৪) উক্ত বইয়ের ৫৯ নং পৃষ্ঠায় আরো একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যার সারসংক্ষেপ হলো-

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়েমেনের গর্ভনর করে পাঠালেন তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে মুয়াজ সম্ভবত এ বছরটির পর তুমি আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। তুমি হয়তো আমার এ মসজিদে ও আমার কবর স্থানে যাতায়াত করবে। এ কথা শুনে হযরত মুয়াজ (রাঃ) কেঁদে ছিলেন।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাপারে আমাদের কথা

উক্ত হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির নন সে বিষয়ের কোন আলোচনা নেই। বরং উক্ত হাদীস শরীফের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের প্রমাণ পাওয়া যায়। তা হলো হযরত মুয়াজ (রাঃ) কে স্বীয় ইন্তেকাল সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবহিত করেছিলেন।

(৫) উক্ত বইয়ের ৬০ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার ঘটনা বর্ণনা করে তারা দাবী করেছেন "তিনি যখন মক্কা থেকে গোপনে চলে গেলেন তখন সেখানে তিনি হাজির ছিলেন না। তেমনি ভাবে হযরত আলী (রাঃ)কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। তিনি হাজির হলে নিজেই আমানত গুলো পৌছে দিতে পারতেন। তাছাড়া সর্বত্র হাজির হলে হিজরতের কোন অর্থ হয় না। কেননা হিজরতের অর্থ হলো দেশ ত্যাগ করা।"

তাদের উক্ত দাবীর জবাব

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার দ্বারা তাঁর হাজির-নাজির হওয়ার ক্ষমতা না থাকা বুঝায় না।

কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান ছিল। একটি হল বাশারীয়ত বা মানবীয় গুণ আর একটি হল নূরানীয়াত বা ফেরেশতা সূলভ গুণ। তিনি বাশার বা মানব হিসেবে নির্দিষ্ট একটি স্থানে অবস্থান করতে হয় এজন্যই তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন। এবং উম্মতকে প্রয়োজনে দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করার শিক্ষা দিয়েছেন। আর নুরানীয়াত গুণের বদৌলতে তিনি মদীনায় হিজরত করার পরও মক্কায় হাজির থাকতে পারেন। আর হযরত আলী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(রাঃ) কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন এ জন্য যে, যাতে আলী (রাঃ) -এর নবী প্রেমের পরীক্ষা হয়ে যায়। তিনি তাঁর জীবন থেকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বেশী ভালবাসেন কিনা? তা না হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই মক্কায় হাজির থেকে আমানত গুলি পৌছে দিতে পারতেন। অনেক আওলিয়ায়ে কেরামের এমন অনেক কারামত রয়েছে যে, তারা এক স্থানে অবস্থান করে অন্যস্থানে যেয়ে অনেক কিছু করতে পারেন। এমনকি বিরোধীদের অন্যতম মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেবও থানা ভবনে অবস্থান করে অনেক দূরে আলীগড়ে গিয়ে তার এক মুরীদকে সাহায্য করে ছিলেন বলে তারা দাবী করেন। যে বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং থানবী সাহেব যদি একই সময় থানাভবনে অবস্থান করে আলীগড়ে যেয়ে তার মুরীদকে সাহায্য করতে পারেন তা হলে কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই সময় মদীনায় অবস্থান করে মক্কায় গিয়ে আমানত গুলো পৌছায়ে দিতে পারতেন না? রাসূলের ক্ষমতা কি থানবী সাহেবের চেয়েও কম? (নাউযুবিল্লাহি মিন জালিক)

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির হলে মদীনায় হিজরত করার অর্থ হয় না।"

এ ব্যাপারে আমাদের কথা হলো- আল্লাহ সর্বত্র হাজির আছেন তা হলে আবার প্রতি রাত্রের শেষভাগে এবং শবে কদর ও শবে বরাতের রাত্রে প্রথম আসমানে আগমন করেন। (যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত) তার আবার অর্থ কি? তাহলে কি আল্লাহ তা'য়ালা পূর্ব থেকে প্রথম আসমানে ছিলেন না? অবশ্যই আল্লাহ প্রথম আসমানে ছিলেন। এখানে এ বিষয়ে যেরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে ঠিক তদ্রুপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বত্র হাজির থাকা সত্ত্বেও মদীনায় হিজরত করেছেন- তাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

(৬) উক্ত বইয়ের ৬১নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তাবুক যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে দাবী করা হয়েছে "নবীজী তাবুক চলে যাওয়ার পর মদীনায় হাজির হলে তার শাসন ভার পরিচালনার জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে স্থলাভিষিক্ত করার প্রয়োজন হত না। তেমনিভাবে পূর্ব থেকে তাবুকে হাজির থাকলে সেখানে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব ঃ

তাদের উপরোক্ত দাবী পূর্বে বর্ণিত হিজরতের ঘটনার দাবীর মতই সুতরাং পূর্বের জবাবের মাধ্যমেই তাদের উপরোক্ত দাবী খন্ডন হয়ে যায়। হযরত আলী (রাঃ)কে মদীনার শাসন কার্য পরিচালনার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্থলাভিষিক্ত

করেছেন। উম্মতকে এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, রাষ্ট্র প্রধান দেশ ছেড়ে কোথাও গেলে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনার জন্য এক জনকে তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যান। যাতে তিনি রাষ্ট্রের কাজ সমূহ পরিচালনা করতে পারেন।

(৭) উক্ত বইয়ের ৬১ নং পৃষ্ঠায় বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে, নবম হিজরীতে হজ্জ ফরজ হয়, সে বছর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গুরুত্ব পূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকায় হজ্বে গমণ করতে পারেন নি। হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরে হজ্জ নিযুক্ত করে পাঠলেন। এবং মক্কায় একটি জরুরী ঘোষণা পত্র পাঠ করার জন্য হযরত আলী (রাঃ) কে প্রেরণ করেন। উক্ত হাদীস বর্ননা করে তারা দাবী করেছেন "যদি তিনি হাজির নাজির হতেন তবে নবম হিজরীতে হজ্জ করতে পারলেন না কেন? প্রতিনিধি নিযুক্ত করার অর্থ হল তিনি যাবেন না অন্যত্র জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তাই তিনি হজ্জের সময় ছিলেন না এজন্যই তো নিজে ঘোষনা পত্র পাঠ না করে তাঁর প্রতিনিধি হযরত আলী (রাঃ) কে পাঠালেন।"

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব ঃ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবম হিজরীতে হজ্জ করেন নি বলে তিনি যে হাজির-নাজির নন তা প্রমাণিত হয় না। নবম হিজরীতে হজ্জ না করার অন্যতম একটি কারণ হল শরীয়তে এ বিধান জারী করা যে, হজ্জ ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা আবশ্যক নয়, বিলম্বে হজ্জ করাও জায়েজ আছে। যদি রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ বছরই হজ্জ আদায় করে ফেলতেন তা হলে আমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) বিলম্বে হজ্জ আদায় করার সুযোগ লাভ করতাম না। আর বাহ্যিক ভাবে যেহেতু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় যান নি তাই হযরত আলী (রাঃ)-এর মাধ্যমে ঘোষনা পত্র পাঠ করিয়েছেন।

(৮) উক্ত বইয়ের ৬১ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী-

مَنْ زَارَ قَبْرِیْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِیْ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল। উক্ত হাদীস উল্লেখ করে তারা দাবী করেছেন "যদি তাকে হাজির-নাজির বলা হয় তবে কবরকে অস্বীকার করা হয়। তিনি হাজির হলে কবর যিয়ারত করতে যাব কেন? কবর কি নির্দিষ্ট স্থানে নয়? তিনি তা হলে কবরে অবস্থান করেন না? সর্বত্র হাজির হলে কবরের প্রয়োজন আছে কি"?

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব ঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির মানলে তাঁর কবরকে অস্বীকার করা হয় না। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাশার বা একজন মানব হিসেবে তাঁর ইন্তেকালের পর কবরে দাফন করা হয়েছে। আর কবরে দাফন করার দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, তিনি কবরে বন্দী জীবন যাপন করছেন, জগতের কোথাও ভ্রমন করার ক্ষমতা নেই। বরং তিনি কবরে অবস্থান করা সত্ত্বেও আসমান জমীনের যে কোন জায়গায় মুহুর্তের মধ্যে ভ্রমন করতে পারেন। যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির নন এ জন্য আমরা তাঁর কবর যিয়ারত করতে যাই না বরং তিনি হাজির-নাজির হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাঁর কবর যিয়ারত করতে যাই। যাতে পরকালে আমরা তাঁর প্রতিশ্রুত শাফায়াত লাভ করতে পারি।

(৯) উক্ত বইয়ের ৬২ নং পৃষ্ঠায় তাওশীহ মিফতাহুল কুলুব এবং ফতোয়ায়ে বাযযাজিয়া ও আলমগীরী কিতাবের ৩টি উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে যথা-

১। "কিছু কিছু মানুষ যারা বিপদ আপদে নবী বা অলীদেরকে ডাকে এই বিশ্বাসে যে, তাদের রুহ সমূহ হাজির থাকে এবং তাদের অভাব অভিযোগ গুলি শোনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। এই বিশ্বাস জঘন্যতম শিরকের অর্ন্তভুক্ত এবং স্পষ্ট পথভ্রষ্ট ছাড়া আর কিছুই না"

২। মৃত কোন নবী-রাসূল বা অন্য কোন অলীর প্রতি এ ধারণা করে ডাকা যে, তারা হাজির আছেন। সম্পূর্ণ কুফরী বাক্য সমূহের অর্ন্তভুক্ত। যেমন এরুপ বলা যে, يَا رَسُوْلَ اللهِ অথবা يَا عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِى দস্তগীর ইত্যাদি বলা হারাম।

৩। مَنْ قَالَ اِنَّ اَرْوَاحَ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةٌ وَتَعْلَمُ يَكْفُرُ

অর্থাৎ ঃ- যারা বলবে নবী রাসূল গণের রুহ বা ওলী আউলিয়াদের রুহ হাজির থাকে এবং তাঁরা আমাদের অবস্থা জানেন তবে তারা কাফের হয়ে যাবে।

উপরোক্ত ইবারত সমূহের জবাব ঃ

উপরোল্লিখিত ইবারত সমূহের বাহ্যিক ভাব ধারার আওতায় ভিন্নমতাবলম্বীগণও এসে যাচ্ছেন। কেননা, প্রথমতঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব রচিত 'ইমদাদুস সুলুক' গ্রন্থের উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, যেখানে তিনি পরিস্কার ভাষায় পীরের রূহকে মুরীদদের কাছে 'হাজির' জ্ঞান করার শিক্ষা দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ উপরোক্ত ইবারত সমূহে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়নি যে, কোন জায়গায় পীরের রূহকে হাজির জ্ঞান করা 'কুফর'? -সব জায়গায়, না কোন এক জায়গায়। বিশেষত কোন স্থানের উল্লেখ না

থাকায় এ কথাই জানা যায়, যদি কেউ মাশায়েখের রূহকে এক জায়গায়ও হাজির মনে করে, কিংবা যে কোন একটি বিষয়েও জ্ঞাত বলে ধারণা করে, তাহলে সে 'কাফির' হয়ে যাবে। তাঁরাও মাশায়েখের রূহসমূহকে তাঁদের কবরের মধ্যে কিংবা 'আলমে বরযখের' ইল্লীয়ীন' নামক স্থানে, যেখানে তাঁদের রূহ অবস্থান করেন', অবশ্যই হাযির বলে স্বীকার করবেন। অতএব, যে কোনখানে স্বীকার করা হোক না কেন, কুফরে গণ্য হল। তৃতীয়তঃ এ 'হাজির-নাজির' এর আলোচনায় সুপ্রসিদ্ধ ফত্ওয়ায়ে শামী'র উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইয়া হাজিরু! ইয়া নাজিরু! বলা কুফর নয়। চতুর্থতঃ 'আশিআতুল লমআত, ইহয়াউল উলুম প্রভৃতি গ্রন্থের, উদ্ধৃতি সমূহ উল্লেখ করে আগেই বলেছি যে, নামাযী ('তাশাহুদ') পাঠের সময় নিজ অন্তরে হুযুর (আলাইহিস সালাম) কে হাজির মনে করেই اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ (হে নবী, আপনার প্রতি সালাম) কথাটুকু বলবেন। এখন প্রশ্ন হলো-এ ফকীহগণের বেলায় উক্ত কিতাব সমূহের ফতোয়া প্রযোজ্য হবে কি না? যেহেতু তাঁদেরকে 'কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না' তাই এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, উক্ত ইবারত সমূহে যে হাজির-নাজির জ্ঞান করাকে কুফর আখ্যায়িত করেছে, তা ওই হাজির-নাজির এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা' খোদারই একমাত্র গুণ হিসেবে স্বীকৃত। অর্থাৎ- যা সত্ত্বাগত চিরন্তন, অত্যাবশ্যকীয় ও স্থানের গণ্ডীমুক্ত। এ ধরনের হাজির-নাজির হওয়াটা খোদারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রত্যেক জায়গায় আছেন, কিন্তু কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নন।

(১০) উক্ত বইয়ের ২৬ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী-

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ نَائِبًا اُبْلِغْتُهُ

অর্থাৎ ঃ- যে ব্যক্তি আমার কবর শরীফের পার্শ্বে দরুদ পাঠ করে, তার দরুদ আমি নিজে শুনি আর যে দূরে থেকে দরুদ পাঠ করে, তার দরুদ আমার কাছে পৌছে দেওয়া হয়। উক্ত হাদীস উল্লেখ করে তারা দাবী করেছেন "তিনি সর্বত্র হাজির হলে তার কাছে যাবে কেন? আর দূর থেকে পাঠালে পৌছানো হবে কেন? এতে বুঝা যায় তিনি হাজির-নাজির নন বিধায় এরূপ ব্যবস্থাপনা"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তিনি সর্বত্র হাজির-নাজির হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিকট তথা রওজায়ে আতহারে যেতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

হবে এজন্যে যে, পবিত্র রওজা শরীফ থেকে ফয়জ বরকত ও কিয়ামতের দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওয়াদাকৃত শাফাআত লাভ করার জন্য। আর দূর থেকে দরুদ শরীফ পাঠ করলে তা রাসূলের নিকট (রওজা শরীফে) পৌছানো হয়। এ বাণীর দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বেশী বেশী করে দরুদ শরীফ পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে।

উক্ত বাণীর অর্থ এই নয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দূরের দরুদ শরীফ শুনতে পান না। বরং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রওজা শরীফের নিকট কিংবা দুরে যেখানেই দরুদ শরীফ পড়া হয় না কেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত দরুদ শরীফ শুনতে পান। যার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। এমনকি ইবনে তাইমিয়ার সুযোগ্য শাগরীদ ইবনে কাইয়ূম রচিত 'জিলাউল ইফহাম' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন-

لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّىْ عَلَىَّ اِلاَّ بَلَغَنِى صَوْتُهٗ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا
بَعْدَ وَفَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِىْ

অর্থাৎ ঃ- যে কোন স্থানে কেউ দরুদ পাঠ করলে পাঠকের আওয়াজ আমার কানে পৌছে- এ রীতি আমার ওফাতের পরেও বলবৎ থাকবে।

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) রচিত "আনিসুল জালীস" গ্রন্থে উল্লেখ আছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

اَصْحَابِىْ اِخْوَانِىْ صَلُّوْا عَلَىَّ فِىْ كُلِّ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْجُمُعَةِ
بَعْدَ وَفَاتِىْ فَاِنِّى اَسْمَعُ صَلٰوتِكُمْ بِلاَ وَاسِطَةٍ

অর্থাৎ ঃ- আমার ওফাতের পর প্রতি সোমবার ও শুক্রবার বেশী করে দরুদ পাঠ করবে, তোমাদের দরুদ আমি সরাসরি শুনি।

(১১) উক্ত বইয়ের ৬৩ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করে তারা দাবী করেছেন "যদি তিনি সর্বত্র হাজির হতেন তবে মক্কা ছেড়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয়না।"

উক্ত পৃষ্ঠায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা থেকে মদীনায় আগমনের সময় তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করার জন্য পাঁচশত আনসার প্রত্যহ মদীনার শহরতলীতে এসে অপেক্ষা করতেন। এ ঘটনা বর্ণনা করে তারা দাবী করেছেন "এতে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্ব থেকে সেখানে ছিলেন না। আর না হয়

প্রতিদিন তাদের অপেক্ষা করে চলে যেতে হত না। আর তিনি হাজির-নাজির হলে এ অভ্যর্থনারও প্রয়োজন হতো না"।

উক্ত পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিদায় হজ্জের ঘটনা বর্ণনা করে তারা দাবী করেছেন "তিনি যদি হাজির-নাজির হতেন তবে বিদায় হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হওয়ার কোন অর্থ হয় না। আর সে হজ্জকে বিদায় হজ্জ ও বলা হত না।"

তাদের উপরোক্ত দাবী সমূহের জবাব ঃ

বিরোধীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির নন এ ব্যাপারে অকাট্য কোন দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়ে তারা নানা ধরনের খোঁড়া যুক্তি দিয়ে সরল-মনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত যুগশ্রেষ্ঠ ওলামাদের উক্তি পেশ করেছি যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির বিশ্বাস করতেন। তারা কি এ সমস্ত বিষয় অবহিত ছিলেন না? নাকি তারা সকলে মুর্খ ছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুটি বৈশিষ্টের একটি হলো বাশারীয়ত বা মানবীয় গুণ আর বাশার বা মানব হিসেবে মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। মদীনায় আগমনের সময় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের জন্য মক্কায় গিয়াছেন। কিন্তু তিনি নূরাণীয়ত বা ফেরেশতা সুলভ বৈশিষ্টের মাধ্যমে পূর্ব থেকে সমস্ত স্থানেই হাজির-নাজির ছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি বাহ্যিক ভাবে হিজরত করে মদীনায় না যেতেন হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন না করতেন তা হলে আমরা তথা উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত ও হজ্জ করার জন্য সফর করা কার থেকে শিক্ষা লাভ করতাম? আমাদের শিক্ষা দিবার জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহ্যিকভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন। এ সফর দ্বারা এ কথা প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির হওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হজ্জকে বিদায় হজ্জ বলা হয় এ জন্য যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত হজ্জ পালন করার পর পুনরায় হজ্জের সময় আসার অনেক পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তাই পুনরায় আর জাহেরী বা প্রকাশ্য ভাবে হজ্জ করেন নি। উক্ত হজ্জই ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জাহেরী হায়াত শরীফের সর্বশেষ হজ্জ তাই উহা বিদায় হজ্জ নামে খ্যাত। তারা কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর তিনি আর হজ্জ করার ক্ষমতা রাখেন না

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলে দাবী করতে চান? তা হলে শুনুন, নবী ওলীগণ তাদের ইন্তেকালের পরেও আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে হজ্জ করতে ও বিভিন্ন জায়গায় গমন করতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মুসা (আঃ) কে হজ্জ করতে দেখেছিলেন।

(১২) উক্ত বইয়ের ৬৪ নং পৃষ্ঠায় মাওলানা রুমী (রহঃ)-এর মসনবী শরীফের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে- একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পা মোবারকের মোজা খুলে ওযু করছিলেন হঠাৎ একটি চিল এসে তাঁর মোজা নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। চিলটি কিছুক্ষন পর মোজাটি উল্টিয়ে নীচে নিক্ষেপ করে দিল সাথে সাথে মোজার ভিতর থেকে একটি সাপ বের হয়ে আসল। উক্ত ঘটনার মাধ্যমে তারা দাবী করেছেন- "যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই সময়ে সদা বিরাজমান হতেন ও সকল কিছু দেখতেন, তা হলে আকাশে উড়ন্ত চিল থেকে সাহায্য আসার প্রয়োজন হত না। অথচ তিনি নিজে দেখতে পান নি যে, মোজার ভিতর সাপ লুকিয়ে আছে"।

তাদের উক্ত দাবীর জবাব ঃ

কোন ঘটনাকে বিকৃত বা আংশিক বর্ণনা করে নবী ওলীদের শান মান খাটো করাই হলো ওহাবী খারেজী মৌলভী সাহেবদের ধর্ম। মসনবী শরীফের উক্ত ঘটনা সম্পূর্ণ ভাবে পড়লেই জানা যাবে চিল ঐ সাপটিকে কি ভাবে দেখতে পেয়ে ছিল। আসুন আমরা সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনি-

একদা হুযুর (আলাইহিস সালাম) ওযু করছিলেন, পায়ের মোজা দু'টি খুলে নিকটেই রেখেছিলেন। এমন সময় একটি চিল ছোঁ মেরে একটি মোজা উঠিয়ে নিয়ে গেল এবং উপরে নিয়ে গিয়ে মোজাটিকে উল্টিয়ে নিচে ছুড়ে মারল। মোজার মধ্য হতে একটি সাপ বের হল হুযুর (আলাইহিস সালাম) চিলকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন আমার মোজা কেন উঠালে? আরয করলো আমি যখন উড়তে উড়তে আপনার মাথা মুবারক বরাবর উপরে এসেছিলাম, তখন আপনার মাথা মুবারক থেকে সুদূর আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত এমন এক নূর বিরাজমান ছিল, যার সংস্পর্শে আসার পর যমীনের সাতটি স্তরই আমার সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে উঠেছিল এবং সে আলোতে আপনার মোজার মধ্যে লুকায়িত সাপটি দেখতে পেয়েছিলাম। অন্যমনস্কতা বশতঃ আপনি মোজাটি পরিধান করলে সাপের দংশনের ফলে আপনার কষ্ট হবে এ কথা ভেবে মোজাটি উঠিয়ে নিয়েছিলাম। মাওলানা রুমী (রহঃ) হুযুর (আলাইহিস সালাম) ও উক্ত চিলের

www.AmarIslam.com

সংলাপের ঘটনাটি সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেনঃ-

مـاردر مـوزه به بینم در هوا- نیـست از من عکس تست ای مصطفي

অর্থাৎ- চিলটি বলেছিল, শূন্যে থেকে মোজার ভিতর লুকায়িত সাপটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। হে নবী মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার নিজস্ব দৃষ্টির আলোতে তা সম্ভব হয়নি, বরং আপনার নূরের আলোক ছটার ফলেই আমার দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর হয়েছিল। এর পর হুযুর (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেনঃ-

گرچه هر غیبے خدامارا نمود- دل دریں لخطه بحق مشغول بود

অর্থাৎ- যদিও প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয় বা বস্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখিয়ে দেন, কিন্তু আমার অন্তর সে সময় আল্লাহর ধ্যানেই ব্যাপৃত ছিল।

(১৩) উক্ত বইয়ের ৬৫ নং পৃষ্ঠায় কছর নামাজের মাসায়ালা আলোচনা করে তারা দাবী করেছেন "তিনি সর্বত্র হাজির হলে কছর জায়েজ হওয়ার কথা নয়। কারণ কছর তো মুকিমের জন্য জায়েজ নয়। হাজির হয়েও তিনি মুসাফির হলেন কেমন করে এতে বুঝা যায় তিনি সর্বত্র হাজির নন"।

তাদের উক্ত দাবীর জবাব ঃ

পূর্বে ১১ নং এ বর্ণিত জবাবই তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানব হিসেবে বাহ্যিক ভাবে নির্দিষ্ট এক স্থানে মুকিম বা মুসাফির হতেন। এ কারণে উম্মতকে শিক্ষা দেবার জন্য তিন মুসাফির অবস্থায় কছর নামাজ পড়েছেন। কিন্তু তিনি নুরানীয়ত বৈশিষ্টের মাধ্যমে গোপন ভাবে সর্বত্র হাজির-নাজির থাকতে পারেন। আর ফতোয়া যেহেতু জাহের বা প্রকাশ্য বিষয়ের উপর হয় তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকাশ্য অবস্থা অনুযায়ী কখনো মুকিম আবার কখনো মুসাফির হতেন। এখন বুঝলেন তো আমাদের বিরোধী বন্ধুরা!

(১৪) উক্ত বইয়ের ৬৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে- খন্দকের যুদ্ধে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা দিলেন, যারা এ কনকনে শীতের মধ্যে কাফিরদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করবে তাদের বর্তমান অবস্থা কি? মনোভাব কি? ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করবে আমি তাকে সুসংবাদ শুনাবো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনবার এ ঘোষণা দেয়ার পর হযরত হুজায়ফা (রাঃ) প্রস্তুত হলেন। তাদের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অবহিত করলেন। উক্ত ঘটনার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বারা তারা দাবী করেছেন- "যদি তিনি হাজির নাজির হতেন তবে এমন প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) কে গোয়েন্দাগিরি করার দায়িত্ব দিতেন না। তিনি তো নিজেই সব খবর জানার কথা। তাদের অবস্থা দেখার কথা। আসলে তিনি হাজির-নাজির ছিলেন না। এজন্য সাহাবীকে পাঠালেন"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির না হওয়ার কারণে নয় বরং হযরত হুযায়ফা (রাঃ) কে এর মাধ্যমে বিশাল সাওয়াব লাভ করার সুযোগ করে দিবার জন্যই এরূপ করে ছিলেন। যা রাসূলের বাণী "তাকে আমি সুসংবাদ শুনাবো" দ্বারা বুঝা যায়। তানাহলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত হুযায়ফা (রাঃ) কে কনকনে শীতের মধ্যে এ কষ্ট না দিয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে ফিরিশতার মাধ্যমেও জানতে পারতেন। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নিকট এ বিষয়ে দোয়া করলে আল্লাহ অবশ্যই তাঁর প্রিয় বন্ধুকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করতেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট জানতে চাননি তাই বলে কি এখন এ কথা বলা যাবে যে, আল্লাহও হাজির-নাজির ছিলেন না, তাদের বিষয়ে কোন খবর রাখতেন না (নাউযুবিল্লাহ) সুতরাং উক্ত ঘটনার দ্বারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শান মান খাট করার কোন সুযোগ নেই।

ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা এবং নারায়ে রিসালাত ও নারায়ে গাউছিয়া ইত্যাদি শ্লোগান দেয়া জায়েজ

উক্ত বইয়ের ৬৬-৬৭ নং পৃষ্ঠায় লিখেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির জেনে ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা জায়েজ নেই। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছে তা হল "যত দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে ছিলেন আমরা তাশাহুদের মধ্যে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলেছিলাম। কিন্তু যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেন সে দিন থেকে আমরা اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ বলা আরম্ভ করেছি," উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তারা লিখেছেন "সাহাবাগণের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নামাযে তাশাহুদের সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ দ্বারা যে সম্বোধন করা হয় এতে যেন কেউ এরূপ আকিদা পোষন না করে যে, তিনি হাজির ও নাজির। তাশাহুদের মধ্যে যে সম্বোধন ব্যবহার করা হয়েছে এটাতো স্বয়ং আল্লাহ পাক মেরাজের রজনীতে

www.AmarIslam.com

সালাম দিয়েছিলেন। তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এজন্য হাজির মনে করে السلام عليك বলা যাবে না।"

উক্ত বইয়ের ৬৮ নং পৃষ্ঠায় নারায়ে রেসালাত ও নারায়ে গাউসিয়া বলা যাবে না দাবী করে প্রমাণ হিসেবে তারা লিখেছেন "নবীজী সাহাবা ও তার পরবর্তী বুজুর্গানে দ্বীনের জীবনে কোথাও নজরে পরে না যে, তারা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর এর পরিবর্তে অন্য কোন শ্লোগান দিয়েছেন বলে"।

তাদের উপরোক্ত দাবী সমূহের জবাব

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির জেনে ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা এবং নারায়ে রেসালাত ও নারায়ে গাউসিয়া শ্লোগান দেয়া জায়েজ। নামাজে তাশাহুদ পড়ার সময় বর্তমানেও اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির জেনে নিজের পক্ষ থেকে সালাম দিতে হবে যে বিষয়ে বিস্তারিত পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠক বৃন্দের জন্য পুনরায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো- দুররুল মোখতার গ্রন্থের كَيْفِيَّةُ الصَّلٰوةِ অধ্যায়ে রয়েছে

وَيَقْصُدُ بِاَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْاِنْشَاءَ كَاَنَّهٗ يُحَيِّىْ عَلَى اللّٰهِ وَيُسَلِّمُ عَلٰى نَبِيِّهٖ نَفْسِهٖ

অর্থাৎ ঃ- নামাযে "তাশাহুদ" এর শব্দ গুলি উচ্চারণ করার সময় নামাযীর এ নিয়ত থাকা চাই যে, কথা গুলো যেন তিনি নিজেই বলছেন, তিনি নিজেই যেন আপন প্রতিপালকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন ও স্বয়ং নবী আলাইহিস সালামের প্রতি সালাম আরয করেছেন।

এ ইবারতে তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ফতোয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে-

اَىْ لَا يَقْصُدُ الْاَخْبَارَ وَالْحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِىْ الْمِعْرَاجِ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ رَّبِّهٖ وَمِنَ الْمَلٰئِكَةِ

অর্থাৎ ঃ- তাশাহুদ পাঠের সময় নামাযীর যেন এ নিয়ত না হয় যে, তিনি শুধু মাত্র মি-রাজের আলৌকিক ঘটনাটি স্মরণ করে, সে সময় মহাপ্রভু আল্লাহ, হুজুর আলাইহিস সালাম ও ফিরিশতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথন এর বাক্য গুলোই আওড়িয়ে যাচ্ছেন। বরং তার নিয়্যত হবে কথা গুলো যেন তিনি নিজেই বলছেন।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) বলেছেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاحْضُرْ فِىْ قَلْبِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

অর্থাৎ ঃ- নবী আলাইহিস সালাম তথা তাঁর পবিত্র সত্ত্বাকে নিজ অন্তরে 'হাজির জ্ঞান করে "আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবীউ ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকতের অমৃত ধারা বর্ষিত হোক বলবে"। মিরকাত গন্থের 'তাশাহুদ' শীর্ষক অধ্যায়েও এরকম উক্তি বর্ণিত আছে مِسْكُ الْخِتَام নামক গ্রন্থের ২৪৩ নং পৃষ্ঠায় ওহাবী মতাবলম্বী নবাব সিদ্দীক হোসেন খান ভুপালি সাহেব ও পূর্বে বর্ণিত উক্তি সমূহের মতো নামাজে তাশাহুদ পড়ার সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির জেনে সালাম করতে হবে লিখেছেন।

এখন তারা (বিরোধীগন)নামাজে কোন ধরনের তাশাহুদ পড়েন জানতে চাই? তারা কি তাদের পেশকৃত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী তাশাহুদ পড়েন? নাকি সমস্ত মুসলমানদের মত বিশেষ করে আমাদের হানাফী মাযাহাব অনুযায়ী اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলেই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সালাম দিয়ে তাশাহুদ পড়েন? অবশ্যই এভাবে তারাও নামাজে তাশাহুদ পড়েন। সুতরাং যে হাদীসের উপর আমল নাই তারা নিজেরাও উহার উপর আমল করেন না। সে হাদীস দ্বারা তারা কেন দলীল পেশ করলেন, জানতে চাই? কোন্ অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) উক্ত হাদীসের ব্যপারে প্রসিদ্ধ হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মেরকাত শরীফের ২য় খন্ডের ৩৩২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

اِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بَلْ مِنْ فَهْمِ الرَّاوِىْ عَنْهُ

অর্থাৎ ঃ- উক্ত হাদীসের বক্তব্য আব্দুল্লাহ মাসউদ (রাঃ) এর নয় বরং তার থেকে বর্ণনাকারী কোন রাবীর।

অতএব প্রমাণিত হল বিরোধীতা কারীদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ মনগড়া ও ভ্রান্ত। শ্লোগানের ব্যাপারে তারা যে লেখেছেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবা ও পরবর্তী বুর্জুগানে দ্বীন নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ছাড়া অন্য কোন শ্লোগান তারা জীবনে কখনো দেয়নি। এটা একটি মিথ্যা দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ প্রথমতঃ "নারায়ে তাকবীর" এ কথাটি ফার্সী শব্দ যা কখনো নবী বা কোন সাহাবী বলেননি। তাঁরা শুধু আল্লাহু আকবর বলে আল্লাহর নামে শ্লোগান দিয়েছেন। এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাহাবাগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নামে ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া মুহাম্মদ বলে শ্লোগান দিয়াছেন।(দেখুন মুসলিম শরীফ) পরবর্তীতে আল্লাহু আকবার বলার জন্য "নারায়ে তাকবীর" আবিস্কার করা হয় তদ্রুপ ভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ শ্লোগান দেয়ার জন্য "নারায়ে রেসালাত" আবিস্কার হয়। সুতরাং "নারায়ে তাকবীর" বলা যে দলীলে জায়েজ ঠিক ঐ দলীল দ্বারাই "নারায়ে রেসালাত" বলা বৈধ। এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নামে শ্লোগান দেয়ার তাবে বা অনুগামী হিসেবে গাউসে পাকের নামে "নারায়ে গাউসিয়া" বলে শ্লোগান দেয়া জায়েজ। আর নবী ওলীদের নামে শ্লোগান দেয়া এটা ইবাদত বা অজিফা নয় যা বিরোধীগণ মনে করে থাকেন।

কতিপয় অপব্যাখ্যার জবাব

(১) "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৬৯ নং পৃষ্ঠায় সূরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াত-

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

ও সূরা মায়েদার একটি আয়াত

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

উল্লেখ করে তারা দাবী করেছেন "নবীজী সাক্ষী হবেন উম্মতও সাক্ষী হবেন। আল্লাহ তায়ালা নবীর জন্য যেমন شهيد শব্দ ব্যবহার করেছেন তেমনি ভাবে উম্মতের জন্য ও شهيد শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাক্ষী হওয়ার জন্য যদি হাজির-নাজির হতে হয় তবে সকল উম্মতও হাজির-নাজির হয়ে যায়। সমস্ত উম্মত হাজির-নাজির না হয়ে যেভাবে সাক্ষ্য দিবেন ঠিক নবীজিও সাক্ষ্য দিবেন এ জন্য তার হাজির-নাজির হতে হবে না"। তাদের আরেকটি দাবী হল "সাক্ষী প্রত্যক্ষ দর্শী না হয়ে, নির্ভরযোগ্য সংবাদের ভিত্তিতেও দেওয়া যায়"। অর্থাৎ সাক্ষী দেয়ার জন্য ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত থেকে স্বচক্ষে দেখা শর্ত নয়। দলীল হিসেবে হযরত খোজাইমা (রাঃ) এর ঘটনা উপস্থাপন করেছেন যে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষে ঘটনা না দেখেই সাক্ষী দিয়েছিলেন।

তাদের উপরোক্ত দাবী সমূহের জবাব

সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সকলেই জানেন যে, সাক্ষী যদি তার সাক্ষ্য দেয়া বিষয়ে সে নিজে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় উপস্থিত না থেকে উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে না দেখে বরং অন্য লোকের থেকে শুনে সাক্ষ্য দেয় তা হলে তার সাক্ষ্য কোন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আদালতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

উম্মতে মুহাম্মদী ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষী হওয়া এক নয় বরং আকাশ পাতাল ব্যবধান। কারণ উম্মতে মুহাম্মদী তথা আমরা কিয়ামতের দিন অন্য নবীদের পক্ষে তাঁদের দ্বীন সঠিক ভাবে প্রচারের সাক্ষী দিব নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাক্ষী দিবেন প্রত্যক্ষ দর্শী তথা হাজির-নাজির হিসেবে। আর এ কারণেই আমরা (উম্মতে মুহাম্মদী) সাক্ষ্য দেওয়ার পরপরই আমাদের বিরুদ্ধে অন্য নবীর উম্মত গণের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হবে- তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। কারণ তারা সে সময় ছিলনা তাদের জন্মই হয়নি। আমাদের এ ব্যাপারে জেরা করা হলে আমরা সোজা বলে দিব নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেই আমরা এ সাক্ষ্য দিচ্ছি। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাক্ষীতেই ফয়সালা হয়ে যাবে। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলার সুযোগ থাকবে না কারণ তিনি সাক্ষ্য দিবেন প্রত্যক্ষদর্শী বা হাজির-নাজির হিসেবে। (বিস্তারিত দেখুন মীলাদুন্নবী বিরোধী- খারেজী ওহাবীদের মুরব্বী মুফতী শফী সাহেবের সউদী সরকার কর্তৃক বিনা মূল্যে বিতরণকৃত “তাফসীর মা'রেফুল কুরআন” এর ১০৮৭ ও ১০৮৮ নং পৃষ্ঠা) হযরত খুজাইমা (রাঃ) ঘটনা না দেখেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি অগাধ ঈমান ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ যার ফলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাকে পুরস্কার দিয়ে ছিলেন। এই ভাবে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন “হযরত খুজাইমা (রাঃ) যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে তার জন্য খুজাইমা (রাঃ)-এর একা সাক্ষী যথেষ্ঠ হবে। তার সাথে অন্য আরেক জন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে না”। যদিও অন্য সকলের ব্যাপারে এক জন সাক্ষী যথেষ্ঠ নয়। কম পক্ষে দু জন সাক্ষী অবশ্যই প্রয়োজন। এ সাক্ষ্য দেয়ার বিষয়টি একমাত্র হযরত খুজাইমা (রাঃ) এর জন্যই খাস বা নির্দিষ্ট তাঁর উপর কিয়াস করে অন্যদের জন্যও এ হুকুম দেয়া যাবে না। (দেখুন নুরুল আনোয়ার।)

(২) উক্ত বইয়ের ৭১ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাহমাতুল্লীল আলামীন হওয়া সম্পর্কে তারা বলেছেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রহমত স্বরূপ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে রহমতের মালিক নয়।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব ঃ

www.AmarIslam.com

আমরাও তো তাই বলি যে, আল্লাহ ত'য়ালা তাঁর বন্ধুকে সমস্ত আলম বা জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এবং আল্লাহ আরো বলেছেন-

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

অর্থাৎ ঃ- আমার রহমত প্রত্যেক কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ রহমত স্বরূপ সর্ব স্থানে রয়েছেন।

(৩) উক্ত বইয়ের ৭২নং পৃষ্ঠায়

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ الخ

অর্থাৎ ঃ- নবী মুমিনদের জানের চেয়ে বেশী নিকটে।

উক্ত আয়াত বর্ণনা করে তারা বলেছেন- اَوْلٰى শব্দের অর্থ নিকটে আর এ শব্দের কারণে যদি তিনি হাজির-নাজির হন তবে সকল নিকটাত্মীয়কে হাজির-নাজির বলতে হবে। কারণ আল্লাহ সূরা আনফালের ৭৫ নং আয়াতে এরশাদ করেন-

وَكَذٰلِكَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ

অর্থাৎ ঃ- তেমনি ভাবে নিকট আত্মীয় সকলেই একে অপরের নিকটে।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব ঃ

اَوْلٰى শব্দটি مُشْتَرَكٌ বা একাধিক অর্থ সম্পন্ন শব্দ তার অর্থ اَقْرَبُ (অতি নিকটে), اَحَبُّ (অধিক প্রিয়), اَحَقُّ (অধিক হকদার) ইত্যাদি।

সর্বক্ষেত্রে اَوْلٰى শব্দের এক অর্থ নেয়া হয় না ব্যক্তি ও অবস্থা বিশেষ অর্থ নেয়া হয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ক্ষেত্রে اَوْلٰى শব্দের অর্থ হল اَقْرَبُ বা অধিক নিকটবর্তী, যা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাশেম নানুতুবী সাহেবও স্বীকার করেছেন। আর নবীর ক্ষেত্রে ‘নিকট’ অর্থ স্থানের দিক দিয়ে নিকট এ অর্থও হতে পারে, কারণ প্রত্যেক মুমিনের নিকটেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থাকতে পারে। যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষেত্রে যে অর্থ নেয়া হবে অন্যদের ক্ষেত্রেও সে অর্থ নিতে হবে এটা যুক্তি সংগত নয়।

সূরা আনফালের ৭৫ নং আয়াতের اَوْلٰى শব্দের অর্থ হল اَحَقُّ বা অধিক হকদার। যা তাদের মুরুব্বী মুফতী শফী সাহেবের “তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে”র ৫৪৬ নং পৃষ্ঠায়ও উক্ত আয়াতের অর্থে নিম্নরূপ লেখা হয়েছে “বস্তুতঃ যারা আত্মীয় আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার”।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(৪) উক্ত বইয়ের ৭৩ নং পৃষ্ঠায় ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর উক্তি "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের সাথে দুনিয়ার যে কোন জায়গায় ইচ্ছা করেন ভ্রমন করতে পারেন এবং তাঁকে আউলিয়ায়ে কেরামগণ বিভিন্ন জায়গায় দেখেছেন" উল্লেখ করে তারা দাবী করেছেন। "আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে ইখতিয়ার দিয়েছেন- যে কোন সময় দুনিয়ার যে কোন জায়গায় আত্মীক ভাবে সফর করার জন্য। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি একই সময়ে একই মুহূর্তে দুনিয়ার সব জায়গায় উপস্থিত আছেন"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তারা হাজির-নাজির অর্থই বুঝে নি, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা হল (১) এক জায়গায় অবস্থান করে সমগ্র পৃথিবীকে স্বীয় হাতের তালুর মত স্পষ্ট দেখতে পান (২) নিকট ও দূরের আওয়াজ শুনতে পান কিংবা এক মুহূর্তে সারা পৃথিবী পরি ভ্রমন করেন। (৩) হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান কারী সাহায্য প্রার্থীদের সাহায্য করেন। আর এ বিষয়গুলোকেই তাদের উক্ত বইয়ের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।

অর্থাৎ- তাদের মতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহূর্তের মধ্যে নিখিল পৃথিবী ভ্রমন করতে পারেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর উপরোক্ত কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয়, বিরোধীদের উপোরক্ত দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ আল্লাহ পাক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যে কোন সময় দুনিয়ার যে কোন জায়গায় ভ্রমন করার ক্ষমতা দান করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির হওয়ার ব্যাপারে আমাদের দাবীই সঠিক।

(৫) উক্ত বইয়ের ৭৩ নং পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে কুদসী বর্ণনা করা হয়েছে তাহলো- "যখন মানুষ ফানা ফিল্লার মাকামে উপনীত হয় তখন সে আল্লাহর শক্তি দ্বারা দেখে শুনে ও বলে। আল্লাহ পাক বলেন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে আর আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে আর আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধারণ করে"। এতে বুঝা যায় একজন সাধারণ মানুষ যখন এমন স্তরে, পৌছতে পারে তবে নবী অবশ্যই তার চেয়ে বেশী দেখবেন, শুনবেন ও বলবেন কোন সন্দেহ নেই।

উক্ত আলোচনার পর তারা উপরোক্ত বিষয়ের খন্ডন হিসেবে দাবী করেছেন "একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌছার পর শুধু এমনটি হয়ে থাকে সর্বাবস্থায় নয় আর তা হল ফানা ফিল্লা হয়ে যাওয়া"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

ফানা ফিল্লার মাকাম হল আউলিয়ায়ে কেরামদের একটি স্তর। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ স্তর অর্জন করে তার উপরও যে সমস্ত স্তর রয়েছে তার সমস্ত স্তরই লাভ করেছেন নিঃসন্দেহে। এ জন্যই বলা হয় আল্লাহ তা'য়ালার পরেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্থান। সুতরাং এখনকি ফানা ফিল্লার মাকামের ক্ষমতা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নেই? অবশ্যই তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী ক্ষমতা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রয়েছে। অতএব তাদের দাবী সঠিক নয় বরং উপরোক্ত হাদীসে কুদসীর আলোকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে যা লিখা হয়েছে উহাই সঠিক।

(৬) উক্ত বইয়ের ৭৩ নং পৃষ্ঠায় শয়তান সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, এ কথা প্রসঙ্গে তারা বলেছেন "শয়তান সব জায়গায় যেতে পারে, সর্বত্র বিচরণ করার শক্তি আল্লাহ তায়ালা তাকে দিয়েছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, শয়তান একই সময় সর্বত্র বিচরণ করতে পারে। আত্মীক ভাবে সর্বত্র বিচরণ ক্ষমতা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরও আছে"।

তাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার জবাব

আমরা হাজির-নাজির হওয়ার যে তিনটি অর্থ পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম তার মধ্যে একটি ইহাও ছিল- মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমন করতে পারেন। এবং তারা এ বিষয়টিও সম্পূর্ণ ভাবে তাদের বইয়ের ৫৬ নং পৃষ্ঠায় অস্বীকার করেছেন। সুতরাং এখনতো তারা আমাদের উক্ত দাবী ঠিকই স্বীকার করে নিলেন। অতএব প্রমাণিত হল- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির। শয়তান খোদা প্রদত্ত ক্ষমতায় সমস্ত জায়গায় যেতে পারে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে। ঠিক তদ্রুপ হযরত আজরাঈল (আঃ) ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও খোদা প্রদত্ত ক্ষমতায় সমস্ত জায়গায় যেতে ও সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। আমাদের দাবীতো এটাই। অতএব প্রমাণিত হলো- আমাদের দাবীই সঠিক। তাদের বইয়ের ৫৬নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত তাদের দাবী তারাই মিথ্যা প্রমাণ করলেন।'আর তারা যে বলেছেন "শয়তান একই সময়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে, এ অর্থ ঠিক নয়।" এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাই, তা হলে বলুন দেখি- শয়তান কতটুকু সময়ের মধ্যে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে? পারবেন কি বলতে? না কখনো পারবেন না। সুতরাং বাকী এটুকুও স্বীকার করে নিন, যে আল্লাহ তা'য়ালা শয়তানকে সর্বত্র বিচরণ করার ক্ষমতা দিয়াছেন সে আল্লাহ তায়ালাই

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

শয়তানকে একই মুহুর্তে সর্বত্র বিচরণ করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর এটাই হল হাজির-নাজির হয়ার এক অর্থ।

(৭) উক্ত বইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, বৈজ্ঞানিকগণ লিখেছেন "বায়ু থেকে কোন স্থান মুক্ত হওয়া অসম্ভব"। আলো বায়ু যেহেতু অতি জরুরী তাই সব জায়গায় আছে তেমনি ভাবে নবীজিরও সবজায়গায় প্রয়োজন। তাই তিনি হাজির ও নাজির। উক্ত বিষয়ে তারা বলেছেন "প্রাকৃতিক ভাবে আল্লাহপাক আলো ও বায়ুকে ঐ রূপ গুনাগুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেই কাজ আলো দ্বারা হবে নবী দ্বারা হবে না আর যে কাজ নবী দ্বারা হবে তা আলো দ্বারা আদৌও সম্ভব নয়"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

আমাদের দাবীও তাই যে, আল্লাহ পাক আলো ও বায়ুকে সর্বত্র বিরাজমান থাকার গুনাগুণ দান করেছেন। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সৃষ্টিজগতের সমস্ত মাখলুকাতের সমস্ত গুণাবলী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং যে আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় আলো ও বায়ু সর্বত্র বিরজমান, সে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতায়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বত্র হাজির-নাজির থাকতে পারেন। আলো ও বায়ু যদি সর্বত্র বিরজমান থাকায় শিরক না হয়, তা হলে নবী সর্বত্র হাজির-নাজির হলে শিরক হবে কেন? আলো ও বায়ু কি আল্লাহ বা আল্লাহর অংশবিশেষ? (নাউযুবিল্লাহ) আলো ও বায়ু আল্লাহর সৃষ্টি হয়ে সর্বত্র বিরাজমান থাকায় শিরক হয় না সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে সর্বত্র হাজির-নাজির থাকলে শিরক হবে না। আমরা আলো বা বায়ুর দ্বারা তো ইহাই প্রমাণ করতে চাই। আলো ও বায়ুর কাজ আর নবীর কাজ এক এ কথা আমরাও তো কখনো বলিনা। তাই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার না করলেও চলবে।

(৮) উক্ত বইয়ের ৭৫ নং পৃষ্ঠায় একটি হাদীস শরীফ

فَيَقُوْلَانِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ الخ

অর্থাৎ ঃ- মুনকার নকীর ফেরেশতাগণ মৃত ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করবে- তুমি এ ব্যক্তির ব্যাপারে কি বলতে? আর এ বলে ইঙ্গিত করা হবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে।

উক্ত হাদীস উল্লেখ করে তারা বলেছেন- "মেশকাত শরীফের টীকায় লেখা আছে, মৃত ব্যক্তির জন্য পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে। যার কারণে সে নবীজির রওজা পর্যন্ত দেখতে পাবে। এতে বুঝা যায় তিনি মুর্দারের নিকট হাজির নয়। টি ভির সুইচ অন করা

মাত্র যেভাবে একজন ভাষ্যকারকে সারা দুনিয়ার মানুষ দেখতে পায়। তেমনি ভাবে আল্লাহ তায়ালা তার নিজ কুদরতের দ্বারা তার প্রিয় হাবিবকে সারা দুনিয়ার কবর বাসী কে দেখাবেন আর জিজ্ঞাসা করবেন"।

তাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার জবাব

কবরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত থাকবেন। এবং তাঁকে দেখিয়ে প্রশ্ন করা হবে। যার প্রমান উক্ত হাদীস শরীফে هٰذَا الرَّجُلِ। অংশটি। কারণ আরবী ব্যাকরণ যারা জানেন তাদের প্রত্যেকের নিকটেই স্পষ্ট। هٰذَا শব্দটি নিকটবর্তীর জন্য ব্যবহৃত হয়। যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুর্দারের নিকট হাজির না থাকতেন তাহলে এখানে ذٰلِكَ ব্যবহার করা হতো। সুতরাং هٰذَا। এই ইঙ্গিত বাচক বিশেষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হলো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুর্দারের নিকটই থাকবেন। তারা মেশকাত শরীফের টিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন "যার কারণে সে নবীজির রওজা পর্যন্ত দেখতে পাবে"। এ উক্তিটি সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র মূলক নিজেদের দাবী সত্য প্রমাণিত করার জন্য মিথ্যা লিখেছেন। সঠিক বিষয়টি হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর রওজা নয় বরং সরাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখবে। মেশকাত শরীফের টীকার মূল ইবারতটি হলো

قِيْلَ يُكْشَفُ لِلْمَيِّتِ حَتّٰى يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهِيَ بُشْرٰى عَظِيْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ

অর্থাৎ ঃ- "মুর্দারের জন্য পর্দা সরিয়ে দেওয়া হবে এবং সে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখতে পাবে। আর ইহা মুমিনদের জন্য বিরাট সুসংবাদ"। সুতরাং প্রমাণিত হলো কবরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেই সরাসরি দেখানো হবে, তাঁর রওজা শরীফ নয়। আর কবরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে টিভির ছবির মত দেখানো হবে না। বরং মুর্দারেদের নিকট উপস্থিত করেই দেখানো হবে, এজন্যই هٰذَا। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(৯) উক্ত বইয়ের ৭৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিরে মাউনার যুদ্ধের যাবতীয় সংবাদ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় অবস্থান করে দিয়েছিলেন, এভাবে যে, এখন মুসলমানদের পতাকা হযরত যায়েদের হাতে, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর হযরত জাফর (রাঃ) পতাকা নিলেন, তিনিও শহীদ হয়ে গেলেন। এবার খা-লেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে নিজ হাতে পতাকা ধারন করল। এ মুহূর্তে আল্লাহ পাক খালেদের হাতে বিজয় দান করলেন। এতে বুঝা যায় তিনি মদীনা থেকে সব কিছু দেখতে পেলেন। এ জন্য তিনি হাজির ও নাজির।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

উপরোক্ত বিষয়ের খন্ডনে তারা লিখেছেন, "সে দিন আল্লাহপাক জমিনকে সংকোচিত করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি সব কিছু দেখতে পান। তিনি সেখানে হাজির ছিলেন না। আর হাজির থেকে থাকলে পতাকা তাঁর হাতেই থাকার কথা।"

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য জমিনকে সংকোচিত করে দেয়া হয়েছে, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে হাতের তালুর মত দেখেন। এটা শুধু একদিনের জন্য নয়, বরং সবসময়ের জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ মোজেযা ছিল। যা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু বাহ্যিক ভাবে মদীনায় ছিলেন তিনি যুদ্ধে আসেন নি। তাই পতাকা তাঁর হাতে ছিলনা। কিন্তু আত্মীক ভাবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরে মাউনার যুদ্ধে হাজির-নাজির ছিলেন। তা অসম্ভব নয়।

কতিপয় প্রশ্নের জবাব

উক্ত বইয়ের ৭৮ নং পৃষ্ঠায় "বিবেকের কাছে প্রশ্ন" শিরোনামে তারা দাবী করেছেন "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির মেনে নিলে নবীজীর হিজরত, মেরাজ, হজ্বের সফর, তায়েফ গমন, বিভিন্ন যুদ্ধের সফর, এক গলি থেকে অপর গলিতে যাতায়াত, নামাজ কছর করা, আল্লাহর নির্দেশে আরাফাত থেকে মুজদালিফা, সেখান থেকে মিনা যাওয়া সব বাতিল প্রতিপন্ন হয়। এসব আকিদার দ্বারা এও বলার আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) তার কাছে অযথা গমন করেছেন। তিনি হাজির হলে জিব্রাঈল (আঃ) আসার দরকার ছিল না।

আরও প্রশ্ন হল, তিনি হাজির হলে বিবির সাথে মেলামেশা করবেন কিভাবে? কারণ তিনি পৃথিবী ব্যাপী বিরজমান। তার সামনে কেমন করে চেয়ারে বসে গল্প করবেন। নবীজীকে হাজির রেখে কেমন করে ঘুমাবেন? তাহলে ভ্রমনকারী ফেরেস্তা দ্বারা সালাম পৌছানো হয় কেন? বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাদের কাছে লোক মারফত চিঠি দিলেন কেন? যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রাঃ) কে মদীনায় রক্ষক বানিয়ে গেলেন কেন? তিন দিন গারে সওরে অবস্থান করেন কেন? তিনি যদি সবসময় সব স্থানে বিরজমান হবেন তা হলে বিশেষ ভাবে গারে সওরে কেন যাবেন? হযরত আয়েশার উপর মোনাফেকেরা অপবাদ দিল, তিনি নিজে কিছু বললেন না কেন? হযরত আয়েশা (রাঃ) এক যুদ্ধে হার হারিয়ে ফেলেন। তিনি নিজে সন্ধান দিলেন না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারও প্রশ্নের জবাব দিবে কে? এ সবের উত্তর দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি হাজির-নাজির ছিলেন না। এরূপ আকিদা পোষণ করা মারাত্মক অপরাধ"।

তাদের উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের জবাব

"তারা লিখেছেন ইত্যাদি হাজারও প্রশ্নের জবাব দিবে কে? এ সবের উত্তর দেয়া কারো পক্ষে সম্ভব হবে না"। এ ব্যাপারে আমরা প্রথমে বলতে চাই- ওহাবী দেওবন্দী খারেজী হুজুরগণ উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব না জানার কারণে তারা দিতে পারবেন না। তাদের জন্য অসম্ভব হতে পারে। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এমন অসংখ্য গোলাম রয়েছে যারা এক মুহূর্তের মধ্যে তাদের এধরনের হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

তাদের উপস্থাপিত প্রশ্ন সমূহের অধিকাংশ জবাব আল্লাহ তায়ালার রহমত ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বরকতে পূর্বেই দেয়া হয়ে গেছে। প্রিয় পাঠকবৃন্দ আপনারা ঐগুলো পুনরায় একটু দেখে নিবেন। শুধু নতুন করে একটু ইশারা করতেছি- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুটি বৈশিষ্ট বাশারীয়াত ও নূরানীয়াত এ দু অবস্থা সামনে রাখলে অনেক প্রশ্ন ও খোঁড়া যুক্তির জবাব হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাশার বা মানব হিসেবে হিজরত, মিরাজ, তাঈফ, হজ্ব ও বিভিন্ন যুদ্ধ সহ নানা স্থানে সফর করেছেন। মুসাফির হিসেবে কছর পরেছেন ইত্যাদি। আর নূরানীয়ত বা ফেরেশতা সুলভ বৈশিষ্টের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন স্থানে হাজির-নাজির ছিলেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির-নাজির হলে যদি বিবি সাথে মেলামেশা করা, চেয়ারে বসে গল্প করা এবং ঘুমানো না যায় তা হলে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে তারা কিভাবে এ সমস্ত কাজ করেন? জানতে চাই। না কি তারা আল্লাহকেও হাজির-নাজির মনে করেন না? আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে যদি এ গুলো করা যায়, তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হাজির-নাজির জেনেও এগুলো করা যাবে। কোন সমস্যা হবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) উপর মুনাফেকদের অপবাদের বিষয়ে পূর্বে ইলমে গায়েবের অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে প্রমাণ করেছি- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বিষয়ে পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন এবং মা আয়েশা (রাঃ) এর পবিত্রতার সাক্ষ্যও দিয়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হারের সন্ধান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেননি বলে তিনি যে উহা জানতেন না তা প্রমাণিত হয় না। কারণ জানা থাকা এক বিষয় আর সন্ধান দেয়া হল অন্য বিষয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৎক্ষণাত সন্ধান না দেওয়ার পেছনে অনেক হেকমত রয়েছে। ঐ হার হারানো ছিল আমাদের জন্য বরকতের বিষয় যা অনেক সাহাবী (রাঃ) স্বীকার করেছেন। ঐ ঘটনার মাধ্যমেই আমরা তায়াম্মুমের বিধান লাভ করেছি। (দেখুন আছাহুস সিয়ার পৃষ্ঠা নং ১৪১)

অতএব আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া করি আল্লাহ যেন বিরোধীতা কারীদের সঠিক বুঝ দান করে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনেন। আমীন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূরের তৈরী

প্রাথমিক কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বন্ধু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আপন নূরের জ্যোতি দ্বারা তৈরী করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে প্রাথমিক কিছু জরুরী বিষয় আলোচনা করা দরকার যাতে করে উক্ত বিষয়ে সৃষ্ট কিছু বিভ্রান্তি দুর হয়ে যায়।

<u>নূর কি?</u> উহাই "নূর" যা স্বয়ং আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করে থাকে ظَاهِرٌ بِالذَّاتِ مُظْهِرٌ لِلْغَيْرِ "নূর" এর এই আলোকিত হওয়া এবং আলোকিত করাকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য (হিচ্ছি) (খ) বিবেক গ্রাহ্য (আকলী) চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইতাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ভাবে স্বয়ং আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করে। জ্ঞান, হেদায়েত, ইসলাম ও কোরআন ইত্যাদি বিবেক গ্রাহ্য ভাবে নিজে আলোকিত এবং অন্যকেও আলোকিত করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ মূলতঃ স্বত্ত্বাগতভাবে জাতি নূর। তিনি স্বয়ং আলোকিত এবং যাকে তিনি আলোকিত করেছেন সেও আলোকিত হয়েছে। তবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কোরআন, ইসলাম ও ফেরেস্তা আল্লাহ প্রদত্ত নূর দ্বারা আলোকিত। যেহেতু তিনিই তাদেরকে আলোকিত করে সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তাঁরা আলোকিত হয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূরের তৈরী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তিনি আল্লাহর স্বত্ত্বাগত মূল দৈহিক নূরের অংশ বিশেষ। এবং এটাও নয় যে, রাসূলের নূরের উৎস আল্লাহর স্বত্ত্বাগত মূল নূর। এবং এটাও নয় যে, হুজুরের নূর আল্লাহর মতো স্বত্ত্বাগত চিরস্থায়ী। এটাও নয় যে রাব্বুল আলামীন নবীর মধ্যে ঢুকে গেছেন। যাতে শিরক ও কুফরী সংঘটিত হয়ে যায়। বরং অর্থ ইহাই যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিনা মাধ্যমে আল্লাহর ফয়জ গ্রহণকারী। যেমন একটি শিশা সূর্যের সামনে রাখুন, এতে শিশাটি জ্বলে উঠবে। তারপর ঐ শিশাটিকে ঐ শিশা গুলোর দিকে ফিরিয়ে দিন, যেগুলো অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত। এতে সমস্ত অন্ধকারস্থ শিশা জ্বলে উঠবে। এ কথা স্পষ্ট যে, প্রথমোক্ত শিশার মধ্যে সূর্য স্বয়ং এসে যেমন উপস্থিত হয়নি তেমনি সুর্যের অংশ বিশেষ শিশার মধ্যেও রাখা হয়নি। বরং শুধুমাত্র এটাই হয়েছে যে, প্রথম শিশা বিনা মাধ্যমে সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সমস্ত শিশা ঐ শিশা হতে আলো লাভ করেছে। যদি

প্রথম শিশাটি মধ্যস্থলে না হত তাহলে অবশিষ্ট সমস্ত শিশাগুলি অন্দকারচ্ছান্ন থেকে যেত।

উদাহরণ স্বরূপ এটা বুঝে নেন যে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন- وَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ الخ

অর্থাৎ- আর যখন আমি তাকে ঠিক করব এবং তাঁর মধ্যে আমি আমার রুহ ফুকে দিব তখন তোমরা সকলেই তার সামনে সিজদায় অবনত হবে।

হযরত ঈছা আঃ) সম্পর্কে বলেন- وَرُوْحٌ مِّنْهُ অর্থাৎ- তিনি (ঈছা আঃ) তাঁর রুহ। এ কারণে হযরত ঈছা (আঃ) কে "রুহুল্লাহ" বলা হয়। ইহার অর্থ এটা নয় যে, আদম (আঃ) ও ঈসা (আঃ) উভয়েই "আল্লাহর রুহ" এর টুকরো বা অংশ বিশেষ বা আল্লাহ তাদের মধ্যে ঢুকে পরেছেন। বরং এর অর্থ হল হযরত আদম (আঃ) কে কোন পিতা মাতা এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে স্বয়ং পিতার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তাদের মধ্যে রুহ দান করেন। অনুরূপ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূর হওয়ার অর্থ এটাই যে তিনি সৃষ্টি জগতের কোন মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার ফয়েজ লাভ করেন।

পবিত্র কুরআনের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর

(১) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব এসেছে। (সূরা মায়েদা আয়াত-১৫) আলোচ্য আয়াতে নূর দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। আলো ব্যতীত যেমনি ভাবে কোন কিতাব অধ্যয়ন অসম্ভব তেমনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত কুরআন শরীফ বুঝা সম্ভব নয়।

উক্ত আয়াতে "নূর" দ্বারা রাসূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে উদ্দেশ্য এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ তাফসীর সমূহের উক্তি নিন্মরূপ

(১) তাফসীরে জালালাইন শরীফে রয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَهُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থাৎ ঃ- 'নিশ্চয় তোমাদর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে।' 'নূর' হলেন- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২) তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ يَعْنِى مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ঃ- 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট নূর এসেছে।' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(৩) তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণনা করা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ قِيْلَ الْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ هُوَ الرَّسُوْلُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَبِا لثَّانِى الْقُرْاٰنِ.

(وَقَالَ بَعْدُ) سُمِّيَ الرَّسُوْلُ نُوْرًا لِاَنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ اَظْهَرَهُ الْحَقُّ بِنُوْرِ قُدْرَتِهٖ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ كَانَ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِى.

অর্থাৎ ঃ- 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং সমুজ্জ্বল কিতাব।' কেউ কেউ বলেছেন, "প্রথমটা (অর্থাৎ নূর) মানে রাসূল আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম। আর দ্বিতীয়টা (অর্থাৎ কিতাব) মানে হচ্ছে- কোরআন মজীদ। (এরপর বলেছেন) রসূলকে 'নূর' এজন্য বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম বস্তু, যাকে আল্লাহ তাঁর কুদরত দ্বারা অস্তিত্বহীনতার আড়াল থেকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, সেটা ছিলো হুযুর মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূর; যেমন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।"

(৪) তাফসীরে সাভীতে উল্লেখ করা হয়েছে-

قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَهُوَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِّىَ نُوْرًا لِاَنَّهٗ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ وَيَهْدِيْهَا لِلْاِرْشَادِ وَلِاَنَّهٗ اَصَلُ كُلِّ نُوْرٍ حِسِّيٍّ وَمُعْنَوِيٍّ.

অর্থাৎ ঃ- 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে।' আর সেই নূর হলো–নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁকে নূর এজন্য বলা হয়েছে যে, তিনি অন্তর্দৃষ্টিগুলোকে আলোকিত করেন এবং সেগুলোকে সঠিক পথ-প্রাপ্তির দিকে পথ-প্রদর্শন করেন। তদুপরি, সেটা হচ্ছে– ইন্দ্রীয় গ্রাহ্য ও ভাবগত প্রতিটি নূরের মূল।

(৫) তাফসীরে রুহুল মা আনীতে বর্ননাকরা হয়েছে-

قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ اَىْ عَظِيْمٌ وَهُوَ نُوْرُ الْاَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ

www.AmarIslam.com

الْمُخْتَارُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অথাৎ- নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে 'নূর' অর্থাৎ 'মহান নূর' এসেছে। তা হচ্ছে নূর গুলোর নূর এবং আল্লাহর মনোনীত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(৬) তাফসীরে আবিস্ সাউদ গ্রন্থে বলা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ قِيْلَ الْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ هُوَ الرَّسُوْلُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَبِالثَّانِى الْقُرْاٰنِ.

অর্থাৎ ঃ 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং সমুজ্জ্বল কিতাব'। কেউ কেউ বলেছেন, "প্রথমটা (নূর) মানে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আর দ্বিতীয়টা (কিতাব) মানে হচ্ছে- কোরআন মজীদ।

(৭) তাফসীরে ইবনে আব্বাস গ্রন্থে বলা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ يَعْنِى مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ঃ 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নূর এসেছে।' অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(৮) তাফসীরে মাদারিকুত তানজীল গ্রন্থে বর্ননা করা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَالنُّوْرُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهٗ يُهْتَدٰى بِهٖ كَمَا يُسَمّٰى سِرَاجًا.

অর্থাৎ ঃ 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট নূর এসেছে।' আর 'নূর' হলো-হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। কারণ, তাঁর মাধ্যমে পথের দিশা পাওয়া যায়, যেমনিভাবে তাঁকে 'প্রদীপ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৯) তাফসীরে সিরাজুল মুনীর গ্রন্থে বলা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ هُوَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

অর্থাৎ ঃ 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নুর এসেছে।' 'নূর' হলো-হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম।

(১০) তাফসীরে বয়যাভীতে রয়েছে-,

وَقِيْلَ يُرِيْدُ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ ঃ এটাও বলা হয়েছে যে, আয়াতে 'নূর' মানে 'হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।'

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(১১) তাফসীরে কবীর গ্রন্থে বর্ননা করা হয়েছে-

إِنَّ الْمُرَادَ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ ঃ আয়াতে 'নূর' মানে 'হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।'

(১২) তাফসীরে সাওয়াত্বি উল ইলহাম গ্রন্থে রয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ- নিশ্চয় তোমাদের নিকট নূর এসেছে, আর 'নূর' মানে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(১৩) তাফসীরে খাজিন গ্রন্থে বলা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ يَعْنِى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا سَمَّاهُ اللهُ نُوْرًا لِأَنَّهُ يُهْتَدَى بِهِ كَمَا يُهْتَدَى بِالنُّوْرِ فِى الظَّلَامِ

অর্থাৎ ঃ 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট 'নূর' এসেছে।' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁকে 'নূর' হিসেবে নামকরণ করেছেন, কারণ তাঁর দ্বারা মানুষ হিদায়তপ্রাপ্ত হয়, যেমনিভাবে নূর' দ্বারা অন্ধকারে পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

(১৪) তাফসীরে মুয়ালিমুত তান যীল গ্রন্থে বলা হয়েছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ يَعْنِى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাঃ ঃ 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট নূর এসেছে।' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(১৫) তাফসীরে কাদেরীর ১ম খন্ডের ২১৭ নং পৃষ্ঠায় এবং

(১৬) তাফসীরে মুদিহুল কুরআনের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের 'নূর' শব্দ দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে।

(১৭) দেওবন্দী আলেমদের শ্রদ্ধেয় মাওঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম সাহেব ও তদীয় তাফসীর গ্রন্থ 'নূরুল কোরআন'-এর ৬ষ্ঠ খন্ডের ১৬৭ নং পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের 'নূর' শব্দ দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝিয়েছেন।

দেওবন্দী আলেমদের অন্যতম মুরুব্বী রশিদ আহম্মদ গাঙ্গুহী সাহেব স্বীয় "এমদাদুস সুলুক" কিতাবে বর্ণনা করেন-

এ কারনেই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলেন যে, তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নুর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। "নূর" এর অর্থ আল্লাহর প্রিয় হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র সত্ত্বা আল্লাহ তা'য়ালা আরো

বলেন যে, হে নবী আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ভয়প্রদর্শকারী, আল্লাহর পথে আহবানকারী জলন্ত সূর্য হিসেবে প্রেরণ করেছি। মুনীর বলা হয় উজ্জলকারী এবং আলোদাতাকে।

(২) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন

مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

অর্থাৎ ঃ- তাঁর (আল্লাহর) নূর এর দৃষ্টান্ত এ ধরনের যে, এটা যেন একটি আলোক দান। যার মধ্যে বাতি রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহর নূর দ্বারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তায়ালার কোন রূপ দৃষ্টান্ত হতে পারে না। আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ অর্থাৎ ঃ- তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে তাফসীর গ্রন্থ সমূহের উক্তি নিন্মরূপ

(১) তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكٰوةٍ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكُ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী – 'তাঁর নূরের উপমা হচ্ছে একটা দীপাধারের মতো।' হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবাইর ও দ্বাহ্হাক (রহঃ) বলেছেন, "তা হলো- হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(২) তাফসীরে খাযিনে বলা হয়েছে,-

مَثَلُ نُوْرِهِ وَقِيْلَ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ ঃ 'তাঁর নূরের উপমা'। বর্ণিত হয়েছে যে, 'তাঁর নূর' অর্থ-মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(৩) তাফসীরে ত্বাবারী গ্রন্থে রয়েছে-

مَثَلُ نُوْرِهِ مَثَلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ ঃ 'তাঁর নূরের উপমা' অর্থ 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপমা।

(৪) তাফসীরে দুররে মানসুর গ্রন্থে বলা হয়েছে-

مَثَلُ نُوْرِهِ مَثَلُ نُوْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ ঃ 'তাঁর নূরের উপমা' অর্থ 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূরের উপমা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৫) শরহে জুরকানী গ্রন্থে বর্ননা করা হয়েছে ইমাম আহমদ কুস্তোলানী ও মুহম্মদ ইবনে আবদুল বাক্বী যারক্বানী (রহঃ) বলেন ঃ-

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ الْمُرَادُ هُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ঃ "(আল্লাহ পাকের মহান বাণী) 'তাঁর নূরের উপমা একটা দীপাধারের ন্যায়।' এখানে (তাঁর নূর) অর্থ হচ্ছে–মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(৬) কিতাবুশ শেফা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَثَلُ نُوْرِهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ مُسْتَوْدَعًا فِى الْاَصْلَابِ.

অর্থাৎ ঃ হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার মহান বাণী–'তাঁর নূরের উপমা'র মধ্যে 'তাঁর নূর' অর্থ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যেহেতু, তা পবিত্র পৃষ্ঠ গুলোতে সংরক্ষিত ছিলো।

পবিত্র হাদীসের আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর

(১) رُوِىَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدِهٖ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَىْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ

অর্থাৎ ঃ- ইমাম শিহাব উদ্দীন আহমদ কুস্তোলানী (রহঃ) তাঁর স্বরচিত প্রসিদ্ধ কিতাব 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া'তে বর্ণনা করেছেন, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পিতা-মাতা আপনার খিদমতে উৎসর্গ! আপনি আমাকে বলুন, সমস্ত বস্তুর পূর্বে আল্লাহ যে জিনিসটা সৃষ্টি করেছেন তা কি?" তদুত্তরে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন, "হে জাবির! নিশ্চয় সমস্ত বস্তুর পূর্বে আল্লাহ পাক স্বীয় নুর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তথা কুদরতে ওই নূর যেখানে ইচ্ছা বেড়াতে থাকে। ওই সময় (কোন কিছুই ছিলো না); না ছিলো লওহে

www.AmarIslam.com

মাহফুয, না ছিলো কলম, এমনকি না ছিলো বেহেশ্ত, না ছিলো দোযখ, না ছিলো ফিরিশ্তা, না ছিলো আসমান, না ছিলো যমীন, না ছিলো চন্দ্র-সূর্য, না ছিলো মানব-দানব। (শরহে আল্লামাতুল জুরকানী- ১ম খন্ড পৃঃ নং-৮৯)

(২) اَخْرَجَ الْبَيْهَقِىُّ وَابْنُ عَسَاكِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ اَرَاهُ بَنِيْهِ فَجَعَلَ يَرٰى فَضَائِلُ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ فَرَاٰى نُوْرًا سَاطِعًا فِىْ اَسْفَلِهِمْ فَقَالَ يَا رَبِّ مَنْ هٰذَا؟ قَالَ اِبْنُكَ اَحْمَدُ وَهُوَ اَوَّلُ وَهُوَ اٰخِرُ وَهُوَ اَوَّلُ شَافِعٍ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

অর্থাৎ ঃ- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্ পাক হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁকে তাঁর সন্তানদের দেখালেন। অতঃপর সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদার তারতম্যটুকুও দেখাতে লাগলেন। তিনি (হযরত আদম) তাদের মধ্যে শেষপ্রান্তে একটা উজ্জ্বল নূর দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, "হে রব! ইনি কে?" (যাকে সবার মধ্যে প্রজ্বলিত নূর হিসেবে দেখতে পাচ্ছি?) উত্তরে মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করলেন, "ইনি হলেন তোমার পুত্র-সন্তান হযরত আহমদ মুজ্তাবা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি হবেন আমার দরবারে প্রথম সুপারিশকারী (ক্বিয়ামতের দিনে) [আল-খাসাইসুল কুব্রা ঃ ১ম খণ্ড ঃ ৩৯ পৃষ্ঠা]

(৩) اَخْرَجَ اِبْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىْ فِىْ مُسْنَدِهٖ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُوْرًا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ اٰدَمَ بِاَلْفَىْ عَامٍ يُسَبِّحُ ذٰلِكَ النُّوْرُ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيْحِهٖ فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ اَلْقَى ذٰلِكَ النُّوْرَ فِىْ صُلْبِهٖ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَهْبَطَنِىَ اللّٰهُ اِلَى الْاَرْضِ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَجَعَلَنِىْ فِىْ صُلْبِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَذَفَ بِىْ فِىْ صُلْبِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اللّٰهُ يَنْقُلُنِىْ مِنَ الْاَصْلَابِ الْكَرِيْمَةِ وَالْاَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ حَتّٰى اَخْرَجَنِىْ مِنْ بَيْنِ اَبَوَىَّ لَمْ يَلْتَقِيَا عَلٰى سِفَاحٍ قَطُّ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ- হযরত ইবনে আবী ওমর আল-আদানী স্বীয় মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার দু'হজার বছর পূর্বে ক্বোরাঈশ বংশীয় এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সামনে নুর হিসেবে ছিলেন। ওই নুর তাসবীহ্ পাঠ করতো এবং ফিরিশ্তাগণও তাঁর সাথে তাসবীহ্ পাঠ করতো। যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন, তখন ওই নূরকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করলেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)-এর পৃষ্ঠদেশে করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেন। এরপর হযরত নূহ (আলাইহিস্ সালাম) -এর পৃষ্ঠদেশে, তারপর হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তরিত করেন। এরপর এভাবে আমাকে পুণ্যাত্মা পৃষ্ঠদেশসমূহে এবং পবিত্র গর্ভসমূহে স্থানান্তরিত করতে থাকেন। অবশেষে, আমাকে আমার পিতামাতার মধ্য থেকে আবির্ভূত করলেন। তাঁদের (আমার বংশপরম্পরায়) কেউ কখনো ব্যভিচার লিপ্ত হয়নি"। (আল-খাসাইসুল কুবরা)

(৪) وَفِى اَحْكَامِ اِبْنِ الْقَطَّانِ مِمَّا ذَكَرَهُ اِبْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَبِّىْ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ بِاَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْفَ عَامٍ وَفِى الْخَبَرِ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ جَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرَ فِىْ ظَهْرِهٖ فَكَانَ يَلْمَعُ فِىْ جَبِيْنِهٖ فَيَغْلِبُ عَلٰى سَائِرِ نُوْرِهٖ ثُمَّ رَفَعَهُ عَلٰى سَرِيْرِ مَمْلَكَتِهٖ وَحَمَلَهُ عَلٰى اَكْتَافِ مَلَائِكَتِهٖ وَاَمَرَهُمْ فَطَافُوْا بِهٖ فِى السَّمٰوٰتِ لِيُرٰى عَجَائِبَ مَلَكُوْتِهٖ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَكَثَتِ الرُّوْحُ فِىْ رَأْسِ اٰدَمَ مِائَةَ عَامٍ وَفِىْ صَدْرِهٖ مِائَةَ عَامٍ وَفِىْ سَاقَيْهِ وَقَدَمَيْهِ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ عَلَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَسْمَاءَ جَمِيْعِ الْمَخْلُوْقَاتِ ثُمَّ اَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُوْدِ لِاٰدَمَ سُجُوْدَ تَعْظِيْمٍ وَتَحِيَّةٍ لَا سُجُوْدَ عِبَادَةٍ الخ

অর্থাৎ ঃ- ইব্নুল ক্বাত্তানের 'আহকাম' -এ বর্ণিত, যা ইবনে মারযূক্ব হযরত আলী ইবনে হোসাইন হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হ'তে (আর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) থেকে) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করার ১৪ হাজার বছর পূর্বে আমি আমার রবের সামনে 'নূর' হিসেবে ছিলাম।" হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ যখন হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করলেন, তখন এ নুরকে তাঁর পৃষ্ঠদেশে রাখলেন। তা তাঁর কপাল মুবারকে চমকাতো। তা তাঁর সকল নুরের মধ্যে বেশী দেখা যেতো। অতঃপর সেটাকে তাঁর রাজ্যের সিংহাসনে সমুন্নত করেন এবং তা ফিরিশিতাদের কাঁধের উপর বহন করিয়ে তাঁদেরকে তাওয়াফের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁরা সেটা নিয়ে আসমানসমূহে তাওয়াফ করেন- সেটাকে তাঁর ফিরিশতা জগতের আশ্চর্য বিষয়াদি দেখানোর জন্য। হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) বলেন, রূহ আদম (আলাইহিস্ সালাম) -এর শির মুবারকে একশ' বছর স্থির ছিলো। তাঁর বুক মুবারকে একশ' বছর, তাঁর বরকতময় গোছাযুগল ও বরকতময় পদযুগলে একশ' বছর ছিলো। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে সমস্ত সৃষ্টির নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর ফিরিশতাদেরকে আদম আলাইহিস সালামকে সাজদা করার আদেশদেন যা ছিল সম্মান সূচক ও অভিবাদন জ্ঞাপন সাজদা, ইবাদতের সাজদা নয়। [আল-মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়াহ্,)

(৫) اَخْرَجَ الْبَيْهَقِىُّ وَالطَّبْرَانِىُّ وَاِبْنُ عَسَاكِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمِّىْ اَنَّهَا شَهِدَتْ وِلَادَةَ اٰمِنَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ وَلَدَتْهُ قَالَتْ فَمَا شَيْءٌ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فِى الْبَيْتِ اِلَّا نُوْرًا وَاِنِّىْ لَاَنْظُرُ اِلَى النُّجُوْمِ تَدْنُوْ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَقُوْلُ لَيَقَعْنَ عَلَىَّ فَلَمَّا وَضَعَتْ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهُ الْبَيْتَ وَالدَّارَ حَتّٰى جَعَلْتُ لَا اَرٰى اِلَّا نُوْرًا.

অর্থাৎ ঃ- ইমাম বায়হাক্বী, তাবারানী ও ইবনুল আসাকির হযরত ওসমান ইবনে আবিল 'আস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার মা বলেছেন, তিনি মা আমেনা খাতুনের গৃহে রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভ আবির্ভাবের রাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি পবিত্র ঘরের মধ্যে নূর ব্যতীত অন্য কিছু দেখতে পাই নি। আর আমি অবশ্যই তারকাসমূহকে এতো নিচে নেমে আসতে দেখতে পেলাম যে, আমি বলে ওঠলাম, এগুলো নিশ্চয় আমার উপর পতিত হবে।" অতঃপর যখন হযরত আমিনার পবিত্র গর্ভদেশ থেকে হুযুর ভূমিষ্ট হলেন, তখন তাঁর (হযরত আমিনা) থেকে এমন এক নূর বের হলো, যা দ্বারা ঘর-বাড়ী সবই আলোকিত হয়ে গেলো। এমনকি আমি নূর ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি। (খাসাইসুল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

কুব্‌রা ঃ ১ম খণ্ড ঃ ৪৫ পৃষ্ঠা)

(৬) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنِّى عِنْدَ اللّٰهِ مَكْتُوْبٌ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِى طِيْنَتِهٖ وَسَاُخْبِرُكُمْ بِاَوَّلِ أَمْرِى دَعْوَةِ اِبْرٰهِيْمَ وَبَشَارَةِ عِيْسٰى وَرُؤْيَا اُمِّىَ الَّتِى رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْنِى وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُوْرٌ اَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُوْرَ الشَّامِ.

অর্থাৎ ঃ- হযরত ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্নিত, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "আমি আল্লাহর দরবারে তখনও 'খাতামুন্ নাবিয়্যীন' (শেষ নবী) হিসেবে লিপিবদ্ধ ছিলাম- যখন হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) স্বীয় সৃষ্টিগত উপাদানগুলোর মধ্যেই ছিলেন। আমি সত্বর তোমাদেরকে অবহিত করছি আমার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে -আমি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) -এর দো'আ, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) -এর সুসংবাদ এবং আমার আম্মাজানের ওই দৃশ্যের বাস্তবায়ন, যা তিনি আমার আগমনকালে দেখেছিলেন। তা হচ্ছে- তাঁর সামনে এমন একটি নূর প্রকাশ পেয়েছিলো, যার জ্যোতিতে তাঁর কাছে সিরিয়ার দালাগুলো পর্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেছিলো"। (মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা নং ৫১৩)

সাহাবা (রাঃ) ও যুগ শ্রেষ্ঠ ইমামগণের উক্তির আলোকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর

(১) হযরত আমিনা (রাঃ)'র অভিমত হচ্ছে ঃ

لَمَّا فَصَلَ مِنِّى خَرَجَ مَعَهُ نُوْرٌ اَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ অর্থাৎ- যখন তিনি আমার থেকে পৃথক হলেন (ভূমিষ্ট হয়ে ইহ জগতে শুভাগমন করলেন), তখন তাঁর সাথে এমন একটা নূর প্রকাশ পেয়েছে, যা দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিমের সব কিছুই আলোকিত হয়ে গেছে।

[মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, আল-খাসাইসুল কুবরা, এবং মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ]

হযরত আমিনা (রাঃ) আরো বলেন-

رَأَيْتُ كَاَنَّ شِهَابًا خَرَجَ مِنِّي اَضَاءَ لَهُ الْاَرْضِ

অর্থাৎ ঃ- আমি দেখলাম- আমার থেকে যেনো একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র বেরিয়ে এলো,

যার আলোকে গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে গেলো।

[আল-খাসাইসুল কুব্‌রা, সীরাতে হালাবিয়া ইত্যাদি দ্রষ্টব্য ।]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- اِنَّ اٰمِنَةَ رَأَتْ حِيْنَ وَضَعَتْهُ نُوْرًا اَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُوْرُ الشَّامِ

অর্থাৎ- হযরত আমেনা (রাঃ) তাঁকে প্রসবকালে সন্দেহাতীতভাবে দেখেছেন -এমন একটি নুর, যার আলোকে সিরিয়ার দালানগুলো পরিস্কারভাবে দেখা যায়। [সীরাতে হালাবিয়া, মাওয়াহিব-ই লাদুন্নিয়াহ্]

তা'ছাড়া তিনি আরো বলেছেন- اِنِّي رَاَيْتُ خَرَجَ مِنِّى نُوْرٌ اَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ (নিশ্চয় আমি দেখেছি -আমার থেকে এমন একটা নূর বের হয়েছে, যার আলোকে সিরিয়ার অট্টালিকাগুলো সুস্পভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে) হাদীসটা ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)'র হাদীসের সমার্থক।

(২) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর "নূর" সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ (রাঃ)'র অভিমত

كُنْتُ أَخِيْطُ فِى السَّحَرِ فَسَقَطَتِ الْاِبْرَةُ فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهَا فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْاِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُوْرِ وَجْهِهٖ.

অর্থাৎ ঃ- আমি সাহারীর সময় (অর্থাৎ রাতের শেষ ভাগে) সেলাই কাজ করছিলাম। হঠাৎ সুঁচটি আমার হাত থেকে (মাটিতে পড়ে গেলো। আমি সেটা তালাশ করলাম। কিন্তু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলো না। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রবেশ করলেন। তাঁর পবিত্র চেহারর নূরের জ্যোতিতে সুঁচটি একেবারে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলো (এবং অনায়াসে পাওয়া গেলো)।

[আল-খাসাইসুল কুব্‌রা ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৫৬ এবং হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা ৬৮৮ দ্রষ্টাব্য।]

(৩) তিনি আরো বলেন- اَخْرَجَ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ وَجْهًا وَاَنْوَرَهُمْ لَوْنًا لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ عَرَقُهٗ فِى وَجْهِهٖ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ اَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ الْاَذْفَرِ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ- আবু নু'আঈম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারক সর্বাধিক সুন্দর ছিলো, তাঁর রং ছিলো সর্বাধিক চমকদার। এমন কোন প্রশংসাকারী নেই, যে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করে নি। তাঁর ঘাম মুবারকের ফোঁটা মুক্তার মতোই দেখাতো, আর তা কস্তুরীর চেয়ে বেশী সুগন্ধময়।

(৪) হযরত উম্মে সালমাহ্ (রাঃ) হযরত আমিনা (রাঃ)'র উক্তি বর্ণনা করেন- (হযরত আমিনা (রাঃ) বলেন)-

لَقَدْ رَأَيْتُ لَيْلَةَ وَضْعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْرًا اَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ حَتّٰى رَأَيْتُهَا.

অর্থাৎ ঃ- একথা নিশ্চিত যে, যে রাতে রাসুলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহ জগতে শুভ পদার্পণ করলেন, সে রাতে আমি এক নূর প্রত্যক্ষ করেছি, যার আলোতে সিরিয়ার দালানগুলো পর্যন্ত আলোকিত হয়েছিলো। এমনকি আমি সেগুলো স্বচক্ষে দেখেছি। (আল-খাসাইসুল কুবরা, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন-

اَخْرَجَ التِّرْمِذِىْ فِى الشَّمَائِلِ وَالْبَيْهَقِىْ وَالطَّبَرَانِىْ وَابْنُ عَسَاكِرِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ اِذَا تَكَلَّمَ رَأَى كَالنُّوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَنَايَاهُ-

অর্থাৎ ঃ- আল্লামা তিরমিযী 'শামাইল'-এ, ইমাম বায়হাক্বী, তাবারানী ও ইবনে আসাকির হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখভাগের নুরানী দাঁতগুলো পরস্পর পৃথক ছিলো। (তাই খুব সুন্দর দেখাতো।) যখন কথা বলতেন তখন আলোর মতো দেখা যেতো, যা সম্মুখভাগের দাঁতগুলোর মধ্যভাগ থেকে চমকে উঠতো। [হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা ৪৮৫, মিশকাত শরীফ ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৫১৮ দ্রষ্টব্য।]

(৬) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন-

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِىْ فِىْ وَجْهِهٖ اِذَا ضَحِكَ

يَتَلَأْلَأُ فِى الْجُدُرِ.

অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সুন্দর কোন কিছুই দেখি নি। তাঁর পবিত্র চেহারার মধ্যভাগে যেনো সূর্য চলমান। তিনি যখন হাসতেন তখন দেয়ালগুলোতে চমক প্রতিফলিত হতো। [হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা ঃ ৪৮৪, আল-খাসাইসুল কুবরা ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ১৮৪ এবং আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ্ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৭১, মাদারিজুন্ নুবূয়ত ঃ ১ম খন্ড ঃ পৃষ্ঠা ১২ দেখুন]

(৭) হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন-

قَالَ جَابِرُ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ... وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ لَابَلْ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

অর্থাৎ ঃ- হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন ... তাঁকে এক ব্যক্তি বললো, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের মতো ছিলো? তিনি বললেন, "না, বরং সুর্য ও চন্দের মতো"।

হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে ঃ-

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ لَيْلَةِ اَضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمَرَاءُ فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِنْدِىْ مِنَ الْقَمَرِ.

অর্থাৎ ঃ- হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মেঘবিহীন পরিষ্কার চাঁদের আলো বিশিষ্ট রাতে দেখেছি। তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দিকে এবং চাঁদের দিকে লক্ষ্য করেছি। তাঁর পরনে ছিলো লাল ধরনের বরকতময় পোশাক। তখন আমি দেখলাম তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাঁদের চেয়েও বেশী সুন্দর।" (মিশকাত শরীফ ঃ পৃষ্ঠা ৫১৮)

(৮) প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবুত্তোফাইল (রাঃ) একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)'র সামনে নিন্মোক্ত কবিতা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

পড়েছিলেন বলে বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে আবদুল বার্‌র (রহঃ) বর্ণনা করেছেন-

اِنَّ النَّبِیَّ هُوَ النُّوْرُ الَّذِیْ كُشِطَتْ بِهٖ عَمَايَاتُ مَاضِيْنَا وَيَاتِيْنَا

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক 'নূর', যা দ্বারা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যাবতীয় অন্ধকার ও ভ্রান্তি দূরীভূত হয়েছে। [আল-ইস্তী'আব ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা নং ৩৭৪]

(৯) হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন-

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهٗ كَاَنَّ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ. وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىْ : وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهٗ مِنَ السُّرُوْرِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهٗ كَاَنَّهٗ قِطْعَةُ قَمَرٍ .

অর্থাৎ- হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুশী হতেন, তখন তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা মুবারক থেকে এমনি জ্যোতি বের হতো, যেমন আকাশে একটা চাঁদের টুকরো।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা নং ৪৯১)

বোখারী শরীফের বচনগুলোতে বিজলীর চমকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। (বোখারী শরীফ ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা নং ১৮১)

(১০) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন-

اَخْرَجَ الدَّارِمِىُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَاَيْتُ اَشْجَعَ وَلَا اَجْوَدَ وَلَا اَضْوَءَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ ঃ- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে অধিক বীরত্বপূর্ণ, দানশীল ও চকমকিত অন্য কাউকে দেখি নি। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ঃ পৃষ্ঠা নং ৪৯১)

(১১) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর একনিষ্ঠ খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালিক

(রাঃ) বলেন-

لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِىْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَضَاءَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ.

অর্থাৎ ঃ- যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করেন, সেদিন থেকে তাঁর নূরের জ্যোতিতে পুরো মদীনার প্রতিটি বস্তু আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। (মিশকাত শরীফ ঃ পৃষ্ঠা নং ৫৪৭, ইবনে মাজাহ্ শরীফ, পৃষ্ঠা নং ১১৯)

(১২) হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন-

مَتٰى يَبْدُ فِى اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ جَبِيْنُهٗ
يَلُحْ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَى الْمُتَوَقِّدِ

অর্থাৎ ঃ- ঘন অন্ধকার রাত্রিতে যখন আপনার নূরানী কপাল মুবারক প্রকাশ পায়, তখন তা আঁধার রাতে বাতির মতোই আলোকিত হয়ে যায়। (দালাইলুন্ নুবুয়ত, জুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব, আল-ইস্তী'আব ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

তিনি আরো বলেন-

نُوْرٌ اَضَاءَ لَهٗ عَلَى الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا   اَنْ يَّهْدِىْ لِلنُّوْرِ الْمُبَارَكِ يَهْتَدِىْ

অর্থাৎ ঃ আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর 'নূর' মুবারকের আলো সারা বিশ্ব-জগতকে আলোকিত করেছে, যারা ওই পবিত্র নূর থেকে আলো পেতে চায়, তারাই হিদায়তপ্রাপ্ত হবে। (নসীমুর রিয়াদ্ব ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা নং ২৭৫)

ইমাম ইবনে কাসির (রহঃ) 'আল-বেদায়া ওয়ান্ নিহায়া'য় হযরত হাস্‌সান (রাঃ)'র অভিমত উল্লেখ করেছেন-

وَافٍ وَمَاضٍ شِهَابًا يُسْتَضَاءُ بِهٖ   بَدْرٌ اَنَا عَلٰى كُلِّ اِلَّا مَا جِدِ

অর্থাৎ- নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর পবিত্র নূর তো এমন এক নূর, যা ওইসব ব্যক্তিবর্গকে আলোকোজ্জ্বল করেছে, যারা (যুগে যুগে) মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছিলেন। অর্থাৎ যে সব পুণ্যময় ব্যক্তিবর্গ গৌরবময় মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, তাঁরা সকলেই এ নূরেরই বেদৌলতে ওই গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁর পবিত্র নূর সকল ঘাটতির পরিপূরক এক প্রাচীন নক্ষত্র। পূর্ণিমার পূণাঙ্গ চাঁদ ও তাঁর পবিত্র নূরের আলো দ্বারা উজ্জ্বল হয়েছে।

ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ), হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রাঃ) এর নিম্নলিখিত চরণ উল্লেখ করেছেন-

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

اَغَرَّ عَلَيْهِ لِلنَّبُوَّةِ خَاتَمٌ + مِنَ اللّٰهِ مِنْ نُوْرٍ يَلُوْحُ وَيَشْهَدُ

অর্থাৎ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মধ্যে 'নুবূয়তের মোহর' খুবই প্রজ্জ্বলিত। তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নুর হবার বিষয়টি একেবারে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট।(আল-খাসাইসুল কুবরা ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

(১৩) ওয়ারক্বাহ্ ইবনে নওফলের অভিমত-

وَيَظْهَرُ فِى الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُورٍ + يَقُوْمُ بِهٖ الْبَرِيَّةِ اِنْ تَمُوْجَا

অর্থাৎ ঃ সে নূরের জ্যোতি দুনিয়ার দেশে দেশে প্রকাশ পায়, যার কারণে সমস্ত মাখলুক্ব (সমগ্র সৃষ্টি জগৎ) কায়েম আছে, যেহেতু ওই 'নূর' ঢেউ খেলছে। (সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা নং ১৯২)

(১৪) আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'য়াতের অন্যতম প্রধান ইমাম হযরত আবুল হাসান আশ'আরী (রহঃ) বলেন-

قَدْ قَالَ الْاَشْعَرِىُّ اِنَّهٗ تَعَالٰى نُوْرٌ لَيْسَ كَالْاَنْوَارِ وَالرُّوْحُ النَّبَوِيَّةُ الْقُدْسِيَّةُ لُمْعَةٌ مِنْ نُوْرِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ شَرَرُ تِلْكَ الْاَنْوَارِ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ.

অর্থাৎ ঃ ইমাম আশ'আরী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নূর, তবে অন্যান্য নূরের মতো নন। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রূহ মুবারক হচ্ছে তাঁর নূরের ঝলক। ফিরিশতারা হলেন- ওই নূরগুলোর শিখা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশদ ফরমান, "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। (মাতালি'উল মুসাররাত শরহে দালাইলুল খায়রাত)

(১৫) হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) তাঁর 'মাদারিজুন্নবূয়াত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

بدان اول واسطه صدور كائنات وواسطه خلق عالم و ادم نور محمد صلى الله عليه وسلم است چنا نچه درحديث صحيح وارد شده كه اول ما خلق الله نورى وسايه مكونات علوى وسفلى ازاں نور ازاں جوهر پاك پيدا شده ازارواح واشباح وعرش وكرسى ولوح وقلم وبهشت ودوزخ وملك وفلك وانس وجن واسمان وزمين وبحارو جبال واشجار وسائر مخلوقات ودر كيفيت صدور ايں كثرت ازاں وحدت وبروز ظهور مخلوقات ازاں جوهر عبارات وتغيرات غريب اورده اند.

অর্থাৎ ঃ জেনে রাখুন, সমগ্র সৃষ্টি-জগত ও হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) -এর সৃষ্টির সূচনা (উৎস) হচ্ছে- নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যেহেতু সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন "সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আমার নূর।" আর উর্দ্ধ ও নিম্ন জগতের সব সৃষ্টি ওই নূর থেকে সৃষ্ট। রূহসমূহ ও জড়-বস্তুসমূহ, আরশ ও কুরসী, লওহ ও কলম, বেহেশ্‌ত ও দোযখ ফিরিশতা, আসমান, মানুষ, জিন্, আসমান, যমীন, সমুদ্র, পাহাড় এবং গাছপালা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সৃষ্টি ওই নূরী উৎস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।

(১৬) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা কাজী আয়াজ (রহঃ) তদীয় শেফা শরীফে বর্ণনা করেন-

سَمَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ نُوْرًا وَسِرَاجًا مُنِيْرًا فَقَالَ تَعَالٰى قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মজিদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নূর ও সমুজ্জল কারী প্রদীপ নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নুর এসেছে এবং সুস্পষ্ট কিতাব।

(১৭) এমনকি দেওবন্দের শায়খুত তাফসীর ইদ্রীস কান্ধলভী সাহেবও বলেছেন-

سِرَاجٌ مُنِيْرٌ كَشَمْسِ الضُّحٰى وَخَيْرُ الْبَرِّ اٰيَا وَنُوْرٌ قَدِيْمٌ

অর্থাৎ ঃ- সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন- চিরস্থায়ী সত্তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নূর। তিনি হলেন- সমুজ্জ্বল প্রদীপ, মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায়।

(১৮) দেওবন্দী আলেমদের অন্যতম মুরুব্বী রশীদ আহমদ গাংগুহী সাহেব স্বীয় "এমদাদুচ্ছুলুক" গ্রন্থে বলেছেন- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন "আল্লাহ পাক আমাকে স্বীয় নূর হতে সৃষ্টি করেছেন। এবং মুসলমানদেরকে আমার নূর হতে সৃষ্টি করেছেন"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর হওয়ার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি খণ্ডন।

আমরা কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে "মানুষ হওয়া" অস্বীকার করি?

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ৭৯ নং পৃষ্ঠায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূর নন তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে দেওবন্দী খারেজী ওহাবীগণ জঘণ্য মিথ্যার আশ্রয়

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিয়ে দাবী করেছেন- ("নবী মানুষ হওয়া" এ সবর্জন স্বীকৃত আকিদা বিশ্বাসকে সমাজের কিছু সংখ্যক লোক অস্বীকার করে জনগনকে বিভ্রান্ত করার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর জাতি নূরের তৈরী বলে তাঁর সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপনের মাধ্যমে জঘণ্য শিরক করছে।)

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

আমাদের তথা সুন্নী জনতার ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "মানুষ হওয়া" অস্বীকার করার দাবী করা সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের উপর একটি মিথ্যা অপবাদ। সরলমনা জনসাধারণকে আমাদের ব্যপারে ধোকা দেয়ার তাদের এটি একটি কুমতলব ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ কক্ষনই এ কথা বলতে পরিনা যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষ ছিলেন না। তিনি মানুষ হিসেবে আমাদের মাঝে আসার কারণেই তো আমরা আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা হয়েছি। কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষ হলেও আমাদের মত ছিলেন না। যা খারেজী ওহাবীগণ মনে করেন। কারণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই এরশাদ করেছেন- اِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ ঃ- আমি তোমাদের কারোমত নই। অন্য এক হাদীসে বলেছেন-

اَيُّكُمْ مِثْلِىْ তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার মত? অর্থাৎ তোমাদের কেউই আমার মত নয়। (বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৬৩) আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অন্যতম একজন ইমাম দেওবন্দী ওহাবীদের আতংক আলা হযরত আহাম্মদ রেযা খান বেরলভী (রাহঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাশার হওয়া সম্পর্কে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে বলেছেন-

جو حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাশারীত বা মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করে সে কাফের।" সুতরাং প্রমাণিত হল আমাদের ব্যপারে খারেজী ওহাবীদের উক্ত দাবী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ভ্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক।

আল্লাহ স্বয়ং নূর এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জাতি নূরের জ্যোতি দ্বারা সৃষ্টি

উক্ত বইয়ের ৮১ নং পৃষ্ঠায় তারা দাবী করেছেন, "প্রথমতঃ আল্লাহর জাত বা সত্ত্বাই নুর নয়। এমতাবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূর বা সত্ত্বাগত নূর হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না। তদুপরি একটু সময়ের জন্যও যদি আল্লাহর জাত বা সত্ত্বা নূর বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর জাতি নূর বলতে গেলে প্রশ্ন দাড়ায় যে, এর অর্থ কি রাসূল স্বয়ং আল্লাহর জাত বা সত্ত্বা? যদি তাই হয় তাহলে এর সুস্পষ্ট মর্মদাড়ায় আল্লাহই রাসূল এবং রাসূলই আল্লাহ আর এটা যে, পরিস্কার কুফর ও শিরক তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। আর যদি বলা হয় রাসুল আল্লাহর জাতি নূর মানে হুবুহু আল্লাহর সত্ত্বা নন বরং তাঁর সত্ত্বার অংশ বিশেষ, তাহলে এর পরিস্কার মর্ম দাড়ায় আল্লাহর জাত বা সত্ত্বায় রাসূল অংশীদার অথচ এটাও পরিস্কার শিরক"।

তাদের উক্ত দাবী সমূহের জবাব।

আল্লাহ তা'য়ালা নূর কিন্তু সৃষ্টি জগতের অন্য কোন নূরের মত নয় বরং আল্লাহ তা'য়ালার শান অনুযায়ী যেমন হওয়া উচিৎ তেমন নূর। যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সর্বজন স্বীকৃত অন্যতম ইমাম আবুল হাছান আশআরী (রহঃ) বলেছেন (যা পরে আলোচনায় আসবে) আর বিরোধীদের উপস্থাপিত দলীল দ্বারা যে আল্লাহ নূর হওয়া অস্বীকার করা হয়েছে, তাহল সৃষ্টি জগতের নূরের মত নূর হওয়া, যেহেতু আল্লাহর কোন মেছাল বা দৃষ্টান্ত হতে পারে না তাই তার নূর সৃষ্টি জগতের নূরের মত নয়।

নিঃসন্দেহে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূর হতে পয়দা হয়েছেন। কেননা হযরত জাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস-

قَالَ يَاجَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ -

অর্থাৎ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত যাবের (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন "হে যাবের সমস্ত কিছুর পূর্বে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর স্বীয় নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন"। (মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া)

এ হাদীসে "মিন নূরিহী" বলা হয়েছে যার অর্থ আল্লাহর জাতি নূর হতে সৃষ্টি। 'নূরিহী'

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শব্দটির মধ্যে (হি) সর্বনামের বিশেষ্য হচ্ছে আল্লাহ শব্দটি যার দিকে (হি) জমিরটি প্রত্যাবর্তন করেছে। আল্লাহ শব্দটি ইছমে জাত। সুতরাং জাতে বারী তায়ালার জাতি নূর হতেই নবীজী পয়দা হয়েছেন।

(১) আল্লামা ইমাম জুরকানী (রহঃ) জাতি নূরের সৃষ্টি এ কথার প্রমান স্বরূপ 'মিন নূরিহী' বাক্যাংশটির ব্যাখ্যায় বলেছেন- مِنْ نُوْرٍ هُوَذَاتُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীবকে এমন নূর হতে পয়দা করেছেন যাঁহা স্বয়ং জাতে এলাহী। অর্থাৎ কোন মাধ্যম ছাড়াই তিনি সরাসরি আপন জাত হতে নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টি করেছেন। (শরহে জুরকানী ১ম খণ্ড পৃঃ নং ৯০)

(২) শায়খ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তদীয় মাদারেজুন নবুয়াত গ্রন্থে লিখেছেন- وسيد رسل مخلوق است از ذات حق

অর্থাৎ ঃ- ছায়্যেদুল মুরছালীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাত হতে সৃষ্টি।

(৩) উক্ত হাদীসে বর্ণিত "মিন নূরিহী" শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত শরীফে লিখেছেন- اَىْ مِنْ لُمْعَةِ نُوْرِهٖ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তায়ালা আপন জাতি নূরের জ্যোতি দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূর পয়দা করেছেন।

(৪) মুজাদ্দেদে আল ফেসানী (রহঃ) মকতুবাত শরীফের ৩য় খণ্ডের ১০০ নম্বর মকতুবাতে বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা তাঁকে স্বীয় নুর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

(৫) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতে অন্যতম প্রধান ইমাম হযরত আবুল হাছান আশআরী (রাহঃ) বলেন-

اِنَّهٗ تَعَالٰى نُوْرٌ لَيْسَ كَالْاَنْوَارِ وَالرُّوْحُ النَّبَوِيَّةُ الْقُدْسِيَّةُ لُمْعَةٌ مِّنْ نُوْرِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ شَرَرُ تِلْكَ الْاَنْوَارِ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ وَمِنْ نُوْرِىْ خُلِقَ كُلُّ شَىْءٍ وَغَيْرُهٗ مِمَّا فِىْ مَعْنَاهُ -

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ তায়ালা নূর কিন্তু অন্যান্য নূরের মতো নন। এবং নবী করীম (দঃ) -এর রূহ মোবারক তাঁর নূরের জ্যোতি আর ফেরেস্তারা হলো ঐ নূর সমূহের শিখা। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন আর আমার নূর হতে প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক হাদীস একই বিষয় বস্তুর উপর রয়েছে। (মাতালিউল মুসারবাত শরহে দালাইলুল খায়রাত)

www.AmarIslam.com

(৬) প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) তদীয় মাওয়াহেবে লা দুন্নিয়া গ্রন্থে বলেন- لَمَّا تَعَلَّقَتْ اِرَادَةُ الْحَقِّ بِاِيْجَادِ خَلْقِهٖ اَبْرَزَ الْحَقِيْقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ مِنْ اَنْوَارِ الصَّمَدِيَّةِ الخ

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ তায়ালা যখন জগত সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন তখন আল্লাহর নূর হতে হাকিকতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রকাশ করলেন এবং তা থেকে ছোট বড় সর্বপ্রকার সৃষ্টি জগতকে অস্তিত্বে এনছেন। (শরহে জুরকানী ১ম খন্ড পৃঃ নং-৫৩)

(৭) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূরের জ্যোতি একথার বিরোধীতা কারী খারেজী ওহাবী আলেমদের অন্যতম মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেব তদীয় "নশরুততিব" গ্রন্থের ৫ নং পৃষ্ঠায় উপরোক্ত হযরত জাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

الله نے نبی کا نور اپنے نورسے نہ بایں معنے پیدا کیا کہ نور الهی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے نورکے فیض سے پیدا کیا

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নুরকে নিজের নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, যার অর্থ এটা নয় যে, "আল্লাহর নূর" নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সৃষ্টির মূল উপাদান। বরং এর অর্থ হল তাঁর নূরের ফয়েজ বা জ্যোতি হতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূর সৃষ্টি হয়েছে।

অতএব উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হল হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূরের জ্যোতি দ্বারা সৃষ্টি। সুতরাং এখন আমরা বলতে চাই বিরোধীতাকারীদের উপরোক্ত শিরক ফতোয়া অনুযায়ী উপরোল্লিখিত ইমামগন বিশেষ করে তাদের মুরুব্বী থানবী সাহেব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর জাতি নুর স্বীকার করে কি মুশরিক হয়েছেন? জবাব দিন।

বিরোধীতাকারীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর জাতি নূর বলার যে ব্যাখ্যা করেছেন। সে বিষয়ে আমাদের জবাব হল-

উপরোক্ত তাদের ঐ সমস্ত ব্যাখ্যার কারণ এই যে, তারা নিজেরাই এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেনি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর "জাতি নূর" এর অর্থ হল প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিনা মাধ্যমে আল্লাহর নূর আহরনকারী আর সমগ্র সৃষ্টি প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নূর অর্জন করেছে। যেমন সূর্যের সামনে যদি আয়না থাকে তখন সূর্যের প্রতিচ্ছবি আয়নাটিকে আলোকিত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

করে দেয়। তখন ঐ আয়নাটিকে অন্যান্য আয়নার দিকে ফিরিয়ে দিলে তা ঐ আয়না গুলোকেও আলোকিত করে দিবে। তখন প্রথম আয়নাটিকে সূর্যের অংশ বিশেষ বা মূল সুর্য কোনটাই বলা যাবে না। বরং বিনা মাধ্যমে তা সূর্য হতে আলো অর্জন করেছে মাত্র।

আর অন্যান্য আয়নাসমূহ ঐ আয়না হতেই আলো লাভ করেছে। সম্পর্কটি এ ধরনের হতে পারে যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা সালেহ (আঃ) এর উটকে নাকাতুল্লাহ বা আল্লাহর উট। হযরত ঈসা (আঃ) কে "আল্লাহর রূহ" বলেছেন। যেহেতু তিনি পিতার মাধ্যম ব্যতীতই সৃষ্ট অনুরূপভাবে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেও নূরুল্লাহ বা আল্লাহর নূর বলা হয়।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাশার কিন্তু মাটির মানুষ নন।

উক্ত বইয়ের ৮২ নং পৃঃ "কুরআনের দৃষ্টিতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাশার (মানুষ)" শিরনামে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাশার বা মানুষ প্রমাণ করার জন্য অনেক প্রচেষ্ঠা ও পরিশ্রম করেছে।

এ ব্যাপারে আমাদের জবাব

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাশার বা মানুষ প্রমাণ করার জন্য তাদের এত পরিশ্রম করার প্রয়োজন ছিলনা কারণ পৃথিবীতে এমন কোন মুসলমান ব্যক্তি পাওয়া অসম্ভব যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাশার (মানুষ) বলে বিশ্বাস করে না। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাশার কিন্তু বাশার বলেই যে, তিনি মাটির তৈরী মানুষ হবেন এ যুক্তি খারেজী ওহাবীদের একটি ভ্রান্ত যুক্তি। কারণ সমস্ত বাশার বা মানুষই মাটি দ্বারা তৈরী নয়। একমাত্র হযরত আদম (আঃ) সরাসরি মাটি দ্বারা তৈরী। আর আমরা আদম সন্তান হিসেবে এবং আমরা যে নুৎফা (বীর্য) দ্বারা সৃষ্টি তা রক্ত থেকে আর রক্ত মাটিতে উৎপাদন কৃত যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রি আমরা ভক্ষন করি তা থেকে তৈরী হয়। এজন্য আমাদেরকে মাটির মানুষ বলা হয় দেখুন (দেওবন্দীদের মুরুব্বী মুফতী শফী সাহেবের তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন (বাংলা) পৃষ্ঠা নং ৮৫৬) হযরত হাওয়া (আঃ) আদম সন্তান নন এবং কোন বীর্য দ্বারাও সৃষ্টি নয়। তিনি হযরত আদম (আঃ) এর বাম পাজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি। (দেখুন তাফসীরে জালালাইন শরীফ) কিন্তু তিনিও মানুষ ছিলেন। হযরত ঈছা (আঃ) কোন বীর্য দ্বারা সৃষ্টি নন কারণ তাঁর পিতা নেই। তিনি আল্লাহর রূহ যা হযরত জিব্রাইল (আঃ) ফুকদিয়ে হযরত মরিয়ম (আঃ) এর মধ্যে দান করেছিলেন। তা দ্বারা সৃষ্টি কিন্তু তিনিও মানুষ

ছিলেন। তদ্রুপ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মাখলুক এমনকি হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পূর্বে যখন মাটি পানি কিছুই ছিলনা তখন আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্টি।

অতএব প্রমাণিত হল সমস্ত মানুষই মাটি দ্বারা তৈরী নয়। আল্লাহ পাক কুরআনে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাশার বলেছেন আর এ "বাশার" শব্দ দ্বারাই বিরোধীগন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মাটির মানুষ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। এ ব্যপারে আমরা বলতে চাই, বাশার শব্দের অর্থ মানুষ বা চামড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাশার শব্দ দ্বারা মাটির তৈরী মানুষ বুঝায় না কারণ আল্লাহ পাক কুরআনে জিব্রাঈল (আঃ)কেও বাশার বলেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

অর্থাৎ ঃ- আমি আমার রূহ (হযরত জিব্রাঈল আঃ) কে তাঁর (হযরত মরিয়ম) প্রতি প্রেরণ করেছি, অতঃপর সে (জিব্রাঈল আঃ) তাঁর সামনে একজন পূণাঙ্গ সুঠাম "বাশার" বা মানুষ এর আকৃতিতে আত্ম প্রকাশ করেছেন। (সূরা মরিয়ম) সুতরাং এখন বলুন বাশার শব্দের দ্বারা যদি মাটির মানুষ বুঝায় তাহলে কি হযরত জিব্রাইল (আঃ) মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন? না নূরের তৈরী ফেরেশতা হয়েও বাশার বা মানবরূপে এসেছিলেন? সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও নূরের তৈরী বাশার বা মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় এসেছেন। মাটির তৈরী বাশার হয়ে নয়।

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ে কুরআন বিকৃতি

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), রাসূলের ইল্‌মে গায়েব, হাজির-নাজির ও নূর ইত্যাদি আক্বিদার বিরোধীতা কারী খারেজী দেওবন্দী ওহাবীগণ সমাজে মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকেন যে, আমরা (সুন্নীগণ) নাকি কুরআন হাদীস বিকৃতি করে মনগড়া কথাবার্তা বলে থাকি। এ প্রসঙ্গে প্রিয় পাঠকবৃন্দের নিকট আরজ করতে চাই, আমরা কখনো কুরআন হাদীস বিকৃতি করে মনগড়া কথা বলায় বিশ্বাসী নই। আমরা যা বলি তা কুরআন হাদীস অনুযায়ী বলে থাকি বরং তারা নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা ও তার বিকৃতি পর্যন্ত করে থাকে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হল তাদের উক্ত বইয়ের ৮৪ নং পৃঃ যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূর নয় বরং "মাটির সৃষ্টি হলে বেশী শ্রেষ্ঠ হন" তা প্রমাণ করার অপ্রচেষ্টায় কুরআন বিকৃতি করে শয়তানকে নূরের তৈরী বানানো হয়েছে। এভাবে যে, মাটির আদম (আঃ) কে সেজদা করার ব্যাপারে "ইবলিশ নির্দেশ পালন করতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। কেননা ইবলিশের ধারণা ছিল হযরত আদম (আঃ) মাটির তৈরী আর আমি নূরের তৈরী। ফলে সে কাফিরদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল" অথচ কুরআনে রয়েছে শয়তান নূরের নয় বরং আগুনের তৈরী এ কথা বলেছে। যেমন আল্লাহর বাণী-

أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

অর্থাৎ ঃ- (শয়তান বলল) আমি তাঁর {আদম (আঃ)} থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ আমাকে তুমি তৈরী করেছ আগুন দ্বারা, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা।

এখন জানতে চাই নূর আর আগুন কি এক? না উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে? সুতরাং প্রমাণিত হল তারা নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদের স্বার্থে কুরআন বিকৃতি করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন?

উক্ত বইয়ের ৯০ নং পৃষ্ঠায়' নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন মাটির মানুষ' শিরোনামে দাবী করা হয়েছে "কুরআনে কারিমের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে সকল মানব জাতি মাটির তৈরী। এই পবিত্র মাটি দ্বারা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী, সকল নবী কুলের সরদার হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ সকল আম্বিয়ায়ে কেরামকে সৃষ্টি করা হয় এতে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং সত্ত্বাগত ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মূল হল মাটি"। রাসূল ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটির তৈরী তার প্রমাণ হিসেবে হযরত কাবে আহবর (রাঃ) বর্নিত হাদীস যেখানে উল্লেখ রয়েছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রওজা শরীফের সাদা ও উজ্জ্বল রঙের মাটি দ্বারা তৈরী। এবং তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি হাদীস উলেখ করা হয়েছে, যা হচ্ছে- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন মানুষ মারা যাওয়ার পর তাকে যেখানে দাফন করা হয় সেখানের মাটি প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সময় তার মূলে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ও উক্ত শিরোনামের শেষের দিকে লিখা হয়েছে "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেহ মোবারককে যে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে হযরত আবু বকর ও ওমরকে সে পবিত্র মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।"

তাদের উক্ত দাবী ও হাদীস সমূহের জবাব ঃ

"সকল মানব জাতি মাটির তৈরী" তাদের উক্ত দাবীর জবাব ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ দয়া করে পূনরায় তা একটু পড়ে নিবেন।

তাদের পেশ কৃত হাদীস সমূহের জবাব হল-

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সত্তা মুবারকের দু'টি দিক আছে ঃ একটা হচ্ছে হুযুরের সৃষ্টির মৌলিক দিক, যাকে কিতাবের পরিভাষায় বলে- خَلْقَتِ اَصْلِيَّةِ (মৌলিক বা সর্ব প্রথম সৃষ্টি)। আর অন্যটি হচ্ছে خَلْقَتِ بَشَرِيَّةِ (মানবরূপে সৃষ্টি), বা মানব জাতির নিকট পাঠানোর জন্য মানবীয় গুণাবলী সহকারে সৃষ্টি করা। উল্লেখ্য, এ দু'টি দিক সামনে রেখেই হুযুরের সৃষ্টি রহস্য বুঝতে চেষ্টা করেন না বলেই অনেকে এ বিষয়টিতে ঘুরপাক খেতে থাকে, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে ভুল করে বসেন।

এখন প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা যাক-

১। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নূর মুবারককেই সৃষ্টি করেছেন, যখন অন্য কিছু, এমনকি মাটিরও অস্তিত্ব ছিলো না। সুতরাং হুযুরের মৌলিক সৃষ্টি মাটি থেকে বলার অবকাশই থাকতে পারে না। এ দিকটিরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঐসব হাদীসে, যাতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "হে জাবের! আল্লাহ্ পাক সর্ব প্রথম তোমার নবীর নূরকেই সৃষ্টি করেছেন....। আরো এরশাদ করেছেন, "আমি তখনো নবী ছিলাম যখন আদম আলাইহিস সালাম মাটি ও পানির খমীরের মধ্যে ছিলেন।" ইত্যাদি।

২। বাকী রইলো হুযুরের বাশারিয়াতের সৃষ্টি রহস্য। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত হাদীসটিতে হুযুরের 'বাশারিয়াত' সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) স্বীয় মাওয়াহিব গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

لَمَّا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ يَّخْلُقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ جَبْرِيْلَ اَنْ يَّاْتِيَهُ بِالطِّيْنَةِ الَّتِىْ هِىَ قَلْبُ الْاَرْضِ وَبَهَاؤُهَا وَنُوْرُهَا. قَالَ فَهَبَطَ جِبْرِيْلُ فِىْ مَلَائِكَةِ الْفِرْدَوْسِ وَمَلَائِكَةِ الرَّقِيْعِ الْاَعْلٰى فَقَبَضَ قَبْضَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَّوْضَعِ قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ وَهِىَ بَيْضَاءُ مُنِيْرَةٌ فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيْمِ فِىْ مَعِيْنِ اَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتّٰى صَارَتْ كَالدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاءٌ عَظِيْمٌ ثُمَّ طَافَتِ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَفِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَالْبِحَارِ فَعَرَفَتِ الْمَلَائِكَةُ وَجَمِيْعُ الْخَلْقِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\))
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

وَفَضْلَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْرَفَ اٰدَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

অর্থাৎ ঃ- হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁর নিকট যমীনের ওই 'ত্বীনাত' নিয়ে আসেন, যা যমীনের 'ক্বলব' (হৃদয়), সেটার মধ্যকার পছন্দসই খণ্ড ও সেটার নূর বা জ্যোতি।" বর্ণনাকারী বলেন, "অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) জান্নাতুল ফিরদাউস ও উচ্চ পর্যায়ের ফিরিশ্‌তাদের সাথে নিয়ে অবতরণ করলেন। আর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওযা শরীফের স্থান থেকে রাসুলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর- মুষ্ঠি পরিমাণ অংশটি নিলেন, যা হলো আলোকোজ্জ্বল ও আলোকিতকারী। তারপর ওই (মুষ্ঠি পরিমাণ) অংশটুকু জান্নাতের বিশেষ নহর তাসনীমের পানি দিয়ে খামীর তৈরী করা হলো। ফলে তা হয়ে গেলো চমৎকার মুক্তার মতো, যা' থেকে ছড়িয়ে পড়লো এক বিশাল আলোকরশ্মি। অতঃপর ফিরিশ্‌তারা সেটা নিয়ে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করলো আরশ ও এর চতুর্দিকে এবং আসমানগুলো, যমীন, পর্বতমালা এবং সমুদ্রগুলোতে। ফলে, ফিরিশ্‌তাগণ ও সমস্ত সৃষ্টি সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর ফযীলতের সম্যক পরিচিতি লাভ করলো- তাও হযরত আদম(আলাইহিস্ সালাম) -এর পূর্বে"। (শরহে জুরকানী আলাল মাওয়াহেব ১ম খন্ড পৃঃ নং-৮২))

এখন লক্ষ্য করুন, বর্ণিত হাদীসে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পয়দা করার জন্য, হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে যা নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা কি ছিলো? তা ছিলো- أَنْ يَأْتِيَهُ بِالطِّينَةِ الَّتِي هِيَ قَلْبُ الْأَرْضِ وَبَهَاؤُهَا وَنُورُهَا. অর্থাৎ ঃ- যেন যমীনের ওই 'ত্বীনাত' নিয়ে আসেন, যা যমীনের 'ক্বলব' (হৃদয়), সেটার মধ্যকার পছন্দসই খণ্ড ও সেটার নূর বা জ্যোতি। তারপর হযরত জিব্রাঈল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে যা নিয়ে যান সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে- وَهِيَ بَيْضَاءُ مُنِيرَةٌ অর্থাৎ ঃ- আলোকোজ্জ্বল ও আলোকিতকারী বস্তু)। এ সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে- فَعُجِنَتْ بِمَاءِ التَّسْنِيمِ فِي مَعِينِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَتْ كَالدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ لَهَا شُعَاعٌ عَظِيمٌ অর্থাৎঃ- তারপর ওই (মুষ্ঠি পরিমাণ)অংশটুকু ও জান্নাতের বিশেষ নহর তাসনীমের পানি দিয়ে খামীর তৈরী করা হলো। ফলে তা হয়ে গেলো চমৎকার মুক্তার মতো, যা' থেকে ছড়িয়ে পড়লো এক বিশাল আলোকরশ্মি।

আরো লক্ষ্য করুন! বর্ণিত হাদীসে হযরত জিব্রাঈলকে মাটি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়নি, নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো- 'ত্বীনাত' নিয়ে যেতে। এখন দেখুন 'ত্বীনাত' কি?

প্রথমতঃ ত্বীনাত (طِينَة) মানে যেমন 'নরম মাটি' তেমনি 'স্বভাব'ও। সুতরাং এখানে 'ত্বীনাত' -এর অর্থ গ্রহণ করা হবে শেষোক্তটা। অর্থাৎ 'যমীনের ওই মূল অংশ', যা পরবর্তীতে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্বভাবের সাথে সমন্বিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ 'মুসান্নাফ-ই আবদির রায্‌যাক্ব' (রহঃ)'র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদ্ যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূরের অংশ দ্বারা। সুতরাং যমীন সৃষ্টির যেই মূল উপাদান (নূরের অংশ)টি যমীনে রয়েছে- সেটাই 'ত্বীনাত' বলা হয়েছে এবং হুযুরের নূরানী শরীর মুবারক সৃষ্টির জন্য, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সেটাই নিতে বলা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ উপরে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যমীন থেকে যা নিয়ে গিয়েছিলেন সে অংশটুকু ছিলো- هِيَ قَلْبُ الْأَرْضِ وَبَهَاؤُهَا وَنُورُهَا অর্থাৎঃ- সেটা ছিলো যমীনে হৃদয়, সেটার পছন্দনীয় অংশ ও সেটার জ্যোতি। আরো বলা হয়েছে- وَهِيَ بَيْضَاءُ مُنِيرَةٌ অর্থাৎ ঃ- হুযুর ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র ক্ববর শরীফের স্থান থেকে নেয়া মুষ্ঠি পরিমাণ বস্তুটি ছিলো সাদা আলোকোজ্জ্বল, আলোকিতকারী)। এটাতো কোনমতেই মাটির গুণ হতে পারে না, বরং সেটা আসলে কি তাও তো সাধারণ জ্ঞান দ্বারা অনুধাবন করা খুবই কঠিন। মাটির অংশতো মাটিই, কিন্তু আলো নয়। বিশুদ্ধ বর্ণনায়ও এসেছে 'হিয়া বাইদ্বোয়া-উ মুনীরাহ্' অর্থাৎ সাদা আলোকোজ্জ্বল, আলোকিতকারী। কাজেই, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'মাটি'র তৈরী বলার সুযোগ কোথায়? মোটেই নেই। 'ত্বীনাত' শব্দটির অর্থ নিছক মাটি বলে ধরে নিলে তা তো কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাজ হবে না, বরং নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মানহানির মতো জঘন্য কাজই হবে।

প্রসঙ্গতঃ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ কি নেবার জন্য হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছিলেন, আর তিনিও মদীনা মুনাওয়ারার যমীন থেকে কি নিয়েছিলেন সে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হওয়ার দরকার, নতুবা সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, বহু আলেমকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তাঁরা এ বিষয়টি নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং উল্লেখিত বিবরণের আলোকে সমস্যা নিরসন ও সেটা আরো সুস্পষ্ট করার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

জন্য আমি প্রথমে একটা উদাহরণ দাঁড় করাতে চাই। তা একটু গভীরভাবে দেখলে আশাকরি, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বাশারিয়াতে মুহাম্মদী 'নূর' হবার বিষয়টি হৃদয়াঙ্গম করার কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন।

উদাহরণটা হচ্ছে ঃ- চলমান পানিতে যদি কেউ একখানা গাছের ডাল গেড়ে দেয়, তখন সেটার সাথে ফেনা, খড় ও ঘাস ইত্যাদি আটকা পড়তে থাকে। তারপর ক্রমশঃ দেখা যায় সেই ডালকে অবলম্বণ করে সেখানে একটা মাটির চর সৃষ্টি হয়ে যায়। শেষ র্যন্ত ওই চর বা স্তুপের মধ্যে ওই 'অবলম্বণ' (ডালটি) ও ঢাকা পড়ে যায়। পরবর্তীতে কখনো ওই ডালটি খোঁজ করলে দেখা যায় ডালটি ডাল হিসেবেই অবশিষ্ট থাকে, মাটির বিরাট চরের অভ্যন্তরে সেটা মাটি হয়ে যায় না। আমাদের দেশেও কোথাও কোথাও পুকুর খননের সময় মাটির গভীরে বড় বড় গাছের অস্থিত্ব দেখা যায়, যা মাটির গভীরে দীর্ঘদিন যাবত অবিকৃতই থেকে যায়। সুতরাং আলোচ্য বিষয়টিও আমরা এভাবে বুঝতে পারি যে, সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবীর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। এমনকি পৃথিবীও হুযুরের নূর মুবারক থেকে সৃষ্ট। সুতরাং উক্ত নূর মুবারক যেখানে আল্লাহ্ পাক আমানত রেখেছিলেন সে স্থানটি হলো পবিত্র খানা-ই কা'বার স্থান। এরপর গোটা পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য ওই স্থানটুকুর নাম 'উম্মুল ক্বোরা' (সমস্ত শহর তথা গোটা দুনিয়ার মূল)। আর 'নূরে মুহাম্মদী' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রূপী যেই 'মুক্তাধন' থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে বলা হয় 'উম্মুল খলীক্বাহ' (সৃষ্টিজগতের মূল)।

আরো উল্লেখ থাকে যে, পানি তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হতে হতে ওই 'মুক্তাধন'টি মদীনাতুর রাসূলের ওই নির্ধারিত স্থান মুবারকে গিয়ে হিফাযত হয়ে গিয়েছিলো, যেখানে বর্তমানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওযা-ই আন্ওয়ার অবস্থিত। ওই 'ত্বীনাত' তথা 'মুক্তাধন'টা নেয়ার জন্যই হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে পাঠানো হয়েছিল। সেটাই হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র 'বাশারিয়াতের মূল'। আর এর পার্শ্ববর্তী মাটি দিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারুক্ব (রাঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এতদ্‌ভিত্তিতে প্রথমতঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবী সৃষ্টিরও মূল হলেন। যেমন 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া'য় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ-

فَصَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْاَصْلُ فِى التَّكْوِيْنِ وَالْكَائِنَاتِ تَبَعٌ لَهُ وَقِيْلَ سُمِّىَ اُمِّيًّا لِاَنَّ مَكَّةَ اُمُّ الْقُرٰى وَوُدُرَّتُهُ اُمُّ الْخَلِيْقَةِ.

অর্থাৎ ঃ সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন সৃষ্টির মূল। আর সমস্ত সৃষ্টি হলো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সৃষ্টি। আরো বলা হয়েছে যে, এ' কারণেই হুযুরকে উম্মী বলা হয়, মক্কাকে বলা হয় 'উম্মুল ক্বোরা'। আর হুযুরকে যে 'মুক্তাধন' দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাকে 'উম্মুল খালীক্বাহ্' বলা হয়। (শরহে জুরকানী ১ম খণ্ড ঃ ৮৪ নং পৃষ্ঠা) **দ্বিতীয়তঃ** হুযুর মক্কীও মাদানীও। যেমন একই কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

ذَكَرَ صَاحِبُ الْعَوَارِفِ الْمَعَارِف : اِنَّ الْمَاءَ لَمَّا تَمَوَّجَ رَمَى الزَّبَدَ اِلَى النَّوَاحِى فَوَقَعَتْ جَوْهَرَةُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَا يُحَاذِى تُرْبَتَهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ مَكِيًّا مَدَنِيًّا،حَنِيْنُهُ اِلٰى مَكَّةَ وَتُرْبَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ اِنْتَهٰى.

অর্থাৎ ঃ- 'আওয়ারিকুল মা'আরিফ' নামক পুস্তক প্রণেতা উল্লেখ করেছেন, "নিশ্চয় পানি যখন তরঙ্গায়িত হলো তখন ঢেউ থেকে সৃষ্ট ফেনা মক্কার আশে পাশে সম্প্রসারিত হলো। এর ফলে নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 'মুক্তাধন'টি মদীনা শরীফের মাটি বরাবর গিয়ে অবস্থান নিলো। সুতরাং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কীও হলেন, মাদানীও ওই 'মুক্তাধন'টির স্থাপনার সূচনা হলো মক্কায় আর স্থায়ী হলো মদীনার ভূ-খণ্ডে। **তৃতীয়তঃ** এখন আর ওই আপত্তিও থাকছে না যে, 'হুযুরের রওযা শরীফ মক্কা হলো না কেন? কারণ, বর্ণনা এসেছে- تُرْبَةُ الشَّخْصِ مَدْفَنُهُ (যাকে পৃথিবীর যে অংশটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয় সেই অংশই তার দাফনের স্থান হয়।) **চতুর্থতঃ** اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِيْهَا نُدْفَنُ -এর ভিত্তিতে প্রশ্নকারীর কথা মতো, এ প্রশ্নও আর থাকছে না যে, 'হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর (রাঃ) এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে বর্ণিত হাদীসের অর্থই বা কি?' কারণ, পূর্বোল্লেখিত বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, হুযুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রওজা-ই পাকের স্থানটির বাস্তবতা স্বতন্ত্র, আর এরই পার্শ্ববর্তী অংশ থেকে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। হুযুর ও প্রথম দু'খলীফার রওজাগুলোর পারস্পরিক নৈকট্যের বিষয়টিই ফুটে ওঠেছে ওই পবিত্র হাদীস শরীফে, এগুলোর হাক্বীক্বতের বিষয়টি ফুঠে ওঠেছে অন্যান্য বর্ণিত হাদীসগুলোতে। সুতরাং একথা বলার উপায় রইলো না যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিছক মাটি থেকে সৃষ্টি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা হয়েছে।

নূরের অংশ দিয়ে যদি যমীন তৈয়ার করা হয়েছে, তা হলে 'নূর' কি মাটির সাথে মিশে গেলো? না 'নূর' হিসেবে বহাল থাকলো? নিশ্চয় বহাল রয়েছে। জিব্রাঈল (আঃ) কে তাই নিতে বলা হয়েছে। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) উক্ত নূরের সাথে সম্পৃক্ত ভূ-খণ্ড থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটি থেকে সৃষ্ট নয়।

মুফতী শফী সাহেবের তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (বাংলা) এর ৮৫৬ নং পৃষ্ঠায় তাফসীরে মাযহারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে- রাসূলের বানী "আমি, আবু বকর ও ওমর একই মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছি। এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব" ইবনে জওযী একে মওজুয়াত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীস সমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন।

আলা হযরত আহম্মদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর "اَلسَّنِيَّةُ الْاَنِيْقَةُ" কিতাবে বর্ণিত একটি হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব

উক্ত বইয়ের ৯৪ ও ৯৫ নং পৃষ্ঠায় দাবী করা হয়েছে- "আমাদের সমাজের কিছু লোকের মন্তব্য এমন- যারা বলবে নবী মাটির তৈরী তারা ওহাবী কাফের। আমি তাদেরকে বলব তোমাদের নেতা আহম্মদ রেযা খাঁ- "اَلسَّنِيَّةُ الْاَنِيْقَةُ" নামক বইতে লিখেছেন, যেই রওজা শরীফে নবীকে দাফন করা হয়েছে সেই রওজা শরীফের মাটি দিয়া নবীজিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নবীকে মাটি দিয়ে বানানো হয়েছে বললেই যদি ওহাবী কাফির হয় তাহলে তোমাদের দলের বড় নেতা ওহাবী কাফির হবে তাতে দেওবন্দীদের কি আসে যায়"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

খারেজী দেওবন্দী ওহাবীদের উপরোক্ত দাবী দ্বারা বুঝা যায় তারা আলা হযরত (রহঃ) সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেনা। আলা হযরত এমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, তিনি দেওবন্দী ও নজদী ওহাবীদের বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদার খন্ডন সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় পনের শত কিতাব রচনা করে ছিলেন। মহাকবি আল্লামা ইকবাল (রহঃ) যাকে এ যুগের ইমাম আবু হানিফা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে গেলে প্রথমে তাঁর ব্যাপারে ভাল করে জানুন, তারপর কোন মন্তব্য করার চেষ্টা করবেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সৃষ্টি

www.AmarIslam.com

সম্পর্কে আলা হযরত (রহঃ) এর আক্বীদা বা বিশ্বাস কী, আগে সে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে তারপর তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টি সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীয়

صَلَاتُ الصَّفَا فِىْ نُوْرِ الْمُصْطَفٰى

নামক কিতাবের ১২ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন-

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعا لی علیہ وسلم
بلا شبہ اللہ عزوجل کے نورذاتی سے پیدا ھیں-

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিঃসন্দেহে আল্লাহর জাতি নূরের সৃষ্টি। সুতরাং প্রমাণিত হলো আলা হযরতের আক্বীদা হল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর জাতি নূরের জ্যোতি দ্বারা তৈরী মাটি দ্বারা নয়।

অতএব দেওবন্দীদের দাবী অনুযায়ী তিনি ওহাবী বা কাফের হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

আলা হযরত তাদের পেশকৃত উক্ত কিতাবে বর্ণিত হাদীস দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটির তৈরী, তা বুঝাতে নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তাকে দাফনকৃত কবরের মাটির সম্পর্ক রয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য বলেছেন। যার প্রমাণ আলোচ্য হাদীস যে প্রশ্নের আলোকে বর্ণনা করেছেন সে প্রশ্ন।

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে তাঁর রওজা শরীফের মাটির সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে ইতিপূর্বে আলোচনা করে প্রমাণ করা হয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটি দ্বারা সৃষ্ট নয়।

আমরা বলতে চাই আলা হযরত নয় বরং দেওবন্দীদের মুরুব্বী রশিদ আহম্মদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানবী সাহেবদ্বয় (নব্য দেওবন্দীদের) প্রদত্ত ফতোয়া (রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহর নূর মনে করা শিরক) অনুযায়ী মুশরিক হয়েছেন। কারণ তারা উভয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করতেন যা ইতিপূর্বে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং এখন জবাব দিন, আপনাদের প্রদত্ত ফতোয়া সঠিক, না কি আপনাদের মুরুব্বীদ্বয় সঠিক?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কতিপয় অপব্যাখ্যার জবাব

(১) "বিভ্রান্তির অবসান" বইয়ের ৯৫ নং পৃষ্ঠায় বিভ্রান্তি ১ ও তার অবসান শিরোনামে পবিত্র কুরআনের বাণী- قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ ঃ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে। উক্ত আয়াত উল্লেখ করে তাঁরা দাবী করেছেন- "সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে আমাদের সমাজের কিছু সংখ্যক লোক বলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত نـور (নূর) শব্দ দ্বারা হুজুরের পবিত্র সত্ত্বাকে বুঝানো হয়েছে"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তাদের উক্ত দাবীর মাধ্যমে বুঝা যায় তারা সম্পূর্ণ মূর্খ ও জাহেল। তাফসীর গ্রন্থ সমূহের সমান্যতম জ্ঞানও তাদের নেই। কারণ তাফসীর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে একটি অতি সহজ কিতাব "জালালাইন শরীফ" যা তাদের খারেজী মাদ্রাসা সহ সমস্ত মাদ্রাসায় পড়ানো হয়, উক্ত তাফসীর গ্রন্থেও আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত "নূর" শব্দ দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের মাদ্রাসায় পড়ানো হয় এমনকি উক্ত কিতাবের নামে তাদের একটি ক্লাস বা শ্রেণীর নামও রয়েছে। এমন তাফসীর গ্রন্থের জ্ঞানও তাদের নেই। তারা কি পড়া শোনা করে, আল্লাহ ভাল জানেন। অথবা সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোঁকা ও বিভ্রান্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ষড়যন্ত্রমূলক উক্ত দাবী করেছেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইতিপূর্বে আমরা ১৭টি প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ ও তাদের মুরুব্বী রশিদ আহাম্মদ গাঙ্গুহী সাহেবের উক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছি আলোচ্য আয়াতে "নূর" শব্দ দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। তারা কি সকলেই মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য "নূর" শব্দ দ্বারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বুঝিয়েছেন? জানতে চাই।

সুতরাং প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আপনারাই বলুন- কারা সরলমনা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে?

(২) উক্ত পৃষ্ঠায় আরো দাবী করেছে "উক্ত আয়াতে 'নূর' দ্বারা কুরআনে কারিমকেই বুঝানো হয়েছে"।

তাদের উক্ত দাবীর জবাব

তাদের উক্ত দাবী সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক। যা আমাদের বর্ণিত উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সমূহের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়। আলোচ্য আয়াতে 'নূর' শব্দ দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে, এ দাবী হলো পথভ্রষ্ট মুতাযিলা সম্প্রদায়ের, কারণ এরাই একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 'নূর' মানেনা।

তাফসীরে রুহুল মাআনী গ্রন্থে রয়েছে-

قَالَ اَبُوْ عَلِىِّ الْجَبَائِىُ عَنِّىَ بِالنُّوْرِ الْقُرْاٰنِ لِكَشْفِهٖ وَاِظْهَارِهٖ طُرُقَ الْهُدٰى وَالْيَقِيْنِ وَاِقْتَصَرَ عَلٰى ذٰلِكَ الزَّمَخْشَرِىُّ

অর্থাৎ ঃ- আলোচ্য আয়াতে "নূর" শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবু আলী জাবাই (মুতাযিলা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক) বলেছে, নূর দ্বারা কুরআন বুঝায়, কারণ তা হেদায়ত ও ইয়াকীনের পথ গুলোকে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ করে দেয়। একমাত্র (মুতাযিলী মুফাচ্ছির) জমখশরী এটা সমর্থন করেছেন। সুতরাং এখন স্পষ্ট বুঝা যায় আলোচ্য আয়াতের "নূর" শব্দ দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বাদ দিয়ে যারা শুধু কুরআনকে বুঝাতে চান তারা কোন দলের সমর্থক।

(৩) উক্ত বইয়ের ৯৬ নং পৃষ্ঠায় 'নূর' শব্দ দ্বারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয় নি তা প্রমাণ করার জন্য যুক্তি দিয়ে বলেছে- এই আয়াতে- نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ এর পরে يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ এসেছে। যাতে بـه সর্বনামটি এক বচনের, যদি نُوْرٌ দ্বারা হুজুরের সত্ত্বা এবং كِتَابٌ مُّبِيْنٌ দ্বারা পৃথক পৃথক বিষয় উদ্দেশ্য হতো তা হলে দ্বিবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা অধিক উপযোগী ছিল। কিন্তু যেহেতু নূর ও কিতাব একই বিষয় তাই এক বচনের সর্বনামই উপযোগী হয়েছে।

তাদের উক্ত যুক্তির জবাব

بِهٖ শব্দের মধ্যে ہ সর্বনামটি একবচনের ছিগাহ বা শব্দরূপ নেয়ায় 'নূর' শব্দ দ্বারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ ہ সর্বনামটি عَلٰى الْاِنْفِرَادِ। বা পৃথক পৃথক ভাবে উভয়টিকে বুঝাবে। এছাড়া এখানে হেদায়াতের ব্যাপারে শানে মোস্তফা প্রকাশ করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য এবং "ہ" জমীর দ্বারা নূরের অবস্থানের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে হেদায়াতের মাধ্যম হল নূর নবীর জাত এমনকি কোরআনও রাসূলের মাধ্যমে হেদায়াত করে থাকে। এজন্য "ہ" জমীরকে এক বচন নেয়া হয়েছে। তাদের উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যদি 'নূর' শব্দ দ্বারা বুঝানো না যায় তাহলে আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রসিদ্ধ মুফাচ্ছির গণের উদ্ধৃতি পেশ করেছি যা দ্বারা প্রমাণিত হয়- উক্ত 'নূর' শব্দ দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা সকলেই কি বিরোধীতাকারীদের উপরোক্ত নাহুর কায়দার যুক্তি বুঝে নাই? নাকি নাহুর মাসয়ালা বা নিয়ম কানুন একমাত্র নব্য খারেজী দেওবন্দী ওহাবীগণই জানেন? প্রিয় পাঠকবৃন্দ আপনারাই এ বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন।

(৪) উক্ত বইয়ের ৯৭ নং পৃষ্ঠায়, কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'নূর' শব্দ দ্বারা কুরআনের ছিফাত বর্ণনা করা হয়েছে। তার নমুনা হিসেবে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করে তারা দাবী করেছেন " এ সকল স্থানে কুরআনে কারিমকেই নূর বলা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে নূর দ্বারা কুরআনে কারিমকেই বুঝানো হয়েছে এটাই অধিকাংশ মুফাচ্ছির গণের অভিমত"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

কুরআনে কারিম নূর এটা আমরাও বিশ্বাস করি। শুধু কুরআনই নয় বরং ইসলাম, ইলমে দ্বীন এগুলোও নূর কিন্তু আলোচ্য আয়াতে "নূর" শব্দ দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে, এটা অধিকাংশ এমনকি বলতে গেলে প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ মুফাচ্ছিরগণের অভিমত। পক্ষান্তরে তাদের দাবী- 'নূর' দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে এটাই অধিকাংশ মুফাচ্ছিরগণের অভিমত এ ব্যাপারে আমরা বলতে চাই, বিরোধীরা তাদের দাবীর পক্ষে মাত্র তিনটি তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, তা হলো (১) তাফসীরে বয়জাবী (২) তাফসীরে বাহারুল মুহীত (৩) তাফসীরুল মানবি, কিন্তু এ তিনটি তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে তাফসীরে বয়জাবী থেকে আমরাও ইতিপূর্বে উদ্ধৃতি পেশ করে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রমাণ করেছি- উক্ত আয়াতের "নূর" শব্দ দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেও বুঝানো হয়েছে। উক্ত তাফসীর গ্রন্থে 'নূর' শব্দ দ্বারা শুধু কুরআনকেই বুঝানো হয়নি, বিরোধীরা এ সত্য বিষয়টিকে নিজেদের সার্থে গোপন করেছেন।

তাদের পেশকৃত আরেকটি তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরুল মানাবি" থেকে উদ্ধৃতি পেশ করে আলোচ্য আয়াতে "নূর" শব্দের ব্যাপারে তিনটি মত উল্লেখ করেছেন (১) কুরআন (২) ইসলাম (৩) নবীজী। সুতরাং তাদের পেশকৃত উক্ত তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় উক্ত "নূর" শব্দ দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেও বুঝানো হয়েছে। আর বিরোধীগণ এ সত্য বিষয়টিকে অস্বীকার করছেন।

আর তাদের পেশকৃত তাফসীরে বাহারুল মুহিত গ্রন্থেও আলোচ্য আয়াতের উক্ত

"নূর" শব্দ দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝনো যাবে না এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং প্রমাণিত হলো আমাদের দাবীই সঠিক। তাদের দাবী নয়।

(৫) উক্ত বইয়ের ৯৭ নং পৃষ্ঠায় কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে "নূর" বলে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে দুটি আয়াত উল্লেখ করে তারা দাবী করেছেন- "সুতরাং আলোচ্য আয়াতেও "নূর" দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য হওয়াটাই যুক্তি সংগত এবং তা দ্বারা হুজুরের সত্ত্বা উদ্দেশ্য নেয়া ভুল।"

তাদের দাবীর জবাব ঃ

যদি তাদের দাবী মতে, তা দ্বারা হুজুরের সত্ত্বা উদ্দেশ্য নেয়া ভুল হয় তাহলে আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত জগত বিখ্যাত মুফাচ্ছিরগণের উদ্ধৃতি পেশ করে প্রমাণ করেছি উক্ত "নূর" দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা কি ভুল করেছেন। জানতে চাই? একমাত্র দেওবন্দীরাই মনে হয় সঠিক বিষয়ে অবহিত!

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) কি শিয়া পন্থী ছিলেন?

উক্ত বইয়ের ৯৮ নং পৃষ্ঠায় বিভ্রান্তি-২ ও তার অবসান শিরোনামে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) এর নিজ সনদে বর্ণিত হযরত জাবের (রাঃ) এর বর্ণনাকৃত হাদীস-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَئَلْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ .... نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ

অর্থাৎ ঃ- হযরত জাবের (রাঃ) বলেন- আমি সর্ব প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন হে জাবের! নিঃসন্দেহে সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ তোমার নবীর নূরকে তাঁর নূর দ্বারা সৃষ্টি করেন।

উক্ত হাদীস উল্লেখ করে "তাজকিরাতুল হুফফাজ" গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে দাবী করেছেন "হাদীসটির সনদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়নি যে, সনদটি কেমন? তাছাড়া ইমাম আব্দুর রাজ্জাক শিয়াপন্থী। অনেক বিষয়ে তিনি ছিলেন সতন্ত্র, যার পক্ষাবলম্বনকারী কেউ নেই।"

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তাদের উক্ত দাবী সমূহ অনেকাংশেই মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত। কারণ "তাযকিরাতুল হুফফাজ" গ্রন্থে উক্ত হাদীসের সনদের ব্যাপারে কোন কথাই উল্লেখ করা হয়নি। এটা সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা কথা লিখা হয়েছে। এবং আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) শিয়া পন্থী ছিলেন এ কথাও উক্ত কিতাবের ইবারতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না বরং তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে ভালবাসার কারণে কেউ কেউ তাকে শিয়া বলে দোষারোপ করে ছিলেন। কিন্তু তিনি শিয়াদের ন্যায় ভ্রান্ত আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না। সুতরাং তাদের উক্ত দাবীও মিথ্যা। আসুন জেনে নেই তাঁর সম্পর্কে উক্ত কিতাবে কি লিখা হয়েছে-

قَالَ اَحْمَدُ كَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَحْفَظ حَدِيْثَ مُعَمَّرًا قُلْتُ اَوْثَقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَحَدِيْثُهُ مُخَرَّجٌ فِىْ الصِّحَاحِ وَلَهُ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ وَنَقَمُوْا عَلَيْهِ التَّشَيُّعَ وَمَا كَانَ يَغْلُوْ فِيْهِ بَلْ كَانَ يُحِبُّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَيَبْغَضُ مَنْ قَاتَلَهُ وَقَدْ قَالَ سَلْمَةُ بْنُ شَبْيْبِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا اِنْشَرَحَ صَدْرِىْ قَطُّ اَنْ اُفَضِّلَ عَلِيًّا عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانَ رَحِمَهُ اللّٰهُ مِنْ اَوْعِيَةِ الْعِلْمِ.

অর্থাৎ ঃ- "হযরত ইমাম আহম্মদ (রহঃ) বলেন- হযরত আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) অধিক বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত হাদীস মুখস্ত করেছেন। অসংখ্য জন তাকে সেকা বা বিশ্বস্ত বলে অবহিত করেছেন। বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব সমূহে তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীস বর্নিত হয়েছে। তার একক বৈশিষ্ট রয়েছে। তার ব্যাপারে শিয়া হওয়ার দোষারোপ করা হয়েছিল। তিনি এ ব্যাপারে (শিয়াদের ন্যায়) সীমালঙ্ঘন করেন নি বরং তিনি হযরত আলী (রাঃ)কে ভালবাসতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিলেন তাদেরকে ঘৃণা করতেন। সালমাহ বিন সাবিব (রহঃ) বলেন- আমি হযরত আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) এর উপর হযরত আলী (রাঃ)কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে আমার মন কখনো প্রশস্ত হয়নি এবং তিনি (আল্লাহ তার উপর রহমত নাযিল করেন) জ্ঞানের ভান্ডার ছিলেন"। সুতরাং প্রমাণিত হলো- তিনি শিয়া পন্থী নন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী একজন সেকা বা বিশ্বস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন। আর এ কারণে তার বর্ণনাকৃত হযরত জাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূর সম্পর্কিত হাদিস জগৎ বিখ্যাত বিভিন্ন মুহাদ্দেসগণ যেমন ইমাম বায়হাকী (রঃ), ইমাম আসকালানী (রঃ), ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ), আল্লামা ফাছী (রহঃ), আল্লামা জুরকানি এবং আল্লামা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) প্রমুখ নিজ নিজ কিতাবে এমন কি দেওবন্দীদের অন্যতম মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেবও তার নসরুত্তিব কিতাবে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের সনদ যদি সহীহ না হতো তাহলে উপরোল্লিখিত এ সমস্ত প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেসগণ উক্ত হাদীস বর্ণনা করতেন না। এমনকি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) স্বীয় "মাদারেজুন নবুয়াত" কিতাবে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রঃ) এর বর্ণনাকৃত উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় একটি হাদীস বর্ণনা করে তাকে সহীহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁর এ উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় আব্দুর রাজ্জাক (রঃ) এর বর্ণনাকৃত উক্ত হাদীসও সহীহ হবে।

আর ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (রাঃ) কে হযরত আলী (রাঃ) তথা আহলে বাইত (রাঃ) এর প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে যে, শিয়া অপবাদ দেয়া হয়েছে তা নতুন নয় বরং এ ধরনের অপবাদ আরো অনেক ইমামকেই দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ইমাম শাফী (রাঃ)-এর ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাকে যখন উপরোক্ত কারণে 'রাফেযী' অপবাদ দেয়া হয় তখন তিনি এ ভাবে ঐ মিথ্যা অপবাদ খন্ডন করেছিলেন-

لَوْ كَانَ رِفْضًا حُبُّ اٰلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنِّىْ رَافِضِىْ-
يَا اَهْلَ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ حُبُّكُمْ فَرْضٌ مِنَ اللّٰهِ فِىْ الْقُرْاٰنِ اَنْزَلَهُ -

অর্থাৎ- যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহলে বাইতকে ভালবাসার নাম রাফেযী হয়, তাহলে জ্বীন এবং ইনসান যেন সাক্ষী থাকে নিশ্চয়ই আমি রাফেযী।

হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহলে বাইত! আপনাদের ভালবাসা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ফরয। আর এ হুকুম আল্লাহ কুরআনে নাযিল করেছেন।

কলম কি সর্ব প্রথম সৃষ্টি?

উক্ত বইয়ের ৯৯ নং পৃষ্ঠায় "এ রেওয়ায়েতটি (জাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস) বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের খেলাফ। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন-

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ

অর্থাৎ- "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সর্ব প্রথম আল্লাহ তায়ালা কলমকে সৃষ্টি করেছেন"। উক্ত হাদীস উল্লেখ করে তারা দাবী করেছেন "এ বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সব কিছুর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা ভাগ্য নির্ধারণী কলম সৃষ্টি করেন। বিশুদ্ধ বর্ণনায় কলম সৃষ্টি সর্ব প্রথম হওয়াটা যখন প্রমাণিত, তাই অযথা তাকে- اَوَّلُ اِضَافِىْ এর স্থলে اَوَّلُ حَقِيْقِىْ সাব্যস্ত করা শ্রুতি যোগ্য নয়।"

তাদের উক্ত দাবীর জবাব

তাদের উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ প্রায় সমস্ত মুহাদ্দেসই نُوْرُ مُحَمَّدِىْ বা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূর মোবারক সর্ব প্রথম সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু যেমন- কলম, আকল ও আরশ ইত্যাদি প্রথম সৃষ্টি হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। তা হলো নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরে সৃষ্টি। এবং উক্ত বস্তুর ব্যাপারে যে اَوَّلُ বা প্রথম সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে তা হল اَوَّلُ اِضَافِى বা তুলনা মূলক ভাবে প্রথম হওয়া, অর্থাৎ ঐ জাতীয় বস্তুর মধ্যে এটাই প্রথম সৃষ্টি। যেমন প্রখ্যাত মুহাদ্দেস মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন-

كَمَا فِى الْمِرْقَاةِ : وَالْأَوَّلُ الْحَقِيْقِىُّ هُوَ النُّوْرُ الْمُحَمَّدِىُّ عَلٰى مَا بَيَّنْتُهُ فِى الْمَوْرِدِ لِلْمَوْلِدِ. وَرُوِىَ اَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ وَاَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِى وَاَنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ رُوْحِى وَاَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَرْشَ وَالْاَوَّلِيَّةُ مِنَ الْاُمُوْرِ الْاِضَافِيَّةِ فَيُؤَوَّلُ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ خُلِقَ قَبْلَ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِهِ فَالْقَلَمُ قَبْلَ الْاَقْلَامِ وَنُوْرُهٗ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَبْلَ الْاَنْوَارِ.

অর্থাৎ- 'মিরক্বাত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাস্তবিক পক্ষে প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে- 'নূরে মুহাম্মদী' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যেমন আমি আমার 'আল-মাওরেদ লিল্ মাওলেদ' -এ উল্লেখ করেছি।

আর যেসব বর্ণনায় এসেছে- আল্লাহ্ প্রথমে 'আক্বল' (বিবেক) সৃষ্টি করেছেন', 'আল্লাহ্ প্রথমে আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন', 'আল্লাহ প্রথমে আমার রূহকে সৃষ্টি করেছেন', আল্লাহ্ প্রথমে আরশ সৃষ্টি করেছেন'- এসব ক'টি বর্ণনায় 'প্রথমে' শব্দটি দ্বারা 'আনুপাতিক প্রথম' বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যাবে যে, উল্লেখিত প্রতিটি বস্তু সে জাতীয় সব বস্তুর মধ্যে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন সব কলমেরই মধ্যে উল্লেখিত কলমটি সর্বপ্রথম সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং সৃষ্টিকুলের সমস্ত নূরের মধ্যে সর্বপ্রথম হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। (মিরক্বাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬৭)

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত বিবরণের এ অর্থ ধরে নেয়া যাবে না যে, হুজুর নিছক নূরসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম; বরং হুজুর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি। কারণ, কলমসহ সকলপ্রকার সৃষ্টি হুজুরের নূর থেক সৃষ্ট; যা ইতিপূর্বে হাদীস-ই জাবিরে বর্ণনা করা হয়েছে। তা'ছাড়া তাফসীর-ই রূহুল বয়ানেও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সমস্ত নূরেরও নূর বলা হয়েছে।

এমনকি দেওবন্দী অনুসারীদের মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেবও তার নসরুত্তিব গ্রন্থে আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) এর বর্ণনাকৃত জাবের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেন-

اس حدیث سے نور محمدی کا اول الخلق ہونا با ولیت حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات مین اولیت کا حکم ایا ہےان اشیاء کا نور محمدی سے متأخر ہونا اس حدیث مین منصوص ہے

অর্থাৎ- এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হিসেবে মূলতঃ প্রথম। যেহেতু যেসব বস্তু প্রথম সৃষ্ট বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, সেগুলোর সব কটিই তুলনামূলক (আপেক্ষিক) প্রথম। সে সব বস্তু 'নূরে মুহাম্মদী' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরেই সৃষ্টি হয়েছে মর্মে এই হাদীস অকাট্য প্রমাণ। (পৃষ্ঠা নং ৫ ও ৬)

অতএব প্রমাণিত হলো তাদের দাবী সঠিক নয়। আর তারা যে বলেছেন "অযথা তাকে اَوَّلُ حَقِيْقِى এর স্থলে اَوَّلُ اِضَافِى সাব্যস্ত করা শ্রুতি যোগ্য নয়।" এখন তারা তাদের মুরুব্বী থানবী সাহেবের কথা শুনবেন কিনা জানতে চাই? নাকি তিনিও ঐ ব্যাখ্যা করে ভুল করেছেন? জবাব দিন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক "অন্ধকারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূরের আলো দ্বারা সূঁচ পাওয়ার ঘটনা সম্বলিত হাদীস" কি ভিত্তিহীন?

উক্ত বইয়ের ১০১ নং পৃষ্ঠায় বিভ্রান্তি-৩ ও তার অবসান শিরোনামে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস- তিনি বলেন "এক অন্ধকার রজনীতে তিনি প্রিয় নবীর সাথে শয্যায় ছিলেন ইত্যবসরে তাঁর হাত হতে একটি সূঁই পরে যায়। অতঃপর মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবয়ব নূরে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। ফলে তিনি তা নবীজীর ললাটের উজ্জ্বলতায় হস্তগত করেন" উক্ত হাদীস বর্ণনা করে তারা দাবী করেছেন "আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক সূঁই পাওয়ার যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা বাতিল ও ভিত্তিহীন"। দলীল হিসেবে মাওঃ আব্দুল হাই লখনবী ও তাদের মুরুব্বী সোলায়মান নদবী সাহেবের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তাদের উক্ত দাবী সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা, কারণ উক্ত হাদীসের ঘটনা সম্বলিত বর্ণনা জগৎ বিখ্যাত ও সর্বজন স্বীকৃত মুফাস্‌সের ও মুহাদ্দেস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) এর 'খাছায়েছে কুবরা' গ্রন্থে রয়েছে যেমন- হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كُنْتُ أُخَيْطُ فِي السَّحْرِ فَسَقَطَتِ الْاِبْرَةُ فَطَلَبْتُهَا فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهَا فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَيَّنَتِ الْاِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُوْرِ وَجْهِهِ.

অর্থাৎ- আমি সাহারীর সময় (অর্থাৎ- রাতের শেষ ভাগে) সেলাই কাজ করছিলাম। হঠাৎ সুঁচটি আমার হাত থেকে (মাটিতে) পড়ে গেলো। আমি সেটা তালাশ করলাম। কিন্তু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পবিত্র চেহারার নূরের জ্যোতিতে সুঁচটি একেবারে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হলো (এবং অনায়াসে পাওয়া গেলো।)

এবং প্রসিদ্ধ কিতাব "হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন" গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) ও উক্ত বর্ণনার ন্যায় একটি হাদীস তার শরহে শেফায় বর্ণনা করেছেন যেমন-

كُنْتُ اُدْخِلُ الْخَيْطَ فِى الْاِبْرَةِ حَالَ الظُّلْمَةِ لِبَيَاضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ- আমি অন্ধকার রাতে হুজুর পুরনূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূরানী জ্যোতিতে সুঁচের মধ্যে সূতা ঢুকিয়ে থাকি। (আল-খাসাইসুল কুবরা ঃ ১ম খণ্ড ঃ ১৫৬ নং পৃষ্ঠা)

মক্কা শরীফের জগতবিখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা ইবনে হাজার আল হায়তামী আশ্ শাফী (রহঃ) তদীয় 'আন্-নেয়ামাতুল কুবরা আলাল আলাম' কিতাবের ৪১ নং পৃষ্ঠায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَخِيْطُ فِى السَّحْرِ ثَوْبًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَفَأَ الْمِصْبَاحُ وَسَقَطَتِ الْاِبْرَةُ مِنْ يَدِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَضَاءَ الْبَيْتُ مِنْ نُوْرِ وَجْهِهِ فَوَجَدْتُ الْاِبْرَةَ

অর্থাৎ- হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেনঃ আমি রাতে বাতির আলোতে বসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাপড় মোবারক সেলাই করছিলাম। এমন সময় প্রদীপটি নিভে গেল এবং আমি সুঁচটি হারিয়ে ফেললাম। এরপর পরই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্ধকারে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর চেহারা মোবারকের নূরের জ্যোতিতে আমার অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে গেল এবং আমি (ঐ আলোতেই) আমার হারানো সুঁচটি খুঁজে পেলাম।

সুতরাং প্রমাণিত হলো আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীস সঠিক। আর উপরোক্ত মোহাদ্দেসগণের মোকাবেলায় মাওঃ আব্দুল হাই লখনুবী ও সোলায়মান নদভী সাহেবের কথা গ্রহণ যোগ্য নয়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূরের কি আলো ছিল না?

উক্ত বইয়ের ১০২ নং পৃষ্ঠায় বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস যথা-

كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ........ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ

অর্থাৎ- "আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মুখে শয়ন করতাম এবং আমার উভয় পা হুজুরের দিকে থাকত। যখন তিনি সিজদা করতেন আমার পায়ে ঈষৎ চিমটি দিতেন তখন আমি আমার পদযুগল গুটিয়ে নিতাম। পুনরায় যখন তিনি দন্ডায়মান হতেন তখন আমি পা বিস্তৃত করে দিতাম। তিনি বলেন তখনকার সময়ে ঘরে প্রদীপ থাকত না"। উক্ত হাদীসে لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) উক্ত বাক্য বলে নিজের ওজর পেশ করেছেন যে, যদি ঘরে প্রদীপ থাকত তাহলে হুজুরের সিজদার সময় আমি নিজেই পা গুটিয়ে নিতাম। আমাকে স্পর্শকরে হুজুরের ইঙ্গিত করার প্রয়োজন হতোনা।

উপরোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে তারা দাবী করেছেন "যদি হুজুরের নূরের আলো হত তাহলে ঐ আলোতে তিনি নিজের পদযুগল গুটিয়ে নিতে সক্ষম হতেন। আর এ কথাও অজানা নয় যে, হুজুরের ঘরে কখনো কখনো প্রদীপ থাকতো, যদি হুজুরের নূরের বাহ্যিক আলো থাকত, তাহলে প্রদীপ জ্বালানোর প্রয়োজন হতো না"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব ঃ

তাদের উক্ত দাবী হাদীসের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূরের আলো ছিল, সাহাবায়ে কেরামদের ঐ সমস্ত উক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণিত যা আমরা ইতিপূর্বে এ অধ্যায়ের প্রায় শুরুর দিকে বর্ণনা করেছি। এ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিষয়ে নিম্নে কিছু দলীল উপস্থাপন করলাম।

(১) اَخْرَجَ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ وَجْهًا وَاَنْوَرَهُمْ لَوْنًا لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ اِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهٗ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَانَ عَرَقُهٗ فِىْ وَجْهِهٖ مِثْلَ اللُّؤْلُؤِ اَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ الْاَذْفَرِ.

অর্থাৎ- আবু নু'আঈম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারক সর্বাধিক সুন্দর ছিলো, তাঁর রং ছিলো সর্বাধিক চমকদার। এমন কোন প্রশংসাকারী নেই, যে প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে পূর্নিমার চাঁদের সাথে তুলনা করে নি। তাঁর ঘাম মুবারকের ফোঁটা মুক্তার মতোই দেখাতো, আর তা কস্তুরীর চেয়ে বেশী সুগন্ধময়। (আল-খাসাইসুল কুবরা)

(২) قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِىْ فِىْ وَجْهِهٖ اِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِى الْجُدُرِ.

অর্থাৎ- হযরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সুন্দর কোন কিছুই দেখি নি। তাঁর পবিত্র চেহারার মধ্যভাগে যেনো সূর্য চলমান। তিনি যখন হাসতেন তখন দেয়ালগুলোতে চমক প্রতিফলিত হতো।

(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, আল-খাসাইসুল কুবরা আল-মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়্যাহ্ মাদারিজুন্ নুবুয়ত ইত্যাদি দেখুন!)

(৩) قَالَ جَابِرُ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ...وَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ اَكَانَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

অর্থাৎ- হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন ....তাঁকে এক ব্যক্তি বললো, "রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর চেহারা মুবারক কি তলোয়ারের মতো ছিলো? তিনি বলেন, "না, বরং সূর্য ও চন্দ্রের মতো।"

হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়ঃ

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِىْ لَيْلَةٍ اِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِنْدِىْ مِنَ الْقَمَرِ.

অর্থাৎ- হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মেঘবিহীন পরিস্কার চাঁদের আলো বিশিষ্ট রাতে দেখেছি। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে এবং চাঁদের দিকে লক্ষ্য করেছি। তাঁর পরনে ছিলো লাল ধরনের বরকতময় পোশাক। তখন আমি দেখলাম তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাঁদের চেয়েও বেশী সুন্দর।"

(মিশকাত শরীফ ঃ পৃষ্ঠা নং ৫১৮)

(৪) হযরত সামুরা (রাঃ) এর উপরোক্ত দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা শায়েখ ইব্রাহীম (রহঃ) "আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া আলা শামায়েলে মুহাম্মদীয়া গ্রন্থে বলেন-

وَاِنَّمَا كَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ لِاَنَّ ضَوْءَهٗ يَغْلِبُ عَلٰى ضَوْءِ الْقَمَرِ بَلْ وَعَلٰى ضَوْءِ الشَّمْسِ فَفِىْ رِوَايَةٍ لِابْنِ الْمُبَارَكِ وَابْنِ الْجَوْزِىْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ شَمْسٍ قَطُّ اِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهٗ عَلٰى ضَوْءِ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ اِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهٗ عَلٰى ضَوْءِ السِّرَاجِ

অর্থাৎ ঃ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চন্দ্র থেকে অধিক সুন্দর এ জন্য ছিলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আলো চন্দ্রের আলো এমন কি সূর্যের আলো থেকেও বেশী প্রখর ছিল। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আল্লামা ইবনে জওযী মুহাদ্দেসদ্বয়ের বর্ণনায় রয়েছে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না। এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্যের সামনে দন্ডায়মান হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আলো সূর্যের আলোর চেয়ে প্রাধান্য লাভ করত এবং বাতির সামনে দন্ডায়মান হলে তাঁর আলো বাতির আলোর চেয়েও প্রখর হত।

(৫) আল্লামা কুস্তোলানী (রহঃ) তদীয় "মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া" গ্রন্থে বলেন-

وَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ وَاِذَا ضَحِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَأْلَأُ فِى الْجُدُرِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِىُّ اَىْ يُضِيْءُ فِى الْجُدُرِ بِضَمِّ الْجِيْمِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

وَالدَّالِ جَمْعُ جِدَارٍ وَهُوَ الْحَائِطُ اَىْ يُشْرِقُ نُوْرُهٗ عَلَيْهَا
اِشْرَاقًا كَاِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَيْهَا اِنْتَهٰى

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হাঁসতেন তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূর দেয়াল সমূহের মধ্যে চমকাতো। উক্ত হাদীস ইমাম বাজ্জার ও বাইহাকী (রহঃ) রেওয়ায়েত করেছেন। উক্ত হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে ইমাম কুস্তোলানী (রহঃ) বলেন- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নূর দেয়াল সমূহের উপর এমন ভাবে আলোকিত হত, যেমন ভাবে সূর্যের আলো দেয়াল সমূহের উপর পরলে আলোকিত হয়।

(৬) "মাতালিউল মুসাররাত" গ্রন্থে আল্লামা ইবনে সাবআ হতে বর্ণনা করা হয়েছে-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِئُ الْبَيْتَ الْمُظْلَمَ مِنْ نُوْرِهٖ

অর্থাৎ- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূর অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করে দিত।

অতএব প্রমাণিত হল তাদের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা বরং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূরের বাহ্যিক আলো ছিল।

আর হযরত আয়শা (রাঃ)-এর হাদীসের দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, সেটা হলো হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূরানীয়্যাত বা আলো তখন জাহের (প্রকাশ) করেন নি। কারণ তখনও যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নূরানীয়্যাত (যার আলো চন্দ্র বা সূর্যের আলোর ন্যায় প্রখর ছিল) প্রকাশ করতেন তাহলে রাত্রে ঘুমাতে অসুবিধা হত। এ কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রয়োজনে তাঁর নূরানীয়্যাত প্রকাশ করতেন না। এ জন্য এ দাবী করা যাবে না যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূরের আলো ছিলনা। কারণ আলো থাকা এক বিষয় আর উহা প্রকাশ করা অন্য বিষয়। যেমন ভাবে সূর্যের মধ্যে আলো থাকে কিন্তু উহা অস্তমিত হওয়ার পর আমরা আলো দেখি না। তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে, সূর্যের মধ্যে আলো নেই।

নূরু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কি ছায়া ছিল?

বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের ১০৩ নং পৃষ্ঠায় তারা দাবী করেছেন "আমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক লোক বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না এর মাধ্যমে তারা রাসূলকে আল্লাহর জাতি নূর প্রমাণিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে থাকে। আল্লাহ

www.AmarIslam.com

জাতি সত্তার অংশ সাব্যস্ত করতে চায়। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, স্বাভাবিক অবস্থায় রাসূলের ছায়া পরতো"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তাদের উক্ত দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। কারণ তারা উক্ত দাবীর পক্ষে সারা পৃথিবী ঘুরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মাত্র দুটি হাদীস উপস্থাপন করে তার অপব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া প্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করছেন। কিন্তু অসংখ্য ইমাম ও মুহাদ্দেস (রহঃ) এমনকি তাদের মুরুব্বী রশিদ আহাম্মদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানবী সাহেবদ্বয় এ বিষয়ে কি বলেছেন। সে দিকে নজর দিলে তাদের এ ব্যর্থ কষ্ট করার প্রয়োজন ছিল না। এবং এ প্রসঙ্গে সঠিক বিষয়টিও তারা জানতে পারতেন। আমরা নিম্নে সে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

(১) আল্লামা নাসাফী (রহঃ) তাফসীরে মাদারেক গ্রন্থে খলিফাতুর রাসূল হযরত ওসমান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন-

قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّ اللّٰهَ مَا اَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ
لِئَلَّا يَضَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَهٗ عَلٰى ذٰلِكَ الظِّلِّ

অর্থাৎ- হযরত উসমান (রাঃ) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে আরজ করলেন, আল্লাহ তায়া'লা আপনার ছায়া যমীনে ফেলেননি যাতে কোন মানুষ তার উপর পা রাখতে না পারে। (তাফসীরে মাদারিক, পৃষ্ঠা নং ৩২১)

(২) যুগবরেণ্য ইমাম সায়্যিদিনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ও মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ ইবনে জাওযী (রহঃ) সায়্যিদিনা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ الشَّمْسِ
قَطُّ اِلَّا غَلَبَ ضَوْئُهٗ ضَوْءَ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ
اِلَّا غَلَبَ ضَوْئُهٗ ضَوْءَ السِّرَاجِ

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না। তিনি যখনই সূর্যের মুখোমুখি দন্ডায়মান হতেন তাঁর নূর সূর্যের আলোর উপর প্রবল থাকত এবং প্রদীপের আলোতে দন্ডায়মান হলে তাঁর নূরের জ্যুতি ওটার দীপ্তিতে ম্লান করে দিত। (জুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ২২০, শরহে শামায়িল লিল্ মুনাদী, খণ্ড ১ পৃষ্ঠা-৪৭)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩) তাবেয়ী হযরত যাক্ওয়ান (রাঃ) বলেন-

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرٰى لَهٗ ظِلٌّ فِيْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ -

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া না সূর্যালোকে দেখা যেতো না চন্দ্রালোকে। (তিরমিযী ফি নাওয়াদিরিল উসূল, যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪০)

(৪) ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর কিতাব 'খাসায়েসে কোব্রায়' অর্থাৎ-'হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না' এই বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এই যাক্ওয়ানের হাদীস বর্ণনা করতঃ বলেন-

قَالَ ابْنُ سَبُعٍ مِنْ خَصَائِصِهٖ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ظِلَّهٗ كَانَ لَايَقَعُ عَلَى الْاَرْضِ وَاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا فَكَانَ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَايُنْظَرُ لَهٗ ظِلٌّ

অর্থাৎ- ইবনে সাবা বলেছেন, এটা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া যমীনে পড়তো না এবং তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নূর। তিনি যখন সূর্যালোক কিংবা চন্দ্রালোকে চলতেন, তাঁর ছায়া দেখা যেতো না। (যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-২০২, খাসায়েসে কোবরা খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৬৮)

(৫) ইমাম কাযী আয়ায (রহঃ) বলেন-

وَمَا ذُكِرَ مِنْ اَنَّهٗ كَانَ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهٖ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا وَاَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَايَقَعُ عَلٰى جَسَدِهٖ وَلَاثِيَابِهٖ.

তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণাদির মধ্যে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর শরীর মোবারকের ছায়া হতো না, না সূর্যালোকে না চন্দ্রালোকে। কারণ তিনি ছিলেন নূর। তাঁর শরীর ও পোষাকে মাছি বসত না। (শিফা শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪২)

(৬) আল্লামা ইমাম শিহাবুদ্দিন খিফাজী মিশরী তাঁর ব্যাখ্যায় বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া মোবারক তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যমীনে ফেলা হয়নি। অথচ আশ্চর্য সমস্ত মানুষ তাঁর ছায়ায় বিশ্রাম করছে!

অতঃপর বলেন, কুরআনুল কারীমের উক্তি মতে তিনি উজ্জ্বল নূর এবং নূরের কোন ছায়া থাকে না। (নাসীমুর রিয়ায)

(৭) আল্লামা ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ কুস্তোলানী (রহঃ) বলেনঃ

www.AmarIslam.com

لَمْ يَكُنْ لَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ

অর্থাৎ- বিশ্বকুল সরদার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া না সূর্যালোকে ছিল, না চন্দ্রালোকে। (জুরকানী আলাল মাওয়াহিব, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০)

(৮) ইমাম মুহাম্মদ জুরকানী (রহঃ) তার ব্যাখ্যায় বলেনঃ

لَمْ يَكُنْ لَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا.

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া না সূর্যালোকে ছিল, না চন্দ্রালোকে। কারণ তিনি ছিলেন নূর। (জুরকানী খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০)

(৯) আল্লামা হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ারেবকরী (রহঃ) বলেনঃ

لَمْ يَقَعْ ظِلُّهٗ عَلَى الْاَرْضِ وَلَارُأِىَ لَهٗ ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া যমীনে পড়তো না, না সূর্যালোতে দেখা যেতো, না চন্দ্রালোকে। (কিতাবুল খামীস ফি আহওয়ালি আনফাসে নাফীস)

(১০) ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহঃ) বলেনঃ

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَارَ نُوْرًا اَنَّهٗ كَانَ ۔ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَايَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ لِاَنَّهٗ لَايَظْهَرُ اِلَّا الْكَثِيْفِ وَهُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَصَهُ اللّٰهُ مِنْ سَائِرِ الْكَثَافَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ وَصَيَّرَهٗ نُوْرًا صِرْفًا لَايَظْهَرُ لَهٗ ظِلٌّ اَصْلًا

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পূর্ণ নূর হওয়ার সমর্থন এ থেকে হয় যে, সূর্যালোকে কিংবা চন্দ্রালোকে তাঁর ছায়া হতো না। কারণ ছায়া তো হয় জড় দেহের আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহ তায়া'লা সকল শারীরিক জড়তা থেকে নিখুঁত করতঃ সম্পূর্ণ নূরে পরিণত করেছিলেন। অতএব হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন ছায়া ছিল না (আফ্যালুল কুরা)

(১১) আল্লামা সোলায়মান জুমাল (রহঃ) বলেনঃ

لَمْ يَكُنْ لَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ يَظْهَرُ فِىْ شَمْسٍ وَّلَاقَمَرٍ

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া না সূর্যালোকে হতো এবং না চন্দ্রালোকে। (ফুতুহাতে আহমদিয়া)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১২) শায়খুল মুহাদ্দেসীন হযরত মাওলানা শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেনঃ

ونه بود مر ان حضرت صلی الله علیه وسلم را سا یه نه در افتاب ونه در قمر

অর্থাৎ- হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া না সূর্যালোকে ছিল, না চন্দ্রালোকে। (মাদারিজুন্নবুওয়াত, পৃষ্ঠা-২৬)

(১৩) হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) বলেনঃ

হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না কারণ ইহ জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির ছায়া তাঁর চেয়েও সূক্ষ্মতম হয়। যেহেতু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপেক্ষা সূক্ষ্মতম কোন বস্তু জগতে নেই, অতএব হুজুরের ছায়া কিরূপে হতে পারে? (মাকতুবাত শরীফ)

(১৪) হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন-

سا یه ایشاں بر زمین نمی افتاد

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া যমীনে পড়তো না। (তাফসীরে আজীজী, সূরা ওয়াদ্দোহা)

(১৫) ইমাম রাগের ইস্পাহানী (রহঃ) বলেন-

رُوِیَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا مَشٰی لَمْ یَكُنْ لَهٗ ظِلٌ

অর্থাৎ- বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলাফেরার সময় তাঁর দেহ মোবারকের কোন প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিগোচর হত না (আল মুফরাদাত)

(১৬) আল্লামা হালবী (রহঃ) তদীয় সিরাতে হালবীয়া গ্রন্থে বলেন-

اِذَا مَشٰی فِی الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لَا یَكُوْنُ لَهٗ ظِلٌ لِاَنَّهٗ كَانَ نُوْرًا

অর্থাৎ- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে চলতেন তখন তাঁর প্রতিচ্ছবি থাকত না। কারণ তিনি "নূর" ছিলেন।

(১৭) ইমাম তকিউদ্দীন ছুবকি (রহঃ) বলেন-

لَقَدْ نَزَّهَ الرَّحْمٰنُ ظِلَّكَ اَنْ يُّرَاى عَلَى الْاَرْضِ مُلْقٰى فَانْطَوٰ لِمَزِيَّةٍ

অর্থাৎ- পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর প্রতিচ্ছবি কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। এবং পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর মাহত্ম ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাঁর ছায়াকে গুটিয়ে দিয়েছেন, যেন দেখা না যায়।

(১৮) প্রখ্যাত মুহাদ্দেস আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন- হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিলনা না, সূর্যের আলোতে চলার সময়, না চন্দ্রের কিরনে। (যমউল ওয়াসায়েল)

(১৯) আল্লামা জালালুদ্দিন রুমী (রহঃ) বলেন-

جوں فناش ازفقر پیرا یه شود اومحمد دار بے سا یه شود

অর্থাৎ- যখন সংসার ত্যাগের স্তরে পীর, ফকির, দরবেশ "ফানা" এর পোষাক পরিধান করে নেয়, তখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ন্যায় তাদের ছায়াও দূরীভূত হয়ে যায়। (মছনবী শরীফ)

(২০) কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি (রহঃ) বলেছেন- উম্মতের আওলিয়ায়ে কেরাম (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলনা, (তাযকেরাতুল মউতা ওয়াল কুবুর)

(২১) মুফতী এনায়েত আহম্মেদ (রহঃ) তদীয় "তাওয়ারিখে হাবিবে ইলাহ্" গ্রন্থের ১৫২ নং পৃষ্ঠায় বলেন- اپ کا سایہ نہ تھا

অর্থাৎ- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছায়া ছিলনা।

(২২) এমনকি বিরোধীতাকারী দেওবন্দী হুজুরদের গুরু গাঙ্গুহী সাহেব বলেছেন

وحق تعالی ان جناب سلا مه علیه را نور فر مود وبه تواتر ثابت شد که ان حضرت عالی سا یه نه داشتند ظاهر است که بجز نور همه اجسام ظل می دارند.

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়া'লা তাকে নূর ফরমায়েছেন। আর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছায়া ছিল না এবং প্রকাশমান যে, নূর ব্যতীত সমুদয় জড় দেহের ছায়া থাকে। (ইমদাদুস্ সলুক, পৃষ্ঠা-৮৫)

(২৩) তাদের অন্যতম মুরুব্বী আশরাফ আলী থানবী সাহেব বলেছেন-

یہ بات مشهور ہے کہ ہما رے حضور صلی الله علیه وسلم کے سایہ نہیں تھا (اسلئے کہ ہما رے حضور صلی الله

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عليه وسلم سرتا پا نور هی نور تهے

অর্থাৎ- এ কথা প্রসিদ্ধ যে, আমাদের হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছায়া ছিল না। (কারণ)আমাদের হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপাদমস্তক নূরই ছিল। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে নাম মাত্র অন্ধকার ছিল না বিধায় তাঁর ছায়াও ছিল না। কেননা ছায়ার জন্য অন্ধকার অপরিহার্য। (শুক্ রুন্ নি'মাতি বিযিক্‌রি রাহমাতির রাহমাতি, পৃষ্ঠা-৩৯)

উপরোক্ত বক্তব্য সমূহ থেকে প্রমাণিত হলো- সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তব্-ই-তাবেয়ীন, আয়িম্মা, ওলামা, সকলের মাযহাব ও আক্বীদা হলো এই যে, হুজুর পুরনূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র কায়ার ছায়া ছিল না।

ছায়ার পক্ষে উপস্থাপিত হাদীস দ্বয়ের সঠিক ব্যাখ্যা

উক্ত বইয়ের ১০৩ ও ১০৪ নং পৃষ্ঠায় দুটি হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে। তা হলো-

(১) হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) এরশাদ করেন, একদা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রে নামাজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি নামাজের মধ্যে সামনের দিকে হাত বাড়ালেন এবং পুনরায় নিয়ে এলেন। অতঃপর আমরা বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা নামাজের মধ্যে আপনার মাঝে এমন একটি কাজ করতে দেখেছি যা আমরা পূর্বে কোন সময় দেখিনি। তিনি বললেন হ্যাঁ- নিশ্চয়ই আমার নিকট জান্নাত পেশ করা হয়েছে। এতে আমি উচু ধরনের বৃক্ষ দেখতে পেয়েছি যার গুচ্ছ নীচের দিকে ঝুঁকে পরেছে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করি ইহা থেকে কিছু নেয়ার। তখন আমার নিকট ওহী আসল যে দূরে থাক। অতঃপর আমি দূরে সরে যাই। অতঃপর আমার কাছে দোযখ পেশ করা হল, যা আমার ও তোমাদের মধ্যখানে ছিল। এবং ইহার আগুনের আলোতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিচ্ছায়া দেখছি।

(২) হযরত জয়নব (রাঃ) বলেন-

حَتّٰى يَئِسْتُ مِنْهُ وَحَوَّلْتُ سَرِيْرِىْ قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ اِذًا اَنَا بِظِلِّ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا

অর্থাৎ-আমি হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে নিরাশ হয়েগেছি এবং আমি আমার পালঙ্ক সরিয়ে রেখেছি। তিনি বলেন এ পরিস্থিতিতে আমি হঠাৎ এক দুপুরে হুজুরের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই, যাহা আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

উক্ত হাদীসদ্বয়ের সঠিক ব্যাখ্যা

(১) বিরোধীগণ উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের "ظِلّ" শব্দের অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন। কারণ তারা ظِلّ শব্দের অর্থ "প্রতিচ্ছায়া" ছাড়া আর কিছু হতে পারে তা হয়তো জানেন না। তাই এ ধরনের মিথ্যা দাবী করেছেন।

(২) অন্যথায় সরলমনা মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে নিজেদের দাবী সঠিক তা প্রমাণ করার জন্য চক্রান্ত মূলক ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ দাবী করেছেন।

প্রথমত উল্লেখ করতে চাই ظِلّ শব্দের অর্থ শুধু প্রতিচ্ছায়াই নয়। বরং তার অর্থ شَخْص বা জিসিম অর্থাৎ কোন বস্তুর সত্ত্বা বা শরীরও হতে পারে। আবার ظِلّ অর্থ রহমত দয়া সম্মান ইত্যাদিও হয়। দেখুন আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান

القاموس، تَاجُ اللُّغَاتِ، مِصْبَاحُ اللُّغَاتِ، اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْط

ইত্যাদি। ظِلّ শব্দের অর্থ যদি প্রতিচ্ছায়াই হয়ে থাকে তাহলে আমরা জানতে চাই নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের অর্থ কি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন- سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ بِظِلِّهٖ

অর্থাৎ- সাত ধরনের ব্যক্তি এমন হবে, যাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বীয় ظِلّ (ছায়ায়) আশ্রয় দিবেন। يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلُّهٗ

অর্থাৎ- কিয়ামতের দিন তাঁর ظِلّ (ছায়া) ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

এ হাদীসদ্বয়ের ظِلّ শব্দের অর্থ কি প্রতিচ্ছায়া? আল্লাহ তা'য়ালার কি প্রতিচ্ছায়া হতে পারে? (নাউযুবিল্লাহ) সুতরাং প্রমাণিত হল ظِلّ শব্দের অর্থ শুধু প্রতিচ্ছায়াই নয়, অন্য অর্থও হতে পারে।

তাদের উপস্থাপিত ১ম হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা

উক্ত হাদীসের অর্থের ইবারতে যে, উল্লেখ করা হয়েছে "ইহার আগুনের আলোতে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিচ্ছায়া দেখেছি"

উক্ত হাদীসের মূল আরবী ইবারতে এ কথাটি নেই যে, "ইহার আগুনের আলোতে" বরং ইবারতটি হল নিম্নরূপ- حَتّٰى رَاَيْتُ ظِلِّىْ وَظِلَّكُمْ

অর্থাৎ- আমি শুধু জান্নাত জাহান্নাম ও উহার মধ্যস্থিত সবকিছুই দেখিনি বরং এমনকি আমার ও তোমাদের ظِلّ ও সেখানে দেখেছি। সুতরাং প্রমাণিত হল জাহান্নামের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আগুনের আলোতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ও সাহাবাদের প্রতিচ্ছায়া দেখেছেন এ কথা উক্ত হাদীস শরীফে নেই। এ কারণেই তারা ষড়যন্ত্র করে মূল আরবী ইবারত উল্লেখ করেন নাই।

আর হাদীসে যে ظِلٌّ শব্দ রয়েছে তার অর্থ প্রতিচ্ছায়া নয় বরং অর্থ হল شَخْصٌ বা সত্ত্বা অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন জান্নাত জাহান্নাম ও তার মধ্যস্থিত সব কিছুর সাথে আমি নিজেকে ও তোমাদেরকেও জান্নাতে দেখেছি।

এখন যদি বলা হয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবাগণ মসজিদে থাকাবস্থায় আবার জান্নাতে কিভাবে থাকতে পারেন? তাহলে বলব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজের রাত্রে প্রথম আকাশে হযরত আদম (আঃ) এর সাথে সাক্ষাতের সময় সমস্ত আদম সন্তান নেক বদ সকলকেই তাঁর ডান ও বাম পার্শ্বে দেখেছিলেন। ঐ সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেকেও ডান পার্শ্বের নেক সন্তানদের মাঝে দেখেছিলেন (দেখুন اَلْيَوَاقِيْتُ وَالْجَوَاهِرُ গ্রন্থ)

তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)আদম (আঃ) -এর সামনে অবস্থান করে আবার তাঁর ডান পার্শ্বের সন্তানদের মাঝে কি করে থাকলেন বলুন তো দেখি?

মেশকাত শরীফের ৪০০ নং পৃষ্ঠায় "বাবুসসালাম" অধ্যায়ে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে-

فَقَالَ لَهُ اللّٰهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ اِخْتَرْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ فَقَالَ اِخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّيْ .... ثُمَّ بَسَطَهَا فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ থাকাবস্থায় হযরত আদম (আঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার ইচ্ছানুযায়ী যে হাত পছন্দ হয় নির্বাচন কর। হযরত আদম (আঃ) বললেন, আমি আমার প্রতি পালকের কুদরতী ডান হাত নির্বাচন করলাম।--- অতঃপর আল্লাহর তাঁর কুদরতী হাতের মুষ্টি খুললেন। হঠাৎ দেখা গেল সেখানে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানগণ রয়েছে। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার সামনে অবস্থান করে আবার আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতের মধ্যে কি করে অবস্থান করলেন? বলুন দেখী। ঠিক তদ্রুপ ভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মসজিদে অবস্থান করেও জান্নাতে থাকতে পারেন।

তাদের ২য় হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা

উক্ত হাদীসেও ظِلٌّ শব্দের অর্থ হল شَخْصٌ বা সত্ত্বা। অর্থাৎ হযরত জয়নাব (রাঃ)

www.AmarIslam.com

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীর মোবারক দেখেছিলেন, তাঁর প্রতিচ্ছায়া নয়। কারণ نِصْفُ النَّهَارِ বা দুপুর বেলা কোন ব্যক্তির এমন কোন বড় ছায়া পরে না যাতে ঐ ব্যক্তির আসার পূর্বে তার ছায়া দেখে তার আগমন অনুভব করা যেতে পারে। বরং এত ছোট ছায়া পড়ে যে, উহা না থাকারই মতো। যেমন مِصْبَاحُ اللُّغَاتِ গ্রন্থের ৫২৪ নং পৃষ্ঠায় বলা আছে-

"وَمَشَيْتُ عَلٰى ظِلِّيْ وَاِنْتَعَلْبَ ظِلِّيْ" میں چلا اس حال میں

كه دو پہر ہو چکی تھی اس لیے میرا سایہ نہیں تھا

অর্থাৎ- আমি চলতে চলতে দুপুর হয়ে গিয়েছিল এ কারণে আমার ছায়া ছিল না।

সুতরাং প্রমাণিত হল ظِلٌّ দেখার অর্থ হল স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখেছেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বয়ের ظِلٌّ শব্দের অর্থ যদি প্রতিচ্ছায়াই হত তাহলে আমরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ী ও যুগ শ্রেষ্ঠ ইমাম ও মোহাদ্দেসগণের উদ্ধৃতি পেশ করেছি যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া নেই বলে বিশ্বাস করতেন। তাদের কি উপরোক্ত হাদীস দ্বয় সম্পর্কে জানা ছিল না? একমাত্র বর্তমানের দেওবন্দী হুজুররাই সকল জানে! জানতে চাই, জবাব দিন।

"হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছায়া ছিলনা" এটা কি শুধু শিয়াদের আক্বিদা

উক্ত বইয়ের ১০৫ নং পৃষ্ঠায় "হুজুরের ছায়া অস্বীকার করা শিয়াদের আক্বিদা ও মাযহাব" শিরোনামে তারা লিখেছেন শিয়া সম্প্রদায়ের আক্বিদা হল হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতিচ্ছবি ছিল না। যেমন শিয়াদের প্রসিদ্ধ কিতাব اَلْكَافِىْ مَعَ اَلصَّافِىْ তে লিখা হয়েছে তাহার কোন ছায়া ছিল না। এ উক্তির মাধ্যমে তারা দাবী করেছেন "সকল মুসলমানদের আক্বিদা ও বিশ্বাস হওয়া জরুরী যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন বাশার ও তাহার প্রতিচ্ছায়া ছিল। যাহা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হ্যাঁ যদি কেহ সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকার দরুন হুজুরের প্রতিচ্ছায়ার অস্বীকার করে তাদের কথা ভিন্ন"।

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাবে শুধু এতটুকুই বলতে চাই, শিয়ারা যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া নেই বিশ্বাস করে তাহলে এটা কি একমাত্র শিয়াদের আক্বিদা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

হয়ে গেল। সুন্নীদের আক্বিদা হতে পারে না? তাহলে শিয়ারা তো পরকাল, রাসূলের শাফায়াত ও জান্নাত জাহান্নাম ইত্যাদিও বিশ্বাস করে তাহলে কি এগুলোও শিয়াদের আক্বিদা? সুন্নীরা কি ঐ গুলো বিশ্বাস করে না? জানতে চাই, আমরা সুন্নীরা এগুলো বিশ্বাস করি হয়তো নব্য দেওবন্দী হুজুরগণ নাও করতে পারে। আল্লাহ মা'লুম।

আর তাদের সর্ব শেষ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছায়া ছিলনা। এটা বিশ্বাস করার অর্থ হল সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকা। প্রিয়পাঠক বৃন্দ এ ব্যাপারে আর কতবার বলব যে, একমাত্র নব্য দেওবন্দী হুজুররাই সকল বিষয়ে জান্তা। পূর্ববর্তী ওলামায়ে হক্কানী এমনকি তাদের প্রিয় গাঙ্গুহী ও থানবী সাহেব দ্বয়েরও সহীহ হাদীসের জ্ঞান হয়তো তাদের দাবী মতো ছিল না, তাই তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছায়া ছিল না বলে বিশ্বাস করেছিলেন। আমরা পূর্ববর্তী ওলামায়ে হক্কানীদের অনুসারী। তাই আমরা তাদের মতানুযায়ী সর্ববিষয়ে বিশ্বাস করি ও চলার চেষ্টা করি। নিজেরা নব্য দেওবন্দী হুজুরদের মতো হাদীস কুরআন সঠিক ভাবে না বুঝেই অপব্যাখ্যা করে সমাজে নতুন ফেতনা সৃষ্টি করি না। আল্লাহপাক এ সমস্ত অন্ধদের হেদায়াত দান করুন আমিন।

পরিশিষ্ট

সকল বিদআতই কি নাজায়েজ ও গোমরাহ?

উক্ত বইয়ের ১১০ নং পৃষ্ঠায় "শরয়ী বিদআতের কোন প্রকার নেই" শিরোনামে তারা দাবী করেছেন "শরীয়তের দৃষ্টিতে যা বিদআত বলে প্রমাণিত তার কোন প্রকার নেই। সকল বিদআতই নাজায়েজ ও গোমরাহী। কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক না জায়েজ কাজকে জায়েজের ভূষণ পরিধানের জন্য বিদআতকে হাসান ও ছায়্যেআ বলে বিভক্ত করার অপচেষ্টা করে থাকে।"

<u>তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব</u>

তাদের উক্ত দাবী সম্পূর্ণ মনগড়া ও আমাদের হানাফী মাযহাবের ফতোয়ার পরিপন্থী। নিন্মে সে বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি।

সমস্ত বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজ নিকৃষ্ট নয়। যদি ওহাবী আলেমদের ধারণা মতে সকল বিদআতই নিকৃষ্ট বা বর্জনীয় হয়, তাহলে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এ হাদীসের জবাব কি হবে?

عَنْ جَرِيْرِرَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِى الاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُ هَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَامِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِ هِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِ هِمْ شَيْئٌ- (رواه مسلم)

অর্থাৎ- রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম বা উৎকৃষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বের করবে, তাঁর আমলনামায় উহার ছাওয়াব এবং যত লোক ঐ আমল করবে প্রত্যেকের ছাওয়াবের সম-পরিমাণ ছাওয়াব লিখা হবে অথচ অনুসরণ কারীদের ছাওয়াবও কোন অংশে কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন নিকৃষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বের করবে উহার গুনাহ এবং যত লোক ঐ আমল করবে প্রত্যেকের গুনাহের সম পরিমান গুনাহ ঐ ব্যক্তির আমল নামায় লেখা হবে। অথচ অনুসরনকারীদের গুনাহ কোন অংশে কম হবে না। (মেশকাত শরীফ, পৃঃ নং ৩৩।)

সুতরাং আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে বুঝা গেলো বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজ সমূহ দুই ধরনের হতে পারে। এক প্রকার উত্তম ও ছাওয়াবের কাজ আর এক প্রকার হলো নিকৃষ্ট ও গোনাহের কাজ।

বিদআতের প্রকারভেদ ও উহার হুকুম ঃ

মেশকাত শরীফের ৩৩ নং পৃষ্ঠার উপরে বর্ণিত হাদীসের আলোকে মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহায়ে কেরাম (রাঃ) গণ বিদআত বা নব আবিস্কৃত কাজকে প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। ১। বিদআতে হাসানা বা উত্তম বিদআত ২। বিদআতে সাইয়্যেআহ বা নিকৃষ্ট বিদআত। যেমনঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "উমদাতুল ক্বারী কিতাবে বর্ণনা করেন-

ثُمَّ الْبِدْعَةُ عَلٰى نَوْعَيْنِ اِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجْ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِى الشَّرْعِ فَهِىَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ

অর্থাৎ- অতঃপর বিদআত দুই প্রকার (১) বিদআত যদি কোন শরীয়ত সম্মত ভাল কাজের মধ্যে গণ্য হয় তবে তা বিদআতে হাসানা বা ভাল বিদআত। আর যদি তা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘণ্য কাজ হয় তবে তা বিদআতে মুস্তাকবিহা বা ঘৃন্য ও জঘন্য বিদআত।

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহঃ) তার রচিত মেশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আশিয়াতুল লুমআত" (উর্দু) এর প্রথম খন্ডের ৪২২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

معلوم هونا چاهے كه جو كچه حضورنبى كريم صلى الله عليه وسلم كى بعد نكلا اورظا هر هوا بدعت كهلا تا هے- پهر اس ميں سے جو كچه اصول كے مو افق اور قو اعد سنت كے مطابق هو- اور كتاب وسنت پر قياس كيا گيا هو بدعت حسن كهلاتا هے - اور جوان اصول وقو اعد كے خلاف هو اسے بدعت ضلالت كهتے هيں

অর্থাৎ যে কাজ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর আবিষ্কৃত হয়েছে বা প্রকাশিত হয়েছে তাকে বিদআত বলা হয়। আর বিদআত বা নব আবিষ্কৃত কাজের মধ্যে যে বিদআত ধর্মের মূলনীতি, নিয়ম কানুন ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন এবং কিতাব ও সুন্নাতের উপর কিয়াস করা হয়েছে তাকে বিদআতে হাছানা বা উত্তম বিদআত বলে।

আর যে বিদআত এর বিপরীত সেটাকে বিদআত দালালাহ্ বা নিকৃষ্ট বিদআত বলা হয়।

পুনরায় শরীয়তের হুকুমের দিক দিয়ে বিদআতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর 'মিরকাত গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২১৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

اَلْبِدْعَةُ اِمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعَلُّمِ النَّحْوِ لِفَهْمِ كَلَامِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَكَتَدْوِيْنِ اُصُوْلِ الْفِقْهِ وَالْكَلَامِ فِى الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ- وَاِمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ- وَاِمَّا مَنْدُوْبَةٌ كَاِحْدَاثِ الرَّبْطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ اِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَكَالتَّرَاوِيْح اَىْ بِالْجَمْعَةِ الْعَامَّةِ- وَاِمَّا مَكْرُوْهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيْنِ الْمَصَاحِفِ يَعْنِى عِنْدَ الشَّافِعَةِ وَاِمَّا عِنْدَ

اَلْحَنَفِيَّةِ فَمُبَاحٌ- وَاِمَّا مُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِيْبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالتَّوَسُّعِ فِى لَذَائِذِ الْمَاكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَسَاكِنِ

অর্থাৎ- (১) বিদআত হয়তো ওয়াজিব হবে যেমন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী বুঝার জন্য ইলমে নাহু শিক্ষা করা। এবং ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি সমূহকে সংকলন করা ইত্যাদি (২) অথবা হারাম হবে যেমন ঃ জবরীয়া, কদরীয় ইত্যাদি প্রথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের মতবাদ। (৩) অথবা মুস্তাহাব হবে। যেমনঃ মুসাফির খানা ও মাদ্রাসা সমূহ তৈরি করা এবং প্রত্যেক ভাল কাজ করা যা প্রথম যুগে ছিল না যেমন- জামায়াত সহকারে তারাবিহ্ নামায আদায় করা। (৪) অথবা মাকরূহ হবে যেমন ওলামায়ে শাফিয়ীদের মতে, মসজিদ সমূহকে গৌরব বোধক কারুকার্য্য করা পবিত্র কোরআন শরীফের পান্ডুলিপিতে কারুকার্য করা। কিন্তু ওলামায়ে আহনাফদের নিকট এগুলো বৈধ। (৫) অথবা মুবাহ বা বৈধ হবে। যেমন ঃ ফজর ও আসরের নামাযের পর মুসাফাহা করা এবং ভালো খানা-পিনা ও আবাসস্থলের ব্যাপারে উদারতা দেখানো।

আমাদের হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফতোয়ার কিতাব "ফতোয়ায়ে শামীর" দ্বিতীয় খণ্ডের কিতাবুস সালাতের বাবুল ইমামত অধ্যায়ে ২৯৯ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে-

مَطْلَبُ الْبِدْعَةِ خَمْسَةُ اَقْسَامِ قَوْلُهٗ (اَىْ صَاحِبُ بِدْعَةٍ) اَىْ مُحَرَّمَةٌ وَاِلَّا فَقَدْ تَكُوْنُ وَاجِبَةٌ كَنَصَبِ الْاَدِلَّةِ لِلرَّدِّ عَلٰى اَهْلِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ وَتَعَلُّمُ النَّحْوِ الْمُفْهِمُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْدُوْبَةٌ كَاِحْدَاثِ نَحْوِرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُلُّ اِحْسَانٍ لَمْ يَكُنْ فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَمَكْرُوْهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَمُبَاحَةٌ كَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيْذِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ كَمَا فِىْ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ

অর্থাৎ- বিদআত পাঁচ প্রকার। (১) হারাম, বিদআতীর পেছনে নামায পড়া মাকরূহ। (২) অন্যথায় কোন কোন সময় বিদআত ওয়াজিবে পরিণত হয়। যেমন পথভ্রষ্ট ফেরকার মতবাদ রদ করার জন্য দলীলাদি স্থাপন করা। কুরআন ও সুন্নাহ বুঝবার জন্য ইলমে নাহু শিক্ষা করা (৩) আবার কোন কোন সময় বিদআত মুস্তাহাব হয়। যেমনঃ মুসাফিরখানা, মাদ্রাসা স্থাপনা করা এবং ঐ সব কল্যাণকর কাজ করা যা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। (৪) আবার কোন কোন সময় বিদআত মাকরুহ হয়, যেমনঃ মসজিদ সৌন্দর্য্য মন্ডিত করা ও কারুকার্য্য করা। (৫) আবার কোন কোন সময় বিদআত মুবাহ বা বৈধ হয়। যেমনঃ ভাল খানা পিনা ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করা। "জামে ছগীর" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ও অনুরূপ উল্লেখিত আছে।

সুতরাং প্রমাণিত হল সকল বিদআতই নাজায়েজ ও গোমরাহ্ নয় এবং বিদআত কে হাসানা ও সাইয়্যেআ এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে কারো স্বার্থ সিদ্ধির ও নাজায়েজ কাজকে জায়েজ করার জন্য নয়। বরং কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতেই মুহাদ্দেস ও ফুকাহে কেরাম (রহঃ) শরয়ী বিধান হিসেবে বিদআতকে উক্ত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। সকল বিদআতই যদি নাজায়েজ হয় তাহলে কুরুনে ছালাছার পরবর্তীতে আবিস্কৃত নিম্নে বর্ণিত এ সকল কাজ সকলে মেনে চলে কেন?

(১) কুরআন শরীফে যের, যবর, পেশ ইত্যাদি হরকত লাগানো হল কেন?

(২) প্রচলিত পদ্ধতিতে পাঠ্য পুস্তক ও কিতাব পত্র প্রনয়ন ও অধ্যয়ন করা হয় কেন?

(৩) হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ্, নাহু-ছরফ, আকায়েদ, বালাগাত ও ওয়াজ নসিহতের কিতাব লিখিত আকারে প্রনয়ন করা হয় কেন?

(৪) কুআন পাক ও হাদীস শরীফ শিক্ষা দিয়ে, আযান, ইকামত ও ইমামতী করে বেতন নেয়া হয় কেন?

(৫) দরসে নেজামী, খারেজী ও আলীয়া নেছাব প্রবর্তন করা হয় কেন?

(৬) বার্ষিক সভা করা, মাদ্রাসার জন্য চাঁদা ও কুরবানীর চামড়া আদায় করা হয় কেন?

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে সকল বিদআতই নিকৃষ্ট নয়।

ঈদের নামাজের পর ঈদগাহে মুসাফাহা ও কোলাকুলি করা কি বিদআত (কবিরা গুনাহ)?

উক্ত বইয়ের ১১১ নং পৃষ্ঠায় কতিপয় বিদআত শিরোনামে উরস, মীলাদ কিয়াম, জানাযা ও আযানের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করা, কবরে ফুলদেয়া চাদর দেয়া ও কবরের উপর গম্বুজ বানানো ইত্যাদি উল্লেখ করার সাথে ঈদের নামাজের পর ঈদগাহে মুসাফাহা মুয়ানাকা বা কোলাকুলি করাও বিদআত হিসেবে দাবী করা হয়েছে।

তাদের উক্ত দাবীর জবাব

উরুস, মীলাদ-কিয়াম, জানাযা ও আযানের পর দোয়া ইত্যাদি বিদআত এটাতো তাদের পুরাতন ফতোয়া এর বৈধতার ব্যাপারে অসংখ্য কিতাব পত্র রয়েছে তাই পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতির আশংকায় এ বিষয়ে কিছু লিখলাম না। কিন্তু সংক্ষেপে ঈদগাহে কোলাকুলি করার বিষয়ে একটু বলতে চাই। এটা যদি বিদআত (নিকৃষ্ট কাজ) হয়। তাহলে তাদের উক্ত বইয়ের ১০৯ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ফতোয়া অনুযায়ী কবিরা গুনাহ হবে। যেহেতু তারা উক্ত পৃষ্ঠায় বলেছেন "ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআত কবিরা গুনাহ" সুতরাং এখন আমরা বলতে চাই শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের এমন কোন স্থান আছে কিনা যেখানে ঈদের নামাজের পর ঈদগাহে সকলে কোলাকুলি না করে? তাহলে কি সকলেই ঈদগাহ্ থেকে কবিরা গুনাহ্ করে বাড়ি ফিরে? উক্ত ফতোয়া দানকারী খারেজী হুজুরগণও কোলাকুলি করে থাকেন। সুতরাং তারা নিজেদের উক্ত ফতোয়া দ্বারা নিজেরাই কবিরা গুনাহ্গার হিসেবে গন্য হলেন। অতএব এখন তাদের উচিৎ মসজিদের ইমামতি ছেড়ে দেয়া, কারণ কবিরা গুণাহ্ কারী ব্যক্তির ইমামতি করা ঠিক নয়।

নাঃগঞ্জ উলামা পরিষদ সম্পর্কে কিছু কথা

উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, "এ সংগঠন বিশ্বাস ও চেতনাগত ভাবে কোরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনের চিন্তাধারার আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে"। (বিভ্রান্তির অবসান বইয়ের কভার পৃঃ দ্রঃ)

তাদের উপরোক্ত দাবীর জবাব ঃ

তাদের উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃত পক্ষে উক্ত সংগঠন তাদের দাবী অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা না করে তারা শুধু সৌদী নজ্দী ওহাবী ও ভারতের দেওবন্দী ওহাবীদের ভ্রান্ত মতবাদ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা জন্য প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সুতরাং বুঝা গেল তাদের উপরোক্ত দাবী শুধু সাধারণ লোকদেরকে প্রতারিত করার জন্যই। তারা প্রকৃত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী নয়।

পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশ্বব্যাপী শতশত বছর ধরে যুগশ্রেষ্ঠ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বজন স্বীকৃত ঈমামগণ কর্তৃক পালিত হয়ে আসছে। আমাদের বাংলাদেশেও তা থেকে পিছিয়ে নেই। আমাদের দেশেও অনেক বছর পূর্ব

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

থেকেই রাষ্ট্রীয়ভাবে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্বীকৃত এ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এদেশীয় খারেজী, নজ্‌দী, ওহাবীগণ সমাজে বিভিন্ন ভাবে উহার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা "এ কোন ঈদ"? নামে পোষ্টার ছেপে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদ্‌যাপন করাকে হারাম, শিরক ইত্যাদি ফতোয়া দিয়েছেন। আমরা নাঃগঞ্জ সুন্নী ইমাম ও উলামা পরিষদের পক্ষ থেকে তাদের উক্ত পোষ্টার খণ্ডন করে "ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ" নামক পোষ্টার সারাদেশে প্রচার করে তাদের বিভ্রান্তি থেকে জনগণকে রক্ষার চেষ্টা করি।

নাঃ গঞ্জ-এর খারিজী ওহাবীগণ ২০০৪ইং সনে আমাদের প্রচারিত উক্ত পোষ্টারের ব্যাপারে নতুন কিছু প্রশ্নতুলে "সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদের ধুম্রজাল" নামে অপর একটি পোষ্টার করে জনগনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আমরাও একদিনের মধ্যে তাদের উক্ত পোষ্টারের ধোঁকাবাজি খন্ডন করে "ধুম্রজালের দাঁতভাঙ্গা জবাব" নামক পোষ্টার ছেপে তাদের ধোঁকাবাজী থেকে জনগনকে রক্ষা করার চেষ্টা করি।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষাপটে "নাঃগঞ্জ উলামা পরিষদ" কর্তৃক ১৯/৫/২০০৪ ইং তারিখে নাঃ গঞ্জস্থ ডি,আই,টি-মার্কেট সংলগ্ন রাস্তায় সিরাতুন্নবী মাহ্‌ফিল করে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরোধিতা, বিশেষ করে আমাদের প্রচারিত পোষ্টারের অপব্যাখ্যা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। আমরাও তাদের উক্ত মাহফিলের ব্যক্তব্য সমূহ রেকর্ড করে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর বিভিন্ন বক্তব্য খণ্ডন করে "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির নাজির............ ইত্যাদি আক্বিদার দলীল প্রমাণ" নামক বই প্রকাশ করে তাদের বিভ্রান্তি থেকে জনগণকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। এবং উক্ত বইয়ের মাধ্যমে ধুম্রজাল পোষ্টারে বর্ণিত একটি মিথ্যা বক্তব্যের ব্যাপারে এক কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ সহ উক্ত মাহফিলের বিভিন্ন বক্তব্য প্রসঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত ঐ চ্যালেঞ্জ সমূহ গ্রহণ করার সাহস হয়নি। ঐ বছর থেকেই তাদের প্রচারিত ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধী পোষ্টার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু গত ৭/৪/০৬ ইং তারিখে "নাঃ

গঞ্জ উলামা পরিষদের" উদ্যোগে পূনরায় উক্ত স্থানে সিরাতুন্নবী মাহ্‌ফিল উদ্‌যাপন করে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্বীকৃত বিভিন্ন আক্বিদাহ্-এর ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। আমরাও পূর্বের ন্যায় তাদের বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য খণ্ডন করে সমুচিত জবাব দিয়ে "বাতিল মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব" নামক বই প্রকাশ করে সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান ও আক্বিদাহ্ রক্ষার চেষ্টা করি। উক্ত মাহ্‌ফিলে যিনি মাত্রাতিরিক্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলেন তার মসজিদ কমিটির বরাবরে একটি চিঠি দিয়ে তার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অন্যথায় আমাদের সাথে মোনাজারায় বসার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য "নাঃ গঞ্জ উলামা পরিষদ" উক্ত বিষয়ের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদেরকে একটি উকিল নোটিশ দেয়। আমরাও তার যথাযথ জবাব প্রদান করে সুপ্রিম কোর্টের একজন সম্মানিত এডভোকেটের মাধ্যমে উকিল নোটিশ প্রদান করি। তাদের পক্ষ থেকে পূনরায় জবাব দেয়া হলে আমরা গত ১১/৭/০৬ইং তারিখে মোনাজারার বিষয় বস্তু ও শর্তাবলী উল্লেখ করে মোনাজারায় বসার জন্য আমাদের আইনজীবির মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করি।

কিন্তু ৮ মাস গত হলেও তারা অদ্যাবধি উক্ত নোটিশের জবাব দিতে সক্ষম হয়নি। কয়েক মাস পূর্বে উক্ত সংগঠন "বিভ্রান্তির অবসান" নামক একখানি বই প্রকাশ করে সরলমনা মুসলমানদের কি ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছেন তা আপনারা (প্রিয় পাঠক বৃন্দ) অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন।

সুতরাং প্রমাণিত হল উক্ত সংগঠন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী নয়। বরং দেওবন্দী, খারিজী, ওহাবী মতবাদের অনুসারী। সে কারণে তাদের ব্যাপারে সর্তক থাকুন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমাদের "সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ নারায়ণগঞ্জ" এর পক্ষ হতে "নারায়ণগঞ্জ উলামা পরিষদ"কে গত-১১-০৭-০৬ ইং তারিখে দেওয়া সর্বশেষ উকিল নোটিশের কপি যার জবাব অদ্যাবধি তারা দিতে সক্ষম হয়নি।

MOHAMMAD ALI AZZAM
Advocate
Supreme Court of Bangladesh

CHAMBER:
Room No. 147, Ground Floor
Supreme Court Building
Dhaka. Phone : 9666390-1 Ex-263

Ref:

Date: ১১।০৭।০৬

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

উকিল নোটিশের জবাব

প্রতি,

জনাব হাসান শাহরিয়ার খান
এডভোকেট
নতুন কোর্ট ভবন,
চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতি
থানা-ফতুল্লা
জেলা- নারায়ণগঞ্জ।

পক্ষে,

নারায়ণগঞ্জ ওলামা পরিষদ
সাং-অস্থায়ী কার্যালয়, উকিলপাড়া জামে মসজিদ, দ্বিতীয় তলা,
নারায়ণগঞ্জ।

———জবাব গ্রহীতা।

হইতে,

মোহাম্মদ আলী আজম
এডভোকেট
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
রুম নং -১৪৭ (নীচতলা)
সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবন
ঢাকা।

পক্ষে,

মোঃ আবদুর রহমান
সভাপতি,
সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ নারায়ণগঞ্জ।
মাওলানা [illegible] আকবর
সাধারণ সম্পাদক
সুন্নী সংগ্রাম পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ।

———উকিল নোটিশের জবাব দাতা।

জনাব,

আমার মক্কেল কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদের পক্ষে আপনার ৬/৬/২০০৬ইং তারিখের উকিল নোটিশের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ জবাব প্রদান করছি ঃ-

www.AmarIslam.com

১। আমার মক্কেলগণ গত ৭/৫/০৬ ইং তারিখে রেলওয়ে কলোনী জামে মসজিদ ডি.আই.টি. নারায়ণগঞ্জের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বরাবর যে চিঠি দিয়েছিল তাতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, "প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নারায়ণগঞ্জের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সুধি সমাজ, ওলামাবৃন্দ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে উপযুক্ত সময়ে মাওঃ আব্দুল আউয়ালকে তার সহযোগীদের সহ উপস্থিত হয়ে তাদের দেয়া বক্তব্য সত্য প্রমাণ করার জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি"। সুতরাং বাহাছের বিষয়বস্তু হবে- আপনার মক্কেলদের গত ৭/৪/০৬ইং তারিখের সীরাতুন্নবী মাহফিলে প্রদত্ত বক্তব্যের বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য নিয়ে। যা আমার মক্কেলগণ প্রথম চিঠিতেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন - তারা "তাদের ঐ সমস্ত বক্তব্যগুলো পবিত্র কুরআন-হাদিস ও অন্যান্য গ্রহণযোগ্য কিতাবের মাধ্যমে সত্য ও সঠিক প্রমাণ করবেন। আর আমার মক্কেলগণও ঐ সমস্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আপনার মক্কেল এই বিষয়টি (যা বর্তমানে সৃষ্ট সমস্যা) বাদ দিয়ে প্রতারণা ও ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে তারা আমার মক্কেলের দ্বিতীয় সাথে দেয়া সংযুক্ত বই (যা আপনার মক্কেলদের গত ১১/০৫/০৪ইং তারিখের সীরাতুন্নবী মাহফিলের বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য খণ্ডনে প্রায় দুই বছর পূর্বে প্রকাশ করা হয়েছিল) এর কিছু বিষয় ও মিথ্যা বানোয়াট কিছু তথ্য নিয়ে নতুন একটি ইস্যু তৈরী করার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন কেন? আমার মক্কেলদের দাবী হলো- প্রথমত গত ৭/৪/০৬ ইং তারিখের মাহফিলে প্রদত্ত বক্তব্যের বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য নিয়ে বাহাস করতে হবে। অন্য কোন বিষয় বাহাস করতে হলে তা হবে এই আলোচ্য বিষয়ের বাহাস করার পর।।

আমার মক্কেলগণ আপনার মক্কেলের সাথে সুন্নী আক্বিদার যে কোন বিষয় নিয়ে বাহাছে বসতে প্রস্তুত। সুন্নী আলেমগণ বাহাছে বসতে কখনো ভয় পায় না। বাহাছের আয়োজন করে ভয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং ষড়যন্ত্র করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করার দৃষ্টান্ত ওহাবী ও মীলাদুন্নবী বিরোধীদের রয়েছে, সুন্নী আলেমদের নেই। কিন্তু বাহাস করতে হলে নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে। প্রথমে সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে পরে অন্যান্য বিষয়।

২। আমার মক্কেল এখনও দাবী করে যে- "ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করা সকলের উপর অবশ্যই কর্তব্য" এ কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে আপনার মক্কেল সংযুক্ত করেছে। এ ধরনের কোন কথা উক্ত বইটিতে নেই বলে আমার মক্কেল চ্যালেঞ্জ করছে। আপনার মক্কেল যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে প্রমাণ করে দেখাতে বলুন- উক্ত বইয়ের কোন পৃষ্ঠায় এ কথা উল্লেখ রয়েছে। যদি দেখাতে পারে তাহলে আমরা মনে করব আপনার মক্কেল সত্যবাদী, অন্যথায় আপনার মক্কেল মিথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে গণ্য হবেন।

ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করার ব্যাপারে আমার মক্কেলদের বক্তব্য স্পষ্ট। যথা- ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করা উত্তম একটি আমল ও ছওয়াবের কাজ। আপনার মক্কেলদের মত তারা উহা হারাম, নাযায়েজ ও গুনাহ কাজ মনে করে না, তাই আপনার মক্কেলদের সাথে আমার মক্কেলদের বিরোধ রয়েছে। আমাদের সংযুক্ত বইয়ে আপনার মক্কেলদের গত ১১/০৫/০৪ ইং তারিখের সীরাতুন্নবী মাহফিলের প্রদত্ত বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্য খণ্ডন করে ঈদে মীলাদুন্নবীর পক্ষে যে আলোচনা করা হয়েছে উহা সঠিক, সত্য ও সুদৃঢ় দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত। আমরা কোন মিথ্যা ও খোঁড়া দলীলে বিশ্বাসী নই। আপনার মক্কেলগণ যদি উক্ত দলীল সমূহকে মিথ্যা ও খোঁড়া দলীল মনে করে, তাহলে তারা যেন উক্ত দলীল সমূহ খণ্ডন করে আমাদের বইয়ের ন্যায় লিখিত ভাবে উহার সত্য ও সঠিক দলীলটি কি হবে তা প্রমাণ করে তাদের ইলমের বা জ্ঞানের পরিচয় দান করে।

আবার আমরা ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করাকে ফরজ বা ওয়াজিব কাজ বলেও মনে করিনা। যেমনটি আপনার মক্কেল ষড়যন্ত্রমূলকভাবে "ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা সকলের উপর অবশ্যই কর্তব্য" এ কথাটির মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ যদি কোন কাজ পালন করা অবশ্যই কর্তব্য হয়। তাহলে উহা ফরয বা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। আমার মক্কেল মনে করেন পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী (সঃ) পালন করা জায়েয, উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। আপনার মক্কেল আমার মক্কেলের পূর্বের জবাবের বক্তব্য ও তথ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে বলেছেন "আমার মক্কেল ঈদে মীলাদুন্নবী (সঃ) মানেনা" এ বক্তব্যটি মিথ্যা ও ভুল অনুধাবন। এখন আপনার মক্কেল বলুক তারা পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করাকে মানেন কিনা?

৩। আপনার মক্কেলদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে, তারা শুক্রবার তৃতীয় একটি ঈদের দিন হিসাবে অনেক পরে হলেও আপনার মাধ্যমে স্বীকার করেছে। যদিও তারা ইতিপূর্বে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত অন্যকোন ঈদের অস্তিত্ব স্বীকার করত না। সত্য কথা চিরদিন গোপন রাখা যায় না। নিজেদের অজান্তেই উহা মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে। ইহাই তার প্রমাণ। তেমনি ঈদে মীলাদুন্নবীর ব্যাপারে আপনার মক্কেলদের ভুল ধারণা একদিন অবশ্যই ভাঙবে, আমাদের বিশ্বাস। কোন একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তু থেকে শ্রেষ্ঠ বা উত্তম বললেই যে, উহা পালন করার হুকুমের দিক দিয়েও ঐ বস্তু থেকে উহা অধিক তাকিদপূর্ণ ও আবশ্যক হবে, এ যুক্তি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন সালাম দেওয়া সুন্নাত, একটি উত্তম আদব। ফরজ বা ওয়াজিব নয়। সালাম না দিলে কেহ পাপি বা গুনাহগার হবে না, আর সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব, জবাব না দিলে গুনাহগার হবে। কিন্তু সালামের জবাব থেকে সালাম দেওয়া উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং এতে ছওয়াব বেশী যা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

... এখানে অমূলক ও অবাস্তব। আমাদের ... এর দিন, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু উহা পালন করা ... প্রকার ওয়াজিব বা ওয়াজিব নয়।

আমার মক্কেল ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) কে "সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ" কেন বলেছেন উহার দলীল ও যুক্তি আমাদের গোচরে ও হিতে রয়েছে। তা থেকেই আপনার মক্কেলদের দলীলগুলো গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। আমার মক্কেল কোন ভয়ে ভীত নয়। সে কারণে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না। সত্যের সাথে আপনার মক্কেলগণ মিথ্যা বিষয়গুলো গুলিয়ে দিয়েছে। আপনার মক্কেলগণতো ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) ই স্বীকার করতে চান না। তারা আবার উহা পালন করা ফরজ বা ওয়াজিব বানানোর জন্য এতো আপত্তি নিয়ে লাগলেন কেন? এর মধ্যে কি রহস্য রয়েছে জানতে চাই। ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করার ব্যাপারে আপনার মক্কেলদের কি বক্তব্য তা স্পষ্টভাবে জানতে চাই? উহা পালন করা কি হারাম, না হালাল ও জায়েয? পরিষ্কার ভাবে বলুন। অতঃপর আমরা এ ব্যাপারে বাহাছে বসার চিন্তা করব। সুতরাং এটা ভয়ের কোন কারণ নয়। বরং আপনারা আমাদের দেওয়া বিষয় বস্তু নিয়ে বাহাছে বসতে ভয় পাচ্ছেন। এজন্য নানান টাল বাহানা শুরু করছেন বলে আমার মক্কেল মনে করেন।

৪। আমার মক্কেলের পূর্বের জবাবে ২নং প্যারার বক্তব্য মনগড়া নয় বরং সঠিক। বাহাছে বসার যদি আপনাদের সাহস থাকে তাহলে আসুন সমান ভাবে আমরা উভয় পক্ষ বাহাছের ব্যয় দায়িত্ব গ্রহণ করে বাহাছে বসার আয়োজন করি। অন্যথায় আমরা মনে করব আপনারা বাহাছে বসতে ভয় পাচ্ছেন, এজন্যই টাল বাহানা শুরু করছেন।

৫। আপনার মক্কেলের জবাবের ৫ ও ৬ নং প্যারায় "চ্যালেঞ্জ" এবং "মধ্যস্থ কর্তৃপক্ষ" সম্পর্কে বক্তব্য সঠিক নয় বিধায় উহা প্রত্যাখান করা হইল।

৬। আপনার মক্কেলের জবাবের ৭নং প্যারায় আপনার মক্কেল যৌথ আবেদনের প্রয়োজনীয়তা আইন সম্মত নয় বলেছেন উহা ঠিক নয়, কারণ সবকিছু আইনে থাকেনা বরং ন্যায়ত প্রয়োজন হয়।

৭। আপনার মক্কেলের ৮নং প্যারার বক্তব্য অসত্য যা প্রত্যাখ্যান করা হইল। উদ্দেশ্য যে বাহাছের নিয়ম উভয় পক্ষই মেনে চলবেন।

৮। আপনার মক্কেল ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) নতুন সৃজিত বিদআত বলে দাবী করেছেন ঠিক। কিন্তু বিদআত পাঁচ প্রকার, যেমন (১) ওয়াজিব (২) মুস্তাহাব (৩) মুবাহ (৪) মাকরূহ (৫) হারাম । ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) বিদআতের এই পাঁচ প্রকারের কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তা স্পষ্ট করে বলতে হবে।

"যারা জশনে জুলুস করে এবং রাসুল (দঃ) এর মীলাদ পালন করে (ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালনের কথা বলা হয়নি, তাই কথা ঘুরানোর চেষ্টা করবেন না) তারা প্রকৃত মুসলমান নয়" এই কথাটি তাদের বক্তব্য, সত্য স্বীকার করার জন্য আমার মক্কেল ধন্যবাদ জানাচ্ছে। প্রকৃত মুসলমান নয় এর ব্যাখ্যায় আপনার মক্কেল বুঝতে চেয়েছেন তাদের কাফের বলা হয়নি; বরং তারা খাটি মুসলমান নয়। এ ব্যাপারে আমার মক্কেলের কথা হলো মুসলমান দু'ধরনের হয়ে থাকে (১) মুমিনে কামেল (২) মুমিনে ফাসেক। যদি কোন ব্যক্তি জশনে জুলুস ও রাসুলের মীলাদ পালন করার কারণে খাটি মুসলমান (প্রকৃত মুসলমান) না থাকে তাহলে ঐ কারণে কি সে মুমিনে ফাসেক বলে গন্য হবে? এবং জশনে জুলুস ও মীলাদ পালন করা কি ফাসেকি কাজ? স্পষ্ট ভাবে বলতে হবে।

কেউ রাসুলের মীলাদ পালন করলে যদি তার থেকে প্রকৃত মুসলমানিত্ব চলে যায় তাহলে আপনার মক্কেল মাওঃ আব্দুল আউয়াল সাহেব ইতিপূর্বে যে, রাসুলের মীলাদ পালন করেছেন, কিয়াম করেছেন, হাদিয়াও নিয়েছেন- যার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে । এখন তিনি কি মীলাদ পালন করার কারণে তাদের ফতোয়া অনুযায়ী প্রকৃত মুসলমান আছেন? না কি ফাসেক মুসলমান বলে গন্য হবেন? স্পষ্টভাবে জানতে চাই। রাসুলের মীলাদ পালন করলে যদি কারো খাটি মুসলমানিত্ব না থাকে, প্রকৃত মুসলমানিত্ব চলে যায়, সে ফাসেক মুসলমান বলে গন্য হয়, তাহলে আপনার মক্কেলের নিকট আমার মক্কেলের প্রশ্ন হলো-ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (রাঃ), শায়খ অলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (রাঃ), তার পিতা শায়খ আব্দুর রহীম (রাঃ), আপনার মক্কেলদের অন্যতম মুরুব্বী মাওঃ আশরাফ আলী থানবী ও রশীদ আহমদ গাংগুহী সাহেবদ্বয়ের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজের মক্কী (রাঃ), থানবী সাহেবের অন্যতম খলীফা মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী, জৈনপুরী সিলসিলার প্রধান মাওঃ কারামত আলী জৈনপুরী, ফুরফুরা শরীফের প্রধান মাওঃ আবু বকর ছিদ্দিক আল কুরাইশী (রাঃ) ও ছারছিনা দরবার শরীফের মাওঃ নেছারউদ্দীন আহমদ (রাঃ) এবং মাওঃ শাহ আবু জাফর মোঃ ছালেহ (রাঃ) ও বর্তমান পীর সাহেব মাওঃ শাহ মুহাঃ মোহেব্বুল্লাহ (মাঃ) সাহেব সহ সকলেই রাসুল (দঃ) এর মীলাদ পালন করেছেন এবং করতেছেন, তাঁরা কি এখন রাসুলের মীলাদ পালন করার কারণে প্রকৃত মুসলমান নন? তাঁরা সবাই ফাসেক মুসলমান বলে গন্য হবেন? স্পষ্ট জবাব চাই?

"আপনার মক্কেলদ্বয় প্রতি মাহফিলেই অন্য মুসলমানদেরকে বলে থাকে যে, তারা কাফের" আপনার মক্কেলদের এই উক্তির জবাবে আমার মক্কেলদ্বয়ের দাবী হল- আপনার মক্কেলগণ যে বড় ধরনের কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী তার জলন্ত প্রমাণ হলো এই আলোচ্য উক্তিটি। কারণ আমার মক্কেলদ্বয় কোন মাহফিলেই অন্য কোন মুসলমানদেরকে কাফের বলে ঘোষনা দেয়নি। আমার মক্কেলদের পক্ষ হতে আপনাদের চ্যালেঞ্জ করা গেলো যদি আপনারা সত্যবাদী হন তাহলে প্রমাণ করুন আমার মক্কেলদ্বয় কখন কোন মাহফিলে কোন মুসলমানদেরকে কাফের বলেছেন। যদি ক্ষমতা থাকে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করুন, অন্যথায় তওবা করে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

৯। বাংলাদেশের ন্যায় পবিত্র মক্কা মদীনা শরীফ সহ বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশেই রাষ্ট্রীয় ভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) পালন করা হত। নিম্নে তার কিছু দলীল উপস্থাপন করা হলো ঃ-

প্রখ্যাত মুহাদ্দেস ইবনে জোজী (রহঃ) বলেন-"সর্বদা মক্কা ও মদিনাবাসী, মিশর, ইয়ামেন, সিরিয়াবাসী এবং আরবের পূর্ব-পশ্চিমের সকলেই মীলাদুন্নবী (দঃ) অনুষ্ঠান করে থাকেন, রবিউল আউয়াল মাসের নব চন্দ্রের আগমনে আনন্দ উৎসব করে থাকেন এবং তারা সকলেই এ সমস্ত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা মহান পুরস্কার ও সফলতা লাভ করে থাকেন।"(মীলাদুন্নবী)

মাওলানা মুফতী এনায়েত আহমদ (রহঃ) বলেন- "মক্কা ও মদীনা শরীফ এবং অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী (দঃ)এর মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো এবং মুসলমানদেরকে একত্র করে মীলাদ শরীফ পাঠ করা হতো এবং রাসুল (দঃ) এর প্রতি বেশি বেশি দুরূদ শরীফ পড়া হতো, লোকদেরকে দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়ানো এবং নেওয়াজ বিতরন করা হতো। ইহা একটি বিরাট বরকতময় কাজ এবং রাসুল (দঃ) এর সাথে ভালোবাসা বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে মীলাদুন্নবীর এই বরকতময় মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো এবং মক্কা শরীফে রাসুল (দঃ) এর জন্মস্থানে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো।"(তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ, পৃষ্ঠা-১২)

আল্লামা শিহাব উদ্দিন আহমদ কুস্তুলানী (রহঃ) বলেন-"প্রতিটি যুগে মুসলমানগণ নবী করিম (দঃ) এর বেলাদত শরীফের মাসে মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন, উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করেন, এর রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সাদকাহ্-খয়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন, পুন্যময় কাজ বেশি পরিমানে করেন এবং নবী করিম (দঃ) এর বেলাদত শরীফের আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসেন। ফলে আল্লাহর অসংখ্য বরকত ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। এর বিশেষত্বের মধ্যে এটাও পরীক্ষিত যে, নিঃসন্দেহে গোটা বছরই তারা নিরাপদ থাকে এবং তাদের উদ্দেশ্য দ্রুত সফল হয়ে থাকে। (ইমাম কুস্তুলানী (রহঃ) দোয়া করে বলেন-) অতএব ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ দয়া করুন, যে মীলাদুন্নবী মোবারক মাসের রাত গুলোকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করে-এদেরকে যেন মুনাফিকদের অন্তরে জ্বলনীয় জ্বালা সৃষ্টি হয়।" (মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬২)

সুতরাং আমার মক্কেল তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে জাতিকে বিভ্রান্ত করেনি বরং সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছে। বরং আপনার মক্কেলগণই ঈদে মীলাদুন্নবী (দঃ) এর ব্যাপারে মিথ্যা তথ্যের দ্বারা জাতিকে বিপথগামী করার অপ-চেষ্টা করছে। তাই আমরা মনে করি আপনার মক্কেলদেরকেই তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসা উচিত।

১০। আপনার মক্কেলের জবাবের ১৩নং প্যারার বক্তব্য সঠিক নয়, কারণ সেখানে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন।

১১। আপনার নোটিশের বক্তব্য যথা "ইতিপূর্বে যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে বাহাছের বিষয় বস্তু হিসাবে সাব্যস্ত করার জন্য আমার মক্কেল বলেছেন এবং আপনাদের বইতেও সে বিষয়গুলো আছে, সেগুলো নিয়ে বাহাস করে ফায়সালায় পৌঁছেন, তারপর আঃ আউয়াল সাহেবের বক্তব্যের পালা আসবে।" এ উক্তির ব্যাপারে আমার মক্কেলদের কথা হল-আমাদের প্রথম চিঠিতেই সর্বপ্রথম বাহাসের বিষয় বস্তু আমরা নির্ধারন করে দিয়েছি যে, বাহাস হবে মাওঃ আঃ আউয়াল সাহেবের গত ৭/০৪/০৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মীলাদুন্নবী মাহফিলে প্রদত্ত বক্তব্যের আপত্তিকর বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে, আমরা বারবার এ বিষয়টি তুলে ধরছি কারণ এ বিষয়টি নিয়েই বর্তমানে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আপনার মক্কেলগণ মনে হয় এ বিষয় নিয়ে বাহাসে বসতে ভয় পাচ্ছেন। তাই বারবার এ বিষয়টি বাদ দেয়ার অজুহাতে এমন একটি নতুন বিষয় ইস্যু বানানোর চেষ্টা করছেন, যে বিষয়ে বর্তমানে কোন বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি এবং যা সমস্যাও সৃষ্টি হয়নি।

তাই বাহাস করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের দেওয়া বিষয়ে বাহাস করতে হবে। তারপর ইচ্ছা করলে অন্য বিষয়ে বাহাস করবেন আমরা বাহাস করতে সদাপ্রস্তুত আছি। কোন ভয়ের কারণ নাই। বক্তব্য দিয়েছেন এখন সত্য প্রমাণ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

করতে অসুবিধা কোথায়? তাই আসুন এদিক-ওদিক কথা না বাড়িয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বাহাস করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করি।

১২। আপনার নোটিশের বক্তব্য যথা "বাহাসের বিষয়বস্তু আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলো নিয়ে আপনারা বাহাসে বসতে রাজি আছেন কিনা? আমার মক্কেল আপনার মক্কেলের স্পষ্ট জবাব জানতে চায়।" এ বিষয়ে আমার মক্কেলদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো-বাহাসের বিষয়বস্তু কি হবে তা আমার মক্কেলগণ তাদের প্রেরিত প্রথম চিঠিতে উল্লেখ করে দিয়েছে এবং একাধিকবার সে বিষয়ে বাহাস করার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উল্লেখ করেছে। সুতরাং বাহাস করতে হলে প্রথমে উক্ত বিষয়ে বাহাস করতে হবে। তাই উক্ত বিষয়ে আপনার মক্কেলগণ বাহাস করতে রাজি আছেন কিনা? আমার মক্কেল স্পষ্ট ভাবে জানতে চায়। আপনার নোটিশের বক্তব্য যথা "মাঃ আউয়াল গং আলেমগণের বক্তব্য প্রসঙ্গে আমার মক্কেল পূর্বেই বলেছে আগে ওনাদের বক্তব্য গুলো লিখিত আকারে পেশ করুন। তারপর যাচাই বাছাই করে ওনাদের বক্তব্যের স্বীকৃতিও দিব এবং সেগুলো নিয়ে বাহাসও করব ইনশাআল্লাহ"। এ বিষয়ে আমার মক্কেলদের বক্তব্য হলো-উক্ত বিষয়ের স্বীকৃতি দিবেন ও বাহাস করবেন। উল্লেখ করায় আমরা আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এ লক্ষ্যে আমরা মাওঃ আঃ আউয়াল গং আলেমগণের গত ৭/০৪/০৬ইং তারিখে সীরাতুন্নবী মাহফিলে প্রদত্ত বক্তব্যসমূহ লিখিত আকারে আপনার নিকট পেশ করলাম। যা আমরা তাদের বক্তব্য রেকর্ডকৃত ক্যাসেটের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এ বক্তব্য সমূহের বিভিন্ন দিক বা বিষয় নিয়ে বাহাস অনুষ্ঠিত হবে। আপনার মক্কেলগণ ঐ বিষয়গুলোর সত্যতা পবিত্র কুরআন-হাদিস ও শরীয়তের অন্যান্য গ্রহণযোগ্য কিতাবের মাধ্যমে প্রমাণ করবেন। আর আমার মক্কেলগণও ঐ বিষয়গুলো যে মিথ্যা ও বানোয়াট তা যথাযথ দলীল সমূহের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন, ইনশাআল্লাহ।

১৩। গত ৭/০৪/০৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী মাহফিলে মাওঃ আঃ আউয়াল গং আলেমগণের বক্তব্য যা ক্যাসেট হতে সংগৃহীত তা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

১৪। আপনার নোটিশের জবাবে আমার মক্কেল বাহাস অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আপনার মক্কেল বারবার উল্লেখ করেছেন "আমার মক্কেল বাহাসে বসতে ভয় পাচ্ছে" উহা সম্পূর্ন কপটাচার ও ভিত্তিহীন বটে যাহা বাতিল বলে গন্য। আমার মক্কেল বাহাসে বসতে সম্মত আছে।

অত্র নোটিশের এক কপি পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আমার চেম্বারে রক্ষিত হইল।

Mohammad Ali Azhar

মোহাম্মদ আলী আজহার 11/07

এডভোকেট

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হল ঃ

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-৩,৪ ও ৫ ।

২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।

৩। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।

৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সদর থানা, নারায়ণগঞ্জ।

৫। চেয়ারম্যান, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার।
নারায়ে রিসালাত,ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ.)।।
নারায়ে গাউসিয়া,ইয়া গাউসুল আযম দস্তগীর (রা.)

আগামী ১৪ই জানুয়ারী ১২ ই রবিউল আউয়াল,রোজ মঙ্গলবার সকাল ৮-টায় ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে বাংলাদেশ আনজুমানে আশেকানে মোস্তফা (দ.) কর্তৃক আয়োজিত জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হবে এবং ৯,১০ ও ১১ই রবিউল আউয়াল প্রত্যহ বাদ আছর হতে ১১টা পর্যন্ত মসজিদ প্রাঙ্গণে ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দেশের প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামগণ ওয়াজ করবেন ।
সবাই দলে দলে যোগদান করুন ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com